দ্য মিরাকেলস অব দ্য নামিয়া জেনারেল স্টোর

কেইগো হিগাশিনো

অনুবাদ : আমিনা নীম
এম এস আই সোহান

SHAMIYA AMIN



দ্য মিরাকলস অব দ্য নামিয়া জেনারেল স্টোর

কেইগো হিগাশিনো

অনুবাদঃ টিম ট্রান্সলেটর্স

SHAMAYA ADMIN



আতসুয়া, কোতা আর কোহেই—তিন বন্ধু, গভীর রাতে ডাকাতি করে ফেরার পথে বাধ্য হয় "নামিয়া জেনারেল স্টোর" নামে এক পরিত্যক্ত স্টেশনারি শপে আশ্রয় নিতে। কিন্তু সেই রাতে শপের মেইল স্লটে আসে একটি রহস্যময় চিঠি! প্রেরক নামিয়া জেনারেল স্টোরের কাছ থেকে তার ব্যক্তিগত এক সমস্যার সমাধান চাইছে।

নিতান্ত কৌতূহলের বশেই তারা চিঠির উত্তর লিখে পাঠিয়ে দেয়। শুরু হয় চিঠি আদানপ্রদানের এক অদ্ভুতপূর্ব অধ্যায়।

কোনো চিঠির প্রেরক আত্মদ্বন্দ্বে ভুগছে, কেউ বা সিদ্ধান্তহীনতায়, আবার কেউ হতাশায়। সবাই চায় সমাধান। আপাতদৃষ্টিতে জীবনের সমাধানগুলো স্পষ্ট মনে হলেও সেগুলো কি আসলেই খুব সহজ? কারো ছোট্ট এক প্রস্তাব হয়তো অন্য কারো জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলতে পারে, আবার কোনো এক সামান্য সিদ্ধান্তও সারাজীবনের আফসোসে রূপ নিতে পারে।

নানা ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত তিন ধরনের মানসিকতার তিন বন্ধু পারবে কি সঠিক সমাধান দিতে নাকি জন্ম দেবে আরও সমস্যার? চিঠিগুলো আসার কারণই বা কী?

প্রিয় পাঠক, আপনি নিশ্চিত থাকুন—ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, মানবিকতা, ত্যাগতিতিক্ষার অপূর্ব সংমিশ্রণের এই উপন্যাসের বাঁকগুলো আপনাকে প্রশ্নে ও চমকে দেবে...করবে আবেগাপ্লুত!

SHUVRA PRIN





সুধিয় অনুবাদ

The Miracles of the Namiya General Store
by Keigo Higashino
Translation by Amina Mim
S M S I Sohan
Cover ■ Sazal Chowdhury

ভূমিপ্রকাশ
ISBN 978-984-93-0181-1

দ্য মিরাকলস অব দ্য নামিয়া জেনারেল স্টোর

কেইগো হিগাশিনো

SHAMVALA ADMIN

অনুবাদ: আমিনা মীম, এম এম আই মোহ্যান

মিস্ক ফেটের ভেতরে উত্তর

সোতাই 'সহজ খুপরি'-এর প্রস্তাব দিয়েছিল।

'সহজ খুপরি? কী-সব আবোলতাবোল বলছো?' সোতার হালকা পাতলা ও বালকসুলভ চেহারার দিকে তাকিয়ে লম্বা আতসুয়া বলল, 'হাতের কাছে পাওয়া যায়। আমাদের লুকিয়ে থাকার উপযুক্ত জায়গা লাগবে, বুঝোই তো। আমি একবার ওখানে গিয়েছিলাম। কখনও ভাবিনি ওটা আমাদের কাজে লাগতে পারে।'

'দুঃখিত বন্ধুরা।' বিশালদেহী কোহেই তাদের পাশে পার্ক করা পুরোনো টয়োটা ক্রাউনের দিকে ক্লান্ত চোখে তাকালো—' আমি বুঝতেই পারিনি যে ব্যাটারিটা এত জায়গা থাকতে এখানে এসেই মরে যাবে।

আতসুয়া একটা নিশ্বাস ফেলল, 'এসব ভেবে আর লাভ নেই।'

'সিরিয়াসলি, আমি বুঝতেই পারছি না এমন কেন হলো। মানে রাস্তায় যখন চালাচ্ছিলাম তখন তো কোনো ওয়ার্নিং সাইনও দেখলাম না। বাতিগুলোও বন্ধ রেখেছিলাম।'

'ওটার সময় ঘনিয়ে এসেছিল,' সোতা বলল, 'মাইলেজ তো দেখেছই। একশ হাজার মাইলেরও বেশি। এই জিনিসটা বৃদ্ধ মহিলার মতো হয়ে গেছে। যখন খুঁজে পেলাম তখনই সে মৃত্যুশয্যায়। এখান পর্যন্ত যে আসতে পেরেছি সেটাই বেশি। চুরি করতে হলে এরপর থেকে নতুন গাড়ি চুরি করব। আগেই বলেছিলাম তোমাকে।'

কোহেই হাত ক্রস করে আর্তনাদের স্বরে বলল, 'কিন্তু নতুন গাড়িতে অনেক অ্যালার্ম থাকে।'

'অনেক হয়েছে,' আতসুয়া তাদের থামালো। 'সোতা, ওই পরিত্যক্ত বাসাটা কি কাছেই?'

SHAMVALA ADMIN

সোতা মাথা দোলালো, 'তাড়াতাড়ি করলে হয়তো যেতে বিশ মিনিট লাগবে।'

'ঠিক আছে। চলো, পথ দেখাও।'

'কিন্তু গাড়িটার কী হবে? এখানে ফেলে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

আতসুয়া চারপাশ দেখে নিলো। এটি একটি আবাসিক এলাকার মাসিক পার্কিং লট। একটা খালি স্পট পাওয়া গেছে কিন্তু ঐ স্পটের আসল মালিক যখন দেখবে তার জায়গায় অন্য গাড়ি রাখা তখন নিঃসন্দেহে পুলিশ ডাকবে।

'মোটেও ঠিক হবে না। কিন্তু আমরা তো চাইলেও একে আর সরাতে পারব না। তোমরা কোনোকিছুতে হাত দাওনি তো? আমাদের আঙুলের ছাপ না থাকলে কেউ আমাদেরকে ট্রেস করতে পারবে না।'

'মানে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি?'

'বললামই তো, আর কোনো উপায়ও নেই।

'আচ্ছা। আমার পিছু পিছু এসো।'

সোতা হাঁটতে শুরু করলে আতসুয়াকেও তার পিছু নিতে হলো। ডান হাতের ব্যাগটা খুব ভারী লাগছে।

কোহেই তাদের সাথেই হাঁটছে। 'এই আতসুয়া, একটা ক্যাব নিয়ে নিলে কেমন হয়? সামনে একটা ব্যস্ত সড়ক আছে। আমি নিশ্চিত ওখানে অনেক ক্যাব পাওয়া যাবে।'

'তিনজন সন্দেহজনক ছেলেকে শহরের এই জায়গায় এই সময়ে দেখলে ক্যাব ড্রাইভার আমাদেরকে মনে রাখবে। একবার স্কেচ বের করে ফেললেই কিচ্ছা খতম।'

'তোমার মনে হয় ড্রাইভার আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখবে?

'যদি দেখে? যদি তার ফটোগ্রাফিক মেমোরি থেকে থাকে?'

কোহেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কয়েক কদম হাঁটার পর ধীরে ধীরে বলল, 'স্যরি।'

SHAMVALAADMIN

‘বাদ দাও। চুপ করে হাঁটতে থাকো।’

তারা বাকি শহরের চেয়ে কিছুটা উঁচু এলাকার মধ্য দিয়ে হাঁটছে। রাত দুটো বাজে এখন। এখানকার বাসাগুলো সব একইরকম, এক ডিজাইনের। প্রায় সব বাসারই বাতি বন্ধ কিন্তু তাও সাবধান থাকতে হবে তাদের। কেউ তাদেরকে দেখতে পেলে পুলিশে ফোন করে দিতে পারে। আতসুয়া চাইছিল যেন পুলিশ ভাবে যে তারা ঘটনাস্থল থেকে গাড়িতে করে পালিয়েছে—ক্রাউন গাড়ি চুরির ব্যাপারটা হয়তো আপাতত নজরে আসবে না।

রাস্তাটা ঢালু হয়ে আসার সাথে সাথে আস্তে আস্তে বাড়িঘর কমে আসতে লাগল।

‘এই, আর কত দূর?’ কোহেই হাঁপিয়ে উঠছে।

সোতা বলল যে তারা কাছাকাছিই আছে।

শীঘ্রই তারা শুনসান একটা বাড়ির সামনে চলে এলো। বাড়িটা একটা ঐতিহ্যবাহী জাপানি বাড়ি, নিচতলায় একটা স্টোর আছে। আকারটা বেশ চমৎকার। লিভিং কোয়ার্টারগুলো কাঠের তৈরি।

নামানো শাটারটা মাত্র দশ ফিট প্রশস্ত। একটা মেইল স্লট ছাড়া এর সামনে আর কিছু নেই। বাড়িটার পাশে একটা ছোটো স্টোরেজ শেড। দেখে মনে হচ্ছে কোনো এক সময়ে একে গ্যারেজ হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

‘এটাই সেই জায়গা?’ আতসুয়া জিজ্ঞাসা করল।

‘উম।’ সোতা বাসাটার দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাচু করছে, ‘মনে তো হচ্ছে।’

‘মনে হচ্ছে মানে? কী বলছো? এটা ঐ বাসা না?’

‘হ্যাঁ। আমার মনে হয় ঠিক জায়গাতেই এসেছি। গতবার যখন এসেছিলাম তখন অন্যরকম লাগছিল। মানে, কসম কেটে বলছি মনে হচ্ছে এটা আগেরবারের চেয়ে বেশি নতুন দেখাচ্ছে।’

SHAMALA ADMIN

‘দিনের বেলা এসেছিলে, তাই না? একারণেই এমন লাগছে।’

‘হ্যাঁ। হয়তো।‘

আতসুয়া তার ফ্ল্যাশলাইট বের করে শাটারে আলো ফেলল। শাটারের ওপরে একটা পুরোনো রংচটা সাইনে কিছু লেখা। জেনারেল স্টোর লেখাটা পড়তে পারল আতসুয়া, বাকিটুকু বুঝা যাচ্ছে না।

‘জেনারেল স্টোর? এখানে এত দূরে কে বাজার করতে আসবে?’

‘কেউ না।’ সোতা বলল, ‘একারণেই তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে এটা।’

‘হুম। ভেতরে কীভাবে যাবো?’

‘পেছনের দিকে একটা দরজা আছে। তালাটা নষ্ট। এদিক দিয়ে এসো।’

সোতা তাদেরকে বাসা আর গ্যারেজের মাঝের সংকীর্ণ রাস্তাটা দিয়ে পেছনে নিয়ে যেতে লাগল। তিন ফিটের রাস্তাটা দিয়ে যাবার সময় সোতা আকাশের দিকে তাকাল। মাথার ঠিক ওপরেই পূর্ণিমার চাঁদ জ্বলজ্বল করছে।

একটা দরজার সামনে এসে পড়ল তারা। দরজার পাশে একটা কাঠের বাক্স আটকানো।

‘এটা কী?’ কোহেই প্রশ্ন করল।

‘তুমি জানো না?’ আতসুয়া পাল্টা জিজ্ঞাসা করল তাকে, ‘এটা মিল্ক ক্রেট। ডেলিভারির জন্য।’

‘ওহ,’ কোহেই অবাক হয়ে বাক্সটার দিকে তাকিয়ে রইল।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই বাসি একটা গন্ধ এলো। কিন্তু গন্ধটা অতটাও খারাপ না। তারা একটা মাটির ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটা ভাঙা ওয়াশিং মেশিন।

বাসায় ঢোকার মুখে একটা পাথরের ব্লকের ওপর একজোড়া বাসার স্লিপার রাখা। ছেলে তিনজন স্লিপারের সংস্পর্শ এড়িয়ে জুতো না খুলেই বাসার ভেতরে ঢুকে গেল।

SHAMVALA ADMI

রান্নাঘরে ঢুকেছে তারা। মেঝে কাঠের তৈরি। জানালার পাশে একটা সিংক আর চুলা বসানো। পাশের দেওয়ালে একটা টু-ডোর ফ্রিজ। পাশেই টেবিল আর চেয়ার।

কোহেই ফ্রিজ খুলল, 'ধুর, কিছুই নেই।'

'স্পষ্টতই থাকবে না,' আতসুয়া রেগেমেগে বলল, 'আর থাকলেই বা কী করতে? গপগপ করে খেয়ে নিতে?'

'আমি কেবল বললাম—এটা খালি।'

পাশের ঘরটা তাতামি মাদুর দিয়ে সজ্জিত। বাড়ির মালিক সেখানে একটা ড্রেসার ও একটা বুদ্ধ বেদি রেখে গেছে। এক কোনায় কিছু চার কোনা কুশন স্তূপ করে রাখা। একটা ক্লসেট আছে এখানে কিন্তু ছেলেরা কেউ সেটা খুলে দেখল না।

স্টোরটা এই ঘরের পাশেই। আতসুয়া সেদিকে ফ্ল্যাশলাইট মেরে দেখল কিছু স্টেশনারি, রান্নাঘরের জিনিসপত্র আর সাফাইয়ের অল্প কিছু সরঞ্জাম স্টক করে রাখা। 'বাহ!' সোতা বেদিটার ড্রয়ার খুলে দেখছে, 'মোমবাতি পেয়েছি। আলোর ব্যবস্থা করা যাবে এখন।

সে অনেকগুলো মোমবাতি জ্বালিয়ে বাসাটা উজ্জ্বল করে তুললে আতসুয়া তার ফ্ল্যাশলাইট বন্ধ করে দিলো।

'আহ!' কোহেই মাটিতে থপ করে বসে পড়ল। 'এখন কেবল সকালের অপেক্ষা।'

আতসুয়া পকেট থেকে ফোন বের করে দেখল কয়টা বাজে। আড়াইটা।

'এই দেখো আমি কী পেয়েছি।' সোতা বেদির ড্রয়ারে আরও কিছু খুঁজে পেয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে কোনো পুরোনো সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন।

'দাও তো আমাকে,' আতসুয়া খপ করে সোতার হাত থেকে ম্যাগাজিন নিয়ে ধুলা ঝাড়ল। কভারে হাসিমাখা এক তরুণীর ছবি। মনে হচ্ছে এই মেয়েকে আগে কোথাও দেখেছে আতসুয়া।

SHANTARA ADMIN

হুট করে মনে হলো কোথায় দেখেছে: টিভিতে। কয়েকটা নাটকে মায়ের চরিত্রে অভিনয় করে। এখন হয়তো ষাট কী সত্তর বছর বয়স হবে।

কভারটার তারিখ দেখে বুঝতে পারল প্রায় চল্লিশ বছর আগের ম্যাগাজিন এটা। তারিখটা জোরে জোরে পড়তেই তার দুই বন্ধুর চোখ ছানাবড়া।

'এত পুরোনো! কে জানে তখন পৃথিবী কেমন ছিল।' সোতা বলল।

আতসুয়া পাতা উলটে দেখল এখনকার ম্যাগাজিনের চেয়ে খুব ভিন্ন কিছু না। 'সুপারমার্কেটগুলোতে টয়লেট পেপার ও ডিটারজেন্টের জন্য তোলপাড় শুরু হয়েছে। —মনে হচ্ছে কোথাও শুনেছি এটা।'

'হ্যাঁ, আমি জানি এটার কথা।' কোহেই বলল, 'মনে হয় তেল সংকটের সময়কার খবর এটা।'

আতসুয়া পুরো ম্যাগাজিন উলটে দেখে বন্ধ করে দিলো। কোনো উলঙ্গ ছবি বা আইডল নেই।

'এখানে কত বছর ধরে কেউ থাকে না?' ম্যাগাজিনটা ড্রয়ারে রেখে দিলো সে। 'সরঞ্জামগুলো শেলফে রাখা, আর অনেক কিছুই ফেলে গেছে। মনে হয় মালিক তাড়াহুড়োয় বাসা ছেড়ে চলে গিয়েছিল।'

'হঠাৎ-ই চলে গিয়েছিল।' সোতা তার ধারণা বলল, 'ক্রেতা কম আসতো আর বিলগুলো জমে পর্বত সমান হয়ে যাচ্ছিল তাদের। তাই এক রাতে মালপত্র সব গুছিয়ে পালিয়ে গেল তারা। কিচ্ছা শেষ।'

'হ্যাঁ, হতে পারে।'

'আমার ক্ষুধা পেয়েছে,' কোহেই বলল, 'আশেপাশে কোনো স্টোর পাওয়া যাবে?'

'পাওয়া গেলেও—' আতসুয়া চোখ রাঙালো কোহেইকে, 'তুমি যেতে পারছ না। সকাল পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।'

SHAMVALA ADMIN

কোহেই তার হাঁটু আঁকড়ে ধরল, ‘কিন্তু আমি তো এত ক্ষুধা নিয়ে ঘুমাতে পারি না।’

‘হ্যাঁ, আর এই ময়লা জায়গায় কে ঘুমাবে?’ সোতা বলল, ‘অন্তত পক্ষে ঘুমানোর একটা ভালো জায়গা তো খুঁজতে পারি আমরা।’

‘এক সেকেন্ড,’ আতসুয়া উঠে দাঁড়িয়ে স্টোরের সামনের দিকে চলে এসে ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালালো। সামনের শেলফে আলো ফেলে কিছু খুঁজছে। প্লাস্টিক বা তার মতো কিছু যেন মাথার নিচে রেখে ঘুমানো যায়। একসময় পেয়েও গেল। সোজি দরজায় ব্যবহার করার কিছু পেপার টিউব। এতেই কাজ হবে। সেটা নেবার জন্য হাত বাড়াতেই তার পেছনে কিছু একটা ক্লিংক করে উঠল।

চট করে ঘুরে আলো ফেলতেই দেখতে পেল শাটারের পাশের কাঠের বাক্সে একটা খাম পড়ে আছে।

হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে আতসুয়ার। এখন এই সময়ে এমন একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে কেউ চিঠি দিয়ে যাবে, এমনটা হতেই পারে না। তার মানে কেউ জানে যে তারা এখন এখানে আছে—চিঠি দিয়ে কিছু বলতে চাইছে তাদেরকে।

আতসুয়া লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে মেইল স্লট দিয়ে বাইরে তাকালো। সে নিশ্চিত ছিল সামনে পুলিশের গাড়ি চোখে পড়বে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল বাইরে অন্ধকার, কোথাও কেউ নেই। আতসুয়া খামটা হাতে নিলো। পেছনে মুন র‍্যাবিট ছাড়া আর কিছু লেখা নেই খামে।

খামটা নিয়ে সে বাকি দুজনের কাছে ফিরে গেল।

‘এটা কী?’ সোতা জিজ্ঞাসা করল, ‘দয়া করে বলো না যে আমরা এখানে আসার পর এটা ফেলে গেছে কেউ।’

‘কেউ মেইল স্লট দিয়ে ভেতরে ফেলেছে এটা। আমি দেখেছি। খামটা দেখো। কাগজটা নতুন, তাই না? কেউ আগে থেকেই এখানে এটা ফেলে রেখে থাকলে তো এতে ধুলা জমে যেত।’

SHAMWALA ADMIN

কোহেই ভয় পেয়ে গুটিসুটি হয়ে গেছে, 'মনে হয় পুলিশ—'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু মনে হয় না তারা এমন অনর্থক খেলা খেলবে আমাদের সাথে।'

'হ্যাঁ' সোতা বলল। 'আর তারা মুন র‍্যাবিটই বা লিখবে কেন?'

'তাহলে কে?' কোহেইর কালো চোখে অস্থিরতা।

আতসুয়া খামটা পরীক্ষা করে দেখছে। মনে হচ্ছে ভেতরে চিঠি আছে। লম্বা চিঠি। প্রেরকের এমন কী বলার থাকতে পারে?

'এটা আমাদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে, তা হতেই পারে না।' আতসুয়া সিদ্ধান্তে এলো।

তার বন্ধুরা অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আহা, ভাবো। আমরা এখানে এসেছি মাত্র কিছু সময় ধরে। এত অল্প সময়ে এত বড়ো চিঠি লেখা সম্ভব না।'

'হতে পারে,' সোতা বলল, 'কেবল যদি এটা চিঠিই হয়ে থাকে তবে।'

'হুম,' আতসুয়া আবার খামটা দেখল। সিল মারা আছে। সে দুহাত দিয়ে সেটা চেপে ধরল।

'এই! কী করছো?'

'খুলে দেখছি।'

'কিন্তু এটা তো আমাদের উদ্দেশ্যে না।' কোহেই প্রতিবাদ করল, 'আমরা এটা করতে পারি না।'

'আর কীই-বা করতে পারি। এখানে তো কোনো ঠিকানাও লেখা নেই।'

আতসুয়া সিলটা খুলে ফেলল। গ্লাভস পরা হাতটা ভেতরে ঢুকিয়ে কাগজ বের করে আনল। নীল কালিতে লেখা হয়েছে চিঠিটা। শুরুতেই লেখা, আমার আকস্মিক অনুরোধ ক্ষমা করবেন।

'মানে কী?'

আতসুয়া পড়তে শুরু করল আর কোহেই ও সোতা তার দুই কাঁধের ওপর ঝুঁকে শুনতে লাগল।

SHAMVAVA ADMIN

খুবই অদ্ভুত একটা চিঠি।

আমার আকস্মিক অনুরোধ ক্ষমা করবেন। চিঠিতে নাহয় আমার নাম মুন র‍্যাবিটই থাকুক। আমি একজন মেয়ে, কিন্তু আপনাকে আমার আসল পরিচয় দিতে পারছি না। আশা করি সেটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

আমি একজন ক্রীড়াবিদ কিন্তু নির্দিষ্ট বর্ণনা দিতে পারছি না। দাম্ভিকতা দেখাতে চাই না, তবে আমি আমার ফিল্ডের খুব ভালো র‍্যাংকে আছি এবং পরবর্তী অলিম্পিকে জাপানের প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব অর্জনের চেষ্টা করছি। ইভেন্টের কথা বললে হয়তো বুঝে যাবেন আমি কে, কারণ এই ফিল্ডে খুব বেশি প্রতিযোগী নেই। কিন্তু অলিম্পিকের কথাটা বলা জরুরি, তা না হলে আমার দুর্দশাটা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে খুলে বলতে পারব না। আশা করি আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন।

আমার জীবনে একজন পুরুষ আছে। যে পুরুষকে আমি ভালোবাসি। যে পুরুষ আমাকে অন্য কারও চেয়ে বেশি বোঝে এবং সমর্থন করে। সে আমার সবচেয়ে বড়ো ভক্ত এবং আমাকে অলিম্পিকে যাবার সর্বাধিক অনুপ্রেরণা সেই জোগায়। সে মন থেকে চায় আমি যেন অলিম্পিকে যাই এবং এর জন্য সে যে-কোনো কিছু করতে প্রস্তুত, যে-কোনো বলিদান দিতে প্রস্তুত। সে যে কতবার আমাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সাহায্য করেছে তার হিসেব নেই। সত্যি বলতে সে না থাকলে আমি এতদূর আসতে পারতাম না। তার কারণেই সব কঠিন প্রশিক্ষণ পার করতে পেরেছি। অলিম্পিক আমার কাছে নিজের লক্ষ্যের চেয়ে বেশি তার প্রতি কৃতজ্ঞতার একটা উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু এরপর, এক দুঃস্বপ্নের সূচনা হলো। আমার প্রেমিক খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ডাক্তার যখন আমাকে তার ডায়াগনোসিস বলল তখন যেন সব কিছু থমকে দাঁড়ায়। তার ক্যান্সার হয়েছে।

SHAMVALA ADMIN

ডাক্তার আমার কাছে স্বীকার করেছে যে তার সুস্থতার আর কোনো আশা নেই এবং সে কেবল আর ছয় মাস জীবিত থাকবে। কেউ তাকে সব কিছু জানায়নি কিন্তু আমার ধারণা সে জানে।

আমার প্রেমিক চায় আমি যেন বাকি সব ভুলে কেবল প্রশিক্ষণে মনোযোগ দেই এবং প্রতিযোগিতায় জিতি। সে ঠিক-ই বলছে। এটা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। আমি সব প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করে রেখেছি, দেশে-বিদেশে সবখানেই। অলিম্পিকে যাবার জন্য আমাকে নিজের পুরোটা দিতে হবে, আমি জানি সেটা

কিন্তু, ক্রীড়াবিদ ছাড়াও আমার আরও একটি পরিচয় আছে, আরও একটি অংশ যা আমার প্রেমিকের সাথে সময় কাটাতে চায়। যে বাকি সব ভুলে কেবল তার পাশে থাকতে চায়, তার সেবা করতে চায়। আসলে আমি এটা তাকে আগেই বলেছি কিন্তু সে এতটা মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিল যে আমার কান্না পেয়ে যায়। সে কাকুতি-মিনতি করে বলেছে, 'এমনটা বোলো না। তোমাকে অলিম্পিকে যেতেই হবে। এটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না। তোমাকে সেই পর্যায়ে না দেখা পর্যন্ত আমি মারা যাবো না। এটাই আমার শেষ ইচ্ছা।' সে আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে যেন আমি প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাই।

তার রোগের ব্যাপারে বিস্তারিত কাউকে বলিনি। অলিম্পিক শেষে আমরা বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের পরিবারের কেউ এখনও কিছু জানে না।

আমি কী করব বুঝতে পারছি না। কোথাও মনোযোগ দিতে পারছি না। প্রশিক্ষণেও না। ফলে ভালো ফলাফল দিতে পারছি না। ছেড়ে দিতে চাইছি কিন্তু এমন করলে সে কষ্ট পাবে ভাবলে বুঝতে পারি আমি তাকে কষ্ট দিতে পারব না।

নিজের সাথেই সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আমি নামিয়া জেনারেল স্টোরের গল্প শুনেছি। আমি জানি আমার চিঠি নিয়ে তেমন কোনো আশা

SHAMVALA ADMIN

রাখতে পারি না কিন্তু তবুও লিখছি, যদি আপনি আমাকে কোনো পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতে পারেন।

আমি আপনার উত্তরের জন্য একটা খাম দিয়ে দিচ্ছি। দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।

-মুন র‍্যাবিট

২

চিঠি পড়া শেষ করে তিন বন্ধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

‘হলোটা কী?’ সোতাই সবার আগে মুখ খুলল, ‘সে এই মেইল স্লটে এমন চিঠি কেন দিতে যাবে?’

‘সে জানে না তার কী করা উচিত।’ কোহেই বলল, ‘এখানেই তো লেখা আছে।’

‘সেটা বুঝতে পারছি। আমি বলছি যে একটা জেনারেল স্টোরের উদ্দেশ্যে এমন চিঠি কেউ কেন লিখবে? তাও একটা পরিত্যক্ত স্টোর।’

‘আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ কেন? আমি উত্তর জানি না।’

‘আমি তোমাকে উত্তর জিজ্ঞাসাও করছি না। নিজে নিজেই ভাবছিলাম।’ আতসুয়া তাদের কথোপকথনে ঢুকল না। খামের ভেতরে আরও একটা খালি খাম পেল সে। এটাতেও কালো মার্কারে মুন র‍্যাবিট লেখা। কোনো ঠিকানা দেওয়া নেই।

‘হচ্ছেটা কী?’ অবশেষে বলল সে, ‘মনে হয় না এটা কোনো কৌতুক। খুব গুরুতর সমস্যা বলে মনে হচ্ছে।’

‘মনে হয় চিঠি ভুল স্টোরে রেখে গেছে।’ সোতা বলল, ‘অন্য কোনো স্টোরের নামের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। এটাই হবে।’

আতসুয়া ফ্ল্যাশলাইট হাতে উঠে দাঁড়ালো। ‘আমি দেখে আসছি।’

পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে স্টোরের সামনে এসে সাইনটা আবার দেখল সে। ভালো করে দেখার পর বুঝল ‘জেনারেল স্টোর’-এর সামনের শব্দটা ‘নামিয়া’।

SHAMAL ACADEMY

ভেতরে এসে বাকিদেরকে বলল ঘটনাটা।

‘তাহলে মেয়েটা ভুল করেনি,’ সোতা মাথা দোলালো, ‘কিন্তু পরিত্যক্ত স্টোর থেকে এমন কী উত্তর পাবে সে?’

‘হতে পারে নামিয়া নামেই গরমিল হয়েছে।’ কোহেই ধারণা করল, ‘আসল নামিয়া স্টোর হয়তো অন্য কোথাও আছে। কিন্তু নাম যেহেতু এক তাই উলটাপালটা হয়ে গেছে।’

‘না। এমনটা হতে পারে না। এখানের সাইনটা তো চোখেই পড়ে না। আগে থেকে না জানলে বোঝাই যাবে না। এক সেকেন্ড’ আতসুয়া ম্যাগাজিনটা বের করল, ‘মনে হয় এখানে কিছু দেখেছি।’

‘কী দেখেছো?’

‘নামিয়া নামটা। এখানে কোথাও দেখেছি।’

আতসুয়া পাতা উলটাতে উলটাতে পেয়ে গেল। ‘যে জেনারেল স্টোর আপনার আর্তনাদে সাড়া দেয়।‘

‘এটা কৌতুক। নামিয়া বা নায়ামি, জাপানি এই শব্দের অর্থ সমস্যা, আর্তনাদ ইত্যাদি।’

পাতাটা খুলে পড়তে লাগল সে।

.

এই স্টোরটা মানুষের জীবনের কিছু কঠিন প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য বিখ্যাত।

আপনি কখনও এক্সএক্স শহরের নামিয়া জেনারেল স্টোরে এলে এর মেইল স্লটে একটি চিঠি দিয়ে দিন। পরদিন সকালে মিল্ক ক্রেটে তার উত্তর পেয়ে যাবেন।

স্টোরের মালিক বাহাত্তর বছর বয়সি হাসিখুশি ইউজি নামিয়া আমাদেরকে এর পেছনের কাহিনি বলেছেন:

‘প্রতিবেশী বাচ্চাদের একটা মজার খেলার ছলে এর শুরু। তারা স্টোরের নামকে ভুল উচ্চারণ করত, ‘নায়ামি নায়ামি’ যার অর্থ

SHAMVALA ADMIN

‘সমস্যা সমস্যা’ আমার সাইনে একটা বাক্য ছিল, ‘অর্ডার দেওয়ার জন্য কোনো জায়গা খুঁজছেন? ভেতরে এসে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।’ বাচ্চারা তখন ভেতরে এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, ‘এই দাদু, আমরা আমাদের সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারি?’ আমি বলতাম, ‘অবশ্যই’ আর জানেন, তারা আসলেই প্রশ্ন করা শুরু করল।

প্রথমে দুষ্টামি করছিল। ‘পড়াশোনা না করেই কীভাবে এ-গ্রেড পাবো?’ এরকম প্রশ্ন। কিন্তু তাদের প্রশ্ন নিয়ে যখন আসলেই উত্তর দেওয়া শুরু করলাম তখন আস্তে আস্তে খুব গুরুতর এবং ব্যক্তিগত প্রশ্ন আসতে শুরু করল। ‘বাবা-মায়ের ঝগড়া কীভাবে বন্ধ করব?’ এরকম। তাদের সুবিধার জন্য আমি ঠিক করলাম মেইল স্লটে তারা তাদের প্রশ্ন রেখে যাবে। এরপর আমি সেখান থেকে সংগ্রহ করে নিবো। তখন বড়োদের প্রশ্নও আসতে লাগল। আমি জানি না, এক বৃদ্ধের কথা কীভাবে তাদেরকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারে কিন্তু তাও সাধ্যমতো চেষ্টা করলাম তাদের পরামর্শ দেওয়ার।

আমরা নামিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম কেমন ধরনের প্রশ্ন বেশি আসে, তখন তিনি জানান প্রেমের বিষয়ে।

‘কিন্তু আমার পক্ষে সেগুলোর উত্তর দেওয়াই বেশি কঠিন।’

.

আর্টিকেলের শেষে স্টোরের একটা ছবি আছে। একজন বৃদ্ধ লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

‘এই ম্যাগাজিন এমনি এমনিই এখানে রেখে যাওয়া হয়নি। তারা এটা সংরক্ষণ করে রেখেছিল—কারণ এতে এখানের মালিকের কথা লেখা আছে।’ আতসুয়া ফিসফিস করে বলল, ‘চল্লিশ বছর হয়ে গেছে।’ একবার মুন র‍্যাবিটের চিঠির দিকে তাকালো সে।

সোতা চিঠিটা হাতে নিলো। ‘মনে হয় মেয়েটা এই স্টোরের গল্প কিছুদিন আগে শুনেছে।’

SHAMALA ADMIN

‘হ্যাঁ, হতে পারে।’

‘মনে হয় কোনো বুড়ো ভামের কাছে শুনেছে,’ কোহেই বলতে লাগল, ‘যে হয়তো জানেই না স্টোরটার এখন কী অবস্থা কিন্তু মুন র‍্যাবিটকে এখানে আসার পরামর্শ দিয়ে দিয়েছে।’

‘নাহ, এমনটা হবে না। হয়েও যদি থাকে তবে মেয়েটা এখানে এলেই বুঝে যেত স্টোরটা অনেক বছর ধরে পরিত্যক্ত।’

‘আচ্ছা তাহলে ধরে নেই মুন র‍্যাবিটের মাথা খারাপ। এত সব দুশ্চিন্তায় তার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে।’

আতসুয়া মাথা নাড়ালো, ‘এমন গুরুতর চিঠি কোনো মাথা নষ্ট মানুষ লিখতে পারে না।’

‘আচ্ছা তাহলে তোমার তত্ত্ব কী?’

‘আমি নিজেই সেটা বুঝতে চেষ্টা করছি।’

‘অথবা,’ সোতা হঠাৎ বলে উঠল, ‘সেসব এখনও চলছে।’

আতসুয়া তার দিকে তাকালো, ‘কোন সব?’

‘ওই যে, পরামর্শের বিষয়টা।’

‘বুঝিয়ে বলো তো।’

‘মানে কেউ হয়তো এখনও চিঠির উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। লোকটা হয়তো আশেপাশেই থাকে। মাঝেমধ্যে এখানে আসে, চিঠি নিয়ে যায় আর এরপর উত্তর বাক্সে রেখে যায়। এমনটা হতে পারে।’

‘হ্যাঁ পারে। কিন্তু সেই হিসেবে লোকটার বয়স এখন ১১০ বছর হবে, যদি সে বেঁচে থাকে আর কী।‘

‘হয়তো তার ব্যাবসা অন্য কেউ দেখছে।’

‘কিন্তু কেউ আসার চিহ্ন তো দেখছি না।’

‘কারণ কেউ ভেতরে আসে না। বাইরে থেকেই চিঠি নিয়ে চলে যায়।’

SHAMVALA ADMIN

সোতার তত্ত্ব খাপে খাপ খায়। তারা তিনজন সামনে গিয়ে তদন্ত করে দেখল শাটার ভেতর থেকে আটকানো, খোলা প্রায় অসম্ভব। তারা তাতামি রুমে ফিরে এলো। আতসুয়া চিঠিটার দিকে তাকাল।

'এখন কী করা যায়?' সোতা আতসুয়াকে জিজ্ঞাসা করল।

'আমাদের কিছু করার নেই। কাল সকালেই তো আমরা চলে যাচ্ছি।' আতসুয়া চিঠিটা খামে ভরে রেখে দিলো।

কিছু মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধতা নেমে এলো। বাইরের বাতাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে।

'তাহলে মেয়েটা কী করবে?' কোহেই ফিসফিস করে বলল।

'কী?' আতসুয়া জিজ্ঞাসা করল।

'অলিম্পিকে কি যাবে? নাকি ছেড়ে দিবে?

'কে জানে।'

'ছেড়ে দিতে পারবে না,' সোতা বলল, 'তাই না? তার প্রেমিক তো এটাই চায়।'

'কিন্তু মেয়েটা যে ছেলেকে ভালোবাসে সে মারা যাচ্ছে।' কোহেই তর্ক করল, তার কণ্ঠ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কঠোর। 'এমন সময়ে সে কীভাবে প্রশিক্ষণ নেবে? তাদের এখন একসাথে থাকা উচিত। আমি নিশ্চিত তার প্রেমিক মনে মনে এটাই চায়।'

'আমি নিশ্চিত নই। সে তো মেয়েটাকে অলিম্পিকে দেখার জন্য বেঁচে থাকার লড়াই করছে। মেয়েটা যদি এখন হাল ছেড়ে দেয় তাহলে ছেলেটা বাঁচার কারণই হারিয়ে ফেলবে।'

'কিন্তু দেখো, মেয়েটা তো চিন্তাভাবনা ঠিক রাখতে পারছে না। এভাবে কীভাবে অলিম্পিকে যাবে? ছেলেটার কাছ থেকে দূরে থেকে সে এমনিতেই হেরে যাচ্ছে। দুদিকেই পরাজয়।'

SHAMVALA ADMIN

‘একারণেই তো আরও ভালোভাবে প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত। এখন চিন্তা ভাবনার সময় না। তাদের দুজনের জন্য মেয়েটাকে জিততে হবে। যেভাবেই হোক।’

‘জানি না বাপু। আমি হলে কখনও পারতাম না।’

‘তোমাকে করতে বলছে না কেউ। আমরা মুন র‍্যাবিটের কথা বলছি।’

‘হ্যাঁ, কিন্তু আমি নিজে পারব না এমন কিছু তো অন্য কাউকে করতে বলব না। তুমি পারবে সোতা?’

কোহেইর প্রশ্নের কাছে সোতা হার মানল। উত্তর না দিয়ে ভ্রু কুঁচকে রইল। আতসুয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি কী বলো?’

আতসুয়া তীক্ষ্ণ চোখে বাকি দুজনের দিকে তাকালো, ‘তোমরা কীসব অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে কথা বলছো? এসব নিয়ে আমাদের চিন্তার কিছু নেই।’

‘তাহলে চিঠিটার কী করব?’ কোহেই জিজ্ঞাসা করল।

‘কিছু করার নেই।’

‘কিন্তু আমরা এভাবে ফেলে দিতে পারি না।’

‘তো? উত্তর দিতে চাও না কি?’

কোহেই মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। ‘দেওয়া উচিত। আমরা বিনা অনুমতিতে চিঠি খুলে ফেলেছি।’

‘কীসব উলটাপালটা বকছ। এখানে কত বছর ধরে কেউ থাকে না। এখানে যে চিঠি ফেলেছে দোটা তারই। আমরা কেউ কোনো উত্তর দেবো না। তাই না সোতা?’

সোতা ইতস্তত করল, ‘এভাবে ভাবলে ঠিকই আছে।’

‘এসব ভুলে যাও। এর পেছনে সময় নষ্ট করতে হবে না।’

আতসুয়া পেপার টিউব এনে বাকি দুজনকে ভাগ করে দিলো, ‘এর ওপর ঘুমাতে পারবে।’

‘ধন্যবাদ।’ সোতা আর কোহেই বিড়বিড় করে বলল।

SHAMALA ADMIN

আতসুয়া শুয়ে পড়ে বুঝতে পারল বাকিরা এখনও নড়ছে না।
'হয়তো সেও সাথে যেতে পারে,' কোহেই ফিসফিস করে বলল।
'কে?' সোতা জিজ্ঞাসা করল।
'প্রেমিকটা। যে অসুস্থ। মেয়েটা যেখানে যাচ্ছে সেখানে যেতে পারে। এভাবে তারা একসাথে সময়ও কাটাতে পারবে আর মেয়েটা প্রশিক্ষণও চালাতে পারবে।'
'তাতে লাভ হবে না। ছেলেটা খুব অসুস্থ। মাত্র ছমাস বাঁচবে আর।'
'হাঁটতে পারবে না এমন তো বলেনি। হুইল চেয়ারে করেও তো যেতে পারে, তাই না?'
'এসব পারলে তো পরামর্শই চাইত না মেয়েটা। আমার তো মনে হয় ছেলেটা শয্যাশায়ী।'
'তোমার তাই মনে হয়?'
'সম্ভবত।'
'এই!' আতসুয়া গর্জে উঠল। 'তোমরা আর কতক্ষণ বকবক করবে? বলেছি না এসব নিয়ে মাথা না ঘামাতে।'
বাকি দুজন চুপ করে রইল।
এরপর সোতা বলে উঠল, 'জানি তুমি কী বলতে চাইছ আতসুয়া, কিন্তু আমি এটা মাথা থেকে বের করতে পারছি না। মিস র‍্যাবিট খুব দুশ্চিন্তায় আছে। তাকে সাহায্য করার জন্য কিছু করতে চাই।'
আতসুয়া উঠে বসল। 'তুমি? কিছু করতে চাও? যত্তসব হাবিজাবি কথা। আমরা কীই-বা করতে পারি এখানে? না আছে টাকা, না শিক্ষা, না কোনো সাহায্যের হাত। আমরা কেবল ছোটোখাটো চুরি-চামারি করতে পারি, পরিত্যক্ত বাড়িতে রাত কাটাতে পারি। এখন তো সেটুকুও করতে পারছি না। ভালো দামের কিছু একটা চুরি করে পালাতে গিয়েও গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল। আর এখন এই গোয়ালঘরে

SHAMVALA ADMIN

ঘুমাতে হচ্ছে। আমাদের মতো নিরুপায় মানুষ অন্য কাউকে সাহায্য করার কথা ভাবেই বা কীভাবে?'

সোতা আতসুয়ার কথা শুনে মাথা নিচু করে ফেলল।

'শুয়ে পড়ো তো,' আতসুয়া বলল, 'সকালে রাস্তার লোকের ভিড়ে হারিয়ে যাবো আমরা।' বলে আবারও শুয়ে পড়ল সে।

সোতা অবশেষে শোবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলে কোহেই তাকে ইতস্তত করে বলল, 'এই, কিছু লিখবে?'

'কী লিখব?'

'ইশ। চিঠির উত্তর লিখবে। এমন একটা জিনিস ঝুলিয়ে রাখতে পারি না আমরা।'

'তুমি একটা গর্দভ,' আতসুয়া রেগে উঠল, 'এখনও এসব নিয়ে পড়ে আছো কেন?'

'শূন্য গোয়ালের চেয়ে কানা গরুও ভালো। যে-কোনো একটা উত্তর পেলেই মেয়েটা একটু স্বস্তি পাবে। ভালো পরামর্শ না দিতে পারি, অন্তত সান্ত্বনা তো দিতে পারব। আমরা আপনার চিঠি পেয়েছি, আমাদের সমবেদনা আপনার সাথে আছে— এমন কিছু।'

'ঠিক আছে,' গজগজ করে বলল আতসুয়া, করো তোমার যা ইচ্ছা।' কোহেই উঠে দাঁড়াল, 'লেখার জন্য কিছু আছে এখানে?'

'ওদিকে কিছু স্টেশনারি দেখেছিলাম,' সোতা বলল।

তারা দুজন স্টোরের সামনের দিকে চলে গেল। একটু পরেই ফিরল।

'পেয়েছো কিছু?' ফিরতেই জিজ্ঞাসা করল আতসুয়া।

'হ্যাঁ। মার্কারগুলো সব শুকিয়ে গেছে, কিন্তু একটা কলম পেয়েছি, কিছু কাগজও।' কোহেইকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে। রান্নাঘরের টেবিলে কাগজ কলম রেখে বসে পড়ল সে। 'আচ্ছা। কী লেখা যায়?'

'তুমিই তো বলেছো একটু আগে। আমরা আপনার চিঠি পেয়েছি। আমাদের সমবেদনা আপনার সাথে আছে।'

SHAMVALA ADMIN

‘এটুকু কীভাবে বলা যায়।’

‘এভাবেই বলা যায়।’

‘তুমি আগে যেটা বলেছিলে সেটা লিখে দাও নাহয়।’ সোতা বলল, ‘ছেলেটাকে সাথে করে নিয়ে যাবার কথা।’

‘তুমি না বললে এটা কাজে দিবে না?’

‘হ্যাঁ, কিন্তু যদি লেগে যায়?’

কলমটা হাতে নিয়ে কোহেই আতসুয়া আর সোতার দিকে তাকালো, ‘চিঠি কীভাবে শুরু করা যায়?’

‘সালাম অথবা শুভেচ্ছা এসব দিয়ে,’ সোতা বলল, ‘লিখতে পারো, প্রিয় মিস র‍্যাবিট বা সালাম মিস র‍্যাবিট। আসলে আমার মনে হয় না এমন কিছু লিখতে হবে। সে নিজেও তো লিখেনি, তাই না? টেক্সটের মতো করে লিখে ফেলো।’

‘আচ্ছা। আমরা আপনার টেক্সট পেয়েছি—মানে চিঠি আর কী, তাই না? আমরা—আপনার—চিঠি—পেয়েছি—’

‘জোরে জোরে বলে লিখতে হবে না,’ সোতা পরামর্শ দিলো।

আতসুয়া কোহেইকে লিখতে দেখছে আর রাগে ফুঁসছে। কিছুক্ষণ পর কোহেই বলল, ‘শেষ।’

সোতা চিঠিটা দেখল, ‘তোমার হাতের লেখা কী বাজে!’

আতসুয়াও দেখল। একদম যাচ্ছেতাই অবস্থা।

চিঠি লেখার জন্য ধন্যবাদ। পরিস্থিতি খুব কঠিন বলে মনে হচ্ছে। আপনার বিষণ্নতার কারণ বুঝতে পারছি। ভাবছিলাম, আপনি কি আপনার প্রেমিককে আপনার সাথে করে নিয়ে যেতে পারবেন? দুঃখিত, এর চেয়ে ভালো কোনো সমাধান আমি দেখছি না।

‘ভালো হয়েছে?’ কোহেই জিজ্ঞাসা করল।

‘ঠিক আছে।’ সোতা বলল, ‘তাই না?’

‘যত্তসব।’ বলল আতসুয়া।

SHAMVALA ADMIN

কোহেই চিঠিটা খামে ভরে নিলো। 'আমি এটা বিনে রেখে আসছি।' বলে সেটা নিয়ে বাইরে চলে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আতসুয়া, 'ও ভাবছে-টা কী। চেনে না জানে না এমন কাউকে পরামর্শ দিয়ে দিলো। আর সোতা তুমি, তুমি কী করে এতে সায় দিচ্ছো?'

'মাঝেমধ্যে এমন কিছু করতে হয়।'

'মাঝেমধ্যে মানে?'

'কেউ কখনও আমাদের কাছে পরামর্শ চাইতে আসেনি। কখনও আসবেও না। এটাই আমাদের প্রথম আর শেষ সুযোগ কাউকে সাহায্য করবার।'

'ভুলে যেও-না আমরা কারা।'

কোহেই ফিরে এলো, 'বিনের ঢাকনাটা এত শক্ত! মনে হয় অনেক বছর ধরে অব্যবহৃত পড়ে আছে।'

'তা তো হবেই। দুধওয়ালা তো আর—' আতসুয়া থেমে গেল। 'কোহেই, তোমার গ্লাভস কোথায়?'

'ওই যে, টেবিলে।'

'কখন খুলেছো?'

'চিঠি লেখার আগে। গ্লাভস পরে লিখতে কষ্ট

'ছাগল কোথাকার' আতসুয়া উঠে দাঁড়ালো, 'কাগজটাতে এখন তোমার আঙুলের ছাপ লেগে গেছে।'

'তো? আমি খারাপ কী করেছি?'

আতসুয়ার ইচ্ছা করছে বোকা কোহেই'র নাক বরাবর ঘুসি কষাতে, 'একসময় না একসময় পুলিশ বুঝে যাবে যে আমরা এখানে এসেছিলাম। মুন র‍্যাবিট যদি চিঠিটা ততদিনে না নিতে আসে? এর আগেই পুলিশ তোমার আঙুলের ছাপ পেয়ে গেলে সব শেষ আমাদের।

SHAMVALA ADMIN

স্পিডিং টিকেট থেকে তারা ইতোমধ্যেই তোমার আঙুলের ছাপ পেয়ে গেছে, তাই না?'

'ওহ! তুমি ঠিক বলছো।'

'এজন্যেই বলছিলাম এসব বাদ দিতে।'

আতসুয়া ফ্ল্যাশলাইটটা ছিনিয়ে নিয়ে বাইরে ছুটল। মিল্ক বিনের ঢাকনাটা এত শক্ত। কিন্তু আতসুয়া কোনোমতে সেটা খুলে ফেলল। ভেতরে আলো ফেলে দেখল কিছুই নেই। সে চিৎকার করে উঠল, 'এই কোহেই! কোথায় রেখেছিলে চিঠিটা?' কোহেই বেরিয়ে এলো। তার হাতে গ্লাভস। 'কোথায় মানে? এখানেই তো।'

'এখানে নেই।'

'কী বলো! এখানেই তো রেখেছিলাম।'

'হয়তো তুমি খেয়াল করোনি, অন্য পাশে পড়ে গেছে।

'না না। এখানেই রেখেছিলাম।'

'তাহলে গেল কোথায়?'

'আমি জানি না।'

সোতা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলো। তার মুখ ফ্যাকাসে, 'স্টোরের সামনের দিক থেকে শব্দ আসছিল। তাই আমি গিয়ে চেক করলাম। স্লটের মধ্যে এটা পেয়েছি।' সোতা একটা খাম বের করল।

আতসুয়ার যেন শ্বাস আটকে গেছে। তাড়াতাড়ি চারপাশে আলো ফেলল, কাউকে দেখা যায় কিনা।

কিন্তু কেউ নেই। যেমনটা কয়েক মিনিট আগেও ছিল না।

৩

দ্রুত উত্তর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। কাল রাতে আপনার মেইল স্লটে চিঠি দেওয়ার পর থেকে ভাবছিলাম আমি হয়তো একটু বেশিই আশা করে ফেলেছি। সারাদিন চিন্তায় ছিলাম, আপনি বিরক্ত হবেন কিনা ভেবে। উত্তরটা পেয়ে স্বস্তি পেলাম।

SHAMVALA ADMIN

আপনার পরামর্শ যুক্তিযুক্ত। পারলে আমি তাই করতাম। কিন্তু আমার প্রেমিক খুব বেশিই অসুস্থ। তাকে হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে।

আপনি হয়তো ভাববেন আমি কেন হাসপাতালের কাছাকাছি কোথাও প্রশিক্ষণ নিচ্ছি না? দুর্ভাগ্যবশত, হাসপাতালের আশেপাশে কোনো ভালো ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি নেই। এখন শুধু ছুটির দিনগুলো ওর সঙ্গে কাটাতে পারছি। কিন্তু আমার পরবর্তী ট্রেনিং সেশন চলে আসছে। তখন আমাকে যেতেই হবে। আজ তার সাথে দেখা করেছি। সে আমাকে বলল ভালোভাবে প্রশিক্ষণ নিতে। আমি বলেছি আমি তাই করব। সত্যিকার অর্থে বলতে চেয়েছিলাম যে আমি যাচ্ছি না, আমি এখানেই থাকতে চাই, তার সাথে। কিন্তু বলতে পারলাম না। জানি, এটা শুনলে সে ভেঙে পড়বে।

এমন কিছু যদি থাকত, যার মাধ্যমে আমি তাকে প্রতিদিন দেখতে পারতাম। মাঙ্গাতে যেমন দেখায়, টিভি ফোন না যেন কী কী আধুনিক ডিভাইস।

কিন্তু কল্পনা করে আর কী লাভ।

মিস্টার নামিয়া, আমার সমস্যাগুলো শোনার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চিঠি লিখে আমার মন অনেকটাই হালকা হয়েছে। আমার মনে হয় এসবের সমাধান আমাকে নিজেই খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু আপনি যদি অন্য কোনো রাস্তা ভেবে পান, দয়া করে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। না পেলেও জানাবেন। আমি আপনাকে কোনো বাড়তি ঝামেলায় ফেলতে চাই না।

আমি কাল ক্রেটটা আবার চেক করব। অশেষ ধন্যবাদ।

—মুন র‍্যাবিট

.

সোতা সবার শেষে চিঠিটা পড়ল। ‘হচ্ছেটা কী?‘

SHAMVALA ADMIN

‘কে জানে,’ আতসুয়া বলল।

‘মুন র‍্যাবিট উত্তর দিয়েছে, তাই না?’ কোহেই জিজ্ঞাসা করল।

‘এটা এখানে এলো কীভাবে? তুমি তো কেবল পাঁচ মিনিট আগে চিঠিটা এখানে রেখে গেলে। আমি এসে দেখলাম, সেটা আর নেই। র‍্যাবিট মহিলাটা এর মাঝে এসে চিঠি নিয়ে গিয়ে থাকলেও এত দ্রুত উত্তর লিখে ফেলল কীভাবে? কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই উত্তর এসে পড়ল। খুবই অদ্ভুত।’

‘হ্যাঁ কিন্তু এটা মিস র‍্যাবিটেরই চিঠি, তাই না? সে আমার পরামর্শ ভেবে দেখেছে তাহলে।’

আতসুয়া সোতার হাত থেকে খপ করে চিঠি নিয়ে নিল। কোহেই এর উত্তর না পড়ে এই চিঠি লেখা অসম্ভব।

‘ইশ।’ সোতা বলে উঠল, ‘কেউ কি মজা করছে আমাদের সাথে?’

‘ঠিক!’ আতসুয়া আঙুল দিয়ে সোতার বুকে খোঁল দিলো, ‘কেউ মজা করছে আমাদের সাথে।’

চিঠিটা একপাশে রেখে সে ক্লসেটটা খুলল। সেখানে গাদা গাদা কার্ডবোর্ডের বাক্স রাখা।

‘আতসুয়া, তুমি কী করছো?’

‘দেখছি এখানে কে লুকিয়ে আছে। কেউ নিশ্চয়ই আমাদের কথাবার্তা শুনেছে। কোহেই চিঠিতে কী লিখছে তা বুঝে গেছে আর আগে ভাগেই উত্তর তৈরি করে ফেলেছে। ওদিকে দেখো তো তোমরা দুজন।’

‘এক মিনিট। কেউ এমন কেন করবে?’

‘আমি কী জানি। কেউ নিশ্চয়ই মানুষের সাথে এমন ফালতু মজা করে।’ আতসুয়া আলো ফেলে খোঁজাখুঁজি শুরু করল।

ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কোহেই আর সোতা।

‘আহা, খুঁজে দেখো তো।’

SHAMVALA ADMIN

সোতা ইতস্তত করে মাথা নাড়ছে, 'আমি বুঝতে পারছি না, কেউ এমন কেন করবে।'

'আমি বুঝতে পারছি। এছাড়া আর কোনো যুক্তি আছে তোমার?'

'কিন্তু চিঠিগুলো ক্রেট থেকে উধাও হয়ে গেল কীভাবে?'

'হবে কোনো ম্যাজিক ট্রিক।'

'ম্যাজিক ট্রিক?'

কোহেই সবার শেষে দ্বিতীয় চিঠিটা পড়ল। 'মেয়েটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু আছে।'

'কী,' আতসুয়া জিজ্ঞাসা করল।

'সে বলছে টিভি ফোন—বুঝলাম না। তার কাছে কী সেল ফোন নেই? সে তো চাইলে ভিডিয়ো চ্যাট করতে পারে।'

'হয়তো হাসপাতাল থেকে ছেলেটাকে সেল ফোন ব্যবহার করতে মানা করে দিয়েছে।' সোতা আন্দাজ করল।

'কিন্তু মেয়েটা বলেছে এসব ও মাঙ্গাতে দেখে। মনে তো হচ্ছে সে সেল ফোন জিনিসটাই চিনে না।'

'অসম্ভব। কোন জগতে থাকে তাহলে সে?'

'না, এমনই হবে। চলো তাকে বলি।' টেবিলের দিকে চলতে শুরু করল কোহেই।

'এক সেকেন্ড। তুমি আবার উত্তর লিখবে? এদিকে কেউ আমাদের সাথে মজা করছে।'

'সেটা আমরা এখনও নিশ্চিতভাবে জানি না।'

'কেউ নিশ্চিতভাবেই আমাদের সাথে মজা করছে। আমাদের কথা শুনে আগেভাগে উত্তর ঠিক করছে।' আতসুয়ার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো, 'ঠিক আছে কোহেই, তুমি চিঠি লেখো। আমি একটা বুদ্ধি পেয়েছি।'

'কী?'

SHAMVALA ADMIN

‘দেখোই না, কী।’
কোহেই ঝটপট চিঠি লিখে ফেলল, ‘শেষ’।
সোতা কোহেইয়ের কাঁধের ওপর থেকে উঁকি দিয়ে চিঠিটা দেখল, বরাবরের মতো যাচ্ছেতাই অবস্থা।

.

দ্বিতীয় চিঠির জন্য ধন্যবাদ। কিছু ভালো সংবাদ আছে আপনার জন্য। কিছু ফোন দিয়ে ভিডিয়ো কল করা যায়। সেরকম একটা কিনে নিন। খেয়াল রাখবেন যেন হাসপাতালের কেউ টের না পায়।

.

‘কেমন হলো?’ কোহেই জিজ্ঞাসা করল।
‘ঠিক আছে।’ আতসুয়া বলল। ‘খামে ভরে দাও।’
মুন র‍্যাবিটের দ্বিতীয় চিঠির সাথেও একটা বাড়তি খাম ছিল। কোহেই তাতে উত্তরটা ভরে দিলো।
‘এবার আমিও যাবো সাথে। সোতা তুমি এদিকে থাকো।’ আতসুয়া ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে পেছনের দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল। বাইরে এসে কোহেই আর আতসুয়া একসাথে চিঠিটা কাঠের বাক্সে রেখে দিলো।
‘ঠিক আছে কোহেই। কোথাও লুকিয়ে পড়ো, আর এই বাক্সটার ওপর থেকে চোখ সরাবে না।’
‘আচ্ছা। তুমি কোথায় যাবে আতসুয়া?’
‘সামনে। যে চিঠি দিতে আসবে তাকে ধরব।’
আতসুয়া বাড়ির সামনের দিকে এসে লুকিয়ে পড়ল। দেখতে লাগল কেউ আসে কিনা। কেউ নেই। কিন্তু একটু পরেই মনে হলো কেউ তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। চট করে ঘুরতেই দেখল সোতা।
‘কী করছো? আমি তো তোমাকে ভেতরে থাকতে বলেছিলাম।’
‘কাউকে দেখেছো?’

SHAMALA ADMIN

‘এখনও না।’

সোতাকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। মুখ হাঁ হয়ে আছে তার। ‘তোমার কী হলো?’

সোতা একটা খাম তুলে ধরল। ‘আরও একটা পেয়েছি।’

‘বলো কী!’

‘আরও একটা চিঠি।’

৪

আরও একটা উত্তরের জন্য ধন্যবাদ। কেউ আমার ব্যাপারে চিন্তিত তা জেনে খুব ভালো লাগছে।

আমি খুবই দুঃখিত, আপনার গত চিঠির পরামর্শটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আসলে একদমই বুঝতে পারিনি। হয়তো আমি এতটা শিক্ষিত নই বা ততটা উন্নত বোধবুদ্ধি সম্পন্ন নই, তাই আপনার কৌতুকটা আমি ঠিক ধরতে পারলাম না, যেটা হয়তো আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য লিখেছেন।

আমার মা সবসময় বলে, যদি তুমি কোনো কিছু বুঝতে না পারো, তবে ভেবে নিও না যে সবাই তোমাকে সেটা বুঝিয়ে দিতে বাধ্য—নিজে নিজে বোঝার চেষ্টা করবে। আমি নিজে নিজেই সব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করি। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে আমি একা একা বুঝতে পারব না।

সেল ফোন কী?

বানান দেখে মনে হয়েছিল বিদেশি কোনো শব্দ। কিন্তু এর কোনো অর্থ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। যদি ইংলিশ হয়ে থাকে তবে অ্যানিমেল সেল বা সেলমেট জাতীয় কিছু হবে, কিন্তু কোনোটাই সঠিক মনে হচ্ছে না। এটা কি অন্য কোনো ভাষা?

শব্দটার অর্থ না জানতে পারলে পরামর্শটাই বৃথা যাবে। এর অর্থটা আমাকে দয়া করে জানালে উপকৃত হবো।

SHAMVALA ADMIN

আমি জানি আপনি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত। এভাবে আপনার সময় নিয়ে নিচ্ছি বলে আমি খুব দুঃখিত।

—মুন র‍্যাবিট

.

ছেলে তিনজন রান্নাঘরের টেবিলে বসে আছে। সোতা চিঠিগুলো ক্রমানুসারে সাজালো।

'আচ্ছা,' সোতা বলল, 'কোহেই-এর চিঠি বাক্স থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। যদিও সে লুকিয়ে বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব নজর রাখছিল, কেউ সেখানে এসে চিঠি নিয়ে যায়নি। আতসুয়া সামনের দিকে ছিল, সেও কাউকে দেখেনি। কোনোভাবে তৃতীয় একটা চিঠি মেইল স্লটে এসে পড়েছে। ঠিক বলছি তো?'

'হ্যাঁ,' আতসুয়া বলল। কোহেই এখনও নিশ্চুপ।

'তার মানে,' সোতা আঙুল নাচাচ্ছে, 'বাসায় কেউ আসেনি। তবুও কোহেই এর চিঠি উধাও হয়ে গেছে এবং মিস র‍্যাবিটের নতুন এক চিঠি আমাদের কাছে এসে পড়েছে। মিল্ক বিন, শাটার সব-ই চেক করেছি আমরা। কিন্তু কোথাও কোনো গুপ্ত দরজা নেই। এসবের মানে কী?'

আতসুয়া চেয়ারে গা হেলিয়ে দিলো। 'আমরা জানি না।'

'কোহেই?'

কোহেই তার গোল চেহারাটা দোলালো। 'জানি না।'

'সোতা,' আতসুয়া বলল, 'তুমি কী ভাবছ?'

সোতা চিঠি তিনটার দিকে তাকালো। 'এখানে অদ্ভুত কিছু হচ্ছে। এই মেয়েটা সেল ফোন কী, তা জানে না। ভাবছে এটা বিদেশি শব্দ।'

'মনে হয় মজা করছে।'

'হতে পারে।'

'এটাই হবে। সমগ্র জাপানে এমন কেউ নেই যে সেল ফোন চিনে না।'

SHAMAIA ADMIN

‘এটার মানে কী? আগামী বছরের অলিম্পিক-সবে মাত্রই তো লন্ডনে অলিম্পিক হলো। সামনের গ্রীষ্মে বা শীতে অলিম্পিক হচ্ছে না।’

‘আহা, মেয়েটা সব কিছু গুলিয়ে ফেলেছে।’

‘তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টা সে এভাবে গুলিয়ে ফেলবে এমনটা বিশ্বাস করা শক্ত। এটা আর তার সেল ফোনের ব্যাপারে কিছু না জানাটা— ব্যাপারগুলো খুবই অদ্ভুত।’

‘সহমত-আর?’

‘আরও একটা বিষয়।’ সোতা গলা নামিয়ে বলল, ‘খুবই অদ্ভুত। যখন বাইরে গেছি তখন খেয়াল করলাম ব্যাপারটা।’

‘কোন ব্যাপার?’

‘আতসুয়া, তোমার ফোন বের করে দেখো তো কয়টা বাজে?’

‘আমার ফোন?’ আতসুয়া ফোন বের করে দেখল, ‘তিনটা চল্লিশ।’

‘তার মানে আমরা এখানে আছি প্রায় এক ঘণ্টা হলো।’

‘হ্যাঁ, তো?’

‘একটু চলো তো আমার সাথে।’ সোতা উঠে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে এলো। ওপরে তাকাতেই দেখতে পেল রাতের আকাশ। ‘আমরা যখন এখানে

এসেছিলাম, চাঁদ ঠিক মাথার ওপরে ছিল।’

‘হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। তাতে কী?’

সোতা আতসুয়ার দিকে তাকালো, ‘অদ্ভুত না? এক ঘণ্টা হয়ে গেছে কিন্তু চাঁদটা এক বিন্দুও নড়েনি।’

এক মুহূর্তের জন্য আতসুয়া বুঝতে পারল না সোতা কী বলতে চাইছে। বুঝে ওঠার পরপরই তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। ফোনটা আবার বের করে দেখল ৩টা বেজে ৪২ মিনিট। মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শিহরণ বেয়ে নামল তার।

‘এসব হচ্ছে-টা কী? চাঁদটা এখনও নড়েনি কেন?

SHAMVALA ADMIN

‘হয়তো এই মৌসুমে চাঁদ খুব একটা নড়ে না।’ কোহেই ধারণা করল।
‘এমন কোনো মৌসুম নেই।’ জবাব দিলো সোতা।
আতসুয়ার চোখ ফোনের স্ক্রিন থেকে সরে আকাশের দিকে চলে গেল। এখানে কী হচ্ছে তার কিছুই সে বুঝতে পারছে না।
‘এক কাজ করা যায়,’ সোতা নিজের ফোন বের করে কাউকে ফোন করার চেষ্টা করল।
‘কী হয়েছে? কাকে ফোন করছ?’
সোতা নিঃশব্দে তার ফোনটা আতসুয়ার দিকে বাড়িয়ে দিলো। আতসুয়া শুনতে পেল একটা মহিলা বলছে, ‘বর্তমান সময় রাত দুটো বেজে ছত্রিশ মিনিট।’
তারা ভেতরে চলে এলো।
‘ফোনে কোনো সমস্যা নেই,’ সোতা বলে উঠল, ‘সমস্যা এই বাসায়।’
‘তুমি বলতে চাচ্ছ এখানে এমন কিছু আছে যা আমাদের ফোনের ঘড়িগুলোকে উলটাপালটা করে দিচ্ছে?’
‘আমার মনে হয় না ঘড়িগুলো উলটাপালটা হয়ে গেছে। সেগুলো ঠিকই আছে। তারা কেবল সঠিক সময় দেখাচ্ছে না।’
আতসুয়ার ভ্রু কুঁচকে গেল, ‘এর কারণ কী?’
‘মনে হয় বাসাটার ভেতরে আর বাইরে সময় ভিন্ন গতিতে চলে। ভেতরে মনে হয় অনেক সময় কেটে গেছে, কিন্তু বাইরে সেটা এক সেকেন্ডের সমান।’
‘কী বলতে চাচ্ছ তুমি?’
সোতা একবার চিঠিগুলোর দিকে তাকিয়ে আতসুয়ার দিকে ঘুরল, ‘আমরা নিশ্চিত যে বাসার আশেপাশে কেউ আসেনি। কিন্তু তাও কোহেই-এর চিঠি উধাও হয়ে গেল। আর মিস র‍্যাবিটের চিঠিও কোনো রহস্যজনক উপায়ে এখানে চলে এলো। এটা অসম্ভব। কিন্তু এভাবে

SHAMALA ADMIN

ভাবো: যদি কেউ আসলেই কোহেইর চিঠি নিয়ে গিয়ে পড়েছে এবং উত্তর এখানে রেখে গেছে-কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাইনি?'

'দেখতে পাবো না কেন? সে কি অদৃশ্য নাকি?'

'ভূতের মতো?' কোহেই বলে উঠল, 'এক মিনিট, এখানে কি ভূত আছে নাকি?' ভয় পেয়ে গেল সে।

'অদৃশ্য না, ভূতও না। সে যেই হোক না কেন, সে আমাদের জগতের না।' সোতা চিঠির দিকে তাকালো, 'সে অতীতের।'

'অতীতের?' ঘোঁতঘোঁত করে উঠল আতসুয়া, 'মানে কী?'

'আমার মতে, এই মেইল স্লট আর মিল্ক ক্রেটটা অতীতের সাথে যুক্ত। কেউ যখন অতীত থেকে কোনো চিঠি মেইল স্লটে রাখে, তখন সেটা এই বর্তমানে চলে আসে। একইভাবে আমরা মিল্ক ক্রেটে কোনো চিঠি রাখলে সেটাও অতীতের সেই সময়ে ফিরে যায়। আমাকে এটা জিজ্ঞাসা কোরো না যে এসব কীভাবে হচ্ছে। কিন্তু এই যুক্তিতে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে যায়। মিস র‍্যাবিট সুদূর অতীত থেকে আমাদেরকে চিঠি লিখছে।'

আতসুয়ার মুখ থেকে কথা ঝরছে না। সে বুঝতে পারছে না কী বলবে। তার মস্তিষ্ক এই যুক্তি মানতে নারাজ।

'নাহ,' সে অবশেষে বলল, 'হতেই পারে না।'

'আমিও একমত। কিন্তু এছাড়া আর কোনো যুক্তি আমি দেখছি না। তোমার যদি মনে হয় আমার ধারণা ভুল, তাহলে তুমি অন্য কোনো তত্ত্ব দাঁড় করাবার চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

আতসুয়ার কাছে কোনো যুক্তি নেই।

'তোমাকে চিঠির উত্তরটা লিখতেই হলো।' অজান্তেই কোহেইকে বলে বসল সে, 'এসব করেই আমাদের ভেজালে ফেললে।'

'স্যরি—'

SHAMVALA ADMIN

‘কোহেইকে দোষ দিচ্ছো কেন? দেখো, আমার ধারণা সত্যি হয়ে থাকলে এখানে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটছে। মানে আমরা অতীতের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি!’ সোতার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

আতসুয়ার এসব পছন্দ হলো না। ‘চলো,’ উঠে পড়ল সে, ‘এখান থেকে যাই।’ বাকি দুজন অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো।

‘এই জায়গাটার সমস্যা আছে। কোনো ঝামেলা হলে আমরা বিপদে পড়ব। চলো। থাকার আরও অনেক জায়গা খুঁজে নেওয়া যাবে। তাছাড়া, সময় এত আস্তে চলতে থাকলে সকাল আর হবেই না।’

কিন্তু বন্ধুরা তার কথায় সায় দিলো না। চুপ করে রইল।

‘এখন আবার কী হলো?’ চেঁচিয়ে উঠল আতসুয়া, ‘কথা বলছো না কেন! সোতা ধীরে ধীরে বলল, ‘আমি কিছুক্ষণ থাকব এখানে।’

‘কী? কেন?’

‘জানি না। আমরা একটা সাংঘাতিক ব্যাপারে জড়িয়ে গেছি। এমনটা হরহামেশা হয় না। হয়তো আর হবেও না। আমি এই সুযোগ হারাতে চাই না। তুমি চাইলে চলে যেতে পারো আতসুয়া। কিন্তু আমি থাকছি।’

‘করবে-টা কী থেকে?’

সোতা চিঠিগুলোর দিকে তাকালো, ‘আপাতত, আরও কিছু চিঠি লিখবো। অতীতের সাথে কথা বলা, কী মারাত্মক ব্যাপার!’

‘হ্যাঁ, সেটাই,’ কোহেই বলে উঠল, ‘আর মিস র‍্যাবিটকেও সাহায্য করতে হবে আমাদের।’

আতসুয়া মাথা নাড়তে নাড়তে পিছিয়ে গেল। ‘পাগল তোমরা। এক সময় এসব নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তখন কী করবে? আমি এসবের মধ্যে থাকতে চাই না।

‘তুমি চাইলে চলে যেতে পারো।’ সোতা কোমলভাবে বলল তাকে।

আতসুয়া রেগেমেগে আরও কিছু বলতে চাইল কিন্তু পারল না, ‘যত্তসব, পরে কোনো বিপদে পড়লে আমাকে কিছু বলতে এসো না।’

SHAMVALA ADMIN

তাতামি রুম থেকে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে এলো আতসুয়া। বাইরে বিশাল চাঁদটা আকাশের ঠিক সেই জায়গাতেই আছে। একটুও নড়েনি।

সে তার ফোন বের করল। ফোনের ওএলইডি ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে দেখল সময় থমকে আছে।

আতসুয়া একা একা আবছা রাস্তায় হাঁটছে। ঠান্ডা লাগছে কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করল না সে।

হতেই পারে না, মনে মনে ভাবল।

মেইল স্লট আর মিল্ক বিন অতীতের সাথে সংযোগ তৈরি করছে? মুন র‍্যাবিট নামে অতীতের কোনো মহিলার চিঠি নিয়ে আসছে?

যত্তসব। হ্যাঁ, এভাবে খাপে খাপ খায় কিন্তু তার মানে এই না যে অন্য জগতের এই ফালতু তত্ত্বটা সত্যি। খারাপ কিছু হলে তখন তাদেরকে বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসবে না। একে অপরের দেখাশোনা করতে হবে তাদের। এভাবেই তো এতদূর এসেছে তারা। নিজেদের ছাড়া অন্য কারও ওপরে ভরসা করা যায় না। অতীতের কোনো অদ্ভুত মহিলার ওপর তো না-ই।

কয়েক মিনিট পর আরও প্রশস্ত রাস্তায় এসে পড়ল আতসুয়া। এখানে কিছু গাড়ি আছে রাস্তায়। কাছেই একটা স্টোরের বাতি দেখতে পেল সে।

কোহেই ক্ষুধায় কীভাবে কাতরাচ্ছিল! বাকি রাত জেগে থাকলে ওদের দুজনের আরও ক্ষুধা লাগবে। কিন্তু সময় যদি থেমেই থাকে তবে ক্ষুধা তো লাগার কথা না।

এত রাতে যদি আতসুয়া স্টোরে যায় তবে ক্লার্ক তার চেহারা মনে রাখবে। তাছাড়া ক্যামেরাও থাকতে পারে।

ধুর, চুলোয় যাক ওরা। আতসুয়া ভাবল।

SHAMVALA ADMIN

স্টোরের সামনে এসে দাঁড়ালো। ভেতরে একজন লোক ছাড়া আর কেউ নেই। নাইট শিফটে কাজ করছে।

ব্যাগটা ডাস্টবিনের পাশে লুকিয়ে ভেতরে ঢুকল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। কিছু রাইস বল, পেস্ট্রি আর ড্রিংকস কিনে নিয়েছে। ক্লার্ক কমবয়সি, আতসুয়ার দিকে তাকিয়েও দেখেনি। আতসুয়াকে হয়তো ক্যামেরাতে দেখা গেছে কিন্তু গভীর রাতে স্টোরে যাওয়ার অপরাধে পুলিশ তাকে ধরতে আসবে না। নিজেকে আশ্বস্ত করল আতসুয়া।

ডাস্টবিনের পাশ থেকে ব্যাগটা নিয়ে ফেরত যেতে শুরু করল। বাকি দুজনকে খাবারগুলো দিয়েই সে চলে যাবে। ওই ভূতুড়ে বাড়িতে থাকার কোনো ইচ্ছা নেই তার।

দ্রুতই ফিরে এলো সে। সৌভাগ্যবশত রাস্তায় কারও মুখোমুখি হতে হয়নি তাকে।

আতসুয়া বাড়িটার বাইরে দাঁড়িয়ে মেইল স্লট আর শাটারটা চেক করল। সে যদি এখন মেইল স্লটে চিঠি দেয়, তবে সেটা কোন সালে গিয়ে পৌঁছাবে?

বাসা আর গ্যারেজের মধ্যবর্তী সরু রাস্তা দিয়ে সে পেছনে চলে গেল। দরজাটা খোলা ছিল।

পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল সে।

‘আহ, আসুয়া!’ কোহেই খুশিতে চিৎকার করে উঠল, ‘এসে পড়েছো! এই এক ঘণ্টায় আমরা ভেবেছিলাম তুমি সত্যিই আমাদের ছেড়ে চলে গেছ।’

‘এক ঘণ্টা?’ আতসুয়া ফোনের ঘড়ি দেখল, ‘মাত্র পনেরো মিনিট হয়েছে। আর আমি ফিরে আসিনি। তোমাদেরকে খাবার দিতে এসেছি।’ প্লাস্টিকের ব্যাগগুলো টেবিলের ওপরে রাখল সে, ‘জানি না কতক্ষণ এখানে থাকার প্ল্যান করছ তোমরা।’

SHAMVALA ADMIN

‘ওয়াও!’ কোহেইর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। খপ করে একটা রাইস বল বের করে নিলো সে।

‘এখানে থাকলে,’ সোতাকে বলল আতসুয়া, ‘সকালের মুখ আর দেখতে পাবে না।’

‘হ্যাঁ, আমরা একটা উপায় পেয়ে গেছি।’

‘কী উপায়?’

‘পেছনের দরজাটা খোলা ছিল, তাই না?’

‘হ্যাঁ–‘

‘ওটা খোলা থাকলে ভেতরে বাইরে সময় একই গতিতে প্রবাহিত হয়। কোহেই আর আমি এতক্ষণ এসব নিয়েই পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। এজন্যই কেবল এক ঘণ্টা গেছে।’

‘এই বাড়ির সমস্যাটা কী?’

‘আমি ঠিক জানি না। কিন্তু তোমার এখানে না থাকার কোনো কারণ নেই। আমরা সকাল পর্যন্ত আছি এখানে।’

‘হ্যাঁ,’ কোহেই বলে উঠল, ‘একসাথে থাকাই ভালো।’

‘তোমরা দুজন নিশ্চয়ই তোমাদের ওই অদ্ভুত বন্ধুকে চিঠি লিখবার পাঁয়তারা করছো।’

‘তাতে সমস্যা কোথায়? তোমার বিরক্ত লাগলে তুমি ওসব নিয়ে ভেবো না। তবে একটা বিষয়ে তোমার পরামর্শ লাগবে।

আতসুয়া সোতার দিকে সন্দেহভাজন দৃষ্টিতে তাকাল, ‘আমার পরামর্শ?’

‘তুমি যাবার পর আমরা আরও একটা চিঠি লিখেছিলাম এবং আরও একটা উত্তর পেয়েছিলাম। পড়ে দেখো।’

আতসুয়া দেখল কোহেই আর সোতা খুব আশা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ‘ঠিক আছে, পড়ছি। কিন্তু এর বেশি কিছু করতে বলবে না। কী লিখেছিলে তাকে?’

SHAMVALA ADMIN

‘এই যে দেখো একটা ড্রাফট রেখেছিলাম সেটার।’ সোতা তাকে কয়েকটা কাগজ দেখালো। মুন র‍্যাবিটের কাছে পাঠানো চিঠির খসড়া। হাতের লেখা দেখে আতসুয়া বুঝতে পারল এবার সোতা লিখেছে।

.

সেল ফোন নিয়ে এত ভাবতে হবে না। সেটা তেমন কিছু না।

আপনি ও আপনার প্রেমিকের ব্যাপারে আরও কিছু বলুন তো। আপনি কী করতে পছন্দ করেন? আপনাদের কী করতে ভালো লাগে? সম্প্রতি কোথাও ঘুরতে গেছেন? চলচ্চিত্র দেখেছেন? গান শুনতে ভালো লাগলে সম্প্রতি কোন গান শুনেছেন?

আমাকে এসব জানাতে পারলে হয়তো আমি কোনো বুদ্ধি বের করতে পারব। ধন্যবাদ।

(হাতের লেখার পার্থক্যের জন্য ক্ষমা চাইছি। এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না।)

—নামিয়া জেনারেল স্টোর

.

‘এসব কেন জিজ্ঞাসা করলে?’

‘দেখো, প্রথমত আমাদেরকে জানতে হবে মুন র‍্যাবিট কত সনের বাসিন্দা। তা না হলে আমরা তার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারব না।’

‘সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেই তো পারো—এটা কোন সাল?’

সোতা আতসুয়ার কথা শুনে যেন বিরক্ত হলো।

‘মেয়েটার জায়গায় নিজেকে ভেবে দেখো। সে তো নিজেই কিছু জানে না। এই সময়ে উলটাপালটা প্রশ্ন করলে সে আমাদেরকেই পাগল ভাববে।’

আতসুয়া গাল চুলকালো, ‘ঠিক আছে। সে উত্তর কী দিয়েছে?’

‘দেখো,’ সোতা একটা খাম এগিয়ে দিলো।

.

SHAMVALA ADMIN

পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। সেল ফোনের ব্যাপারে অনেক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে দেখলাম। কিন্তু কেউ কিছু জানে না। আমি খুব আগ্রহ বোধ করছিলাম কিন্তু আপনি যেহেতু বললেন এটা তেমন কিছু না তাহলে সেটা নিয়ে আর ভাবব না। ভবিষ্যতে যদি কখনও আমাকে এর মানে জানান তাহলে খুবই কৃতজ্ঞ হবো।

অবশ্যই, আমাদের ব্যাপারে আপনাকে জানাতে আমার ভালো লাগবে। প্রথম চিঠিতে আমি বলেছিলাম, আমি একজন ক্রীড়াবিদ। আমার প্রেমিক কিছু ক্রীড়ায় অংশ নিত। সেভাবেই আমাদের দেখা হয়। সেও একবার অলিম্পিকের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু এসব ছাড়া আমরা খুব সাধারণ দুজন মানুষ। চলচ্চিত্র দুজনেই পছন্দ করি। এই বছরে সুপারম্যান এবং রকি ২ দেখেছি। এলিয়েন-ও দেখেছি। ওর সেটা খুব ভালো লেগেছে কিন্তু আমার সহ্য হয়নি।

আমরা প্রচুর গান শুনি। ইদানিং আমি গোডিয়েগো এবং সাউথার্ন অন স্টারের গান শুনি। 'এলি, মাই লাভ' খুব চমৎকার গান, তাই না?

স্মৃতি রোমন্থন করতে খুব ভালো লাগছে। ও অসুস্থ হয়ে যাবার আগের দিনগুলো চমৎকার ছিল। হয়তো আপনি এটাই চাচ্ছিলেন। যাইহো ক, চিঠির আদান-প্রদান আমাকে মানসিকভাবে খুব সাহায্য করছে, শক্তি দিচ্ছে। পারলে দয়া করে কাল আবারও লিখবেন।

—মুন র‍্যাবিট

.

আতসুয়া বিড়বিড় করে বলল, 'এলিয়েন? এলি মাই লাভ? সময়টা নিশ্চয়ই আমাদের বাবা-মায়ের যৌবনকালের।'

সোতা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। 'ফোনে খুঁজে দেখেছি। মানে বাইরে গিয়ে। এখানে তো ফোন কাজ করে না। যাই হোক, এই চলচ্চিত্রগুলো ১৯৭৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল। এলি মাই লাভ গানটাও।'

'তার মানে সময়টা ১৯৭৯।'

SHAMALA ADMIN

‘ঠিক। তার মানে মিস র‍্যাবিট ১৯৮০ সালের অলিম্পিকে যেতে চাইছে।’

‘হ্যাঁ, তো?’

সোতা আতসুয়ার দিকে এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকালো।

‘কী? আমার চেহারায় কিছু লেগে আছে নাকি?’

‘তুমি কি সত্যি জানো না? কোহেই না জানলেও মানা যায়, কিন্তু তুমিও? ‘কী হয়েছে বলে ফেলো।’

সোতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ‘১৯৮০ সালের অলিম্পিক মস্কোতে হয়েছিল। জাপান সেটাকে বয়কট করে।’

৫

আতসুয়া অবশ্যই জানে বয়কটের কথা। তবে সালটা ১৯৮০ কিনা তা জানত না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।

তখন কোল্ড ওয়ার-এর সময়। সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানের ওপর হামলা চালায় আর যুক্তরাষ্ট্র অলিম্পিক থেকে সরে গিয়ে এর বিরোধিতা করে। বাকি পশ্চিমা বিশ্বকেও অলিম্পিক থেকে সরে আসতে উদ্বুদ্ধ করে। জাপানও শেষ মুহূর্তে বাকিদের মতো অলিম্পিক বয়কট করে আন্দোলনে অংশ নেয়।

সোতাই এসব বলল তাকে। আতসুয়া এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আগে থেকে জানত না।

‘এতে তো মুন র‍্যাবিটের সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। তাই না? জাপান যদি অলিম্পিকে না যায়, তাহলে তো সেটার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কোনো দরকারই নেই। সে এখন ওসব বাদ দিয়ে প্রেমিকের সাথে সময় কাটাতে পারে। এটা বলছ না কেন?’

আতসুয়ার প্রস্তাবটা হজম হলো না সোতার।

SHAMVALA ADMIN

‘বললেও কি সে বিশ্বাস করবে? জাপান শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিল যে অলিম্পিকে অংশ নেবে। একদম শেষ মুহূর্তে জনগণকে বয়কটের কথা জানানো হয়।’

‘মেয়েটাকে বলো, আমরা ভবিষ্যৎ থেকে বলছি-’ আতসুয়া থেমে গেল। ‘থাক বাদ দাও।’

‘সে ভাববে আমরা মজা করছি।’

আতসুয়া রেগেমেগে টেবিলে একটা ঘুসি কসালো।

‘বন্ধুরা,’ অনেকক্ষণ পর কোহেই কথা বলেছে, ‘আসল কারণটা নাহয় নাই বলি?’

আতসুয়া আর সোতা তার দিকে তাকিয়ে রইল।

‘মানে, আসল কারণটা না বলে আমরা নাহয় তাকে এটা বলি যে, এই মুহূর্তে তার প্রশিক্ষণ ছেড়ে দেওয়া উচিত। অসুস্থ প্রেমিকের সেবা করা উচিত। নাকি এটা করলে বোকার মতো দেখায়?’

আতসুয়া আর সোতা চোখাচোখি করল। কে আগে মাথা নাড়ল তা বলা মুশকিল।

‘না, ভালো বুদ্ধি এটা,’ সোতা বলল।

‘মোটেও বোকা দেখায় না। এটাই উত্তর হবে। সে এখন নিরুপায়। একটা কারণ খুঁজে বেড়াচ্ছে। সোজাসুজি বলে দাও তাকে, সে যদি ছেলেটাকে ভালোবেসেই থাকে তবে শেষ পর্যন্ত ছেলেটার পাশে থাকতে। হয়তো মনে মনে ছেলেটাও সেটাই চায়।’

সোতা কলম নিয়ে বসে লিখে ফেলল। ‘এটা কেমন?’

আতসুয়া যা যা বলেছে সোতা আক্ষরিক অর্থে তাই লিখেছে।

‘ভালো।’

সোতা পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। মিল্ক ক্রেট খোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে ভেতর থেকে।

একটু পরই বাক্সের ভেতরে কিছু একটা পড়ল।

SHAMVALA ADMIN

আতসুয়া শাটারের কাছে গিয়ে দেখল আরও একটা চিঠি।

লেখার জন্য ধন্যবাদ।

সত্যি বলতে এতটা সোজাসাপটা উত্তর আশা করিনি। এমন না যে একেবারে অস্পষ্ট কোনো উত্তর চাচ্ছি কিন্তু আমি ভেবেছিলাম শেষ সিদ্ধান্তটা আমাকেই মন থেকে নিতে বলবেন। কিন্তু আপনি হয়তো কোনোকিছু অসমাপ্ত রাখতে চান না। সে কারণেই সবাই আপনার ওপর ভরসা করে।

'তাকে যদি ভালোবেসেই থাকেন তবে শেষ পর্যন্ত তার পাশে থাকুন।'

বাক্যটা পড়ে আমি ধাক্কা খেয়েছি। আমি তাকে ভালোবাসি, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু 'সেও মনে মনে এটাই চায়' বাক্যটা সঠিক নয়।

আমি আজ তাকে ফোন করেছিলাম। আপনি যা বলেছেন তাই বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সে আগেই বুঝে ফেলে। আমাকে বলে এখন আমার ফোন করার নয় বরং প্রশিক্ষণ করার সময়। আমার কণ্ঠ শুনতে তার ভালো লাগছে কিন্তু যে সময় আমরা কথা বলতে ব্যয় করছি সে সময়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা আমার চেয়ে বেশি এগিয়ে যাচ্ছে, এটা ভাবতে তার কষ্ট হচ্ছে।

আমি দ্বিধায় আছি। আমি অলিম্পিক ছেড়ে দিলে সে আশা-ই হারিয়ে ফেলবে এবং হয়তো তার পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে। এটা জেনে আমি এত বড়ো ঝুঁকি নিতে পারি না।

আমি খুব হতাশ হয়ে পড়ছি।

—মুন র‍্যাবিট

.

আতসুয়া চিঠি পড়া শেষ করল।

'বুঝতে পারছি না, মেয়েটার সমস্যাটা কী? আমাদের পরামর্শ যদি নাই মানে তাহলে পরামর্শ চাইছেই বা কেন?'

SHAMALA ADMIN

সোতা বলল, ‘এর বেশি তো আমরা কিছু করতে পারছি না। সে তো জানে না যা তার পরামর্শ ভবিষ্যৎ থেকে আসছে।’

‘যেহেতু ফোন করতে হচ্ছে তার মানে তারা একে অপরের থেকে যথেষ্ট দূরে, দেখা করতে পারছে না।’ কোহেই বলল, ‘আমার মেয়েটার জন্য খারাপ লাগছে।’

‘আমার ছেলেটার ওপর রাগ লাগছে।’ আতসুয়া বলল, ‘মেয়েটার ওপর দিয়ে কী বয়ে যাচ্ছে তা কি সে বুঝতে পারছে না? অলিম্পিক তো কেবল একটা গেম, তাই না? নিজের প্রেমিক যেখানে এত অসুস্থ তখন মেয়েটা কীভাবে তার প্রশিক্ষণে মন দেবে? সে যত অসুস্থই হোক না কেন, মেয়েটার সাথে এমন করে সে স্বার্থপরতার প্রমাণ দিচ্ছে।’

‘ছেলেটা নিজের সাথেও রুক্ষতা দেখাচ্ছে। সে জানে অলিম্পিকে যাওয়াটা মেয়েটার স্বপ্ন। তার কারণে মেয়েটা এখন প্রশিক্ষণ ছেড়ে দিলে হয়তো সে নিজেকে অপরাধী ভাববে। হয়তো নিজের অনুভূতিকে চেপে রেখে মেয়েটার সামনে শক্ত সাজছে। অথবা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে একটু আদিখ্যেতা করে ফেলছে।’

‘হয়তো সে নিজের দুর্বলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাচ্ছে।’

‘তোমার তাই মনে হয়?

‘অবশ্যই। নায়িকা করুণ অবস্থায়, তাই নায়কও তার দায়িত্ব পালন করতে চাচ্ছে।’

‘আচ্ছা। এখন তাহলে কীভাবে উত্তর দিবো?’ সোতা টেবিলে বসে পৃষ্ঠাগুলো সরালো।

‘বলো ছেলেটার চোখ খোলাতে। এটা সবার আগে করতে হবে। সোজাসুজি বলতে হবে যে অলিম্পিক কেবল একটা গেম। নিজের প্রেমিককে একা ফেলে দেওয়ার কোনো অজুহাত নয়।’

সোতা এক হাতে কলম নিয়ে আতসুয়ার দিকে তাকালো, ‘এভাবে বলা যায় নাকি!’

SHAMIM ALA ADIM

‘মেয়েটাকে এটাই বলতে হবে।’

‘কী বলছো? এত সোজা হলে তো তার চিঠিগুলো এত বিষণ্ন হতো না।’

আতসুয়া কাগজ কলম ছিনিয়ে নিলো, ‘যত্তসব।’

‘তার হয়ে অন্য কেউ বললে কেমন হয়?’ কোহেই মাঝে দিয়ে বলে উঠল।

‘কে বলবে?’ সোতা বলল, ‘আমরা ছাড়া আর কেউ তো জানে না।’

‘তাদের বাবা-মাকে জানালে কেমন হয়? তারা নিশ্চয়ই মেয়েটার পক্ষ নেবে।’

আতসুয়া তুড়ি বাজালো, ‘ঠিক। তাদের বাবা-মাকে জানাতে হবে। সবাই জানলে কেউ তাকে অলিম্পিকে লেগে থাকতে বলবে না। লিখে ফেলো সোতা।’

সোতা লিখতে বসে গেল।

.

আমি বুঝতে পারছি আপনি দ্বিধায় আছেন। কিন্তু আমার কথায় ভরসা করুন। ধরে নিন এতেই মঙ্গল।

সোজাভাবে বলতে গেলে, আপনার প্রেমিক ভুল করছে।

এটা মনে রাখুন যে অলিম্পিক কেবল একটা গেম। মাঠের খেলার একটি ব্যয়বহুল সংস্করণ। সত্যি বলতে এতে আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় অপচয় করা একদম ঠিক হচ্ছে না। তাকে এটা বুঝান।

আমি পারলে আমি নিজে গিয়েই বুঝাতাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা সম্ভব হচ্ছে না।

আপনার বা তার পিতামাতাকে সব কিছু জানান। সবাইকে জানালে তারা আপনার পক্ষই নেবে।

এটাই একমাত্র উপায়। এটাই মানতে হবে। অলিম্পিক ছেড়ে দিন। কেউ আপনাকে দোষ দেবে না। এটা করুন। পস্তাবেন না।

SHAMSALA ADMIN

-নামিয়া জেনারেল স্টোর

.

সোতা চিঠিটা মিল্ক বিনে রেখে এলো। 'এবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার কথা।'

'কোহেই,' আতসুয়া বলল, 'কিছু এসেছে?'

'এখনও না।' স্টোর রুম থেকে চিৎকার করে উত্তর দিলো কোহেই।

'অদ্ভুত তো,' সোতা ভ্রু কুঁচকালো, 'সাথে সাথেই তো এসে পড়ে। মনে হয় পেছনের দরজাটা ঠিকমতো বন্ধ করিনি,' সোতা উঠতে যাচ্ছিল তখনই কোহেই চিৎকার করল, 'পেয়ে গেছি।'

কোহেই চিঠি নিয়ে সোজা রান্না ঘরে চলে এলো।

.

মুন র‍্যাবিট বলছি। মনে আছে আমাকে? দুঃখিত, উত্তর দিতে এক মাস লেগে গেল। আমি সাথে সাথেই উত্তর দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বুট ক্যাম্পের জন্য পারিনি। সত্যি বলতে সেটা একটা অজুহাত। আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম না যে কী উত্তর দিবো।

যখন বললেন আমার প্রেমিকের ধারণা ভুল, তখন আমি বেশ থতমত খেয়ে যাই। আপনি কোনো ভণিতা না করে সোজাসাপটা কথা বলেছেন। আমার মনে হয় আমি আপনার কাছ থেকে কিছু জিনিস শিখতে পারি।

হয়তো আপনি অলিম্পিকের ব্যাপারে ঠিক বলেছেন—না, আপনি নিশ্চিতভাবেই ঠিক বলেছেন। হতে পারে যে আমরা যে জিনিসের জন্য আটঘাট বেঁধে নামছি সেটা আসলে তেমন কিছুই না।

কিন্তু এটা আমি কখনও তাকে বলতে পারব না। জানি, অনেকের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না। কিন্তু এই প্রশিক্ষণের কারণেই আমাদের দেখা হয়েছিল, এর জন্য আমরা জান-প্রাণ দিয়ে খেটেছি।

SHANTALA ADMIN

বাবা-মাকে জানানোর পরামর্শটা খুব ভালো। এটা করা উচিত। কিন্তু এখনও না। তার ছোটো বোন সবে মাত্রই মা হয়েছে এবং তার বাবা-মা এই মুহূর্তে খুব বেশি খুশি। সে চাচ্ছে তাদের এই আনন্দটা আরও কিছুদিন থাকুক এবং আমি তার চাওয়াটা বুঝতে পারছি।

বুট ক্যাম্পের সময়ে আমি তার সাথে ফোনে কথা বলেছি। প্রশিক্ষণ ভালো হচ্ছে শুনলেই সে খুব খুশি হয়ে যায়। এই আনন্দটা মিথ্যা হতে পারে না।

কিন্তু হয়তো আমার এখন অলিম্পিক ছেড়ে দেওয়াই উচিত। প্রশিক্ষণ ছেড়ে দিনরাত তার সেবায় লেগে থাকা উচিত। এটাই হয়তো তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

আমি যতই ভাবি, ততই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি।

—মুন র‍্যাবিট

.

আতসুয়ার রাগে চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে।

‘আরে কীসব ভাবছে এই মেয়ে? আমরা বললাম তাকে প্রশিক্ষণ ছেড়ে দিতে আর সে আরও একটা বুট ক্যাম্পে চলে গেল। ছেলেটা এর মাঝে মারা গেলে তখন মেয়েটা করবেটা কী?’

‘ক্যাম্পে না গেলে—’ কোহেই বলার চেষ্টা করল, ‘ছেলেটা খুব কষ্ট পাবে।’

‘গিয়ে লাভটাই বা কী? যত ভাবি ততই বিভ্রান্ত হয়ে যাই—যত্তসব আক্ষরিকভাবেই বলে দিলাম, মেয়েটা কেন কথা শুনছে না?’

‘সে এভাবেই যত্ন নিচ্ছে ছেলেটার,’ সোতা বলল, ‘ছেলেটার স্বপ্ন না ভেঙে।’

‘স্বপ্নটা কখনও সত্যি হবে না। অলিম্পিকে তো আর মেয়েটা যেতে পারছে না। ইশ, এটা বুঝাবো কীভাবে এই মেয়েকে?’ আতসুয়া বিরক্ত হয়ে হাঁটু দোলাতে লাগল।

SHAMVALA ADMIN

‘মেয়েটা আঘাত পেয়ে গেলে কেমন হয়?’ কোহেই প্রস্তাব দিলো। ‘আঘাত পেলে তো প্রশিক্ষণ থেকে বাদ পড়ে যাবে। তখন কিছু করার থাকবে না।’

‘হ্যাঁ এটা ভালো বুদ্ধি।’ আতসুয়া সায় দিল।

‘না না,’ বিরোধিতা করল সোতা, ‘এর মানে হবে মেয়েটা ছেলেটার স্বপ্ন পূরণ করতে চায় না। মিস র‍্যাবিট সেটা নিয়েই সবচেয়ে বেশি চিন্তিত।

‘এই স্বপ্নের কথা বলা বন্ধ করবে? জীবনে ছেলেটা এই একটা জিনিসই চায়, এমনটা তো হতে পারে না।’

সোতার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল, যেন বড়ো কোনো বুদ্ধি পেয়েছে। ‘পেয়ে গেছি! মেয়েটা ছেলেটাকে বলবে জীবনে অলিম্পিক ছাড়াও চাওয়ার মতো অনেক কিছু আছে। ছেলেটাকে নতুন স্বপ্ন দেখাতে হবে। যেমন ধরো—’ একটু ভেবে বলল, ‘বাচ্চা।’

‘কীসের বাচ্চা?’

‘আরে তাদের বাচ্চা! মেয়েটা বলবে সে প্রেগন্যান্ট। তাদের সন্তান হবে। এতে করে আর অলিম্পিকে যেতে হবে না তাকে। ছেলেটার স্বপ্নও ভাঙবে না, কেবল অন্য দিকে মোড় নেবে। বাবা হওয়ার স্বপ্নের দিকে। সে নতুন করে বাঁচার আশা পাবে।’

আতসুয়া একটু ভেবে হাততালি দিলো একবার, ‘সোতা, তুমি একটা জিনিয়াস! এটা লেখা যাক। ছেলেটা আর মাত্র ছমাস বাঁচবে। মিথ্যেটা জানতেও পারবে না।’

‘ঠিক আছে।’ সোতা ঝটপট চিঠি লিখতে বসে গেল।

আতসুয়ার মনে হলো এবার একটা ভালো সমাধান হবে। প্রেমিকটা কবে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তা স্পষ্ট করে লেখা নেই তবে চিঠি দেখে বুঝা যায় কেবল কয়েক মাসই হবে। এর আগে পর্যন্ত মনে হয় তাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিকই ছিল। অর্থাৎ তারা নিশ্চয়ই

SHAMVALA ADMIN

শারীরিকভাবে মিলিত হয়েছে। যদিও কোনো প্রোটেকশন ব্যবহার করে থাকে তাও প্রেগনেন্সির সম্ভাবনা সবসময়েই থেকে যায়।
কিন্তু ফিরতি চিঠিটা তাদেরকে হতাশ করল।

.

আপনার চিঠি পেয়ে আমি খুবই অবাক হয়েছি। এমন বুদ্ধি কখনও আমার মাথায় আসতো না। তাকে নতুন স্বপ্ন দেখানোর কথাটা খুবই ভালো একটা উপায়। সে আমাকে কখনই অ্যাবোরশন করে অলিম্পিকে যেতে বলবে না। সে চাইবে আমাদের সন্তান যেন সুস্থ সবলভাবে পৃথিবীতে আসুক।
কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই পরিকল্পনায় কিছু সমস্যা আছে। প্রথমটা হচ্ছে প্রেগনেন্সির সময়কাল। আমরা শারীরিকভাবে মিলিত হবার পর প্রায় তিন মাস কেটে গেছে। এখন হুট করে প্রেগনেন্সির কথা বললে সে সন্দেহ করতে পারে। যদি প্রমাণ চায় তখন আমি কী করব?
যদি সে বিশ্বাসও করে তবে আমি নিশ্চিত সে তার পিতামাতাকে জানাবে। আমার নিজের বাবামাকেও বলতে হবে। আমাদের পরিবারের সবাই জেনে যাবে তখন। বাচ্চার কথাটা মিথ্যা সেটা সবাইকে জানানো সম্ভব হবে না। সবাই জানতে চাইবে আমি মিথ্যা কেন বলছি।
আমি ভালো অভিনয় করতে পারি না এবং মিথ্যা মোটেও বলতে পারি না। আমার প্রেগনেন্সির কথা শুনে সবাই খুব খুশি হবে আর তখন হয়তো এসব সামলানো
আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।
আরও একটা গুরুতর সমস্যা আছে। তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে সে আমাদের কাল্পনিক বাচ্চার ডেলিভারির সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। তখন কী হবে? সময়মতো ডেলিভারি না হলে সে বুঝে যাবে আমি মিথ্যা বলেছিলাম। সে প্রচন্ড হতাশ হয়ে পড়বে তখন।

SHAMAILA ADMIN

আপনার বুদ্ধিটা চমৎকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটা আমি ব্যবহার করতে পারছি না।

আপনার পরামর্শগুলোর জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। মিস্টার নামিয়া, আমি আপনার কাছে যা খুঁজছিলাম তা পেয়ে গেছি। আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি এই সমস্যার সমাধান আমাকে নিজেই বের করে নিতে হবে। এই চিঠির উত্তর দেওয়া নিয়ে বিচলিত হতে হবে না আপনাকে। আমি ইতোমধ্যে আপনার অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছি।

—মুন র‍্যাবিট

.

'যত্তসব' আতসুয়া চিঠিটা একপাশে ফেলে দিলো, 'আমরা এত সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করলাম আর এখন মেয়েটা বলছে ধন্যবাদ, আমি ঠিক আছি। আর চিঠি লাগবে না। এখন তো আমার সন্দেহ হচ্ছে তার আসলেই আমাদের পরামর্শের দরকার ছিল কিনা। মানে সে তো সব কিছু উপেক্ষা করে গেল।'

'একটা কথা ঠিক বলেছে,' কোহেই স্বীকার করল, 'অভিনয় করা খুব কঠিন।'

'চুপ করো। জীবন মরণ মুহূর্তে যে-কোনো কিছুই করা যায়।'

'তুমি নিজে কিছু লিখতে চাও তাকে?' সোতা আতসুয়াকে জিজ্ঞাসা করল।

'কিছু তো লিখতেই হবে, না হলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে আমার।'

'ঠিক আছে। বলো। যা বলবে একদম হুবহু তাই লিখবো।'

.

প্রিয় মুন র‍্যাবিট,

আপনি কি বোকা? উত্তর দেওয়ার দরকার নাই—আমি জানি উত্তরটা 'হ্যাঁ'।

SHAMVALA ADMIN

আপনার এখন যা করা উচিত আমি একদম সেটাই বলেছি। আমার কথা শুনছেন না কেন?

কতবার বলতে হবে? অলিম্পিক বাদ দিন।

সেখানে কখনও যেতে পারবেন না। ছেড়ে দিন। এসব করে সময় নষ্ট করা বন্ধ করুন।

আর সবচেয়ে বড়ো কথা চিন্তা করে সময় নষ্ট করা বন্ধ করুন। সময় যদি থেকে থাকে তবে প্রেমিকের কাছে যান, তার সাথে সময় কাটান।

কী হবে অলিম্পিকে না গেলে? কিছুই না। আমার কথা বিশ্বাস করুন।

লক্ষ করলে বুঝবেন, এখন যুদ্ধ চলছে। কতগুলো দেশ এখন খেলাধুলা করার অবস্থায় নেই। জাপান সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবে না। অতি শীঘ্রই তা বুঝতে পারবেন।

আসলে কী জানেন? এসবে কিছুই আসে যায় না। আপনার যা খুশি তা করুন।

আর আফসোস করবার জন্য প্রস্তুত হন।

বি. দ্র. আপনি একটা বোকা।

-নামিয়া জেনারেল স্টোর

৬

সোতা কিছু নতুন মোম জ্বালালো। তাদের চোখ এতক্ষণে অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এখন অল্প আলোতেও তারা সব ঠিকঠাকভাবে দেখতে পাচ্ছে।

‘এখনও কোনো চিঠি এলো না,’ কোহেই বলল, ‘এত দেরি আর কখনও হয়নি। হয়তো সে আর কোনো উত্তর দেবে না।’

‘আমারও তাই মনে হয়,’ সোতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ‘খুব কড়া কথা শুনেছে। হয়তো কষ্ট পেয়েছে নাহয় রেগে গেছে। যাই হোক, সে আর উত্তর দিবে না তা আমি নিশ্চিত।’

‘তার মানে,’ আতসুয়া চোখ রাঙালো, ‘বলছো যে আমি ভুল করেছি?’

SHAMVALA ADMIN

‘না সেটা বলিনি। তুমি যা বলেছো তা ঠিক বলেছো। ভালো হয়েছে সেগুলো লিখে। তবে এখন সে আর কোনো উত্তর না দিলেও কিছু করার নেই।’

আতসুয়া অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিলো।

‘কী হয়েছে তা জানতে ইচ্ছা করে, তাই না?’ কোহেই বলল, ‘মেয়েটা কী প্রশিক্ষণ নিয়ে চলেছে কিনা, অলিম্পিকে নির্বাচিত হলো কিনা। এত কষ্ট করল, জাপানের বয়কটের কথা জানতে পারলে নিশ্চয়ই খুব হতাশ হবে।’

‘একদম উচিত হবে,’ আতসুয়া গজগজ করে উঠল, ‘আমাদের কথা না মানার এটাই ফল হওয়া উচিত।’

‘প্রেমিকটার কী হবে?’ সোতা জিজ্ঞাসা করল, ‘কতদিন বাঁচবে সে? জাপানের বয়কটের কথা জানলে কী করবে?’

আতসুয়া কিছু বলল না। একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এলো ঘরটায়।

‘এই, আমরা কতক্ষণ এভাবে বসে থাকব?’ কোহেই জিজ্ঞাসা করল। ‘পেছনের দরজা বন্ধ, সময় তো চলবে না।’

‘হ্যাঁ কিন্তু সেটা খুলে দিলে তো অতীতের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আমাদের। মিস র‍্যাবিট উত্তর দিলেও আমরা জানতে পারব না।’ সোতা আতসুয়ার দিকে তাকালো, ‘কী করব এখন?’

আতসুয়া কিছুক্ষণ নিজের ঠোঁট কামড়ালো। এরপর কোহেই এর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘দরজাটা খুলে দাও।’

‘সত্যিই খুলে দিবো?’

‘হ্যাঁ। মিস র‍্যাবিটের কথা ভুলে যাও। সে আমাদের কেউ হয় না। কোহেই, দরজাটা খুলো।’

কোহেই উঠে দাঁড়াতেই স্টোর থেকে একটা ক্লিংক শব্দ হলো।

SHAMVALA ADMIN

তিন বন্ধু যেন জমে গেছে। একে অপরের দিকে তাকালো। আতসুয়া খুব সাবধানে উঠে স্টোরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। তার ঠিক পেছনেই কোহেই এবং সোতা।

শাটারে ঠক্ ঠক্ শব্দ। যেন কেউ পরীক্ষা করছে সে বাসায় কেউ আছে কিনা। শ্বাস আটকে এলো আতসুয়ার।

মেইল স্লটে একটা চিঠি পড়ল।

.

বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। মিস্টার নামিয়া কি এখনও এখানে থাকেন? যদি না থেকে থাকেন তবে দয়া করে এই চিঠিটা আর পড়বেন না। পুড়িয়ে ফেলুন। তেমন জরুরি কোনো কথা না এবং এই চিঠি পড়ে আপনারও কোনো লাভ নেই।

বাকি অংশ মিস্টার নামিয়ার জন্য।

আমি মুন র‍্যাবিট। অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। কে জানে আমাকে এখন আপনি আর মনে করতে পারবেন কিনা। গত বছরের শেষের দিকে আমরা চিঠি আদান- প্রদান করেছিলাম। ছয় মাস কেটে গেছে, ভাবতেও অবাক লাগে। কেমন আছেন আপনি?

ধন্যবাদ মিস্টার নামিয়া। আপনার পরামর্শগুলো আমি আজীবন ভুলব না। প্রতিটি চিঠি আন্তরিকতার সাথে দিয়েছিলেন আপনি।

আপনাকে দুটো হালনাগাদ বিষয় জানাতে চাই।

প্রথমত, জাপান অলিম্পিককে বয়কট করে দিয়েছে। আমি নিশ্চিত আপনি এটা জানেন। আমি আগে থেকেই নিজেকে এমন কিছুর জন্য প্রস্তুত করেছিলাম কিন্তু সত্যি বলতে খবরটা শুনে খুব অবাকই হয়েছি। হ্যাঁ, আমি জানতাম আমি সে অলিম্পিক পর্যন্ত যেতে পারতাম না কিন্তু আমার বন্ধুরা, যারা পারত, তাদের কথা ভেবে খুব কষ্ট পেয়েছি।

SHAMVALA ADMIN

খেলা ও রাজনীতি—আমি ভেবেছিলাম দুটো খুব ভিন্ন জিনিস। কিন্তু একটা বিরোধপূর্ণ দেশে হয়তো এই দুইয়ের মধ্যে বিভাজন করাটা খুব কঠিন।

দ্বিতীয় বিষয়টি আমার প্রেমিক সম্পর্কিত। সে তার যথাসাধ্য লড়াই করেছে। কিন্তু কয়েক মাস আগে, ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখে সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। সেদিন আমার ছুটি ছিল আর আমি হাসপাতালে তার সাথেই ছিলাম। শেষ মুহূর্তটায় সে আমার হাত শক্ত করে ধরে রেখে ছিল।

তার সর্বশেষ কথা ছিল, 'আমার স্বপ্ন না ভাঙার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার অলিম্পিকে যাবার স্বপ্ন দেখছিল। আমার মনে হয় এই স্বপ্নই তাকে এতদিন বেঁচে থাকার প্রেরণা দিয়েছে।

এরপর আমি আমার সমস্ত মনোযোগ প্রশিক্ষণে প্রয়োগ করলাম। হ্যাঁ, অলিম্পিকের জন্য নির্বাচন করার সময় তখন প্রায় এসে পড়েছে কিন্তু মনেপ্রাণে চেষ্টা করার মাধ্যমে আমি তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলাম।

আমি নির্বাচিত হইনি। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমি আমার সবটা দিয়ে চেষ্টা করেছি। কোনো আফসোস নেই।

নির্বাচিত হলেও তো অলিম্পিকে যাওয়া হতো না। যাই হোক, আমার মনে হয় না আমি কোনো ভুল করেছি।

আপনার বদৌলতে এটা সম্ভব হয়েছে মিস্টার নামিয়া।

স্বীকার করছি, আপনাকে যখন প্রথম চিঠিটা লিখি, তখন আমি অলিম্পিক ছাড়ার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলাম। অলিম্পিক ছেড়ে আমার প্রেমিকের সেবা করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু এর সাথে অন্য কিছুও ছিল।

কিছু সময় ধরে আমি খুব হতাশায় ভুগছিলাম। খুব চেষ্টা করেও এগুতে পারছিলাম না। মানের দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছিলাম। প্রত্যহ

SHAMWALA ADMIN

প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে লড়াই করাটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। চাপের নিচে পিষ্ট হচ্ছিলাম। ইচ্ছা করছিল পালিয়ে যাই।

তখনই ক্যান্সারের কথা জানতে পারি।

অস্বীকার করতে পারব না যে একে আমি এই তীব্র প্রতিযোগিতা থেকে পালাবার উপায় হিসেবে দেখিনি। ভালোবাসার মানুষ যখন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে তখন তো তার পাশেই থাকা উচিত। কেউ আমাকে এই সিদ্ধান্তের জন্য দোষ দিতে পারত না। আমি নিজেকেও ক্ষমা করে দিতে পারতাম।

কিন্তু সে আমার দুর্বলতাগুলো জানত। একারণে আমাকে যাই হোক না কেন, প্রশিক্ষণে লেগে থাকতে বলত। 'আমার স্বপ্নটা ভেঙে দিও না' এমন স্বার্থপর কথা সে আগে কখনও বলত না।

তখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। আমার অসুস্থ প্রেমিকের সেবা করার ইচ্ছা, অলিম্পিক থেকে পালানোর ইচ্ছা, তার স্বপ্ন পূরণের ইচ্ছা—কেবল এসবই ঘুরপাক খেতো আমার মাথায়। এর মাঝে আমি নিজে কী চাই তাই ভুলে বসেছিলাম।

যখন আর সহ্য করতে পারলাম না তখন আপনাকে চিঠি লিখলাম। আমি তখন পুরো সত্যিটা বলিনি, একারণে আমি লজ্জিত। অলিম্পিক থেকে পালাতে চাইছি, এই লজ্জাকর সত্যিটা আপনাকে বলতে পারিনি।

কিন্তু আপনি বুঝে গিয়েছিলেন, তাই না?

সোজাসাপটাভাবে বলেছিলেন 'তাকে ভালোবেসে থাকলে শেষ পর্যন্ত তার পাশে থাকুন' এই লাইনটা আমি বারবার পড়েছি। অসংখ্যবার। আমার উদ্দেশ্য পুরোপুরি সঠিক ছিল না। নিজের কর্তব্য থেকেই পালিয়ে বেড়াতে চাচ্ছিলাম।

'এটা কেবল একটা গেম।'

'মাঠ পর্যায়ের গেমের একটি ব্যয়বহুল সংস্করণ।'

SHAMVALA ADMIN

‘আর সবচেয়ে বড়ো কথা চিন্তা করে সময় নষ্ট করা বন্ধ করুন। সময় যদি থেকে থাকে তবে প্রেমিকের কাছে যান, তার সাথে সময় কাটান।’

এগুলো পড়ে আমি খুব আশ্বস্ত হয়েছি। আপনি এতটা নিশ্চয়তার সাথে কীভাবে উপদেশ দিতে পারেন? তারপর বুঝতে পারলাম: আপনি আমাকে পরীক্ষা করছেন।

আপনি আমাকে সোজাসুজি অলিম্পিক ছেড়ে দিতে বলেছেন, বারবার বলেছেন। বলেছেন আমি যেহেতু নির্বাচিত হতে পারব না তাহলে এসবের দরকারই বা কী? এর চেয়ে আমার প্রেমিকের সেবা করাও ভালো। কিন্তু এত বলার পরও অলিম্পিক ছাড়তে পারিনি। এতে করে অলিম্পিক আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা স্পষ্ট হয়ে গেল।

আমি নিজেকেই খুঁজে পেলাম।

আমি ছোটোবেলা থেকেই অলিম্পিকের স্বপ্ন দেখতাম। একে এভাবে ফেলে দিতে পারি না।

আমি আমার প্রেমিককে সব খুলে বলি।

‘আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি’ আমি তাকে বলেছি, ‘আমি চাই আমরা যেন একসাথে থাকতে পারি। যদি আমার অলিম্পিক ছেড়ে দেওয়া তোমার জন্য ভালো কিছু বয়ে আনে তাহলে আমি মুহূর্তেই তা ছেড়ে দেবো। কিন্তু যতক্ষণ না সেটা তোমার কোনো উপকার করছে, ততক্ষণ আমি আমার স্বপ্ন ছাড়ব না। আজ আমি যে ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছি তা তোমার কারণেই আর তুমি এই আমিকেই ভালোবেসেছিলে। মাঠে থাকাকালীন সময়ে তোমার কথা আমার মন থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও বের হবে না। আমি আমার স্বপ্ন ছেড়ে দিতে চাই না।’

সে তখন কান্নায় ভেঙে পড়ে, ‘তুমি জানো না আমি এটা শুনবার জন্য কত অপেক্ষা করেছি। আমার জন্য তোমাকে ভুগতে হচ্ছে এটা প্রচণ্ড

SHAMALA ADMIN

কষ্টের। আমার প্রেমিকার স্বপ্ন ভাঙার চেয়ে মরে যাওয়াও কম কষ্টের। আমরা দূরে থাকলেও আমাদের হৃদয় সবসময় একসাথে থাকবে। আর কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমি চাই তুমি তোমার স্বপ্নের পেছনে ছোটো। আর কোনো আফসোস থাকবে না।' সেদিনের পর থেকে আমি প্রশিক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমি বুঝতে পারলাম, কেবল পাশে থাকাই যত্ন নেওয়ার একমাত্র উপায় না।

কয়েক সপ্তাহ পর সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। 'আমার স্বপ্ন না ভাঙার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ' কথাটা বলার সময়ে তার চেহারার তৃপ্ত ভাবটাই আমার সবচেয়ে বড়ো বিজয়। আমি হয়তো অলিম্পিকে যেতে পারিনি, কিন্তু গোল্ড মেডেলের চেয়েও বড়ো কিছু পেয়ে গেছি জীবনে।

মিস্টার নামিয়া, আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। আপনার সাথে কথা না হলে হয়তো আজীবন একটা বোঝা বয়ে বেড়াতাম। আপনার দূরদৃষ্টির জন্য আমি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ জানাই।

আপনি হয়তো এখানে আর থাকেন না। আশা করি কোনো এক সময়ে চিঠিটা আপনার কাছে পৌঁছাবে।

—মুন র‍্যাবিট

.

সোতা আর কোহেই বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। আতসুয়া বুঝতে পারছে বলার মতো কিছু ভেবে পাচ্ছে না তারা।

মুন র‍্যাবিটের শেষ চিঠিটা আসলেই অপ্রত্যাশিত। শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়েনি সে, অলিম্পিকে নির্বাচিত হবে না জেনেও, জাপান শেষ পর্যন্ত অলিম্পিক বয়কট করবে আভাস পেয়েও। আর তারপরও কোনো আফসোস নেই তার। তার মতে সে গোল্ড মেডেলের চেয়েও বড়ো কিছু পেয়ে গেছে।

SHAMVALA ADMIN

মেয়েটা ভাবছে এসবই নামিয়া জেনারেল স্টোরের কারণে সম্ভব হয়েছে। তার ধারণা আতসুয়ার রাগান্বিত চিঠিটা তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছে।

আতসুয়ার চেহারায় একটা হাসি ফুটে উঠল। কী অদ্ভুত অবস্থা। আস্তে আস্তে শব্দ করে হেসে উঠল সে।

'কী হাস্যকর, তাই না? আমরা তাকে বললাম অলিম্পিক ছেড়ে দাও, আর সে তাই শুনল যা সে শুনতে চায়। আর যখন সব ঠিক হয়ে গেল তখন সে আমাদেরকে 'দূরদৃষ্টির' জন্য ধন্যবাদ জানালো। যেন এখানে আমরা কিছু করে ফেলেছি।'

সোতার চেহারা শিথিল হয়ে এলো, 'খারাপ কী? সব তো ঠিক হয়েই গেল।'

'হ্যাঁ, মজাই হয়েছে।' কোহেই বলল। 'আমি কখনও কাউকে কোনো পরামর্শ দেইনি। এই মেয়েকে দিতে পেরে ভালো লাগছে। তাই না আতসুয়া?'

আতসুয়া গাল চুলকালো, 'হ্যাঁ, খারাপ লেগেছে বলা যাবে না।'

'আমি জানতাম।'

'তবে তোমার মতো এত ক্ষ্যাপা খুশিও লাগছে না। যাই হোক, অনেক হয়েছে। পেছনের দরজাটা খুলে দাও। অনেক সময় হয়েছে।'

আতসুয়া উঠে দরজা বন্ধ করার জন্য নবে হাত দিলো। ঠিক তখনই সোতা চেঁচিয়ে উঠলো, 'এক সেকেন্ড।'

'আবার কী?'

সোতা কিছু না বলেই স্টোরের দিকে চলে গেল।

'কী হয়েছে?' আতসুয়া কোহেইকে জিজ্ঞাসা করলে সে মাথা নেড়ে জানালো সে বুঝতে পারছে না।

সোতা একটা গম্ভীর ভাব নিয়ে ফিরে এলো।

'কী হয়েছে?' আতসুয়া জিজ্ঞাসা করল।

SHAMWALA ADMIN

‘আরও একটা চিঠি পেয়েছি,’ সোতা একটা বাদামি খাম তুলে ধরল। ‘মনে হচ্ছে অন্য কারও চিঠি।’

SHAMVALA ADMIN

মিডনাইট ব্লু

১

চেক ইন ডেস্কের ওপাশে ষাটোর্ধ্ব বয়সের এক লোক বসে আছেন। তিনি গত বছর ছিলেন না। দেখে মনে হচ্ছে যেন আজীবন প্রশাসনিক কাজ করে অবসর নেওয়ার পর এখানে কাজ করা শুরু করেছেন।

নিজের নাম লোকটাকে বলার সময় কাতসুরো খুব অস্বস্তি বোধ করল।

'পুরো নাম কী?' লোকটা জিজ্ঞাসা করলেন।

'কাতসুরো মাটসুকা। আমি চ্যারিটি কনসার্টের জন্য গান গাইতে এসেছি।'

'চ্যারিটি?'

'ক্রিসমাস শোয়ের জন্য—'

'ওহ হ্যাঁ।' লোকটা অবশেষে বুঝতে পারলেন। 'শুনেছি গানের পারফর্ম্যান্স হবে। ভেবেছিলাম ব্যান্ড আসবে। কেবল আপনিই এসেছেন?'

'হ্যাঁ, দুঃখিত।'

'এক মিনিট।'

লোকটা ফোন উঠিয়ে কোথাও কল করলেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পর কাতসুরোকে বললেন, 'কেউ এখনই এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।'

চশমা পরা এক মহিলা এলো। কাতসুরো চিনতে পারল তাকে। গত বছর পার্টির দায়িত্বে ছিল সে। মহিলাও কাতসুরোকে চিনতে পেরেছে। মৃদু হেসে এগিয়ে এলো।

'আবারও স্বাগতম। আসার জন্য ধন্যবাদ।'

'আমাকে আবারও ডাকার জন্য ধন্যবাদ।'

মহিলা তাকে একটা ওয়েটিং রুমে নিয়ে এলো।

SHAMVALA ADMIN

‘স্টেজে পাবেন চল্লিশ মিনিট। সেট লিস্টটা গতবারের মতো বাছাই করে নেবেন?’

‘সমস্যা নেই। আমি বেশিরভাগ ক্রিসমাস মিউজিক বাজাবো। আর দুই-একটা অরিজিনাল।’

‘চমৎকার।’

স্টেজে যাবার আগে কিছু সময় বাকি আছে এখনও। তাই কাতসুরো ওয়েটিংরুমে বসে এক কাপ চা খেল।

মারুমিতসুয়েন নামের এই অনাথাশ্রমে এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো এলো সে। এটা পাহাড়ের পাশে চারতলা একটা দালান। লিভিং কোয়ার্টার, ক্যাফেটেরিয়া, স্নানঘর এবং আরও নানা ফ্যাসিলিটি আছে এখানে। বাচ্চা থেকে শুরু করে আঠারো বছর বয়সি ছেলেমেয়ে থাকে এখানে। কাতসুরো এরকম অনেক জায়গায় গিয়েছে। তাদের মধ্যে মারুমিতসুয়েন সবচেয়ে বড়ো।

গিটারটা নিয়ে চেক করল সবকিছু ঠিক আছে কিনা। ঠিক আছে।

মহিলা ফিরে তাকে এসে বলল স্টেজে যাবার সময় হয়েছে। যাবার আগে আরেক কাপ চা শেষ করে নিলো কাতসুরো।

অনুষ্ঠানটা জিমনেশিয়ামে চলছে। বেশিরভাগ বাচ্চাই খুব ছোটো, প্রাথমিক স্কুলে পড়ার বয়েসি। কাতসুরো মঞ্চে উঠতেই তারা হাততালি দিলো, যেভাবে বড়োরা বলে দিয়েছিল তাদের।

মঞ্চে একটা চেয়ার, একটা মাইক্রোফোন আর একটা মিউজিক স্ট্যান্ড আছে। কাতসুরো চেয়ারে বসে বাচ্চাদের দিকে তাকালো, ‘হ্যালো মারুমিতসুয়েন!’

‘হ্যালো,’ বাচ্চারা একসাথে বলে উঠল।

‘আমি দ্বিতীয়বারের মতো এলাম এখানে। গত বছরের ক্রিসমাসেও আসার সুযোগ হয়েছিল। নিজেকে এখন সান্টা ক্লজ বলে মনে হচ্ছে।

SHAMVALA ADMIN

কিন্তু উপহার ছাড়া।' বাচ্চারা হেসে উঠল। 'কিন্তু চিন্তার কিছু নেই। আমি মিউজিক উপহার দিবো তোমাদের।'

কাতসুরো 'রুডলফ দ্য রেড-নোসড রেইনডিয়ার' গাইতে শুরু করল। সবাই এটার ছন্দ জানে, তাই একত্রে গাওয়া শুরু করল।

কাতসুরো ক্ল্যাসিকাল ক্রিসমাস গানের মাঝেমধ্যে কিছু কৌতুকও বলল। বাচ্চারা বেশ মজা পাচ্ছে। হাততালি দিচ্ছে, গাইছে, দুলছে।

এসবের মাঝে কাতসুরোর দৃষ্টি একটা মেয়ের দিকে আটকে গেল। দ্বিতীয় সারিতে বাম দিকে বসে আছে সে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বড়ো কোনো ক্লাসে পড়ে হয়তো। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। যেন কাতসুরোর গানে তার কোনো আগ্রহ নেই। বাকিদের মতো সে গান গাইছে না।

কাতসুরো বাচ্চা মেয়েটার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল। এমন শূন্য দৃষ্টি বাচ্চাটাকে মানাচ্ছে না।

হয়তো গানগুলো মেয়েটার পছন্দ হচ্ছে না। কাতসুরো এবার গত বছরের ব্লকবাস্টার গান, ইউমি মাটসুটোয়ার টেক মি আউট টু দ্য স্লোল্যান্ড থেকে 'মাই বেবি স্যান্টা ক্লজ' গাইতে শুরু করল। সত্যি বলতে সে কপিরাইট আইন ভঙ্গ করছে, কিন্তু তাকে রিপোর্ট করবেই বা কে?

বাকি বাচ্চারা আনন্দ করছে কিন্তু সেই মেয়েটার অভিব্যক্তির পরিবর্তন হলো না।

কাতসুরো এই মেয়েটার বয়েসি বাচ্চা পছন্দ করবে এমন সব গান গাইলো, কিন্তু কিছুই হলো না।

'আচ্ছা, এটা আমার শেষ গান। সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।'

কাতসুরো গিটার রেখে হারমোনিকা তুলে নিলো। চোখ বন্ধ করে একটা গভীর নিশ্বাস নিলো সে। হাজারবার গাওয়া এই গানটার জন্য তার কোনো শিটের প্রয়োজন হবে না।

SHAHMALA ADMIN

চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ হারমোনিকা বাজালো সে। গানটা স্থায়ী হলো কেবল সাড়ে তিন মিনিটের মতো। পুরো জিমনেশিয়াম তখন স্তব্ধ। গান শেষে চোখ খুলতেই হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল কাতসুরোর।

মেয়েটা এখন তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে তীব্র দৃষ্টি। এক মুহূর্তের জন্য কাতসুরো যেন ভুলে গেল তাকে কেমন আচরণ করতে হবে।

পারফরমেন্স শেষে সবাই হাততালি দিলো। চশমা পরা মহিলা তাকে ধন্যবাদ জানাতে এলে কাতসুরো ভাবল ওই বাচ্চা মেয়েটার কথা জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু করল না। কোন উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করবে?

অনুষ্ঠানের পর বাচ্চারা ক্যাফেটেরিয়াতে খেতে গেল। কাতসুরোও আমন্ত্রিত সেখানে। যখন সে খাবার খাচ্ছিল তখন মেয়েটা এগিয়ে এলো।

‘গানটার নাম কী?’ সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

‘কোনটা?’

‘শেষেরটা। হারমোনিকা দিয়ে বাজিয়েছেন যে। আমি আগে কখনও শুনিনি।’

হাসলো কাতসুরো, ‘শোনার কথাও না, ওটা অরিজিনাল।’

‘অরিজিনাল মানে?’

‘আমি নিজে বানিয়েছি। তোমার ভালো লেগেছে?’

মেয়েটা ওপর-নিচে মাথা নেড়ে বলল, ‘চমৎকার হয়েছে। আমি আবার শুনতে চাই।’

‘আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করো।’

কাতসুরো নিজের ঘর, যেটা আশ্রমের তরফ থেকে আজকের জন্য দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে হারমোনিকাটা নিয়ে এলো। এরপর

SHAMVALA ADMIN

ক্যাফেতে বসে মেয়েটাকে আবার গান গেয়ে শোনালো। মেয়েটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল।

‘এটার নাম কী?’

‘রিবন।’

‘রিবর্ন—’ মেয়েটা গুনগুন করতে লাগল। চমৎকারভাবে তার গানের সুরটা গেয়ে যাচ্ছে বাচ্চাটা।

‘ইতোমধ্যেই শিখে গেছো?’

অবশেষে বাচ্চাটা হাসল, ‘আমি গান খুব ভালো মনে রাখতে পারি।’

‘চমৎকার,’ কাতসুরোর মনে একটা শব্দই এলো—জিনিয়াস।

‘মিস্টার মাটসুকা, আপনি এখনও পেশাদার হননি কেন?’

‘কী জানি!’ কাতসুরো মনের তীব্র কষ্টটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল।

‘আমি নিশ্চিত এই গানটা হিট হবে।’

‘তাই?’

‘আমার খুব ভালো লেগেছে।’

কাতসুরো হাসল, ‘ধন্যবাদ, আমারও ভালো লাগে।’

‘সেরি, তুমি ওখানে?’ একজন স্টাফ সেদিকে এলো, ‘টাটসুকে খাইয়ে দেবে?’

‘আচ্ছা,’ সেরি কাতসুরোকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

কাতসুরো পিছুপিছু গিয়ে দেখল সেরি একটা ছোটো বাচ্চা ছেলের পাশে বসে তাকে চামচ দিয়ে খাবার খাইয়ে দিচ্ছে। বাচ্চাটার চেহারা ভাবলেশহীন।

চশমা পরা মহিলাটা কাছেই ছিল। কাতসুরো তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, ‘ওরা ভাই-বোন। গত বসন্তে একটা অত্যাচারী সংসার থেকে পালিয়ে এসেছে। টাটসু তার বোন ছাড়া কারও সাথে কথা বলে না।’

SHAMVALA ADMIN

কাতসুরো সেরিকে দেখে বুঝতে পারল কেন সে বাকি বাচ্চাদের মতো ক্রিসমাসের গান উপভোগ করেনি।

ডিনার শেষে কাতসুরো নিজের ঘরে বসে বাইরে বাচ্চাদের দেখছিল। সবাই মজা করে খেলছে। কেবল সেরি আর টাটসু দূরে এক কোনায় বসে বসে দেখছে।

আপনি এখনও পেশাদার হননি কেন?

লম্বা সময় ধরে এটা তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। হয়তো দশ বছর ধরে। 'বাবা, আমি আপনার মান রাখতে পারিনি।' সে রাতের আকাশের দিকে তাকালো, 'হেরে যাওয়া যুদ্ধটা লড়বারও সুযোগ পেলাম না।'

আট বছর আগের কথা মনে পড়ে গেল তার।

২

জুলাইয়ের প্রথম দিকে একদিন তার দাদির মৃত্যুর খবর পেল কাতসুরো। দোকান খোলার সময় তার ছোটো বোন এমিকোর ফোন আসে। তখন সব জানতে পারে সে।

সে জানত দাদির শরীর ভালো না। লিভার আর কিডনির সমস্যা বেড়েই চলেছিল। সবাই জানত তার দিন ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু কাতসুরো বাসায় গিয়ে তার সাথে দেখা করার সাহস যোগাতে পারছিল না। দাদির জন্য চিন্তা করেনি এমন না। কিন্তু বাসায় না যাবার অনেক কারণ ছিল তার।

'সুয়া অনুষ্ঠান কাল হবে। আর ফিউনারেল তার পরদিন। তুমি কত দ্রুত আসতে পারবে?'

কাতসুরো মাথা চুলকালো, 'আমার তো কাজ করতে হবে, তাই বলতে পারছি না। বসকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।'

এমিকোর তীব্র নিশ্বাসের শব্দ পেল সে।

SHAMVALA ADMIN

‘কাজ? তুমি না কেবল কাজে সাহায্য করছো? দুই-এক দিনের জন্য ছুটি নিলে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না তার। আমি ভেবেছিলাম তুমি এই কাজটা এ কারণে নিয়েছো যেন যখন-তখন ছুটি নিয়ে নিতে পারো।’

এমিকো কখনও কিছু ভোলে না। সে ঠিকই বলছে। কাতসুরো এমিকোকে বোকা বানাতে পারবে না। তাই চুপ করে রইল।

‘তুমি না এলে খুব ভেজালে পড়ব আমরা। বাবার শরীর ভালো নেই। মা-ও দাদির সেবা করতে করতে খুব পরিশ্রান্ত। দাদি তোমার জন্য অনেক কিছু করেছে, সেটা তুমি জানো। অন্তত পক্ষে তার ফিউনারেলে আসাটা তোমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।’

কাতসুরো নিশ্বাস ফেলল, ‘আচ্ছা, দেখা যাক কী করতে পারি।

‘যত দ্রুত পারো এসে পড়ো। পারলে আজ রাতেই।’

‘সেটা সম্ভব না।’

‘তবে কাল সকালে। খুব বেশি হলে দুপুরে।’

‘ভেবে দেখবো।’

‘দেখো। যা চাও তা তো করোই সবসময়।’

মানে কী তা জিজ্ঞাসা করার আগেই এমিকো ফোন কেটে দিলো।

কাতসুরো ফোন রেখে টুলে বসল। অন্যমনস্ক হয়ে দেওয়ালের দিকে তাকালো, সেখানে ওকিনাওয়া বিচের অনেক ছবি। তার বস এই বিচটা খুব পছন্দ করে। পুরো বার জুড়েই ওকিনাওয়ার কিছু না কিছু আছে।

বারের এক প্রান্তে কাতসুরোর জন্য বরাদ্দ গিটার আর চেয়ার আছে। রিকোয়েস্ট এলে কাতসুরো গান করে। কাস্টমাররা তার গানে মুগ্ধ হয়। কেউ কেউ গানের সাথে তাল মিলায়। ‘বিশ্বাস হয় না আপনি নিজে নিজেই গান শিখেছেন!’ কেউ না কেউ সবসময় তাকে পেশাদার গায়ক হবার পরামর্শ দেয়।

SHAMVALA ADMIN

‘আহা, কী বলছেন,’ মুখে এটা বললেও ভেতরের কণ্ঠ চিৎকার করতে থাকে, ‘আমি তো সেটাই চাই।’ একারণেই কলেজ মাঝ পথে ছেড়ে দিয়েছিল সে।

মিডেল স্কুলে থাকতে সংগীতের প্রেমে পড়েছিল সে। ক্লাস সিক্সে এক বন্ধুর বাসায় তার ভাইয়ের গিটার দিয়ে শুরু। ভাই তাকে গিটার ধরা শিখাচ্ছিল। সেই প্রথম গিটার হাতে ধরা। প্রথম প্রথম ধরতে পারছিল না। অনেক চেষ্টার পর যখন একটা সুর বাজিয়ে ফেলল, তখন যেই তৃপ্তি বোধ হয়েছিল, তার তুলনা নেই। অব্যক্ত এক শিহরণ বয়ে গিয়েছিল তার শরীর জুড়ে।

কিছুদিন পর সাহস করে বাবা-মাকে বলে ফেলল যে তার নিজের একটা গিটার চাই। তার বাবা-মাছের দোকান চালায়। তার জীবনে সংগীতের কোনো মূল্য নেই। সে রেগেমেগে তার পুত্রকে বলল ওই-সব বন্ধুদের সঙ্গ বাদ দিতে, গিটার বাজানো মানে পাড়ার কুকর্মকারী হয়ে যাওয়া।

কিন্তু কাতসুরো কাকুতি-মিনতি করল: ‘আমি ভালোমতো পড়াশোনা করব, ভালো স্কুলে ঢুকার চেষ্টা করব। যদি ঢুকতে না পারি তবে নিজেই গিটার ভেঙে ফেলে দেবো। আর কখনও বাজাবো না।’

তার বাবা-মা দ্বিধায় পড়ে গেল। কাতসুরো কখনও তাদের কাছে এমনভাবে কোনো কিছু চায়নি। প্রথমে তার মা রাজি হয়, এরপর বাবা। কিন্তু তারা তাকে মিউজিক স্টোরে না নিয়ে একটা পন শপে নিয়ে যায়। আপাতত তাকে একটা ব্যবহৃত গিটারই দেওয়া হবে।

‘একে তো ফেলেই দিবে, তাহলে শুধু শুধু দামিটা কিনে টাকা নষ্ট করার দরকার নেই।’ তার বাবা গজগজ করে বলেছিল।

ব্যবহৃত হোক বা নতুন, একটা গিটার পেয়েই কাতসুরো খুশি হয়ে যায়। এত খুশি হয় যে রাতে ঘুমাবার সময়ও গিটার নিয়ে ঘুমাতো সে। সারাদিন অনুশীলন করত। বাবা-মাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য

SHAMVALA ADMIN

প্রচুর পড়াশোনাও শুরু করে দেয়। তার গ্রেড খুব ভালো আসতে শুরু করে। কেবল ছুটির দিনে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে গিটার অনুশীলন করত। তাই তার বাবা-মাও কোনো আপত্তি করতে পারত না। প্রতিশ্রুতি মতো, ভালো একটা স্কুলে চান্স পেয়ে যায় কাতসুরো।

স্কুলে ঢুকেই সবার আগে মিউজিক ক্লাবে যোগ দেয় সে। ক্লাবের কিছু সদস্যের সাথে মিলে একটা থ্রি-পিস ব্যান্ড গঠন করে। সুযোগ পেলেই তারা পারফর্ম করত। শুরুর দিকে কেবল কভার করত, কিন্তু আস্তে আস্তে অরিজিনাল গাওয়াও শুরু করে তারা, যার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল কাতসুরোর লেখা। ব্যান্ডের সদস্যরা কাতসুরোর প্রতিভার বেশ প্রশংসা করত।

কিন্তু স্কুলের তৃতীয় বছরে ব্যান্ডটা ভেঙে যায়। পড়াশোনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে সবাই। যদিও তারা কথা দিয়েছিল যে কলেজে উঠে আবারও ব্যান্ড তৈরি করবে কিন্তু তেমনটা আর হয়নি। একজন সদস্য কোথাও চান্স পায়নি। এক বছর পরে দূরে কোথাও চান্স পেলেও আবার ব্যান্ড তৈরি করার ইচ্ছাটা কারও মাঝে আর জাগেনি।

কাতসুরো টোকিওর এক স্কুলে ইকন মেজরে পড়া শুরু করে। প্রথমে মিউজিক নিয়ে কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও পরে তা দমিয়ে ফেলে, কারণ তার মা-বাবা এর তীব্র বিরোধিতা করবে, যেহেতু তাকে কিছুকাল পরই পারিবারিক স্টোর সামলাতে হবে। কাতসুরো খুব ছোটো থাকতে এই স্টোর কেনা হয়েছিল। তার বাবা-মা এখন পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে কাতসুরো এই স্টোর সামলানো ছাড়া জীবনে অন্য কিছু করতে চাইবে না। এমনকি কাতসুরো নিজেও তা ধারণা করেনি কখনও।

কলেজে মিউজিকের অনেক ক্লাব ছিল। কাতসুরো একটাতে যোগ দেয়। কিন্তু শীঘ্রই একটা ভুল করে বসে। এই ক্লাবের সদস্যরা সংগীত করার চেয়ে বেশি ঘুরে বেড়ানোতে আগ্রহ রাখত। কাতসুরো

SHAMALA ADMIN

কয়েকবারই এই প্রসঙ্গটা তুলতে চেয়েছে কিন্তু বাকিরা তার সাথে এমন আচরণ করত যেন সে একটা পাগল।

'কী যে বলো না, সংগীতের মানে হচ্ছে কিছু ভালো সময় কাটানো।'

'হ্যাঁ, তুমি এত কাঠখোট্টা কেন? এমন তো না যে সিরিয়াসলি সংগীত করে খুব বড়ো গায়ক হয়ে যাবে।'

বিরক্ত হয়ে কাতসুরো ক্লাব ছেড়ে দেয়। এদের সাথে যুক্তিতে পারা যাবে না। এরা জীবনকে অন্য ভঙ্গিতে দেখে।

এরপর কাতসুরো অন্য ক্লাবগুলোতেও যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেনি। উচ্চাশাহীন মানুষের সাথে সংগীত করে হতাশ হবার চেয়ে একা একা চেষ্টা করাই ভালো।

এই সময়ে সে শখের গায়কদের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শুরু করে। হাইস্কুলের অনুষ্ঠানগুলোতে মঞ্চে উঠে গাইতে শুরু করে। প্রথম প্রথম সমস্যা হলেও আস্তে আস্তে সামলে নেয়। ফাইনাল পর্যন্ত উঠে যেতে শুরু করে।

এই গ্রুপের মানসিকতা খুব সংক্রামক ছিল। তাদের কাছে সংগীতই সব। এর জন্য তারা যে কোনো বলিদান দিতে প্রস্তুত।

তাদের সংগীত শুনে কাতসুরো মনে মনে ভাবত, আমাকে আরও ভালো করতে হবে।

তার প্রায় সমস্ত সময় সংগীত অনুশীলনে চলে যেতে লাগল। এমনকি গোসলের বা খাবার সময়েও সংগীতের চিন্তা তার মাথা থেকে সরতো না। তখন সে আস্তে আস্তে ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। কোনো কারণই পাচ্ছিল না ক্লাসে যাবার। তার গ্রেড খারাপ আসতে শুরু করে, এমনকি সব বিষয়ে ফেইল করে বসে।

তার মা-বাবা এসবের কিছুই জানত না। ছেলেকে টোকিও পাঠাবার পর তারা ভেবেছিল চার বছর পর সে স্নাতক শেষ করে ফিরবে। কাতসুরো যখন তাদেরকে ফোন করে কলেজ ছেড়ে দেওয়ার কথা

SHAMVALA ADMIN

জানালো তখন তার মা রিসিভার হাতেই কান্না করে ফেলে। সেই গ্রীষ্মে কাতসুরোর বয়স একুশ। তার বাবা ফোন করে রাগের স্বরে এসবের কারণ জানতে চাইল।

কাতসুরো সংগীতকে পেশা বানাতে চায়। তাই কলেজে যাবার আর কোনো কারণ নেই।

তার কথা শুনে তার বাবা রাগে ফেটে পড়ে। চিৎকার করতে শুরু করলে কাতসুরো ফোন রেখে দেয়।

সে রাতেই তার বাবা-মা টোকিওতে তার অ্যাপার্টমেন্টে চলে আসে। রাগান্বিত বাবা, ফ্যাকাসে মা। ছয়টা তাতামি মাদুর বিছানো সেই স্টুডিয়োতে বসে তারা তাদের পুত্রের সাথে সারারাত কথা বলে। কাতসুরোর বাবা-মায়ের কথা, কলেজ যদি সে ছেড়েই দেয় তবে তাকে এখন বাড়ি ফিরে স্টোরের দেখাশোনা করতে হবে। কাতসুরো রাজি হয় না। সে জানায় এই সিদ্ধান্ত নিলে তাকে আজীবন আফসোস করতে হবে। সফল না হওয়া পর্যন্ত সে টোকিওতেই থাকবে।

সেদিন সকালের প্রথম ট্রেনেই তার বাবা-মা ফিরে যায়। জানালা থেকে কাতসুরো তাদেরকে চলে যেতে দেখছিল। অজান্তেই প্রার্থনায় হাত জোড় করে ফেলে সে।

তিন বছর চলে গেল। এতদিনে কাতসুরো কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করে বেরিয়ে যেত। তার বদলে সে এখনও সংগীত নিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখনও সারাদিন কেবল অনুশীলন করে যায়। নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়, এই আশায় যে কোনো ট্যালেন্ট স্কাউট হুট করে কোনো একদিন তার প্রতিভা আবিষ্কার করে ফেলবে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। এমনকি রেকর্ডিং কোম্পানিদের কাছে ডেমো টেপ পাঠিয়েও কোনো উত্তর পায়নি সে।

SHAMALA ADMIN

সম্প্রতি বারের এক পেট্রন তাকে এক মিউজিক ক্রিটিকের সাথে পরিচয় করায়। সাদা চুলের লোকটাকে কাতসুরো তার দুটো অরিজিনাল গেয়ে শুনিয়েছিল।

এতদিনে কাতসুরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। ভাবছিল এতদিনের অনুশীলনে গায়ক বা সং রাইটার হিসেবে পেশাদার দক্ষতা এসে গেছে তার।

'এই,' ক্রিটিক বলেছিল, 'খারাপ না। মেলোডিটা চমৎকার আর আপনার কণ্ঠ বেশ শক্তিশালী। ভালো করেছেন।'

কাতসুরোর বুক ধক ধক করতে শুরু করে। হয়তো অবশেষে তার আত্মপ্রকাশের সময় এসেছে।

কাতসুরোর হয়ে পেট্রন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনার মনে হয় সে বাজিমাত করতে পারবে?'

কাতসুরো তটস্থ হয়ে যায়। ক্রিটিকের চোখের দিকে তাকাবার সাহস হচ্ছিল না তার।

'দেখুন, এ শহরে আপনার মতো ভালো গান করে এমন লোকের অভাব নেই। আপনার কণ্ঠে যদি অন্যরকম কিছু থাকতো, অনন্য কিছু, তাহলে তো কথাই ছিল না। কিন্তু তেমনটা নেই।'

সোজাসাপটা কথার কোনো উত্তর দিলো না কাতসুরো। এসব তার জন্য নতুন কিছু না।

'গানগুলো?' পেট্রন জিজ্ঞাসা করে, 'সেগুলো তো আমার কাছে খুব ভালো লাগল।'

'শখের গায়ক হিসেবে ভালো। কিন্তু যথেষ্ট নয়।' ক্রিটিক বিনম্রতার ধার ধারছে না। 'এমন গান অনেক আছে। এগুলো টাটকা না।'

কাতসুরো প্রচন্ড হতাশ হয়ে পড়ে।

SHAMVALA ADMIN

তার মানে আমার কোনো প্রতিভা নেই। আমি কখনও সংগীতকে আমার পেশা বানাতে পারব না। সেই দিন থেকে এই ভয় কাতসুরোর মনে তীব্রভাবে গেঁথে গেল।

৩

সেদিন বিকেলে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে কাঁধে একটা ডাফেল ও একটা কাপড়ের ব্যাগ চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে কাতসুরো। ব্যাগের ভেতরে একটা স্যুট ছিল যা সে তার বসের কাছ থেকে ধার নিয়েছে। টোকিওতে কবে ফেরা হবে তা সে জানে না। ইচ্ছা করছিল গিটারটা নিয়ে যেতে কিন্তু তার বাবা-মা কী বলবে তা ভেবে আর নিলো না। কেবল ডাফেল ব্যাগে হারমোনিকাটা নিয়ে নিলো।

টোকিও স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠল সে। দিনের এই সময়ে ট্রেনে ভিড় থাকে না, তাই একটা ফোর সিটার একা নিজের জন্য পেয়ে গেল কাতসুরো। আরাম করে পা উঠিয়ে বসে পড়ল। দু'ঘণ্টা লাগবে বাড়ি যেতে। কাতসুরো শুনেছে, অনেকে নাকি প্রতিদিন সেখান থেকে টোকিও কাজের উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়া করে। নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয় তাদের। কাতসুরো হলে হয়তো পারত না।

কাতসুরো তার বসের কথা ভাবল। দাদি গত হয়ে যাবার কথা শোনার সাথে সাথেই কাতসুরোকে তৎক্ষণাৎ ছুটি দিয়ে দিয়েছে।

'এই সুযোগে বাবা-মায়ের সাথে কথা বলে আসতে পারো। সামনে কী করবে সে বিষয়ে।' তিরস্কারের মতো মনে হয়েছে কথাটা। সংগীত ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে একটা ইঙ্গিত।

জানালা দিয়ে বাইরের চলন্ত দৃশ্য দেখে কাতসুরো ভাবল, আসলেই কী তাই করা উচিত? তারা সবাই কি ঠিকই বলছে? বাসায় গেলে কেউ না কেউ এই প্রসঙ্গ তুলবেই। কাতসুরোর কানে এখনই বাজছে: 'স্বপ্ন দেখা বাদ দাও। বাড়ি ফিরে এসো; দোকানটা দেখাশুনা করো; কোনো কোম্পানি তোমাকে ভাড়া করবে না।'

SHAMVALA ADMIN

কাতসুরো মাথা থেকে এসব হতাশাপূর্ণ চিন্তাভাবনা বের করতে চাইল। ডাফেল খুলে ওয়াকম্যান আর হেডফোন বের করল। এই দুটো জিনিস তার দুনিয়া বদলে দিয়েছে। এখন কাতসুরো যখন যেখানে খুশি গান শুনতে পারে।

চোখ বন্ধ করে গান শুনতে লাগল। ইয়েলো ম্যাজিক অর্কেস্ট্রার গান বাজছে। এই দলের সবাই জাপানিজ। প্রথমবার লস অ্যাঞ্জেলসে যখন এরা টিউবস বাজিয়েছিল তখন নাকি দর্শকরা এত মুগ্ধ হয়েছিল যে হাততালি থামাতে পারেনি।

প্রতিভা থাকা কি একেই বলে? প্রশ্নটার উত্থান হলো তার মস্তিষ্ক থেকে, কিন্তু সেটা অন্তরে কাঁটার মতো বিঁধল।

ট্রেনটা অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছালো। টিকেট লবি থেকে বেরিয়ে সেই চিরচেনা দৃশ্য চোখে পড়ল কাতসুরোর। মেইন স্ট্রিটের দুপাশে ছোটো ছোটো দোকান। এখানে নতুন কাস্টমার খুব একটা পাওয়া যায় না। সবাই রেগুলার। কাতসুরো কলেজে যাবার পর থেকে এখানে আর আসেনি, কিন্তু শহর ঠিক আগের মতোই আছে।

একটা ছোটো স্টোরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। সাইনে লেখা, 'উমাটসু'। এর পাশেই ছোটো ছোটো করে লেখা 'ফ্রেশ সি ফুড অ্যান্ড ইভেন্ট কেটারিং'।

দোকানটা তার দাদা কিনেছিল। শুরুর দিকে এটা খুব খোলামেলা জায়গায় ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় বিল্ডিং আগুনে পুড়ে মাটিতে মিশে গিয়েছিল। যুদ্ধ শেষে দাদা আবার দোকানটা চালু করে।

কাতসুরো অর্ধেক বন্ধ শাটারের নিচে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। অন্ধকার। রেফ্রিজারেটেড ডিসপ্লেতে কোনো মাছ নেই। বছরের এই সময়টাতে সি ফুড ফ্রিজে একদিনের বেশি ভালো থাকে না। দেওয়ালে একটা হাতে লেখা ম্যাসেজ: 'এখন গ্রিল্ড ইল সার্ভ করা হয়'।

SHAMVALA ADMIN

মাছের পরিচিত দুর্গন্ধে কাতসুরো একটা ধাক্কা খেল। দোকানের পেছনের দিকে গেল সে। একটা স্টোন স্ল্যাব পার হয়ে বাড়িতে ঢুকতে হয়। দরজাটা প্রায় বন্ধ কিন্তু অল্প একটু ফাঁকা দিয়ে ভেতরের আলো দেখা যাচ্ছে। কাতসুরো কাউকে নড়তেও দেখল।

একটা বড়ো নিশ্বাস নিয়ে জোরে বলে উঠল, 'আমি এসে গেছি।'

এটা না বলে হয়তো কেবল 'হ্যালো' বললেই ভালো হতো।

দরজা খুলল কালো পোশাক পরিহিতা এমিকো। বেশ বড়ো হয়ে গেছে সে। অনেক আগে তাকে দেখেছিল কাতসুরো।

'এসে পড়েছো তাহলে। আমি তো ভেবেছি আসবে না।'

'কেন? আমি বলেছিলাম তো, দেখি কী করতে পারি।'

কাতসুরো জুতা খুলে ছোটো লিভিং রুমটাতে ঢুকে গেল।

'মা-বাবা কোথায়?

'তারা সারা বিকেল ফিউরানেল হোমেই ছিল। আমিও গিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতাম কিন্তু থেকে গেছি। ভাবলাম তুমি এসে বাসা খালি পাবে।'

'ওহ।'

'সুয়াতে এসব পরে যাবে নাকি?'

কাতসুরো একটা জিন্স আর টিশার্ট পরে এসেছে। 'অবশ্যই না। এক মিনিট দাঁড়াও। আমি কাপড় বদলে আসছি।'

'তাড়াতাড়ি, ঠিক আছে?'

'আচ্ছা,' কাতসুরো ব্যাগ নিয়ে ওপরে উঠে গেল।

দোতলায় দুটো তাতামি রুম আছে। অপেক্ষাকৃত বড়োটা কাতসুরোর ছিল।

দরজা খুলে কাতসুরো অবাক হয়।

SHAMVALA ADMIN

বাতি জ্বেলে দেখে সবকিছু ঠিক আগের মতোই আছে। তার পেন্সিল শার্পনারটা এখনও ডেস্কে আর তার পছন্দের পোস্টারগুলো এখনও দেওয়ালে লাগানো। বুকশেলফে গিটারটা বইয়ের সাথে রাখা।

টোকিওতে আসার পর তার মা ফোন করে বলেছিল যে এমিকো এই ঘরটা চাইছে। কাতসুরো বলেছিল তার কিছু আসে যায় না। তখন তার মনে সংগীতের

ভূত চেপে ছিল, ভেবেছিল এখানে আর কখনও ফিরবে না। কিন্তু এই ঘরটা ঠিক আগের মতোই সাজানো। তার মা-বাবা কি তবে তার ফেরার অপেক্ষায় ছিল? মনটা কুঁকড়ে গেল। তাড়াতাড়ি স্যুট পরে নিলো সে।

জুলাই হিসেবে খুব শীত পড়েছে। এমিকো আর কাতসুরো বেরিয়ে পড়ল। সুয়া অনুষ্ঠান কমিউনিটি সেন্টারে হচ্ছে। বাসা থেকে সেখানে যেতে মাত্র দশ মিনিট লাগে। পাড়াটা একটু অন্যরকম লাগল। এমিকো বলল অনেক নতুন লোকজন আসছে এখানে।

এই ছোটো শহরটাও তাহলে বদলাচ্ছে, ভাবল কাতসুরো।

‘তো কাতসুরো, কেমন যাচ্ছে সব?’ এমিকো হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করল। কাতসুরো জানে এমিকো কীসের কথা বলছে। এড়িয়ে যেতে চাইল প্রশ্নটা, ‘কী কেমন যাচ্ছে?’

‘তুমি বলেছিলে তোমার অনেক বড়ো প্ল্যান আছে। মিউজিকের পেশা খুব চমৎকার হবে। কিন্তু তুমি কি সেটা করতে পারবে?’

‘অবশ্যই। না পারলে তো এতে নামতাম না। তাই না?’ মনে মনে কষ্ট হলো তার। সত্যিটা বলছে না সে।

‘আমি তোমার গান শুনেছি। পারফর্ম করতে দেখেছি। তুমি চমৎকার গান করো। কিন্তু সেটাকে পেশা বানানো, সেটা অন্য মাত্রার জিনিস।’

‘তুমি এসবের কীই বা জানো? কিচ্ছুই না।’

SHAMVALA ADMIN

‘ঠিক বলেছো, আমি কিছু জানি না। কিন্তু আমি ব্যাবসা জানি। একারণেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। মানে, প্ল্যান কী তোমার? এতটা আত্মবিশ্বাস যেহেতু আছে, তার মানে নিশ্চয়ই কোনো পরিকল্পনা আছে তোমার। ভবিষ্যতের স্পষ্ট কোনো ধারণা। সময়ের কোনো আন্দাজ। কতদিন লাগতে পারে তোমার? আমার তো মনে প্রশ্ন জাগছে তুমি আসলেই কিছু জানো কিনা।’

তার বোনের যুক্তিতে জোর আছে। কিন্তু কাতসুরো হেসে উড়িয়ে দিলো তা।

‘সব যদি পরিকল্পনামতো হতো তবে কাউকে কখনও সংগ্রাম করতে হতো না। যে মহিলা কলেজ পার করেই লোকাল ব্যাংকের চাকরিতে ঢোকার চিন্তাভাবনা করছে তার পক্ষে এসব বোঝা কঠিন।’

এমিকো আগামী বসন্তে স্নাতক শেষ করবে, কিন্তু ইতোমধ্যেই সে একটা চাকরির লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেছে। কাতসুরো ভেবেছিল এবার এমিকো রেগে যাবে কিন্তু তার বদলে এমিকো কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

‘আমাদের বাবা-মায়ের কথা কখনও ভাবো তুমি? তাদের বয়স হয়েছে কাতসুরো।’

চুপ করে রইল কাতসুরো। বাবা-মায়ের বয়স হয়ে গেছে এটা সে ভাবতে চায় না।

‘বাবার গত মাসে আরও একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।’

কাতসুরো থেমে গেল। ‘কী বলছ?’

এমিকো সোজা তার চোখের দিকে তাকালো, ‘তেমন গুরুতর ছিল না। কিন্তু সময়টা খুব খারাপ ছিল। তখন দাদির শরীর প্রচন্ড খারাপ। আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।’

‘আমি জানতাম না এসব।’

‘বাবা চায়নি মা তোমাকে এসব জানাক।‘

SHAMVALA ADMIN

বাবা হয়তো ভেবেছে অকৃতজ্ঞ ছেলেকে জানিয়ে কী লাভ। কাতসুরো এই যুক্তির সাথে তর্ক লড়বে না। বাকি পথ এমিকো আর কাতসুরো নিঃশব্দে হেঁটে গেল।

৪

কমিউনিটি সেন্টারটি একটা বিশাল ঐতিহ্যবাহী জাপানিজ বাড়ির আদলে তৈরি। শেষকৃত্যের পোশাকে সজ্জিত নারী-পুরুষ ঢোকার রাস্তায় ভিড় করছে।

কাতসুরো এবং এমিকোর মা, কানাকো, লবিতে দাঁড়িয়ে একটা হালকাপাতলা গড়নের লোকের সাথে কথা বলছিল। কাতসুরো একটু সময় নিয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে।

মা যখন তাকে দেখল তখন কাতসুরো বলতে চাইছিল, 'আমি এসে গেছি।' কিন্তু সাথের লোকটাকে দেখে সে যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল।

লোকটা কাতসুরোর বাবা, তাকিও। সে এতটা শুকিয়ে গেছে যে কাতসুরো প্রথম দেখায় চিনতেও পারেনি।

তাকিও কাতসুরোর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো। 'তুমি এখানে? কে বলেছে তোমাকে?'

'এমিকো।'

'তাই নাকি?' তাকিও একবার এমিকোর দিকে তাকিয়ে আবার কাতসুরোর দিকে তাকালো। 'ভাবিনি এসবের জন্য সময় হবে তোমার।'

কাতসুরো অন্তর্নিহিত কথাটা শুনতে পেল: 'ভাবিনি বড়ো সাফল্য পাবার আগ পর্যন্ত তোমার চেহারা দেখাবে।'

'আপনি চাইলে পরের ট্রেনেই টোকিও ফিরে যেতে পারি।'

'কাতসুরো,' তার মা একটা সাবধানী কণ্ঠে বলল।

SHAMALA ADMIN

তাকিও হাত নেড়ে বলল, 'আমি সেটা বলিনি। ঝামেলা করবে না, ঠিক আছে? আজ এসবের সময় নেই।' হন্তদন্ত হয়ে সেখান থেকে চলে গেল সে।

কানাকো বলল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি আসবে না।'

মনে হচ্ছে এমিকোকে কানাকোই ফোন করতে বলেছিল।

'এমিকো সুযোগ দিলো কোথায়? যাই হোক, বাবা খুব শুকিয়ে গেছে। আবার নাকি হার্ট অ্যাটাক করেছিল? সে ঠিক আছে এখন?'

'বুঝতে দিতে চায় না। কিন্তু আমি জানি, ধীরে ধীরে শক্তি হারিয়ে ফেলছে সে। ষাট পেরিয়ে গেছে।'

তাকিও ছত্রিশ বছর বয়সে কানাকোকে বিয়ে করেছিল। উমাটসু (একধরনের খাবার) বানাতে বানাতে স্ত্রী খোঁজার সময়ই নাকি ছিল না তার হাতে।

ছ'টা বেজে গেল। সুয়ার সময় ঘনিয়ে আসতেই আরও পরিবার-পরিজন দেখা যাচ্ছে। তাকিওর অনেকগুলো ভাই-বোন। তার নিজের বউ-বাচ্চা ছাড়াও পরিবারের আরও বিশজন দেখতে পেল কাতসুরো। প্রায় দশ বছর ধরে কারও সাথে দেখা হয়নি তার।

তাকিওর চেয়ে বয়সে তিন বছরের ছোটো এক চাচা কাতসুরোর দিকে এগিয়ে এসে করমর্দন করল।

'এই কাতসুরো, কেমন আছো? শুনলাম তুমি নাকি টোকিওতে থাকো। কী করছো আজকাল?'

'তেমন কিছু না।'

'তেমন কিছু না। এটা বোলো না যে কেবল মজা করার জন্যেই টোকিও থেকে গেছ তুমি।'

কাতসুরো হুট করে বুঝতে পারল তার বাবা-মা পরিবারের আর কাউকে বলেনি যে সে কলেজ ছেড়ে দিয়েছে। কানাকো কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, শুনছে, কিন্তু কিছু বলছে না।

SHAMALA ADMIN

কাতসুরো অপমান বোধ করল। ছেলে মিউজিশিয়ান হতে চায় এটা কি এতটাই অপমানজনক তাদের কাছে? অথচ এখন সে তার বাবা-মায়ের মতই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। না এটা হতে দেওয়া যায় না।

'আমি কলেজ ছেড়ে দিয়েছি।'

'কী?'

'কলেজ, আমি কলেজ ছেড়ে দিয়েছি।' কাতসুরো আড়চোখে দেখতে পেল কানাকো নড়ে উঠছে কিন্তু সে বলে গেল, 'আমি মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে ঢোকার চেষ্টা করছি।'

'মিউজিক?' চাচা পুরোপুরি ভড়কে গেল। যেন সে শব্দটাই চিনতে পারছে না।

কিন্তু সৌভাগ্যবশত তাদের কথোপকথন সেখানেই শেষ। অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। চাচা চলে গিয়ে অন্য কয়েকজন আত্মীয়ের সাথে কথা বলল, হয়তো যা শুনেছে তা ঠিক কিনা যাচাই করছে।

মন্ত্র পড়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হলো। কাতসুরো বাকিদের সাথে ধূপ জ্বালালো। বেদিতে দাদির একটা হাসিমাখা ছবি টানানো হয়েছে। কাতসুরোর স্মৃতিতে দাদি খুব উষ্ণ একটা চরিত্র। ছোটোবেলা দাদি সবসময় তাকে দেখে রাখতেন। এখন বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই কাতসুরোর পাশে দাঁড়াতেন।

SHAMALA ADMIN

অনুষ্ঠান শেষে সবাই অন্য রুমে চলে গেল। সুশি আর বিয়ার পরিবেশন করা হলো। দাদির বয়স প্রায় নব্বই বছর হয়ে গিয়েছিল আর সবাই এখন কিছুটা বিমর্ষ অনেক বছর পর সবাই একত্রে। রিসেপশনটা অনেকটা পুনর্মিলনীর মতো হয়ে গেছে।

হুট করে সবার মাঝে একটা কণ্ঠ গর্জে উঠল, 'যথেষ্ট হয়েছে। আমার বাসায় কী হচ্ছে না হচ্ছে সেটা তোমার দেখার বিষয় না।' কাতসুরো না দেখেই বুঝে গেল এটা তাকিও।

‘তোমার বাসা? তুমি ওখানে দোকান ওঠাবার আগে ওটা আমাদের বাবার বাড়ি ছিল। হয়তো ভুলে গেছ, আমিও সেখানে থাকতাম।’ সেই চাচা তাকিওর সাথে কথা বলছে। দুজনেই হয়তো বেশি অ্যালকোহল খেয়ে ফেলেছে।

‘বাবার বাসা যুদ্ধের সময়েই পুড়ে গিয়েছিল। এখন যেটা আছে সেটা আমি বানিয়েছি। তোমার আপত্তি করার কোনো কারণ নেই সেখানে।’

‘শোনো কথা। খালি উমাটসু নামের সুখ্যাতির কারণেই তুমি দোকানটা খুলতে পেরেছো। বাবা তোমাকে দোকানটা দিয়ে গেছে বলেই তুমি সেটা যখন তখন বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখো না।’

‘কে বলেছে আমি সেটা বন্ধ করে দেবো? আমি কোথাও যাচ্ছি না।’

‘তুমি চালাতেই বা পারবে কতদিন? নিজেকে দেখো একবার। দোকানে একটা টুনা বয়ে নিয়ে আসবার ক্ষমতাও নেই তোমার। ভাবছিলে-টা কী? একমাত্র ছেলেকে টোকিওতে কলেজে পাঠিয়ে দিয়েছো। মাছের ব্যাবসা করতে কি শিক্ষা লাগে নাকি?’

‘পারিবারিক ব্যাবসার এই মূল্য তোমার কাছে?’

তাকিও উঠে দাঁড়ালো। মনে হচ্ছে হাতাহাতি হয়ে যাবে। কিন্তু বাকিরা থামালো। অবশেষে তাকিও বসল।

‘—গর্দভ বুড়ো।’ চাচা বিড়বিড় করেই যাচ্ছে, ‘ছেলেকে স্কুল ছাড়তে দিলে কেন? গায়ক হতে? যত্তসব!’

‘চুপ থাকো। তোমার পরামর্শের দরকার নেই আমার।’

অবস্থা বেগতিক দেখে কাতসুরোর ফুপুরা চাচাকে অন্য ঘরে নিয়ে গেল।

লোক দুজনের ঝগড়া হয়তো কমে গেছে কিন্তু ঘরের পরিবেশটা আর আন্তরিক নেই। একজন উঠে বলল তার যাবার সময় হয়েছে। এরপর একে একে সবাই প্রস্থান করতে শুরু করল।

SHAMVALA ADMIN

‘তোমাদেরকে থাকতে হবে না।’ তাকিও কানাকো আর কাতসুরোকে বলল, ‘ধূপ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি আছি।’

‘পারবে?’ কানাকো বলল।

‘আমি অসুস্থ না।’

কাতসুরো এমিকো আর কানাকোকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই বলল, ‘তোমরা এগুতে থাকো, আমি আসছি।’

‘কী হয়েছে?’ কানাকো জিজ্ঞাসা করল, ‘কিছু রেখে এসেছো?’

‘না–’

‘বাবার সাথে কথা বলবে?’ এমিকো আন্দাজ করল।

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল কাতসুরো। ‘হ্যাঁ, বলা উচিত।’

‘ওহ, আচ্ছা। আমি আর মা যাচ্ছি তাহলে।’

কানাকো যাবার লক্ষণ দেখালো না, ‘তোমার বাবা তোমার ওপর রেগে নেই কাতসুরো। সে কেবল তোমার ভালো চায়।’

‘তোমার তাই ধারণা?’

‘সে তোমার জন্য নিজের ভাইয়ের সাথেও ঝগড়া করছিল।‘

‘হ্যাঁ —’

চুপ থাকো। তোমার পরামর্শের দরকার নেই আমার। কথাটার মানে এখন বুঝতে পারল কাতসুরো। ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করে তাকিও বুঝাতে চেয়েছে তার ছেলে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেবার ক্ষমতা রাখে। একারণেই কাতসুরো তার সাথে এখন কথা বলতে চাইছে।

‘তোমার বাবা চায় তুমি তোমার স্বপ্নের দিকে ছোটো। সে তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চায় না। কথা বলতে চাও, বলো। কিন্তু যা যা বললাম সেগুলো মাথায় রেখো।’

‘আচ্ছা।’

কাতসুরো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মা আর বোনকে চলে যেতে দেখল। এরপর উলটো পথে হাঁটতে শুরু করে।

SHAMVALA ADMIN

এমনটা আশা করেনি সে। ভেবেছিলো বাবা-মা আর আত্মীয়দের কথা শুনতে হবে। কিন্তু তার বাবা-মা এখন উলটো তার ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিন বছর আগে যখন তারা টোকিওতে এসে কাতসুরোকে বুঝিয়ে ফিরে গিয়েছিল তখনকার সাথে এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের চিন্তাভাবনা এতটা কীভাবে বদলে গেল?

কমিউনিটি সেন্টারের কেবল একটা বাতি বাদে বাকি সব বন্ধ। কাতসুরো সেদিকে এগিয়ে গেল। ভেতরে উঁকি দিলো।

বেদিতে ধূপ জ্বলছে। সামনের একটা চেয়ারে বসে আছে তাকিও।

তার বাবা কী করছে? তাকিও উঠে দেওয়ালের পাশে রাখা একটা ব্যাগের দিকে এগিয়ে গেল। সেখান থেকে সাদা কাপড়ে মোড়া কিছু বের করছে। কাপড় খুললে ভেতরের জিনিসটা আবছা আলোয় চকচক করে উঠল।

একটা চাকু। একটা ঐতিহ্যবাহী চাকু। এই চাকুর গল্প কাতসুরো অসংখ্যবার শুনেছে। উমাটসু শুরু করার প্রথম দিন থেকে তার দাদা এই চাকু ব্যবহার করতেন। তাকিও যখন ব্যাবসাটা সামলে নিতে শুরু করে তখন এই চাকু তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাকিও এই চাকু দিয়েই মাছ কাটা শিখেছিল।

তাকিও ক্যাসকেটে চাদর বিছিয়ে সেখানে চাকুটা রেখে দিলো। তার মায়ের ছবির সামনে হাত জোড় করে প্রার্থনা করতে লাগল। এই দৃশ্য দেখতে কাতসুরোর মন ভেঙে যাচ্ছে। সে জানে তার বাবা দাদিকে কী বলছে।

মাফ চাইছে। বাবার দেওয়া ব্যাবসাটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। পারিবারিক চাকুটা বংশধরের হাতে তুলে দিতে ব্যর্থ হবার জন্য।

কাতসুরো সরে এলো সেখান থেকে। একবারও পেছন দিকে না তাকিয়ে কমিউনিটি সেন্টার থেকে বেরিয়ে গেল সে।

৫

SHAMVALA ADMIN

বাবার পরিস্থিতি ভাবতে খুব খারাপ লাগছে কাতসুরোর। নিজেকে প্রচন্ড দোষী বলে মনে হচ্ছে। তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বাবাকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানানো উচিত।

তার চাচা ঠিক বলেছে। বাবা খুবই অসুস্থ। কে জানে কতদিন সে দোকানটা চালাতে পারবে। কানাকো যদি দায়িত্ব নিয়েও নেয়, তখন তো পাশাপাশি তাকে অসুস্থ স্বামীর দেখভালও করতে হবে। একদিন না একদিন এই দোকান ঠিকই বন্ধ করতে হবে।

তখন?

এমিকো আগামী বসন্ত থেকে ব্যাংকে টেলারের চাকরি করবে, যার মানে সে বাড়িতে থাকতে পারবে। কিন্তু এই বেতনে সে বাবা-মা দুজনকেই চালাতে পারবে না।

কাতসুরোর এখন কী করা উচিত? মিউজিক ছেড়ে দিয়ে উমাটসু সামলানো উচিত?

এটা সবচেয়ে বাস্তবিক সমাধান। কিন্তু এত বছরের সাধনা, সেটার কী হবে? কানাকো বা তাকিও তার স্বপ্নের রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে চায় না।

কাতসুরো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হাঁটা থামিয়ে চারপাশে তাকালো সে। সে কোথায় আছে বুঝতে পারছে না। নতুন বাসাগুলোর মাঝে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে করতে একটা ঢালু রাস্তা পেল। এবার চিনতে পারছে। ছোটোবেলা অনেক খেলত এখানে। কিছু দূর হাঁটতেই একটা পরিচিত বিল্ডিং চোখে পড়ল তার। ছোট্ট স্টোরে পেন্সিল-কলম এসব বিক্রি হতো। হ্যাঁ এটাই সেই স্টোর। নামিয়া জেনারেল স্টোর।

একজন বয়স্ক লোক চালাতো দোকানটা। পাশাপাশি নানা পরামর্শ দিয়ে বেড়াতো। কাতসুরো তখন খুব সামান্য সামান্য সমস্যা নিয়ে যেত তার কাছে। আজ দৌড়ে প্রথম হবো কী করে? নতুন বছরের

SHAMVALA ADMIN

সময় আরও টাকা কীভাবে পাবো? যাই হোক, বয়স্ক নামিয়া সবই গুরুত্বের সাথে সমাধান করার চেষ্টা করত। নতুন বছরের কার্ডের খামগুলো স্বচ্ছ রাখবে। তাহলে আত্মীয়রা কম টাকা দিবে না। লোক দেখানোর জন্য হলেও বেশি টাকা দেবে তারা।

সেই বয়স্ক লোকটা কেমন আছে? ময়লা শাটারটা বন্ধ। ভেতরে কোনো আলো নেই। কাতসুরো গ্যারেজের পাশে দিয়ে উঁকি দিলো। এখানে আগে গ্রাফিতি আঁকত তারা। কিন্তু বয়স্ক লোকটা কখনও বকা দিতো না। বলত, 'দেওয়ালে যদি আঁকতেই হয় তবে সুন্দর কিছু আঁকবে।'

কী এঁকেছিল তার কোনো চিহ্ন আর নেই এখন। দশ বছর হয়ে গেছে। আঁকিঝুকি এতদিনে ধুয়ে মুছে নষ্ট হয়ে গেছে।

হুট করে একটা বাইসাইকেল থামল সেখানে। কাতসুরো পেছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখল একটা মেয়ে বাইক থেকে নামছে। ব্যাগ থেকে কিছু একটা বের করে মেইল স্লটে ঢুকিয়ে দিলো। অজান্তেই কাতসুরো বলে উঠল, 'কী করলেন?'

যদিও খুব জোরে বলেনি, কিন্তু মেয়েটা ভয় পেয়ে বাইকে উঠে বসল। হয়তো কাতসুরোকে কোনো বদমাশ ভেবেছে।

'এই, এক মিনিট। আপনি ভুল ভাবছেন। আমি কিছু করছিলাম না।' কাতসুরো রাস্তায় বেরিয়ে এলো। 'আমি লুকাচ্ছিলাম না। কেবল দেওয়ালটা দেখছিলাম। ছোটোবেলা এখানে খেলতাম।'

মেয়েটাকে আশ্বস্ত দেখাচ্ছে না। এক পা এখনও প্যাডেলে দেওয়া। চোখে সন্দেহ। লম্বা চুলগুলো উঁচু করে বাঁধা। অল্প মেকাপ করেছে। হয়তো কাতসুরোর বয়েসি, বা ছোটো। শক্তসামর্থ্য গড়নের শরীর। হয়তো কোনো ক্রীড়াবিদ হবে।

'আপনি আমাকে দেখেছেন, তাই না?' মেয়েটার কণ্ঠ ভারী।

কাতসুরো বুঝতে পারল না মেয়েটা কী বলতে চাচ্ছে।

SHAMVALA ADMIN

‘আমি কী করছিলাম তা আপনি দেখেছেন, তাই না?’

‘মনে হয় আপনি মেইল স্লটে কিছু রেখেছেন—’

মেয়েটা ঠোঁট কামড়ে অন্য দিকে তাকালো। দয়া করে যা দেখেছেন তা ভুলে যান। আমাকেও।

‘কিন্তু–’

মেয়েটা তাকে বিদায় জানিয়ে প্যাডেলে চাপ দিলো।

‘দাঁড়ান এক মিনিট,’ কাতসুরো তাকে থামালো, ‘খামে ভরে চিঠি দিচ্ছিলেন— আপনি পরামর্শ চাইছিলেন?’

মেয়েটা সাবধানী চোখে দেখল তাকে, ‘কে আপনি?’

‘আমি ছোটোবেলা এই স্টোরে আসতাম। বয়স্ক লোকটার কাছে পরামর্শ চাইতে—’

‘আপনার নাম কী?’

‘অন্য কাউকে নাম জিজ্ঞাসা করার আগে নিজের নাম দেওয়া উচিত না?’

‘দুঃখিত। সেটা সম্ভব না। চিঠিটা পরামর্শ চেয়ে দেইনি, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দিয়েছি।’

‘কৃতজ্ঞতা?’

‘ছয় মাস আগে আমি পরামর্শ চেয়েছিলাম আর উনি খুব ভালো সমাধান দিয়েছেন। তাই তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছি।’

‘উনি? মানে স্টোরের কাউকে? বয়স্ক লোকটা এখনও থাকে এখানে?’ কাতসুরো বাসাটার দিকে তাকালো।

‘আমি ঠিক জানি না কিন্তু আমি গত বছর একটা চিঠি ফেলেছিলাম। পরদিন এসে দেখি মিল্ক ক্রেটে আমার জন্য একটা চিঠি রাখা।’

উত্তর। হ্যাঁ, সে রকমই তো ছিল। মেইল স্লটে রাতের বেলা চিঠি ফেলে যাও, পরদিন সকালে মিল্ক ক্রেটে সেটার উত্তর দেওয়া থাকবে।

‘কে জানে সে এখনও চিঠি নেয় কিনা।’

SHAMALA ADMIN

‘হ্যাঁ, কে জানে। আমি অনেকদিন আগে পরামর্শ পেয়েছিলাম। জানি না এই চিঠিটা তিনি পাবেন কিনা। কিন্তু আশা করতে দোষ কী।’

মনে হচ্ছে মিস্টার নামিয়া এই মেয়েটাকে যে পরামর্শ দিয়েছেন, সেটা খুব কাজে দিয়েছে।

‘আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?’ মেয়েটা জিজ্ঞাসা করল, ‘আমি তাড়াতাড়ি বাসায় না ফিরলে আমার পরিবার খুব চিন্তায় পড়ে যাবে।

‘ওহ, হ্যাঁ, স্যরি।’

কাতসুরো সরে দাঁড়ালে মেয়েটা প্যাডেল চেপে দ্রুত চলে গেল। কাতসুরো মনে মনে দশ পর্যন্ত গোনার আগেই দৃষ্টির বাইরে চলে গেল সে।

স্টোরটা একদমই খালি। পরিত্যক্ত মনে হচ্ছে। চিঠির উত্তর কি ভূতে দিচ্ছে নাকি?

কাতসুরো জোরে শ্বাস ফেলল। কীসব হাবিজাবি! এমনটা হতেই পারে না। নিজের পথে হাঁটতে শুরু করল।

বাসায় ফিরে দেখল এমিকো একা লিভিং রুমে বসে আছে। সে বলেছিল ঘুমোতে সমস্যা হয়, এ কারণেই হয়তো স্নায়ুকে শান্ত করতে সামনের টেবিলে হুইস্কির বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসে আছে। মেয়েটা রাতারাতি বড়ো হয়ে গেছে। মা মনে হয় ইতোমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

‘বাবার সাথে কথা বলেছো?’

‘না, যাইনি। হাঁটাহাঁটি করছিলাম একটু।’

‘রাতের এ সময়ে কোথায় গেলে?’

‘আশেপাশেই। ওহ, পুরোনো স্টোরটার কথা মনে আছে? নামিয়া জেনারেল স্টোর?’

‘নামিয়া? হ্যাঁ মনে আছে। ভূতুড়ে জায়গা।’

‘কেউ কি ওখানে থাকে এখনও?’

SHAMVALA ADMIN

‘কী?’ এমিকোর কণ্ঠে সন্দেহ। মনে হয় না। তারা তো স্টোর বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি নিশ্চিত ওই জায়গায় কেউ থাকে না।’

‘জানতাম।’

‘কী জানতে? কী হয়েছে?’

‘কিছু না।’

‘এই কাতসুরো, তোমার প্ল্যান কী? পারিবারিক ব্যাবসা ত্যাগ করে দেবে?’

‘ত্যাগ? আমি সেটা করতে চাই না।’

‘তাহলে কী করতে চাও? তুমি দায়িত্ব না নিলে দোকানটা বন্ধ করে দিতে হবে আমাদের। মালিক কে হবে তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই কিন্তু বাবা-মায়ের কী হবে? দয়া করে এটা বোলো না যে তুমি তাদেরকেও ত্যাগ করবে।

‘চুপ করো। আমার নিজের প্ল্যান আছে।’

‘কেমন প্ল্যান? আমি শুনতে চাই।’

‘বলছি তো চুপ করো।’

কাতসুরো নিজের ঘরে এসে স্যুট পরেই বিছানায় ঢলে পড়ল। তার মাথায় হাজারো চিন্তা। কিন্তু অ্যালকোহলের কারণে কোনোটাই বোধগম্য হচ্ছে না।

একটু পর সে বিছানা থেকে উঠে ডেস্কে বসল। এখানে নোটবুক আর কলম আছে।

নোটবুকটা খুলে লিখতে শুরু করল,

নামিয়া জেনারেল স্টোরকে...

৬

ফিউনারেলটা নির্বিঘ্নে শেষ হলো। কাল রাতের পর থেকে সবার হাবভাব কিছুটা বদলে গেছে। কাতসুরোর আশেপাশে সবাই একটু অদ্ভুত আচরণ করতে লাগল। তার চাচা আর কাতসুরোর গা ঘেঁষল না।

SHAMVALA ADMIN

আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও পাড়ার লোকজন আর উমাটসুর আশেপাশের দোকানগুলোর লোকজনও এসেছে। এসব চেহারা কাতসুরোর চিরপরিচিত। ভীড়ের মাঝে ছোটোবেলার এক ক্লাসমেটকে পেয়ে গেল সে। প্রথমে স্যুটের কারণে চিনতে পারেনি। কিন্তু হুট করেই মনে পড়ে গেল। মিডেল স্কুলে এক ক্লাসে ছিল তারা। ছেলেটার বাবা-মা উমাটসুর পাশেই একটা দোকান চালাতো, সেখানে বাসায় তৈরি খাবার বিক্রি করত।

কাতসুরো ছেলেটার কাহিনি মনে করল। অনেক ছোটোবেলায় ওর বাবা-মারা যায়। এরপর দাদা তাকে খোদাই করতে শেখায়। হাইস্কুলের পর সে সোজা পারিবারিক ব্যাবসায় লেগে যায়। আজ ফিউনারেলে তার উপস্থিতি তার পারিবারিক ব্যাবসার প্রতিনিধিত্ব প্রকাশ করছে।

ছেলেটা মৃতের জন্য একটা ধূপ জ্বালিয়ে কাতসুরো এবং তার পরিবারের দিকে এগিয়ে এলো। নতজানু হয়ে সম্মান প্রদর্শন করল তাদের। এই অঙ্গভঙ্গির কারণে যেন তাকে কাতসুরোর চেয়ে বয়সে অনেক বেশি বড়ো মনে হচ্ছে।

অনুষ্ঠান শেষে দেহটা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সপ্তম দিনের স্মৃতিচারণের জন্য সবাই কমিউনিটি সেন্টারে যায়। সব শেষে তাকিও আনুষ্ঠানিকভাবে এই শেষকৃত্যের প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘোষণা করে।

কাতসুরো এবং তার পরিবার বাকি সবাইকে বিদায় জানিয়ে গোছগাছ শুরু করে। অনেক কিছু বয়ে নিয়ে যেতে হবে। শপের ডেলিভারি ভ্যানের পেছনে বেদি আর ফুলগুলো তুলে নিলো। পেছনের সিটে রাখল লাগেজ।

তাকিও ড্রাইভার সিটে উঠে বসল।

‘কাতসুরো, তুমি সামনে বসো।’ কানাকো প্রস্তাব দিলো।

মাথা নাড়লো কাতসুরো, ‘না মা, তোমরা যাও। আমি হেঁটে যাবো।’

SHAMVALA ADMIN

কানাকো হতাশ হলো। হয়তো ভাবছে কাতসুরো তার বাবার সাথে যেতে চায় না।

‘রাস্তায় কিছু কাজ আছে আমার। দেরি হবে না।’

‘ওহ্—’

কাতসুরো দেরি না করে বেরিয়ে গেল। এখন কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চায় না সে।

ঘড়িতে দেখল প্রায় ছ’টা বাজে।

কাল মধ্যরাতে সে একটা বাদামি খাম হাতে নামিয়া জেনারেল স্টোরে গিয়েছিল। চিঠিটায় তার পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে লেখা। নিজেই লিখেছে।

নিজের আসল নাম ছাড়া কোনোকিছুই লুকায়নি। কী করা উচিত তার পরামর্শ চেয়ে এই চিঠি লেখা। সোজা কথায়, তার কী এখন নিজের স্বপ্নের পেছনে ছোটা উচিত নাকি পারিবারিক ব্যাবসায় লেগে যাওয়া উচিত সেটার একটা সঠিক উত্তর চাইছে।

সত্যি বলতে পরদিন সকালে উঠে এসব ভেবে লজ্জা পেয়েছিল। ওই স্টোরে এখনও কেউ থাকা অসম্ভব। মেয়েটা নিশ্চয়ই পাগল ছিল। আর সত্যিই পাগল হয়ে থাকলে কাতসুরো একটা ভুল করে ফেলেছে। সে এখন চায় না এই চিঠি কেউ পড়ুক।

আবার এমনও হতে পারে, মেয়েটা ঠিক বলছে। এসবই সত্যি। হয়তো সে নিজের প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবে। যাতে করে জীবনটা সঠিক দিকে পরিচালিত হবে তার।

অনিশ্চয়তা ও প্রত্যাশা নিয়ে কাতসুরো পাহাড় বেয়ে পুরোনো স্টোরটার দিকে এগিয়ে চলল। আগে স্টোরের দেওয়ালের রং ক্রিমি ছিল। এখন সেটা ময়লা ধূসরে রূপ নিয়েছে, এই ব্যাপারটা গত রাতে অন্ধকার থাকায় সে খেয়াল করেনি।

SHAMAA ADMIN

স্টোর ও গ্যারেজের মাঝে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে, এটাই পেছনে যাবার একমাত্র রাস্তা মনে হলো।

দেওয়ালের ময়লা সাবধানে এড়িয়ে কাতসুরো পেছন দিকে চলে গেল। পেছনের দরজার পাশেই একটা কাঠের মিল্ক ক্রেট। কাতসুরো অস্বস্তি নিয়ে বাক্সটা খোলার জন্য হাত বাড়ালো। খুব শক্ত এটা। কিন্তু একটু জোর দিতেই খুলে গেল।

ভেতরে একটা বাদামি খাম। সেটায় কালো কালিতে লেখা, প্রিয় সংগ্রামী শিল্পী। হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল কাতসুরোর। এখানে কেউ আছে তাহলে। কাতসুরো বাসাটার দিকে তাকিয়ে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছু শোনা গেল না।

হয়তো এখানে কেউ থাকে না, কিন্তু রাতে এসে মেইল স্লট চেক করে যায়। কিন্তু এত ঝামেলা কেন পোহাচ্ছে?

প্রশ্নগুলো উপেক্ষা করে খামটা হাতে নিয়ে সামনের দিকে চলে এলো কাতসুরো নামিয়া জেনারেল স্টোরের মালিকের হয়তো ব্যক্তিগত কোনো কারণ আছে এসব করার। আপাতত এই চিঠিটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোনো নির্ভেজাল জায়গায় খুলতে হবে এটা।

একটা ছোটো পার্ক খুঁজে পেল সে। কেউ নেই ওখানে। একটা বেঞ্চে বসে বড়ো করে নিশ্বাস নিয়ে খামটা খুলল। ভেতরে একটাই কাগজ। বুক ধক-ধক করছে তার। পড়তে শুরু করল চিঠিটা।

প্রিয় সংগ্রামী শিল্পী,

এই নির্লজ্জ অভিযোগটি আমাকে জানাবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। নির্লজ্জই তো, তাই না? পারিবারিক ব্যাবসার উত্তরাধিকারী হতে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগে। আগে থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত একটা দোকানের ভারটা নিয়ে নিতে পারবেন, কোনোরূপ সংগ্রাম করা ছাড়াই।

কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। আপনি কি জানেন এ জগতে কত মানুষ একটা চাকরির জন্য মরিয়া হয়ে ছুটছে?

SHAMVALA ADMIN

উত্তরটা যদি না হয়ে থাকে তার মানে আপনি খুব চমৎকার একটা পৃথিবীতে থাকেন।

কিন্তু ত্রিশ বছর পর পৃথিবীটা এমন থাকবে না। খুব কঠিন হয়ে যাবে। একটা চাকরি তখন আশীর্বাদের মতো মনে হবে। এমন দিন আসবে যখন কলেজ গ্র্যাজুয়েটরাও চাকরি পাবে না। বাজি ধরে বলতে পারি এমন দিন আসছে।

আর নিজেকে দেখুন। কলেজ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি ভাগ্যবান যে আপনার বাবা-মা আপনার কলেজের সব খরচ নিয়ে আপনাকে পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু আপনি সেসবে জল ঢেলে দিলেন।

সব সংগীতের জন্য। আপনি বলছেন সংগীতের জন্য আপনি আপনার পারিবারিক ব্যাবসাও ছেড়ে দিতে পারেন। একা চলার সাহস রাখেন, সঙ্গে গিটার বাদে আর কিছু দরকার নেই। দেখুন পরামর্শ দিয়ে কোনো লাভ হবে না জানি। আপনি যা করতে চান আপনি তাই করবেন। আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখা লোকগুলোকে মাঝেমধ্যে বাস্তবতায় মুখ থুবড়ে পড়তে হয়। কিন্তু আমি যেহেতু বিনামূল্যে পরামর্শ দিয়ে থাকি সুতরাং আপনাকেও একটা পরামর্শ দিতে হবে।

আমার আসল পরামর্শ কী জানেন? গিটার ফেলে মাছ কাটতে নামুন। আপনার বাবা খুব অসুস্থ। এখন এমন খাপছাড়া স্বপ্ন দেখার সময় না। সংগীতকে আপনি কখনই পেশা বানাতে পারবেন না। একমাত্র মিউজিক জিনিয়াসরাই সেটা পারে। যাদের মাঝে অনন্য কিছু আছে। যেটা আপনার ক্ষেত্রে নেই। আকাশকুসুম স্বপ্ন থেকে জেগে উঠুন।

—নামিয়া জেনারেল স্টোর

.

রাগে কাতসুরোর হাত কাঁপছে।

SHANVALA ADMIN

সংগীত ছেড়ে ব্যাবসায় নামা—এটাই তো বাস্তবিক সমাধান। কিন্তু তাই বলে এমন দুর্ব্যবহার করবে? সত্যি বলতে কাতসুরো এখন অপমানিত বোধ করছে।

পরামর্শ চাওয়াটাই ঠিক হয়নি তার। চিঠিটা দুমড়েমুচড়ে পকেটে রেখে দিলো। সামনে কোনো ডাস্টবিন পেলে ফেলে দিবে।

কিন্তু যাবার পথে কোনো ডাস্টবিন পেল না। বাসায় ফিরে দেখল তারা বাবা-মা আর ছোটো বোন পারিবারিক বড়ো বেদির সামনে আনুষ্ঠানিক বেদিটা স্থাপন করছে।

'কোথায় ছিলে?' কানাকো জিজ্ঞাসা করল, 'কত সময় পেরিয়ে গেল।'

'হ্যাঁ—' কাতসুরো আর কিছু না বলে ওপরে চলে এলো।

জামাকাপড় বদলে চিঠিটা ডাস্টবিনে ফেলে দিলো। ফেলে দিয়েই তৎক্ষণাৎ তুলে আরও একবার পড়ল। আরও একবার হতাশ হলো।

সে জানে এসব নিয়ে এত ভাবার কিছু নেই কিন্তু ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারল না। চিঠির প্রেরক তাকে ভুল বুঝেছে। ভাবছে দোকানটা কোনো বিশাল ব্যাবসা আর কাতসুরো কোনো ধনীর ঘরের দুলাল।

চিঠিতে লিখেছে জেগে উঠুন, কিন্তু কাতসুরো তো বাস্তবিকতার মুখোমুখিই দাঁড়িয়ে আছে। একারণেই সংগ্রাম করতে হচ্ছে তাকে। চিঠির প্রেরক সেই জিনিসটা বুঝতে পারছে না।

কাতসুরো লিখতে বসে গেল।

নামিয়া জেনারেল স্টোরকে,

চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমি খুব অবাক হয়েছি। ভেবেছিলাম কোনো উত্তর পাবো না। যাই হোক, আপনার উত্তরে আমি বেশ আশাক্ষুণ্ন হয়েছি। সত্যি বলতে আপনি আমার সমস্যাটা বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারেননি। পারিবারিক ব্যাবসায় নেমে যাওয়াই যে সবচেয়ে সহজ সমাধান সেটা আমি জানি।

SHANTANU ADMIN

কিন্তু এর মানে এই না যে ভবিষ্যতের জন্যও এই সমাধানটা ভালো হবে।

আপনার ধারণা ভুল, আমাদের দোকানটা আহামরি কিছু না। একঘেয়ে এক গলির একটা পুরোনো দোকান। এটা আমাদের জন্য খুব সৌভাগ্য বয়ে আনছে এমন কিছু না। কোনোমতে দিন চলে যায়। একারণেই এই সমাধানটা বিতর্কিত। আমি অন্য ভালো কোনো পথেও তো যেতে পারি। আমার বাবা-মা এখন আমার পক্ষে আছেন। এখন যদি আমি আমার স্বপ্ন ছুঁড়ে ফেলে দেই তাহলে তারা মনঃক্ষুণ্ন হবেন।

আরও একটা জিনিস আপনি ভুল বুঝছেন। আমি সংগীতকে আমার পেশা হিসেবে বেছে নিতে চাই, শখ হিসেবে না। আমি নিজে গান লিখছি ও গাইছি। আপনার মনে হচ্ছে আমি মজা করে বেড়াই। শখের বশে গিটার নিয়ে ঘুরি। একারণে আমাকে 'সংগ্রামী শিল্পী' হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করেছেন। আমি আপনার ভুলটা ভাঙাতে চাই: সংগীতকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে চাই আমি, কেবল স্বপ্ন হিসেবে নয়।

আমি জানি সংগীতে সফল হতে গেলে অনন্য প্রতিভা লাগে। কিন্তু আপনি কীভাবে বলতে পারেন যে আমার মাঝে কোনো প্রতিভা নেই? দয়া করে এমন কোনো ধারণা পোষণ করবেন না।

আপনার উত্তরের আশায় রইলাম।

—সংগ্রামী শিল্পী

৭

'টোকিওতে কবে ফিরছো?'

ফিউনারেলের পরদিন কাতসুরো দুপুরের খাবার খাচ্ছিল। মাথায় ব্যান্ডান্না (রুমাল আকৃতির পট্টিবিশেষ) পেঁচানো তার বাবা এইমাত্র দোকান থেকে বেরিয়ে তাকে প্রশ্নটা করল।

SHAMVALA ADMIN

উমাটসু এইদিন খোলা ছিল। নিজের রুমের জানালা থেকে কাতসুরো দেখছিল সকালবেলা, যখন তাকিও মার্কেটের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেল।

'এখনও জানি না,' কাতসুরো বিড়বিড় করে উত্তর দিলো।

'এখানে থাকতে আর আপত্তি নেই তোমার? তারকা গৌরব কি এতই সহজ যে কাজ-টাজ ফেলে বাড়িতে বসে থাকা যায়?'

'কে বলেছে ছেড়ে দিয়েছি? আমি সময় নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি।'

'কীসের চিন্তাভাবনা?'

'তা জেনে আপনি কী করবেন?'

'তিন বছর আগে এই আগুন জ্বালিয়েছো তুমি। এখন থামতে পারবে না। এমনভাবে এগিয়ে যেতে হবে যেন জীবন-মরণ নির্ভর করছে এর ওপর।'

'হ্যাঁ, আমি জানি। মনে করাতে হবে না আমাকে।' কাতসুরো চপস্টিক রেখে উঠে দাঁড়ালো। রান্নাঘর থেকে এসব দেখে কানাকো খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেছে।

সেই রাতে কাতসুরো হাঁটতে বের হয়। নিঃসন্দেহে, সে জেনারেল স্টোরের দিকে যাচ্ছে। কাল রাতে মেইল স্লটে চিঠিটা রেখে গিয়েছিল সে।

মিল্ক ক্রেট খুলতেই বাদামি খাম পেল সে। কে; নিশ্চয়ই প্রতি রাতে আসে এখানে।

সেই পার্কে গিয়ে খামটা খুলে পড়তে শুরু করল কাতসুরো...

প্রিয় সংগ্রামী শিল্পী,

ছোটো হোক বা বড়ো, ব্যাবসা ব্যাবসাই। এই মাছের দোকানের কারণেই আপনার বাবা-মা আপনাকে কলেজে পড়তে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্যাবসায় যদি মন্দা হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে টেনে তোলা কি উত্তরাধিকারী হিসেবে আপনার দায়িত্ব নয়?

SHAMVALA ADMIN

আপনি বলেছেন আপনার বাবা-মা আপনার পক্ষে। যে-কোনো বাবা-মা-ই তাদের সন্তানের পক্ষে থাকে, যতক্ষণ তারা আইনবিরোধী কিছু না করতে চায়। তাদের উদারতার সুযোগ নেওয়া উচিত না।

আমি আপনাকে সংগীত ছেড়ে দিতে বলব না। এটা চমৎকার, কিন্তু কেবল শখ হিসেবে।

সত্যি বলতে এর বেশি প্রতিভা নেই আপনার। আমি আপনার গান না শুনেই এটা বলতে পারি। আপনি তিন বছর ধরে বিফলে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাই না? এটাই প্রমাণ

যারা বড়ো কিছু করতে পেরেছে তাদের দেখুন। খুব বেশি সময় লাগেনি আবিষ্কৃত হতে। অনন্য লোকেরা মানুষের নজরে পড়ে যায়-ই। আপনি কারও নজরে পড়েননি। এটা মেনে নিন।

শিল্পী সম্বোধনটা আপনার পছন্দ হচ্ছে না। হয়তো আপনার চিন্তা-ভাবনা সেকেলে। যাই হোক, মাছের দোকানটাই বেছে নিন। এতে আপনারই ভালো।

—নামিয়া জেনারেল স্টোর

.

কাতসুরো ঠোঁট কামড়ে ধরল। এই উত্তরটাও বিদ্বেষপূর্ণ। বিষণ্ন লাগছে তার।

কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে এবার কাতসুরোর রাগ লাগল না। সোজাসাপটা কথা শুনতে বরং হালকাই লাগছে।

আরও একবার চিঠি পড়ল সে।

কিছু অংশের সাথে একমত না হয়ে পারল না সে। খুব রূঢ় কথা, কিন্তু বাস্তব অনন্য যে-কোনো কিছু মানুষের নজর এড়ায় না। কাতসুরো জানত এসব, কিন্তু মানতে চাইত না। ভেবেছিল ভাগ্য একসময় না একসময় তার সহায় হবে। কিন্তু প্রতিভা না থাকলে ভাগ্যও সাথে থাকবে না।

SHAMVALA ADMIN

এত সোজাভাবে এই কথাগুলো কেউ তাকে এর আগে বলেনি। তোমার রাস্তাটা খুব কঠিন—এ পর্যন্তই বলেছে। আসলে কেউ তাদের কথার দায়ভার নিতে চায়নি। এই চিঠি যে লিখেছে সে এমন না। সে মোটেও ভণিতার ধার ধারেনি।

কিন্তু—এটা কে?

যেই হোক আসল কথা বলতে জানে। মানুষ অন্যভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কোমলভাবে বলে। এই চিঠি সেসবের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কাতসুরো নিশ্চিত এই চিঠি বুড়ো নামিয়া লিখতে পারে না। সে খুব কোমল লোক।

কাতসুরো এই প্রেরকের সাথে দেখা করতে চায়। অনেক কিছুই চিঠিতে বলা সম্ভব হয় না, সামনাসামনি দেখা হলে বলা যেতে পারে।

সে রাতে কাতসুরো তার তৃতীয় চিঠি পোস্ট করল। অনেক ভেবে চিন্তে সে নিচের সার-সংক্ষেপে পৌঁছালো।

.

নামিয়া জেনারেল স্টোরকে,

দ্বিতীয় চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

সত্যি বলতে আমি এতটা কঠোর সমালোচনা আশা করিনি। আমি ভেবেছিলাম হয়তো কিছুটা হলেও প্রতিভা রাখি। ভেবেছিলাম সেটাই যথেষ্ট হবে এবং একদিন আমি সফল হবো।

কিন্তু আপনার সোজাসাপটা উত্তর আমার চোখ খুলে দিয়েছে।

আমি স্বপ্নের পেছনে দৌঁড়াতে গিয়ে এতটাই মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম যে বুঝতেই পারিনি, কখন এক কদম পিছিয়ে আসতে হয়। কখন থামতে হয়।

আমি বলতে লজ্জিত কিন্তু আমি এখনও সব কিছু ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নই। আমি যদি পারি তো আর একটু এগিয়ে দেখতে চাই।

আমি অবশেষে আমার সমস্যাটা বুঝতে পেরেছি।

SHAMVALA ADMIN

আমি লম্বা সময় ধরে জেনে এসেছি আমার কী করা উচিত। কিন্তু স্বপ্ন ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতে খুব কষ্ট হয় আমার। এটা যেন প্রতিদান-হীন ভালোবাসা। জানি, প্রতিদানে কিছুই পাবো না কিন্তু হৃদয়হরণকারীকে ছেড়েও দিতে পারি না।

চিঠিতে সব কিছু সঠিকভাবে বুঝানো যায় না। কোনোদিন সামনাসামনি দেখা হলে খুব ভালো হতো। বুঝিয়ে বলতে পারতাম। এবং আপনার সাথে দেখাও হতো।

কীভাবে দেখা করা যায় আমাকে জানাবেন দয়া করে।

—সংগ্রামী শিল্পী

.

নামিয়া জেনারেল স্টোরটা সন্ধ্যার আবছা আলোয় নিস্তব্ধ। কাতসুরো শাটারের কাছে গিয়ে একটু ইতস্তত করল। তবুও মেইল স্লটে চিঠিটা অর্ধেক ঢুকালো।

হয়তো এই শাটারের পেছনে কেউ আছে।

এমনটা হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই সে কাতসুরো চলে যাবার পর শাটার খুলে মেইল স্লট থেকে চিঠি নেবে। অপেক্ষা করে দেখা যাক।

ঘড়িতে দেখল এগারোটার বেশি বাজে।

কাতসুরো পকেট থেকে হারমোনিকা বের করল। মেইল স্লটের সামনে দাঁড়িয়ে বড়ো নিশ্বাস নিয়ে বাজাতে শুরু করল। সে চাইছে ভেতরে যেই থেকে থাকুক না কেন, সে যেন তার সংগীত শুনতে পায়।

তার লেখা গানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর গান 'রিবর্ন' বাজাতে শুরু করল সে। এখনও গানের কথা যুক্ত করেনি। মঞ্চে উঠলে কেবল হারমোনিকা দিয়েই এর সুর বাজায় সে। খুব চমৎকার এক মেলোডি।

কিছুক্ষণ বাজানোর পর কাতসুরো থেমে গেল। কেউ বেরিয়ে মেইল স্লট থেকে চিঠি নেয়নি। তার মানে এখানে কেউ নেই। হয়তো সকালে এসে নিয়ে যাবে।

SHAMALA ADMIN

কাতসুরো এগিয়ে এসে খামটা মেইল স্লটে পুরোপুরি ঢুকিয়ে দিলো। এটি টুপ করে স্লটের ফ্লোরে গিয়ে পড়ল।

৮

'কা-ট-সু-রো, ঘুম থেকে ওঠো!'

কেউ তাকে ঝাঁকাচ্ছে। চোখ মেলে কানাকোর ফ্যাকাসে চেহারা দেখতে পেল কাতসুরো।

'কী হয়েছে?' ঘড়িতে দেখল সাতটা বাজে।

'খুব খারাপ কিছু হয়েছে। তোমার বাবা মাছের বাজারে অজ্ঞান হয়ে গেছেন।'

'কী,' লাফিয়ে উঠলো কাতসুরো, 'কখন?'

'এখনই। সেখানকার লোকজন ফোন করেছে। হাসপাতালে নিয়ে গেছে তাকে।'

কাতসুরো ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে জিন্স পরতে শুরু করল।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে এমিকো আর কানাকোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে দোকানের শাটারে লিখে গেল: অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনাবশত আমরা আজ দোকান বন্ধ রাখছি।

একটা ট্যাক্সি করে হাসপাতালে চলে গেল তারা। সেখানে একজন মধ্যবয়স্ক লোক অপেক্ষা করছিল। কানাকোর সাথে লোকটার পরিচয় আছে।

'সে কিছু বাক্স উঠাচ্ছিল আর হুট করেই তার ব্যথা উঠল,' লোকটা বলল, 'আমরা সাথে সাথেই অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছি— '

'আচ্ছা, আপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য আমরা দুঃখিত এবং আপনি যা করেছেন তার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এখান থেকে আমরা সামলে নিতে পারব,' কানাকো লোকটাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় করল।

SHAMVALA ADMIN

তাকিওর চিকিৎসা হয়ে গেছে। ডাক্তার পরিবারের সাথে কথা বলতে চাইল।

'তার ওপর কাজের খুব চাপ পড়ে গেছে। একারণে তার হৃৎপিন্ডে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। সে কি ইদানিং খুব দুশ্চিন্তা করে?' ডাক্তার সাদা চুলের এবং সুদর্শন চেহারার একজন ভদ্রলোক। তার কণ্ঠ বেশ নরম।

কানাকো তাকে জানালো কিছুদিন আগেই তাকিওর মা মারা গেছেন।

'তার খুব কঠিন সময় যাচ্ছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে সে বিপর্যস্ত। তাকে আরও সাবধান হতে হবে। আমি উপদেশ দেবো তাকে নিয়মিত স্ক্রিনিং করার।'

'আমরা সেদিকে খেয়াল রাখব,' কানাকো বলল।

তাকিওর সাথে দেখা করতে গেল তারা। ইমার্জেন্সি রুমে রোগীদের বিছানায় শুয়ে আছে তাকিও। বাকিদেরকে দেখে একটু তেতোভাবে তাকালো।

'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?' সাহসী ভাব ধরছে ঠিকই কিন্তু তেজটা আর আগের মতো নেই।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম এত দ্রুত দোকানটা খুলবার দরকার নেই। আর কিছুদিন বিশ্রাম করে নিতে পারতে।'

তাকিও কানাকোর দিকে বিরক্ত হয়ে তাকালো, 'তোমার মনে হয় আমাদের সেই সামর্থ্য আছে? আমি ঠিক আছি। একদিনের জন্যও যদি দোকান বন্ধ রাখি তাহলে সেদিনের কাস্টমাররা যাবে কোথায়? ভালো মাছের জন্য অনেক লোকই আমার ওপর নির্ভর করে।'

'কিন্তু অতিরিক্ত কাজ তোমার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না।'

'আমি অতিরিক্ত কাজ করিনি। আমি ঠিক আছি।'

'বোকার মতো কথা বলবেন না তো বাবা,' কাতসুরো বলল, 'আরও একদিন যদি দোকান বন্ধ না রাখা যায় তাহলে সেদিন আমি দোকানের দেখাশোনা করব।'

SHAMVALA ADMIN

বাকি তিনজন অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো।
‘কী বলছো তুমি?’ নিস্তব্ধতা ভাঙল তাকিও। ‘তুমি মাছ পরিষ্কারও করতে জানো না।’
‘এটা সত্যি না। মনে আছে স্কুলে থাকতে আপনাকে সাহায্য করতাম?’
‘সেটা ব্যাবসা চালানোর জন্য যথেষ্ট না।’
‘হ্যাঁ কিন্তু—’ তাকিও হাত তুলে কাতসুরোকে থামিয়ে দিলো।
‘তোমার মিউজিকের কী হবে?’
‘আমি ভাবছিলাম সেটা ছেড়ে দিবো–’
‘কী বললে? আমার ছেলে তার সমস্যা থেকে পালিয়ে বেড়াবে না। তাহলে সে আমার ছেলেই না।’
‘ব্যাপারটা তেমন না। আমি ভাবছিলাম দোকান সামলানোটা সেসবের চেয়ে বেশি ভালো হবে।’
তাকিও রেগে উঠল, ‘তিন বছর আগে তুমি খুব বড়ো বড়ো কথা বলেছ। আর আজ এই পর্যায়ে নেমে আসতে পারবে না। শুনে রাখো, আমি তোমাকে দোকানের ভার দেবো না।’
কাতসুরো তার বাবার কথা বিশ্বাস করতে পারল না।
‘তাকিও,’ কানাকো সাবধান করতে চাইল তাকে।
‘তুমি মন থেকে এই ব্যাবসায় জড়াতে চাইলে সেটা অন্য ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমি জানি ব্যাপারটা তেমন নয়। করুণাবশত দোকানের ভার নিতে এলে তুমি সেটা ঠিকভাবে করতে পারবে না। আমার কথা মিলিয়ে নিও। কয়েক বছর পর মিউজিক
কেন ছাড়লে তার জন্য আফসোস করতে হবে।’
‘এটা সত্যি না।’
‘এটাই সত্যি। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তখন তুমি বাহানা দেবে, আমার বুড়ো বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, আমার আর কোনো উপায় ছিল না, পরিবারের জন্য শিল্প বিসর্জন দিতে হয়েছিল। আমাকে তুমি

SHAMAIA ADMIN

কোনো দায়ভার দেবে না। তখন এটা অন্য কারও দোষ বলে মনে করবে।'

'তাকিও এভাবে কেন

'তুমি এর মাঝে কিছু বলতে আসবে না। এই ছেলে, তুমি বলো। আমার কথা ভুল প্রমাণিত করতে পারবে?'

কাতসুরো জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিওর দিকে তাকাল, 'নিজের পরিবারের জন্য চিন্তা করা কি খুব খারাপ কিছু?

'যখন নিজে বড়ো কিছু অর্জন করতে পারবে তখন এসব বলতে পারবে। কিন্তু তুমি করেছো-টা কী? মিউজিক দিয়ে এমন কী অর্জন করতে পেরেছো? কিছুই না। যে স্বপ্নের কারণে তুমি নিজের বাবা-মায়ের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো তা থেকে বড়ো কোনো অর্জন প্রত্যাশা করি আমরা। শূন্য হাতে আসবে আর আমি তোমাকে আমার ব্যাবসা সঁপে দেবো ভেবেছো? ভাবছ এটা কেবল একটা মাছের দোকান? এটা ভেবে আমাকে অপমানিত করবে না।'

চিৎকার করার পর তাকিওর চেহারা ব্যথায় কুঁকড়ে গেল। বুক চেপে ধরল সে।

'তাকিও,' চেঁচিয়ে উঠলো কানাকো, 'এমিকো ডাক্তার ডাকো।'

'থামো, কিছু হয়নি। কাতসুরো, আমার কথা শুনো।' শুয়ে শুয়ে তাকিও কাতসুরোকে বলল, 'আমি বা আমার দোকান কোনোটাই এতটা অসহায় অবস্থায় নেই যে তোমাকে সাহায্যের জন্য ছুটে আসতে হবে। নায়ক না সেজে টোকিওতে ফিরে যাও। যোদ্ধা হও। নিজের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করো। হেরে যাওয়া যুদ্ধেও লড়াই করতে হয়। নিজের অস্তিত্ব তৈরি করো। সেটা না করা পর্যন্ত ফিরবে না। বুঝতে পেরেছো?'

কাতসুরো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তাকিও আবার জিজ্ঞাসা করল তাকে, 'বুঝতে পারছ?'

SHAMVALA ADMIN

‘হ্যাঁ,’ খুব আস্তে বলল কাতসুরো।
‘আমাকে কথা দাও।’
কাতসুরো মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।
হাসপাতাল থেকে ফিরে কাতসুরো দ্রুত তার জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলল। শুধু টোকিও থেকে নিয়ে আসা জিনিসপত্র না, একই সাথে পুরো ঘরটাই পরিষ্কার করতে লাগল। বসন্তের সময় যেমন সব কিছু গোছগাছ করা হয় তেমন।
‘ডেস্ক আর বিছানাটা সরিয়ে ফেলো।’ কানাকোকে দুপুরের খাবারের সময় বলল সে, ‘বুককেসটা আর লাগবে না। সেটাও ফেলে দিতে পারো। আমি এই ঘরটা আর ব্যবহার করছি না।’
‘আমি করি?’ তৎক্ষণাৎ বলল এমিকো।
‘করো। আমার কিছু যায় আসে না।’
‘বাহ,’ এমিকো খুশি হয়ে হাততালি দিলো।
‘কাতসুরো, তোমার বাবার কথা মনে ধরে রেখো না। তুমি যখন খুশি তখন বাসায় ফিরতে পারবে।’
কিন্তু কাতসুরো তার মায়ের ভালোবাসা অনুভব করে হেসে ফেলল, ‘তুমি তার কথা শুনেছো। আমি কথা দিয়েছি তাকে।’
‘আমি জানি, কিন্তু—’ কানাকো আর কিছু বলতে পারল না।
ঘর পরিষ্কার করতে করতে সারাদিন লেগে গেল। সন্ধ্যায় কানাকো হাসপাতালে গিয়ে তাকিওকে বাসায় নিয়ে এলো। সকালের তুলনায় এখন তাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে।
সুকিয়াকি পট দিয়ে রাতের ভোজ সারল তারা। এমিকো বাচ্চাদের মতো খুশি হয়ে গিয়েছিল আর তাকিও বিয়ার খাবার জন্য হাঁসফাঁস করতে লাগল। কয়েকদিনের জন্য ধূমপান এবং মদ পান করা বারণ তার। ফিউনারেলের পর থেকে এই প্রথম নিজের পরিবারের সাথে একটু ভালো সময় কাটালো কাতসুরো।

SHAMVALA ADMIN

খাবার শেষে কাতসুরো টোকিও ফেরার জন্য তৈরি হলো। কানাকো তাকে আরও একদিন থাকার প্রস্তাব দিলো কিন্তু তাকিও তাকে বাধা দিলো। বলল কাতসুরো যা করতে চায় তাকে তা-ই করতে দিতে।

'আচ্ছা, আসছি আমি।' হাতে ব্যাগ নিয়ে বাবা-মা আর বোনকে বিদায় জানালো কাতসুরো।

'ভালো থেকো,' কানাকো বলল। তাকিও চুপ।

স্টেশনে যাবার সময় একবার শেষবারের মতো নামিয়া জেনারেল স্টোরে গেল কাতসুরো। হয়তো শেষবারের মতো কোনো উত্তর থাকবে মিল্ক ক্রেটে।

এবং একটা বাদামি খাম তার জন্যই সেখানে অপেক্ষা করছিল। সে খামটা পকেটে নিয়ে নিলো। পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে তাকাল সে। গম্ভীর এক অবস্থা যেন তাকে কিছু বলতে চাইছে।

ট্রেনে উঠে চিঠিটা পড়তে লাগল সে।

.

প্রিয় সংগ্রামী সংগীতশিল্পী,

আপনার তৃতীয় চিঠি পড়েছি।

বিস্তারিত বলতে পারব না, কিন্তু সামনাসামনি দেখা করা সম্ভব না। সম্ভব হলেও, সেটা উচিত না। আমাকে দেখে আপনি খুব আশাহত হবেন। তাই এটা এই পর্যন্তই থাকুক।

তো, আপনি অবশেষে সংগীত ছেড়ে দিতে চাইছেন।

কিন্তু আমার মনে হয় আপনি আবারও এর কাছেই ফিরে আসবেন। হয়তো এই চিঠি যতক্ষণে আপনার কাছে পৌঁছাবে ততক্ষণে আপনার মন আবারও বদলে গেছে। আপনাকে হতাশ করতে চাই না কিন্তু আমি আসলে জানি না যে আপনার মত পরিবর্তনটা কী আসলে ভালো সিদ্ধান্ত নাকি খারাপ। কিন্তু একটা জিনিস বলতে পারি।

সংগীতে আপনার প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না।

SHAHNVALA ADMIN

আপনার সংগীত কারও জীবন বাঁচাবে। আপনার লেখা গানগুলো আজীবন বেঁচে থাকবে।

জিজ্ঞাসা করবেন না আমি এসব কীভাবে জানি। আমার ওপর ভরসা রাখুন। আমি সত্যি বলছি।

শেষ পর্যন্ত একে আঁকড়ে ধরে রাখবেন। একদম শেষ পর্যন্ত। এটুকুই বলার ছিল।

কাতসুরো ঘাড় চুলকালো।

—নামিয়া জেনারেল স্টোর

.

এইসব কী? নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল সে। এই চিঠি খুবই বিনয়ী ভাষায় লেখা। বাকি চিঠিগুলোর মতো রুক্ষ না।

অবাক করার বিষয় এই চিঠিতে কাতসুরোকে আরও একবার চেষ্টা করার পরামর্শ দিচ্ছে। হয়তো মানুষের মনের কথা বুঝে ফেলার তার এই অন্তর্দৃষ্টির কারণেই তার এমন নাম হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত একে আঁকড়ে ধরে রাখবেন। একদম শেষ পর্যন্ত।

এর মানে কী?

হয়তো কোনো একদিন তার স্বপ্ন সত্যি হবে। কিন্তু এতটা নিশ্চিতভাবে কীভাবে

বলতে পারছে?

কাতসুরো চিঠিটা ব্যাগে রেখে দিলো। হার-জিত যাই হোক না কেন, কাতসুরো এখন লড়াই করতে প্রস্তুত।

৯

কাতসুরো একটা নীল জ্যাকেটেড সিডি দোকানের সামনে থামল। সিডির ওপরে বড়ো বড়ো করে লেখা ‘রিবর্ন’, পাশে সংগীতশিল্পীর নাম: কাতসুরো মাটসুকা।

SHAMVALA ADMIN

অবশেষে সে পেরেছে। পৌঁছে গেছে গন্তব্যে। বিশাল এক রাস্তা পাড়ি দিয়ে ফেলেছে।

নতুন পাওয়া সাহস আর উদ্যম নিয়ে টোকিওতে ফিরে, কাতসুরো মনে প্রাণে সংগীতের আরাধনা শুরু করে। সে সমস্ত কনটেস্টে অংশগ্রহণ করতে লাগল, অডিশন দিতে লাগল এবং মিউজিক কোম্পানিতে আবার রেকর্ডিং পাঠাতে লাগল। এর মাঝে যখনই সম্ভব রাস্তায় অসংখ্যবার সংগীত বাজালো সে।

কিন্তু সেই মহান সাফল্য কখনও এলোই না।

সময় খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল। আর কাতসুরো খুব শীঘ্রই আবারও পথভ্রষ্ট

হয়ে যেতে লাগল।

তখনই একজন তাকে একটা অনাথাশ্রমে চ্যারিটি কনসার্টে গাইবার অনুরোধ জানালো। নির্লিপ্তভাবেই রাজি হয়েছিল সে।

যখন গাইতে মঞ্চে উঠল তখন বুঝতে পারলো তার দর্শক হচ্ছে কেবল বিশটা বাচ্চা। কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে গেলেও সংগীত করল সে। দর্শকরাও তার মতই বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

এরপর একটা বাচ্চা হাততালি দিয়ে সুরের তালে তালে দুলতে ও তাল মেলাতে শুরু করে। এরপর বাকিরাও একই পথ অনুসরণ করে। দ্রুতই কাতসুরো সহজ হয়ে এলো। মজাই লাগছিল। সংগীত করে এমন নির্মল আনন্দ সে অনেকদিন পায়নি।

এরপর থেকে সে পুরো জাপান ঘুরে ঘুরে নানা অনাথাশ্রমে গান গাইতে শুরু করে। সে এক হাজারের বেশি বাচ্চাদের গান সংগ্রহ করে এবং এটাই ছিল তার সবচেয়ে বড়ো সাফল্য।

কিন্তু তাই কী? তাহলে তার হাতের সিডিটা কীসের? এটা অবশ্যই কোনো বড়ো সাফল্যের ফলাফল। এর এটা তার সবচেয়ে প্রিয় গান।

SHAMVALA ADMIN

‘রিবর্ন’-এর প্রারম্ভের সুরটা গুনগুন করতে শুরু করল কিন্তু অদ্ভুত কোনো কারণে গানের কথাগুলো মনে করতে পারল না। নিজের লেখা গানের কথা মনে করতে পারল না! এটা কীভাবে হলো? কাতসুরো সিডি কেস খুলে ভেতরে গানের কথা খোঁজার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আঙুল দিয়ে বুকলেটটা ওল্টাতে পারছে না সে। শপের ভেতর থেকে ধুম ধুম শব্দ আসছে। এটা কেমন ধরনের মিউজিক?

কাতসুরো চোখ মেলল। সে বুঝতে পারছে না যে সে কোথায় আছে। অপরিচিত ছাদ, দেওয়াল এবং জানালার পর্দা। শেষমেশ মনে হলো তার: সে মারুমিতসুয়েনের একটা ঘরে আছে।

একটা বেলের কর্কশ শব্দ বাজছে। চিৎকার করছে কেউ, ‘আগুন! শান্ত থাকুন সবাই!’

কাতসুরো লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠল। ব্যাগটা নিয়ে জ্যাকেট ও জুতো পরল। ভাগ্য ভালো জামাকাপড় ছেড়ে ঘুমায়নি। গিটারটা কোথায়? থাকুক। এখন সময় নেই।

দরজা খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। পুরো হলভরতি ধোঁয়া।

রুমাল দিয়ে মুখ চেপে ধরা এক স্টাফ তাকে ইশারায় বলল, ‘এদিক দিয়ে বের হতে হবে। এদিকে আসুন।’

কাতসুরো তার পিছু পিছু দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামল।

কিন্তু নিচতলার সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে হুট করে থেমে গেল সে। সেরি হলওয়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

‘চলো, এখান থেকে বের হতে হবে,’ কাতসুরো তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করল।

সেরির চোখ রক্তবর্ণ। গালগুলো চোখের জলে ভেজা। ‘আমার ভাই-তাতসুযুকিকে খুঁজে পাচ্ছি না আমি।’

‘কী? কোথায় সে?’

SHAMVALA ADMIN

‘আমি জানি না। হয়তো ছাদে। ঘুমুতে না পারলে ওখানে চলে যায় ও।’

‘ছাদে—’ একমুহূর্ত ভেবেই বিদ্যুৎগতিতে ছুটল সে, ‘এগুলো নিয়ে বের হয়ে যাও।’

‘কী?’

দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল কাতসুরো।

কয়েক মিনিটেই ভারী ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল তার। চোখে পানি চলে আসছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না এবং শ্বাস নেওয়াটাও কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এমনকি আগুনের শিখাও চোখে পড়ছে না। কী পুড়ছে? কোথায় পুড়ছে?

এগিয়ে যাওয়াটা বিপজ্জনক। চলে যাওয়া উচিত? ভাবতেই একটা বাচ্চার কান্নার শুনতে পেল কাতসুরো।

‘এই! কোথায় তুমি?’

চিৎকার করতেই তার মুখ দিয়ে ধোঁয়া ঢুকে গেল। কাশতে কাশতে এগিয়ে গেল কাতসুরো। ধোঁয়াটা একটু কাটতেই নড়াচড়ার শব্দ এলো। সিঁড়ির গোড়ায় একটা ছোটো বাচ্চা গুটিসুটি মেরে বসে কাঁদছে। নিশ্চয়ই সেরির ভাই।

কাতসুরো কোনোমতে বাচ্চাটার কাছে গিয়ে তাকে কাঁধে তুলে নিলো। সিঁড়ি দিয়ে যেই না নামতে শুরু করল অমনি ছাদের একটা অংশ বিকট শব্দ করে ধ্বসে পড়ল তাদের ওপর। এরপর কেবল আগুন। অগ্নিশিখার সাগর।

বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। কাতসুরো এখন ভয় পাচ্ছে।

কিন্তু থেমে থাকা যাবে না। নিচে নামাই এখন বাঁচার একমাত্র পথ।

বাচ্চাটাকে জাপটে ধরে আগুনের মাঝে দিয়েই দৌড়ে চলল কাতসুরো। পায়ের নিচে কী আছে তা বুঝতে পারল না, কোথায় যাচ্ছে তাও

SHAMALA ADMIN

বুঝতে পারল না। তার আশেপাশে কেবল আগুনের লেলিহান শিখা। ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে সারা শরীর। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

অবশেষে একটা লাল বাতির সামনে এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু উত্তর দেওয়ার শক্তি নেই তার। নড়তেও পারছে না। চেতনা হারাতে শুরু করল। গভীর ঘুমে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে।

একটা চিঠির কিছু বাক্য দেখতে পেল চোখের সামনে।

সংগীতে আপনার প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না।

আপনার সংগীত কারও জীবন বাঁচাবে। আপনার লেখা গানগুলো আজীবন বেঁচে থাকবে।

জিজ্ঞাসা করবেন না আমি এসব কীভাবে জানি। আমার ওপর ভরসা রাখুন। আমি সত্যি বলছি।

শেষ পর্যন্ত একে আঁকড়ে ধরে রাখবেন। একদম শেষ পর্যন্ত।

এটুকুই বলার ছিল।

এখন দেখো, সে শেষের খুব কাছে। সমাপ্তির সন্নিকটে। শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে, একদম শেষ পর্যন্ত।

হয়তো এখানেই আমি আমার ছাপ ফেলে যাবো, বাবা। হেরে যাওয়া যুদ্ধটা মূল্যবান ছিল।

১০

এখন পর্যন্ত অজ্ঞানটা উল্লাসে মুখরিত। পরিকল্পনামতো, তিনটা গানই এতক্ষণ দর্শকদেরকে মাতিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু এখন শেষ গানটার ব্যাপারটা অন্যরকম। মেয়েটার আন্তরিক ভক্তরা জানে এখন কোন গান হতে যাচ্ছে এবং এই গানটির উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে। মেয়েটা মাইক্রোফোনের সামনে যখন দাঁড়ালো, তখন দশ হাজার দর্শকের তীব্র উল্লাস ধ্বনিতে কেঁপে উঠল কনসার্টের অঙ্গন।

SHAMVALA ADMIN

‘এটা আমার শেষ গান। যে গান দিয়েই আমি সবসময় সমাপ্তি টানি।’
মেয়েটা একটা জিনিয়াস। এই প্রজন্মের অনন্য এক রত্ন।
‘এই গানের কারণেই আমি শিল্পী হতে পেরেছি কিন্তু এর তাৎপর্য আরও গভীর। এই গানের লেখক আমার একমাত্র আপনজন, আমার ভাইয়ের জীবন বাঁচাতে গিয়ে নিজে আত্মহুতি দিয়েছিল। তার সাথে কখনও দেখা না হলে আজ আমি এখানে থাকতে পারতাম না। একারণে আমি আজীবন এই গান গেয়ে যাবো। এর এভাবেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যাবো। সবাইকে ধন্যবাদ।’
‘রিবর্ন’-এর সুর বেজে উঠল প্রাঙ্গণ জুড়ে।

SHAMVALA ADMIN

সিডিকে ওভারনাইট

১

টার্নস্টিলসের বাইরে বেরিয়ে সে হাতঘড়িতে দেখল সাড়ে আটটা বাজে। অদ্ভুত তো। ঘুরে দেখল ট্রেন শিডিউলের ওপরে রাখা ঘড়িতে আটটা পঁয়তাল্লিশ দেখাচ্ছে। তাকাযুকি নামিয়া ভ্রূ কুঁচকে ভাবল, হতচ্ছাড়া ঘড়িটা আবার নষ্ট হয়েছে।

কলেজে ওঠার সময় বাবার কাছ থেকে উপহার হিসেবে ঘড়িটা পেয়েছিল। আজকাল এতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে, খুব ধীরে চলে। বিশ বছর চলার পর এর থেকে কী-ই বা প্রত্যাশা করা যায়? হয়তো কোয়ার্টজ ক্রিস্টালের ঘড়ি কিনে ফেলা উচিত এখন। ওসব এককালে গাড়ির চেয়েও বেশি দামি ছিল। যুদ্ধের কারণে দামে ভাটা পড়েছে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে। রাস্তার দুপাশে দোকানের সারি। রাতেরবেলা এগুলো খোলা দেখতে অদ্ভুত লাগে তার। জানালা দিয়ে যেটুকু দেখা যায় তাতে তাকাযুকি বুঝল এসবই বেশ উন্নতমানের ব্যাবসা। স্পষ্টতই নতুন বাসিন্দাদের আগমন স্টেশনের আশেপাশের জায়গার চাহিদা খুব বাড়িয়ে দিয়েছে।

মানে এই মরা শহরের চাহিদা বাড়িয়েছে? তাকাযুকির বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তার শহর আবারও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে, সেটা ভাবতে ভালোই লাগল। নিজের পারিবারিক দোকানটাও স্টেশনের পাশে হলে খারাপ হতো না।

দোকানের রাস্তা থেকে একটা মোড় ঘুরে পাশের রাস্তায় চলে এলো সে। কিছুক্ষণ পরই দেখতে পেল নতুন দালানের সারি। যতবারই সে এখানে আসে, ততবারই জায়গাটা দেখতে অন্যরকম লাগে তার। কিছু নতুন বাসা এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। এখান থেকে অনেকেই

SHAMSAEA ADMIN

প্রত্যহ টোকিওতে যাতায়াত করে। এক্সপ্রেস ট্রেনে গেলেও দুই ঘণ্টা লেগে যায়। প্রত্যহ এটা করার কথা তাকাযুকি ভাবতেও পারে না। সে শহরে স্ত্রী-পুত্রের সাথে বাস করে। তাদের অ্যাপার্টমেন্ট খুব বড়ো নয় কিন্তু দুটো বেডরুম, একটা লিভিং রুম, একটা ডাইনিং রুম আর একটা কিচেন যথেষ্ট।

অন্যভাবে দেখলে, এই দূরবর্তী যাতায়াত যতই অযৌক্তিক হোক না কেন, তাতে করে যদি জীবনের সমস্যাগুলো দূর হয়, তাতে ক্ষতি কী। জীবনে সবকিছুই তো পরিকল্পনামাফিক হয় না। যদি তার জীবনের সমস্যাও দূরবর্তী যাতায়াতের মাধ্যমে সমাধান করা যেত তাহলে সেও হয়তো তাই করত।

কন্সট্রাকশন কাজের শেষ প্রান্তে রাস্তাটা একটা 'T' আকৃতি ধারণ করে। তাকাযুকি ডানে মোড় নিয়ে ঢালের রাস্তা বেয়ে হাঁটতে শুরু করে। এখান থেকে সে চাইলে চোখ বন্ধ করেও বাসায় চলে যেতে পারবে। তার শরীর যেন গন্তব্যস্থল সহজাতভাবেই জানে। হাইস্কুলের পর থেকে কত লক্ষ বার এই পথে যাতায়াত করেছে সে, তার হিসেব নেই।

সামনে, ডানে একটা ছোটো বিল্ডিং দেখতে পেল সে। রাস্তার আলোতে সাইনটা দেখা যায় কিন্তু এত দূর থেকে শব্দগুলো মলিন হয়ে দুর্ভেদ্য রহস্যে পরিণত হয়েছে। শাটারটা তোলা।

আর কাছে আসতেই সাইনের লেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল—নামিয়া জেনারেল স্টোর।

বাসা আর পাশের গ্যারেজের মাঝের তিন ফিট প্রশস্ত গলি আছে। তাকাযুকি সেদিক দিয়ে হেঁটে পেছনের দরজার কাছে চলে এলো। এলিমেন্টারি স্কুলে থাকতে এখানে তার বাইকটা রাখত।

পেছনের দরজা দিয়ে রান্নাঘরে ঢোকা যায়। দরজাটার পাশেই একটা মিল্ক ক্রেট। দশ বছর ধরে কোনো দুধ ডেলিভারি দেওয়া হয়নি

SHAMVALA ADMIN

এখানে। তাকাযুকির মা মারা যাবার পর কিছু দিন তাকাযুকি দুধ ডেলিভারি দিতো। এরপর বন্ধ করে দিয়েছে। ক্রেটটা কেউ আর ফেরত চায়নি।

মিল্ক বিনের পাশে একটা বোতাম আছে। সেটা চাপলে ভেতরে শব্দ হয়। হতো আর কী, এখন আর কাজ করে না সেটা।

তাকাযুকি নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফেলল। জুতার র‍্যাকে একজোড়া পরিচিত স্লিপার আর একজোড়া চামড়ার জুতা। এদের মালিক একজনই।

'হ্যালো! কেউ আছেন?' তাকাযুকি গম্ভীর গলায় ডাকল। কিন্তু উত্তর এলো না। জুতো খুলে রান্নাঘরে ঢুকল সে। এরপরই তাতামি রুম। সামনে স্টোর।

তাতামি রুমে ইউজি ছোটো একটা টেবিলের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে। তার পরনে একটা সোয়েটার আর লম্বা আন্ডারওয়্যার। সে ধীরে ধীরে তাকাযুকির চেহারার দিকে তাকালো। কেবল তার চেহারার দিকে। চোখে বড়ো চশমা।

'ওহ, তুমি এসেছো।'

'ওহ? এটুকুই বলবে? দরজা এভাবে খুলে রাখতে হয় না। কতবার বলব? লক করে রাখবে।'

'চিন্তা কোরো না, কেউ এলেই আমি বুঝে যাবো।'

'এখন তো বুঝতে পারলে না। আমি এসেছি শুনতেই পাওনি।'

'শুনেছি, কিন্তু আমি চিন্তা করতে ব্যস্ত ছিলাম। একারণে তোমার কথার উত্তর দেইনি।'

'আবার বাহানা।' তাকাযুকি হাতের কাগজের ব্যাগটা টি টেবিলে রেখে মেঝেতে আসন পেতে বসল। 'কিমুরায়া থেকে কিছু রেড বিন পাস্তা এনেছি, বাবা। তোমার পছন্দের খাবার।'

'বাহ,' ইউজি খুশি হয়ে উঠল। 'এসবের কী দরকার ছিল।'

SHAMVALA ADMIN

‘ব্যাপার না।’

ইউজির উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হলো। কাগজের ব্যাগটা নিয়ে বেদির মুখোমুখি দাঁড়ালো সে। পেস্ট্রিগুলো স্ট্যান্ডে রেখে দুবার বেল বাজিয়ে আবার বসে পড়ল। ইউজি হয়তো ক্ষুদ্রাকায়, তবে আশি বছর বয়সের তুলনায় ভারসাম্য চমৎকার।

‘রাতের খাবার খেয়েছো?’ তাকাযুকি জিজ্ঞাসা করল।

‘এক বোল সোবা নুডল খেয়েছি। ভাবছিলাম রাতে এখানেই থাকব।’

‘ফুমিকোকে বলে আসতে পারলেই হলো।’

‘সেও তোমাকে নিয়ে আমার মতই চিন্তিত। তোমার শরীর কেমন?’

‘ভালো। এতদূর কেবল আমার খোঁজ নিতে আসতে হবে না তোমাকে।

‘দুঘণ্টা বরবাদ করে এখানে আসার পর এই কথাটা দারুণ শোনালো।’

‘আমি কেবল বলছি এখানে চিন্তার কিছু নেই। যাই হোক, আমি এই মাত্র গোসল করে বের হয়েছি। টাবটা এখনও ভরা। ঠান্ডা হয়নি। চাইলে তুমিও গোসল করে নিতে পারো।’

ইউজি টেবিলের ওপরে ছড়ানো স্টেশনারি নিয়ে ব্যস্ত। পাশেই নামিয়া জেনারেল স্টোরকে, লেখা একটা খাম।

‘এটা আজ রাতে এসেছে?’

‘না, কাল এসেছিল। খেয়াল করিনি।’

‘আজ সকালে এর উত্তর দেওয়ার কথা না?’

নামিয়া জেনারেল স্টোরকে উদ্দেশ্য করে লেখা সব চিঠির উত্তর পরদিনই মিল্ক ক্রেটে পেয়ে যাবে—এটা ইউজির ব্যক্তিগত রীতি। একারণেই প্রতিদিন সে সকাল সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে যায়।

‘এবার দেওয়া হয়নি। সে জানে খুব দেরি করে পোস্ট করেছে। চিঠিতেই লেখা আছে। আমাকে সময় নিতে বলেছে। উত্তর পরদিন দিলেও সমস্যা নেই।’

‘তাই নাকি?’

SHAMALA ADMIN

তাকাযুকি কখনও এসবের মানে বুঝে উঠতে পারেনি। অন্য মানুষের সমস্যার সমাধান দিয়ে একটা জেনারেল স্টোরের মালিকের কী লাভ হতে পারে? হ্যাঁ এর পেছনের গল্পটা সে জানে। সেটা কোনো রহস্য না। কিছু ম্যাগাজিন তো তাদের সংখ্যায় ইউজিকে তুলেও ধরেছে। এরপর থেকে চিঠির সংখ্যা বেড়ে যায়। গুরুতর চিঠিও ছিল, ঠাট্টার চিঠিও ছিল। কিছু কিছু তো সোজাসাপটা হয়রানি করেছে। এক রাতে ইউজি ত্রিশটা চিঠি পায়। সবগুলোর হাতের লেখা একইরকম আর মূল বিষয়গুলোও ফালতু। কিন্তু ইউজি সবগুলোর জবাব দিয়েছিল।

তাকাযুকি থামাতে চেয়েছিল তাকে। 'কী করছো? এরা তোমার সাথে মজা করছে। শুধু শুধু সময় নষ্ট কোরো না তো।'

কিন্তু বয়স্ক লোকটা এসব থেকে কোনো শিক্ষা নেয়নি। এমনকি সে তার ছেলেকে করুণা করে বলেছিল, 'তুমি কিছু বুঝো না, তাই না?'

'কী বুঝব?' রাগে গা জ্বলে গেলেও ওপরে ওপরে শান্ত ভাব ধরে রেখে বলেছিল তাকাযুকি।

'ঠাট্টা, হয়রানি, এসবে আমার কিছু আসে যায় না। প্রতিটা চিঠিই সাহায্যের আর্তনাদ নিয়ে আসে আমার কাছে। এরা আমাদের মতোই। অন্তরে ক্ষত নিয়ে ঘুরে। রক্তাক্ত হৃদয়। প্রমাণ হিসেবে দেখতে পারো: সবাই দেখে আমি উত্তর দেই কিনা। এখানে এসে মিল্ক ক্রেটে উঁকি দেয়। ভাবে আমি তাদেরকে কী উত্তর দেবো। ভাবো। এমনকি এই ত্রিশটা চিঠি লিখতেও কত সময় লেগেছে। উত্তরের আশা না থাকলে এমনটা কেউ করত না। তাই আমি উত্তর দিচ্ছি। এবং দিয়ে যাবো। যে মন থেকে আমার কাছে সাহায্যের আবেদন করছে তাকে আমি কখনই ফিরিয়ে দেবো না।'

আর ইউজি আসলেই সেই ত্রিশটা চিঠির উত্তর দিয়েছিল। সারারাত পেরিয়ে ভোর হয়ে গিয়েছিল উত্তর লিখতে লিখতে। মিল্ক বিনে রেখে দেয় সেগুলো। সকাল আটটায় স্টোর খোলার আগেই সব উত্তরগুলো

SHAMVALA ADMIN

নিয়ে যায় কেউ। সেই ঠাট্টা এখানেই শেষ হয়। কিছুদিন পর একটা কাগজ আসে, কেবল একটা বাক্য লেখা: 'আমি দুঃখিত। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।' এই প্রেরকের হাতের লেখা এবং ত্রিশটা চিঠির প্রেরকের হাতের লেখা এক। ইউজি সেই নোট দেখে কতটা গর্বিত হয়েছিল তা তাকাযুকির এখনও মনে আছে।

তাকাযুকি ভেবেছিল তার বাবার বাঁচার উদ্দেশ্য এটাই। তাকাযুকির মা হৃদরোগের সমস্যায় মারা যাবার পর থেকে ইউজি তার উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলে। তার সব সন্তানই বাড়ি ছেড়ে যার যার জীবিকা নির্বাহের পথে চলে গিয়েছিল। এই একাকীত্ব তখন সত্তর বছর বয়সি বৃদ্ধ লোকটার প্রাণশক্তি ক্ষয় করে ফেলে।

ইউরিকো নামে এক বড়ো বোন আছে তাকাযুকির। তাকাযুকির চেয়ে দুই বছরের বড়ো সে। সে যেহেতু তার স্বামীর বাসায় থাকে তাই সেও ইউজিকে তেমন সাহায্যের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। সব তখন তাকাযুকির কাঁধে পড়ে। কিন্তু তার নিজের ছোট্ট পরিবার ছিল, যারা একটা কোম্পানি হাউজে থাকত। সেখানে ইউজির থাকার মতো জায়গা ছিল না।

ইউজিকে তখন তার সন্তানদের অবস্থা মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু প্রাণশক্তি হারিয়েও, স্টোর বন্ধ করে দেওয়ার কোনো লক্ষণ দেখায়নি ইউজি

এরপর একদিন, তাকাযুকি ইউরিকোর ফোন পায়।

'আমি অবাক হয়ে গেছি। সে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। হয়তো মা মারা যাবার আগে যেমন ছিল তার চেয়েও বেশি প্রাণবন্ত। আমার খুব স্বস্তি লাগছে। তুমি গিয়ে তার সাথে দেখা করে এসো। অবাক হয়ে যাবে।'

তার বোন অনেক লম্বা সময় ধরে তাদের বাবাকে দেখেনি। এভাবে ইউজিকে দেখে সে খুব খুশি হয়।

'জানো বাবার অবস্থা এখন খুব ভালো।'

SHAMVALA ADWIN

তাকাযুকি বলল সে জানত না।

অবশেষে ইউরিকো বলল যে তাদের বাবা জীবনের দিকনির্দেশকের দায়িত্ব পালন করছে।

তাকাযুকি এর মানে বুঝল না। জীবনের দিকনির্দেশক মানে আবার কী? এর পরের ছুটির দিনই সে বাড়ি আসে। বাসার দৃশ্য সত্যিই অবিশ্বাস্য। নামিয়া জেনারেল স্টোরের সামনে ভিড়। বেশিরভাগই ছোটো বাচ্চা, তবে প্রাপ্তবয়স্কও আছে। স্টোরের ভেতরের একটা দেওয়ালের দিকে উঁকি দিয়ে দেখছিল তারা। দেওয়ালে অনেকগুলো কাগজের চিরকুট টাঙানো। ভিড়ের লোকজন কাগজগুলো পড়ছিল আর হাসছিল।

তাকাযুকি এগিয়ে এসে দেখল হরেক রকমের কাগজ টাঙানো। খাতার ছেঁড়া পৃষ্ঠা, মেমো প্যাডের নোট ইত্যাদি। কোনো চিঠির বিষয়বস্তুই তেমন গুরুতর না :

পড়াশোনা না করে বা নকল না করে কীভাবে ভালো নম্বর পেতে পারি? কোনো বাচ্চার হাতের লেখা নিশ্চয়ই। এর সাথে উত্তরটাও টাঙানো হয়েছে। সেটা ইউজির হাতের লেখা।

শিক্ষককে বলো তোমাকেই যেন তোমার পরীক্ষা নিতে বলে। এতে করে প্রশ্ন যেহেতু তুমি করবে তাই উত্তরটাও তোমার জানা থাকবে।

মানে কী? এটা তো উপদেশ না। এ তো চোখা মন্তব্য।

বাকি চিঠিগুলো দেখল সে। সবই অর্থহীন।

আমি চাই স্যান্টা আমাদের বাসায় আসুক। কিন্তু আমাদের বাসায় কোনো চিমনি নেই। এখন কী করব?

আমাদের পৃথিবী যখন ‘প্ল্যানেট অব দি অ্যাপেসে’ পরিণত হবে, তখন আমি জাপানিজ কোথা থেকে শিখব?

ইউজি সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। আর উত্তরগুলো খুব জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। নিচে একটা পরামর্শের বাক্স বসিয়ে লিখে দিয়েছে:

SHAHWALA ADMIN

সমস্যার পরামর্শ:

আমাকে যে-কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করো, যে-কোনো কিছু

-নামিয়া জেনারেল স্টোর

.

‘আহা, জীবনকে কোনো না কোনোভাবে তো উপভোগ করতে হবে। প্রতিবেশী বাচ্চাদের সাথে মজার ছলে জিনিসটা আবিষ্কার করেছি। কিন্তু মানুষ এটা এখন খুব উপভোগ করছে। অংশ নিচ্ছে। অনেকে খুব দূর থেকেও এসব পড়তে আসে। আজকাল বাচ্চাগুলো বেশ গুরুতর সমস্যা নিয়ে আসছে। আর সেসবের উত্তর দিতে খুব বেগ পেতে হয়।’

ইউজি হাসে। শুষ্ক সেই হাসিতে যেন প্রাণের আমেজ। ইউরিকো ভুল বলেনি; স্ত্রী বিয়োগের পরের শোকাহত ইউজি আর এখনকার তাদের বাবার মাঝে অনেক তফাৎ।

এই পরামর্শের খেলাটা তার মাঝে প্রাণের সঞ্চার করে। কিন্তু ধীরে ধীরে সমস্যাগুলো খুব কঠিন এবং গুরুতর হয়ে পড়ে। একারণে পরামর্শের বাক্সটা লোকদৃষ্টি থেকে সরিয়ে মেইল স্লট আর মিল্ক ক্রেটের ব্যবস্থা করে ইউজি।

ইউজি সামনের টেবিলে খাতা-কলম নিয়ে বসে বসে ভাবছে। ভ্রূ কুঁচকে আছে তার।

‘খুব কঠিন নাকি এই চিঠিটা?’ তাকাযুকি লক্ষ করে বলল। ইউজি মাথা নাড়লো। ‘এক মেয়ের চিঠি। সবচেয়ে কঠিন ধরনের চিঠি এটা।’

যার মানে, প্রেম সংক্রান্ত।

ইউজির পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়, বিয়ের আগে পর্যন্ত বর-কনে কেউ কারও ব্যাপারে কিছু জানতও না। সেই প্রজন্মের কারও কাছে প্রেম বিষয়ক পরামর্শ চাওয়ার মতো বিপথগামী ভুল আর হয় না। তাকাযুকি ভাবল

‘যা ইচ্ছা লিখে দাও। কী আসে যায়।’

SHAMVALA ADMIN

‘কী বললে? আমি এমন করি নাকি?’ ইউজি বিরক্ত হলো।
তাকাযুকি উঠে পড়ল। ‘বয়ার আছে না? আমি খুঁজে নিচ্ছি।’
ইউজি কোনো উত্তর দিলো না। কিন্তু তাকাযুকি ফ্রিজের দিকে এগিয়ে গেল। অনেক আগের টু-ডোর মডেল ফ্রিজ, যেটা আগে ইউরিকোর শ্বশুরবাড়িতে ছিল। দুবছর আগে নতুন মডেল কিনে নিয়েছে তারা। এর আগে তাকাযুকি কলেজে থাকতে ১৯৬০-তে কেনা একটা ওয়ান-ডোর ফ্রিজ ব্যবহার করত ইউজি।
ভেতরে দুটো ঠান্ডা বিয়ার পেল তাকাযুকি। ইউজি ঠান্ডা বিয়ার পছন্দ করে। তার ফ্রিজে সবসময় ঠান্ডা বিয়ার থাকেই। মিষ্টি খুব একটা পছন্দ না তার। সম্প্রতিই কিমুরায়ার মিষ্টি রুটিতে রুচি এসেছে।
তাকাযুকি একটা বোতল নিয়ে ক্যাপ খুলল। কাপবোর্ড থেকে দুটো গ্লাস নিয়ে টেবিলে চলে এলো।
‘তুমিও খাবে, তাই না?
‘এখন না।’
‘সব কিছু ঠিক আছে তো?
‘চিঠির কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ার খাই না। তোমাকে আগেও বলেছি।’ তাকাযুকি মাথা নেড়ে গ্লাসে বিয়ার ঢেলে নিলো।
ইউজি গভীর চিন্তামগ্ন একটা অভিব্যক্তি নিয়ে তাকাযুকির দিকে তাকালো, ‘বাবার স্ত্রী-সন্তান আছে।’
‘কী?’ তাকাযুকি বলল, ‘মানে?’
ইউজি খাম তুলে ধরল। ‘যে মহিলা লিখেছে। বাবার স্ত্রী আছে।’
তাকাযুকি কিছু বুঝল না।
‘তো? আমার বাবারও স্ত্রী-পুত্র আছে। স্ত্রী হয়তো এখন নেই কিন্তু সন্তান তো আছে। এই যে আমি আছি।’
ইউজি ভ্রু কুঁচকালো। বিরক্ত হচ্ছে সে।

SHAMVALA ADMIN

‘আমার কথা বলেনি। বুঝতে পারছ না। মহিলাটার বাবা না—বাচ্চাটার বাবা।’

‘কার বাচ্চা?’

‘মেয়েটার গর্ভের বাচ্চা।’

‘কী?’ তাকাযুকির বুঝতে আর এক সেকেন্ড লাগল, ‘ওহ! আচ্ছা। মেয়েটা প্রেগন্যান্ট। আর যে ছেলে এই বাচ্চার বাবা তার ইতোমধ্যে স্ত্রী আর সন্তান আছে।’

‘সেটাই এতক্ষণ ধরে বলছি তোমাকে।’

‘সোজাসুজি বললেই তো পারতে। বাবা বলতে তো যে কেউ নিজের বাবার কথাই ভাববে।’

‘একেই বলে বাছবিচার না করে সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়া।’

‘হয়তো।’

‘তোমার কী মনে হয়?’

‘কোন ব্যাপারে?’

‘ছেলেটার স্ত্রী-সন্তান আছে। আর এই মেয়েটার গর্ভে এখন তার সন্তান। মেয়েটার এখন কী করা উচিত?’

তাকাযুকি অবশেষে সমস্যাটা ধরতে পারল। বিয়ারে চুমুক দিয়ে বলল, ‘আজকালকার মেয়েগুলোর কোনো বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই। গর্দভ কোথাকার। বিবাহিত পুরুষের সাথে এভাবে মেলামেশা করা ভালো নাকি।’

ইউজি নাক মুখ কুঁচকে টেবিলে একটা ঘুসি কষালো। ‘আমি নৈতিক বক্তৃতা শুনতে চাইনি। পরামর্শ শুনতে চাচ্ছি। তার এখন কী করা উচিত?’

‘সহজ ব্যাপার। অ্যাবোরশন করা উচিত। এছাড়া আর কী বলার আছে তাকে?’

‘তোমাকে জিজ্ঞাসা করাই ঠিক হয়নি।

‘মানে কী?’

SHAMVALA ADMIN

ইউজি রেগে উঠল। 'অ্যাবোরশন করা উচিত। এছাড়া আর কী বলার আছে তাকে?—আমার ধারণা সে কী ইতোমধ্যেই এটা ভাবেনি? তার সমস্যা এই পরামর্শে সমাধান করা যাবে না। বুঝতে পারছ না সেটা?'

তাকাযুকি চুপ করে রইল। এখন বুঝতে পারছে।

'শোনো,' ইউজি বলল, 'সে এটা জানে, যে এখন অ্যাবোরশনই করা উচিত। সে জানে ছেলেটা দায়িত্ব নেবে না এবং বাচ্চাটা জন্ম দিয়ে মেয়েটা তাকে একা একা মানুষ করতে পারবে না। কিন্তু তারপরেও সে নিজের বাচ্চাকে জন্ম দেওয়ার তাড়না থেকে পালাতে পারছে না। অ্যাবোরশনের চিন্তাও করতে পারছে না। বুঝলে?'

'মনে হয় না বুঝেছি। তুমি বুঝেছো, বাবা?'

'চিঠিটা পড়েছি বলে বুঝেছি। হয়তো এটাই তার শেষ সুযোগ।'

'শেষ সুযোগ কেন?

'মেয়েটার এর আগে একবার বিয়ে হয়েছে। তখন বাচ্চা নিতে সমস্যা হচ্ছিল। ডাক্তার বলেছিল তার যা শারীরিক অবস্থা তাতে একটা বাচ্চা জন্ম দেওয়া খুব কঠিন হবে। এমনকি বাচ্চা নেবার আশাও ছেড়ে দিতে বলেছিল। এ কারণেই তার বিয়ে টিকেনি।

'সে কী বন্ধ্যা?'

'মূল কথা, এই বাচ্চাটাই তার শেষ সুযোগ। এই পর্যায়ে আশা করি হয়তো তুমিও এটা বুঝে গেছ যে অ্যাবোরশন কেন এই সমস্যার সমাধান নয়।

তাকাযুকি গ্লাসের বিয়ার শেষ করে বোতলের দিকে হাত বাড়ালো।

'আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার মনে হয় না মেয়েটার আরও ভেবে দেখা উচিত? বাচ্চাটার জন্য খারাপ লাগছে। বড়ো হওয়াটা কঠিন হবে তার জন্য।'

'মেয়েটা বলেছে সে ওসবের জন্য প্রস্তুত।'

SHAMVALEADMIN

‘এখন বলছে,’ তাকাযুকি গ্লাসে বিয়ার ঢালতে ঢালতে তার বাবার দিকে তাকালো। ‘কিন্তু তেমনটা হলে সে পরামর্শ চাইতো না। এটা বলার মানে সে মনে মনে প্রস্তুত হয়েই গেছে। তোমার বলায় এখন আর কিছু আসে যায় না।’

‘হয়তো।’

‘হয়তো?’

‘মানুষের চিঠির উত্তর দিতে দিতে একটা জিনিস শিখেছি। বেশিরভাগ সময়ে মানুষ নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই জানে। পরামর্শ চায় যেন অন্যের কাছ থেকে শুনতে পারে যে তার সিদ্ধান্ত সঠিক। একারণেই আমার চিঠি পাবার পর অনেকেই আবারও উত্তর দেয়। হয়তো তাদের মনে অন্য কোনো সমাধান ইতোমধ্যেই ছিল।’

‘কী জ্বালা। কীভাবে যে এত বছর ধরে এটা করছো।’

‘আমি মানুষকে সাহায্য করছি। তাতেই কষ্ট লাঘব হয়।’

‘তুমি অদ্ভুত, বুঝলে? যাই হোক। সুতরাং এই চিঠি নিয়ে তোমার এত মাথা না ঘামালেও চলবে, তাই; না? মেয়েটা তো বাচ্চাটা নিতেই চাচ্ছে। তাহলে তাকে আশা করি বাচ্চাটা সুস্থ স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেবে বলে উত্তর দিয়ে দিচ্ছো না কেন?’

ইউজি মাথা নাড়ল। ‘তুমি আসলেই বুঝো না। চিঠিটার মানে মেয়েটা জানে যে সে এই বাচ্চাটা চায়। কিন্তু আমরা যা জানি আর যা অনুভব করি তার মাঝে বিস্তর পার্থক্য আছে। হয়তো সে বাচ্চাটা নেবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করছে, আর সে জানে যে তার সামনে আসলে কোনো পথ নেই, বাচ্চাটা সে রাখতে পারবে না। তার এই দ্বন্দ্বটা মেটাবার উদ্দেশ্যেই এই চিঠি লেখা। এমন হয়ে থাকলে আশা করি বাচ্চাটা সুস্থ স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেবে বলে তার আত্মদ্বন্দ্ব আরও বাড়াতে পারি না আমি।’

তাকাযুকির এখন মাথাব্যথা করছে।

SHAMMA ADMIN

‘তোমার জায়গায় আমি হলে বলতাম নিজেই ভেবে বের করো।’

‘তোমার কাছে তো আর কেউ পরামর্শ চাচ্ছে না। আমাকে মেয়েটার মাথার ভেতরে ঢুকতে হবে। চাবিটা নিশ্চয়ই এই চিঠির কোথাও আছে।’

বেচারা, তাকাযুকি ভাবল। বৃদ্ধ লোকটার জন্য খারাপও লাগছে, কিন্তু তাকাযুকি জানে কঠিন সমস্যাগুলোই ইউজি বেশি পছন্দ করে। এসবের মাঝে তাকাযুকি যা বলতে এসেছে তা বলাটা আরও মুশকিল হয়ে গেল। আজ কেবল নিজের বৃদ্ধ বাবার সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যেই আসেনি সে।

‘বাবা, একটু সময় হবে? কিছু কথা ছিল।’

‘আমি ব্যস্ত।’

‘বেশিক্ষণ লাগবে না। আর তুমি তো ব্যস্তও না। কেবল আটকে আছো। কথা শুনতে শুনতে হয়তো ভালো কোনো সমাধান আসবে তোমার মাথায়।’

ইউজি তার পুত্রের দিকে তাকালো, ‘আচ্ছা বলো।’

তাকাযুকি সোজা হয়ে বসল। ‘ইউরিকো স্টোরের কথা বলল। সে বলল এর অবস্থা খুব খারাপ।’

‘এইসব হাবিজাবি তোমাকেও বলেছে?’

‘সে চিন্তিত। তোমার মেয়ে, তোমার জন্য চিন্তা তো করবেই।’

কয়েক বছর আগে ইউরিকো একজন ট্যাক্স অ্যাডভাইজারের জন্য কাজ করত। তার অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে সে স্টোরের ট্যাক্স রিটার্নগুলো দেখাশোনা করেছে। কিন্তু এ বছরের ফর্মটা পূরণ করার সময় তার ভাইকে ফোন করে সবটা জানাতেই হয়েছে।

‘খুব খারাপ অবস্থা। আমরা বিপদসীমা অতিক্রম করে ফেলেছি। এখন আর লুপহোল খুঁজে লাভ নেই।

SHAMVALA ADMIN

তাকাযুকি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল আসলে এতটাই খারাপ কিনা তখন ইউরিকো বলেছে, 'বাবা যদি নিজেকে ফাইলও করে দেয় তাহলেও তারা ওয়েলফেয়ার সাইন করাবে তাকে দিয়ে।'

তাকাযুকি তার বাবার দিকে তাকালো।

'বাবা, তোমার মনে হয় না এখন স্টোরটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত? আশেপাশের লোকজন এখন স্টেশন থেকেই জিনিসপত্র কিনে নেয়। আগে যখন স্টেশন ছিল না তখন এখানে ভালো ব্যাবসা হতো। কিন্তু এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই। চলো এটা বন্ধ করে দেই।'

ইউজিকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। 'বন্ধ করে কী করব?'

'আমাদের বাসায় চলে আসবে।'

তাকাযুকি পাশের দেওয়ালের দিকে তাকালো। সেখানে ফাটল ধরেছে। 'ব্যাবসা বন্ধ করে দিলে আর এখানে থেকে কী করবে। এটা খুব দূরবর্তী এলাকা। আমাদের সাথে এসে পড়ো। ফুমিকো রাজি হয়ে গেছে।'

'মানে তোমার ওই খুপরি বাসায় যাবো?'

'আমরা নতুন বাসা কেনার কথা ভাবছি—'

ইউজির চশমার পেছনের চোখ দুটো গোলগোল হয়ে গেল, 'নতুন বাসা? তুমি?'

'এতে অবাক হবার কী আছে? চল্লিশ বছর হয়ে গেছে আমার। এখন এসব নিয়ে ভাবা শুরু করতে হবে। একারণেই তোমার ব্যাপারটা উঠেছে।'

ইউজি হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিলো, 'আমাকে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না।'

'কেন?'

'কারণ আমি একা একাই বাঁচতে পারি। তোমার ওপর নির্ভর করতে হবে না আমাকে।'

SHAMVALA ADMIN

‘এখন এটা বলছো কিন্তু এক সময় না এক সময়ে বাস্তবতা চোখ মেলে দেখতে তো হবে। তোমার তেমন আয়-রোজগার নেই। চলবে কীভাবে তুমি?’

‘যা আছে ওতেই চলবে। ধন্যবাদ।’

‘কীভাবে চলবে—’

‘যথেষ্ট হয়েছে।’ ইউজি জোরে বলে উঠল। ‘আশা করি তুমি কাল সকালে চলে যাচ্ছো। বকবক বন্ধ করে গোসল করো। ঘুমাতে যাও। আমি ব্যস্ত। কাজ করছি।’

‘ব্যস্ত? তুমি খালি চিঠিই লিখছো তাই না?’

ইউজি চিঠির দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার আর কিছু বলার নেই।

তাকাযুকি উঠে দাঁড়ালো, ‘আমি গোসল করতে গেলাম।’

কোনো উত্তর নেই।

নামিয়া হাউজের পুরোনো স্টেইনলেস টাবটা খুব ছোটো। তাকাযুকিকে গুটিসুটি মেরে সেখানে বসতে হলো। জানালার বাইরে একটা পাইন গাছ দেখতে পাচ্ছে সে। এটা ছোটোবেলার পরিচিত একটা দৃশ্য।

ইউজি আসলে স্টোরটাকে নয় বরং চিঠির পরামর্শ দেওয়াকে ছাড়তে চায় না। স্টোর বন্ধ করে অন্য জায়গায় চলে গেলে চিঠিগুলো আর পাবে না সে। মানুষ এই ব্যাপারটা উপভোগ করছিল। নিশ্চয়ই এতে কোনো আনন্দ রয়েছে, যার কারণে এত মানুষ তার কাছে উপদেশ চাচ্ছে।

নিজের বাবার জীবনের একমাত্র তৃপ্তিকে সে কীভাবে কেড়ে নিতে পারে?

ভোর ছ’টায় ঘুম থেকে উঠল তাকাযুকি। কাপড় পরতে পরতে বাইরে কিছু শব্দ শুনতে পেল। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখল কেউ মিল্ক ক্রেট

SHAMVALA ADMIN

থেকে হেঁটে চলে যাচ্ছে। কালো লম্বা চুলের সাদা পোশাক পরা একটা মেয়ে। চেহারা দেখা গেল না।

তাকাযুকি নিচে নেমে এলো। ইউজি জেগে আছে। রান্নাঘরে পানি ফোটাচ্ছে।

'শুভ সকাল।'

'ওহ, তাড়াতাড়ি উঠে গেছ।' ঘড়ি দেখল ইউজি, 'নাস্তা করবে?'

'না। যেতে হবে। চিঠির কী হলো?'

'হয়ে গেছে। অর্ধেক রাত পার করতে হয়েছে এর পেছনে।'

'কী বললে?'

'বলতে পারব না।

'কেন?'

'গোপনীয়তা বলে একটা ব্যাপার আছে।'

তাকাযুকি অবাক হলো, তার বাবা এই শব্দও জানে? 'যাই হোক, একটা মেয়ে মিল্ক ক্রেটের কাছে এসেছিল।'

'কী? তুমি দেখছিলে তাকে?'

'ওপরতলার জানালা দিয়ে দেখা যায়।'

'সে তোমাকে দেখেনি তো?'

'মনে হয় না।'

'তোমার তাই ধারণা?'

'হ্যাঁ। কয়েক সেকেন্ডেরই ব্যাপার।'

ইউজি একটু হতাশ হলো যেন। 'এভাবে তাকানো যাবে না। এটাও একটা নিয়ম। তারা তোমাকে দেখে ফেললে আর কখনও পরামর্শের জন্য আসবে না।'

'আমি তাকে ইচ্ছা করে দেখিনি। ঠিক আছে? ভুলে দেখে ফেলেছি।'

'এত বছর পর এ-ই করতেই ফিরে এসেছিলে,' ইউজি বিড়বিড় করতে করতে স্যুপ বানাতে লাগল।

SHAWAL ADMIN

‘বললাম তো, দুঃখিত।’ তাকাযুকি বাথরুমে চলে গেল।

দাঁত ব্রাশ করে ও মুখে পানি দিয়ে তৈরি হয়ে বের হলো সে। ইউজি তামাগোয়াকি, এক ধরনের জাপানিজ ওমলেট, বানাচ্ছে। এত বছর একা থাকার পরে সে এখন এতে দক্ষ হয়ে গেছে।

‘তো,’ তাকাযুকি তার বাবার পিঠের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমার দরজা তোমার জন্য সবসময় খোলা থাকবে।’

ইউজি কিছু বলল না।

‘আচ্ছা, আমি যাচ্ছি তাহলে।’

তাকাযুকি পেছনের দরজা দিয়ে বের হলো। যাবার পথে দাঁড়িয়ে মিল্ক ক্রেটের ভেতরটা দেখে নিলো।

কিছু নেই।

তার বাবা কী লিখেছে? জানার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সে।

২

তাকাযুকি ইয়াসুকুনি স্ট্রিটের একটা বিল্ডিংয়ের পাঁচতলায় শিনজুকুতে কাজ করে। তার কাজ ছিল অফিসের সরঞ্জাম বিক্রি করা এবং ইজারা দেওয়া। তার বেশিরভাগ কাস্টমারই ছোটো বা মাঝারি পর্যায়ের ব্যবসায়ী। কোম্পানির তরুণ প্রেসিডেন্টের বিশ্বাস ছিল তারা ‘মাইক্রো যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে’, যা আসলে মাইক্রোকম্পিউটারের সংক্ষেপণ। সে বলত কয়েক বছরের মধ্যে প্রতিটি অফিসেই কমপক্ষে একটি কম্পিউটারের প্রয়োজন পড়বে। তাকাযুকি হিউম্যানিটিজ পড়েছিল এবং সে বুঝে উঠতে পারছিল না যে কম্পিউটার তার কোন কাজে আসবে। কিন্তু প্রেসিডেন্টের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কম্পিউটারের ব্যবহার একসময় সীমাহীন হয়ে উঠবে।

‘তোমাদেরকে শিখে নিতে হবে,’ এটা যেন প্রেসিডেন্টের বুলি ছিল।

SHAMVALA ADMIN

যখন ইউরিকো তাকে অফিসে ফোন করে তখন তাকাযুকি অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু মাইক্রোকম্পিউটার পড়ছিল। একটা শব্দও বুঝতে পারছিল না সে, তাই বইটা ডাস্টবিনে ফেলে দিতে যাচ্ছিল।

'দুঃখিত, কাজের সময় বিরক্ত করলাম।'

'ও কিছু না। কী হয়েছে? বাবার কথা বলতে ফোন করেছো?' তার ধারণা তার বোন সাধারণত এই বিষয়ে কথা বলতেই ফোন করে।

এবং ধারণাটা সত্যি।

'হ্যাঁ, কাল আমি তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখলাম স্টোর বন্ধ। এ ব্যাপারে কিছু বলেছিল তোমাকে?'

'না তো। কী হয়েছে?'

'তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে উত্তর দিলো, প্রতিদিন দোকান খোলা রাখা যায় নাকি।'

'ঠিকই তো বলেছে।'

'শুধু তাই না। আসার সময়ে প্রতিবেশীদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল শাটারটা সারা সপ্তাহেই বন্ধ ছিল।'

তাকাযুকির চোখ সরু হয়ে এলো। 'অদ্ভুত তো।'

'তাই না? তাকে ভালো দেখাচ্ছিল না। শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে গেছে।'

'সে অসুস্থ হলে আমাদেরকে জানাতো।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু—বুঝতে পারছি না।'

তাকাযুকির টনক নড়ল। পরামর্শ দেওয়াই ইউজির জীবনের মুখ্য কাজ। কিন্তু সেটা চালিয়ে যাবার জন্য দোকানের ব্যাবসাটাও চালিয়ে যেতে হবে।

দোকানটা বন্ধ করার জন্য দুবছর ধরে সে ইউজিকে রাজি করাবার চেষ্টা করে চলেছে। তখন তার বাবা মোটেও অসুস্থ ছিল না। একদিনের জন্যেও দোকান বন্ধ করত না সে।

'আচ্ছা, আজ অফিস শেষে আমি তার সাথে দেখা করে আসব।'

SHAMVALA ADMIN

‘আমার মনে হয় তুমি জিজ্ঞাসা করলে অন্য উত্তর দেবে।’
তাকাযুকি নিশ্চিত ছিল না কিন্তু তার বোনকে বলল, ‘দেখা যাক।’
অফিস শেষে বেরিয়ে পড়ল তাকাযুকি। রাস্তায় স্ত্রীকে ফোন করে যখন সব কিছু জানালো তখন সেও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল।
বছরের শুরুতে ইউজির সাথে দেখা হয়েছিল তার। তখন ফুমিকো আর তাদের ছেলেকে নিয়ে এসেছিল। এরপর ছয় মাস পেরিয়ে গেছে। এর মাঝে এমন কী হলো?
আসতে আসতে রাত ন’টা বেজে গেল। নামিয়া জেনারেল স্টোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাকাযুকি। রাতের বেলা শাটার বন্ধ থাকা অদ্ভুত ব্যাপার না, কিন্তু দোকানটা দেখলে কেমন যেন শূন্যতা অনুভূত হয়।
পেছনের দরজার নব ঘোরাতে গিয়ে দেখল দরজা বন্ধ। অদ্ভুত তো। বাড়তি চাবিটা বের করল। লম্বা সময় ধরে এটা ব্যবহার করতে হয়নি।
রান্নাঘরের বাতি বন্ধ। তাকাযুকি ভেতরে ঢুকে সোজা তাতামি রুমে চলে গেল। সেখানে ইউজি মেঝেতে একটা ঢালাই বিছানায় শুয়ে আছে।
ইউজি শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকালো, ‘তুমি এখানে কী করছ?’
‘কী করছি? ইউরিকো খুব চিন্তা করছিল তোমার জন্য। সে বলল দোকানটা নাকি এক সপ্তাহ ধরে বন্ধ।’
‘ইউরিকো, মেয়েটা নিজের চরকায় তেল দিতে পারে না।’
‘কী হয়েছে। তুমি অসুস্থ?’
‘তেমন কিছু না।’ যার মানে গুরুতর কিছু হয়েছে।
‘কী হয়েছে?’
‘বললাম তো কিছু না। আমার কোনো ব্যথা নেই। বুঝলে?’
‘আচ্ছা, তাহলে দোকান বন্ধ করেছো কেন?’

SHAMVALA ADMIN

ইউজি কিছু বলল না। তাকাযুকি জানে এটা তার বাবার একগুঁয়েমির ইঙ্গিত কিন্তু ইউজির চেহারার অভিব্যক্তি দেখে সে বুঝে গেল কী হয়েছে। সে যন্ত্রণায় আছে।

'বাবা, কী—'

'তাকাযুকি, তোমার বাসায় এখনও একটা বাড়তি ঘর আছে?'

'কী আছে?'

'টোকিওতে, তোমার বাসায়।'

তাকাযুকি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। গত বছর মিটিকাতে একটা বাসা নিয়েছে তারা। পুরোনো প্রপার্টি, কিন্তু কাজ করিয়ে নতুন বানিয়ে নিয়েছে। ইউজি দেখতে গিয়েছিল।

'তুমি হয়তো এতদিনে সেই ঘর অন্য কাজে ব্যবহার করছো।'

তাকাযুকি জানে তার বাবা কী বলতে চাইছে। এই হঠাৎ পরিবর্তনে সে হতবাক হয়ে গেল।

'না, এখনও খালি আছে। দোতলার তাতামি রুমটা তোমার জন্যেই রাখা হয়েছে। তোমাকে দেখিয়েছিলাম না? বেশ বড়ো নয় কিন্তু আলো-বাতাস আছে।'

ইউজি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'ফুমিকোর মতো কী? সে রাজি হবে? তোমরা অবশেষে নিজেদের একটা বাসা পেয়েছো। এই বুড়ো লোক গিয়ে সেখানে

'এসব ভাবতে হবে না। বাসা কেনার সময়েই আমরা তোমার জন্য প্ল্যান করে রেখেছিলাম।'

'—তাই?'

'তুমি আমাদের সাথে আসছো তাহলে? আমরা প্রস্তুত আছি।'

ইউজি রাজি হলো।

বুকে একটা চাপ অনুভূত হলো তাকাযুকির। এই দিনটা অবশেষে এলো। তবুও অনুভূতিগুলো চেহারায় ফুটে উঠতে দিলো না সে।

SHAMVALA ADMIN

‘আমার জানতে ইচ্ছা করছে, কী হয়েছে আসলে? গতবার বলেছিলে তুমি কখনই দোকান বন্ধ রাখবে না। তুমি সত্যিই কেমন বোধ করছ বলো তো?’

‘এত ভাবতে হবে না। আমি ঠিক আছি। চিন্তা কোরো না।’ ইউজি চুপ থেকে বলল, হয়তো এখনই মোক্ষম সময়।’

তাকাযুকি মাথা ওপর-নিচে দোলালো। কিছু বলল না।

এক সপ্তাহ পর, ইউজি স্টোর ছেড়ে চলে গেল। একটা ট্রাক ভাড়া করে কেবল তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নিলো। কম প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ফেলে গেল। বিল্ডিংটাকে কী করা যায় তা বুঝতে পারল না। খুব সহজে বিক্রি হবে না। আপাতত যেভাবে আছে তেমনই থাক।

মিটিকা যাবার পথে ট্রাকের রেডিয়োতে ‘এলি মাই লাভ’ বাজছিল। মার্চে অ্যালবামটা রিলিজ হবার পর থেকে এই গান বেশ সুখ্যাতি অর্জন করে ফেলেছে।

ফুমিকো আর তার ছেলে তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানায়। কিন্তু তাকাযুকি জানে তারা কেমন অনুভব করছে। ফুমিকো নিশ্চয়ই ভান করছে, তাদের ছেলেও। ফুমিকো সামনাসামনি কিছু বলে না। সে খুব বুদ্ধিমতী। এ কারণেই তাকাযুকি তাকে বিয়ে করেছিল।

ইউজি এখানের নতুন জীবনযাত্রা উপভোগ করতে শুরু করে। নিজের ঘরে বই পড়ে বা টিভি দেখে বা হাঁটাচলা করে সময় কাটতে লাগল তার। সবচেয়ে বড়ো কথা প্রতিদিন নিজের নাতিকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হয় সে।

কিন্তু সেটা টিকল না বেশিদিন।

কদিন পরেই ইউজি অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এক রাতে তার প্রচণ্ড ব্যথা ওঠে এবং অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হয়। ইউজি ডাক্তারকে বলে তার পেটে অসহ্য ব্যথা হচ্ছে। এই প্রথমবার বাবার মুখে এমন কথা শুনে তাকাযুকি ধাক্কা খায় একটা।

SHAMALA ADMIN

এরপর ডায়াগনোসিসে ইউজির লিভার ক্যান্সার ধরা পড়ে।

'শেষ পর্যায়ের ক্যান্সার,' ডাক্তার ভাবলেশহীন কণ্ঠে জানায় তাদের। তাকাযুকি জিজ্ঞাসা করে এর মানে কি চেষ্টা করেও ইউজিকে বাঁচানো যাবে না? ডাক্তার বলে এমনটা ভাবাই সহজ। কোনো ধরনের চিকিৎসাই আর কাজে দেবে না।

বলা বাহুল্য, এই কথোপকথনে ইউজি উপস্থিত ছিল না। অ্যানেস্থেশিয়ার কারণে তার তখনও জ্ঞান ফেরেনি।

তারা ঠিক করে যে ডাক্তার আসল রোগটার নাম ইউজিকে বলবে না। বরং অন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য পরিস্থিতির কথা বলবে।

খবরটা শুনে ইউরিকো কান্নায় ভেঙে পড়ে। 'তাকে আগেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল আমার।' নিজেকে দোষারোপ করতে লাগল সে। তাকাযুকি ভেঙে পড়ে। সে ভেবেছিল তার বাবাকে স্বাভাবিকের চেয়ে কম প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে কিন্তু সে যে আসলে ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ করছিল—এটা তার কল্পনারও বাইরে ছিল।

এরপর থেকেই অসুস্থতার সাথে যুদ্ধ শুরু হয় ইউজির। সৌভাগ্যবশত, তাকে আর তীব্র যন্ত্রণা পোহাতে হয়নি। ধীরে ধীরে সে আরও শুকিয়ে যেতে থাকে। হাসপাতালের বিছানায় তাকে আর আসল ইউজির মতো দেখাচ্ছিল না।

একমাস পর, তাকাযুকি অফিস থেকে বাসায় ফেরার সময় হাসপাতালে গিয়ে দেখল ইউজি বিছানায় বসে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। এই ঘরে দুজন রোগী থাকা যায়। কিন্তু অন্য বিছানাটা এখন খালি।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভালো আছো।'

ইউজি তার ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'কোনো কোনো দিন খুব খারাপ অবস্থা যায়। কিন্তু মাঝেমধ্যে ভালোও থাকি।

SHAMWALA ADMIN

‘দেখো আমি কী এনেছি।’ তাকাযুকি রেড বিন পেস্ট্রির প্যাকেটটা টেবিলে রাখল।

‘একটা উপকার চাই তোমার কাছ থেকে।

‘কেমন উপকার?’

ইউজি অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। কথাটা বলা তার পক্ষে কঠিন। অবশেষে যখন বলল, তখন তাকাযুকি খুব অবাক হলো।

‘আমি স্টোরে ফিরে যেতে চাই।’

‘কেন? এই অবস্থায় দোকান খোলার কথা চিন্তাও করা যাবে না।’

ইউজি মাথা নাড়ল। ‘খুলে লাভও নেই। শেলফে কোনো মালপত্র নেই। আমি কেবল বাসায় ফিরতে চাচ্ছি।’

‘কেন?’

ইউজি কোনো উত্তর খুঁজে পেল না।

‘অযৌক্তিক কথা বোলো না, বাবা। তোমার পক্ষে একা থাকা সম্ভব না। তোমার যত্ন নেবার জন্য কাউকে না কাউকে প্রয়োজন। আশা করি সেটা কেন সম্ভব না তা তুমি বুঝতে পারো।’

ইউজি আবার মাথা নাড়ল। ‘আমার কাউকে লাগবে না। আমি একা থাকতে পারব।’

‘মোটেও না। আমি আমার অসুস্থ বাবাকে একা ছাড়ব না।’

ইউজি খুব করুণ চোখে তাকালো তার দিকে, ‘কেবল এক রাতের জন্য।’

‘এক রাত?’

‘কেবল এক রাত। আমি কেবল আর একটা রাত থাকতে চাই ঐ বাসায়। একা।’

‘কী হয়েছে তোমার?’

‘বলে কী লাভ। তুমি বুঝবে না, আসলে কেউই বুঝবে না। আমাকে পাগল ভাববে।’

SHAMVALA ADMIN

‘না বললে বুঝব কীভাবে।’

‘তুমি বিশ্বাস করবে না।’

‘কী বিশ্বাস করব না?’

ইউজি এই প্রশ্নের উত্তর দিলো না। বরং বলল, ‘আমি জানি ডাক্তাররা কী বলছে। চাইলে বাসায় নিয়ে যেতে পারেন তাকে। চিকিৎসায় কোনো কাজ হচ্ছে না। সে এটাই বলেছে, তাই না?’

এবার তাকাযুকির চুপ থাকার পালা। ইউজি যা বলছে তা সত্যি। ডাক্তাররা এটাই বলেছে। হয়তো যে-কোনো দিনই মৃত্যুবরণ করতে পারে সে।

‘আমাকে সাহায্য করো তাকাযুকি। আমি এটাই চাই,’ নিজের ছেলের সামনে দুহাত জোড় করে আবদার করল ইউজি।

তাকাযুকি চেহারা শক্ত করে ফেলল। ‘এমন কোরো না।’

‘আমার খুব বেশি সময় নেই। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না, কিছু করতে বোলো না। কেবল আমি যা চাই তা দয়া করে আমাকে করতে দাও।’

বুড়ো বাবার এমন করুণ আবদার সোজা তাকাযুকির অন্তরে আঘাত করল। সে জানে না এর ফলাফল কী হবে, কিন্তু সে তার বাবার শেষ ইচ্ছা পূরণ করবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল তাকাযুকি, ‘কবে যাবে?’

‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আজ রাতে গেলে কেমন হয়?’

‘আজই? এত তাড়া কীসের?’

‘সময় খুব কম যে।’

‘কিন্তু সবাইকে জানাতে হবে তো।’

‘তার দরকার হবে না। ইউরিকো বা অন্য কাউকে এসব কিছু বোলো না। হাসপাতালে বলবে আমাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছো কিছু সময়ের জন্য। এখান থেকে সোজা স্টোরে চলে যাবো।’

SHAMVALA ADMIN

‘বাবা তুমি কেন এসব করতে চাচ্ছো আমাকে দয়া করে বলো।’

ইউজি চোখ সরিয়ে নিলো। ‘আর কিছু বললে তুমি তোমার মত বদলে দিবে।’

‘দেবো না। আমি তোমাকে দোকানে নিয়ে যাবো। দয়া করে বলো।’

‘তুমি সত্যিই আমার কথা বিশ্বাস করবে?’

‘কথা দিচ্ছি।’

‘আচ্ছা, শোনো তাহলে।’

৩

প্যাসেঞ্জার সিটে বসে ইউজি খুব কম কথাই বলতে পারল। তবে ঘুমায়নি।

হাসপাতাল থেকে দোকানের এলাকায় আসতে তিন ঘণ্টা লেগে গেল। ইউজি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে।

তাকাযুকি এসব কেবল ফুমিকোকে জানিয়েছে। অসুস্থ বাবাকে নিয়ে ট্রেনে আসতে পারত না, তাই গাড়ি নিয়ে এসেছে। আজ রাতে হয়তো সে আর বাসায় ফিরবে না।

সামনেই নামিয়া জেনারেল স্টোর দেখা গেল। দোকানের সামনে সিভিকটা পার্ক করল তাকাযুকি, গত বছরেই কিনেছে গাড়িটা। এখন প্রায় এগারোটা বাজে।

‘আচ্ছা, আমরা এসে গেছি।’

তাকাযুকি চাবি বের করে সিট থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু ইউজি নড়ল না।

‘না, তুমি বাড়ি যাও।’

‘কিন্তু–’

‘কত বার বলব? আমি একা থাকতে পারব। আমার কাউকে লাগবে না।’

তাকাযুকি মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

SHAMVALA ADMIN

‘আমি দুঃখিত,’ ইউজি বলল, ‘তুমি এ পর্যন্ত আমাকে দিয়ে গেছ সেটাই অনেক।’

‘এই, ঠিক আছে।’ তাকাযুকি নাক ঘষলো। ‘আমি সকালে আসছি তাহলে। আশেপাশেই থাকব।’

‘রাতে গাড়িতে ঘুমাবার পরিকল্পনা করছো, তাই না? ঠান্ডা লেগে যাবে। তাকাযুকি শব্দ করে হেসে উঠল।

‘এসব তোমাকে বলতে হবে না। নিজেই তো অসুস্থ। আমার অবস্থান থেকে ভেবে দেখো। মুমূর্ষু বাবাকে একা একটা পরিত্যক্ত বাসায় রেখে নিজের বাসায় গিয়ে আরামে ঘুমাতে পারতে? আর এতদূর আসা-যাওয়া করার চেয়ে গাড়িতে রাত কাটানোটাই ভালো।’

‘দুঃখিত, তোমাকে বাইরে থাকতে হচ্ছে।’

‘আমার কিছু হবে না। ভেতরের বাতি ঠিক আছে।’ ইউজি দরজা খুলে একটা পা পেভমেন্টে রাখল। এটা খুব করুণ একটা দৃশ্য।

‘ওহ,’ হুট করে যেন মনে হলো ইউজির, ‘সবচেয়ে দরকারি জিনিসটাই ভুলে গিয়েছিলাম।’ সে একটা খাম দিলো তাকাযুকিকে।

‘কী এটা?’

‘ভেবেছিলাম একে আমার উইল হিসেবে রেখে যাবো। কিন্তু তোমাকে তো সব জানিয়েই দিয়েছি। চাইলে এখনই এটা পড়ে নিতে পারো। সেটাই ভালো হবে। আমি ভেতরে গেলে পড়া শুরু করবে। আমাকে কথা দাও এই চিঠিতে যাই লেখা থাকুক না কেন, আমাদের মাঝে যা যা কথা হয়েছে তুমি সেগুলো করবে। তুমি যদি তা না করো, তবে আমি এখন যা করতে যাচ্ছি তার কোনো মূল্যই থাকবে না।’

তাকাযুকি খামটা দেখল। খামে কিছু লেখা নেই। তবে ভেতরে একটা কাগজ আছে।

‘সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ।’ হাসপাতাল থেকে তাকে দেওয়া লাঠিটা ব্যবহার না করেই ইউজি গাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল।

SHAMVALA ADMIN

তাকাযুকি অজান্তেই তাকে পেছন থেকে ডেকে উঠল। ইউজি একবারের জন্যও পেছনে না তাকিয়ে বাড়ির পাশের গলিতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিছুক্ষণের জন্য তাকাযুকি নির্বাক হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর খামটা হাত তুলে নেয়। ভেতরে নিশ্চিতভাবেই একটা চিঠি আছে।

.

প্রিয় তাকাযুকি,

যখন তুমি এই চিঠিটা পড়বে তখন হয়তো আমি বেঁচে নেই। এটা ভাবতে খারাপ লাগে কিন্তু এটাই জীবন। আর এখন যেহেতু আমি বেঁচে নেই তাই দুঃখ অনুভব করার হৃদয়ও আমার নেই।

আমি একটা সাহায্য চাচ্ছি। এটাই এই চিঠির মূল উদ্দেশ্য। আমার হয়ে তোমাকে একটা কাজ করতেই হবে।

একটা ঘোষণা দিতে হবে। আমার তেত্রিশতম মেমোরিয়াল সার্ভিসে নিম্নোক্ত বাণী প্রচার করতে হবে তোমাকে।

[আমার মৃত্যুর তারিখে], মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত নামিয়া জেনারেল স্টোরের পরামর্শ বাক্স কেবল এক রাতের জন্য খোলা থাকবে। আমরা চাই যারা কখনও এই স্টোর থেকে উপদেশ পেয়েছেন, তারা যেন সেই সময়ে তাদের অশোধিত মতামত আমাদেরকে জানান। পরামর্শটা আপনার জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে? কাজে দিয়েছে কি দেয়নি? দয়া করে আপনাদের চিঠিগুলো আগের মতো মেইল স্লটে রেখে যাবেন। আমরা অপেক্ষায় থাকব।'

আমি জানি, তোমার কাছে এসব ছাইপাশ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার কাছে এর তাৎপর্য অনেক। দয়া করে আমার জন্য এই কাজটা করে দাও।

-বাবা

SHAMVALA ADMIN

.

তাকাযুকি চিঠিটা দুবার পড়ে শুষ্ক হাসি হাসল।

অন্য সময় হলে এই চিঠিকে উইল হিসেবে পেলে তাকাযুকি একে পাত্তাই দিতো না। ভাবত তার বাবার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে একটা দায়িত্ববোধ জাগলেও দ্রুত এটা ভুলেও যেত সে। আর একবার ভুলে গেলে ত্রিশ বছর পর সেটা মনে করার কোনো উপায়ই নেই।

কিন্তু তার বাবার অদ্ভুত ব্যাখ্যা শোনার পর এটা উপেক্ষা করার প্রশ্নই আসে না। তার বাবা নিজের সবচেয়ে অন্তর্নিহিত ভয়টা তাকে বলে দিয়েছে।

প্রথমে ইউজি একটা পত্রিকার ক্লিপিং পড়তে দিয়েছিল তাকাযুকিকে। তিন মাস আগের আর্টিকেল এটা। পাশের শহরের এক মহিলার মারা যাবার খবর। আর্টিকেলে লেখা, অনেকেই একটা গাড়ি কোস্টাল রোড থেকে হার্বারে ছিটকে পড়তে দেখেছে। পুলিশ আর ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এসে ড্রাইভার সিটে বসে মেয়েটাকে মৃত অবস্থায় পায়।

কিন্তু তার এক বছর বয়সি শিশুটা ধ্বংসযজ্ঞের পাশেই ভেসেছিল। বাচ্চাটাকে হয়তো সংঘর্ষের আগেই গাড়ি থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলা হয়। সৌভাগ্যজনকভাবে, বাচ্চাটার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি।

ড্রাইভারের নাম মিদোরি কাওয়াবে। বয়স বাইশ। অবিবাহিত। গাড়িটা তার এক বন্ধুর থেকে ধার করা। যাকে মিস কাওয়াবে বলেছিল এই গাড়ি করে বাচ্চাটাকে ডাক্তারের অ্যাপয়েনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হবে।

মেয়েটার প্রতিবেশীদের মতে, মিস কাওয়াবের কোনো চাকরি ছিল না এবং দিন পার করতে খুব সমস্যা হচ্ছিল। অনেক ভাড়া জমে গিয়েছিল আর তাকে বাড়ি ছাড়তে বলা হয়। ঘটনাস্থলে স্কিড মার্কের অনুপস্থিতি থাকায় পুলিশ সন্দেহ করছে এটা একটা হত্যাকান্ড। তাই একটা তদন্ত চালু করা হয়। আর্টিকেল এখানেই শেষ।

‘এর মানে কী?’ তাকাযুকি জিজ্ঞাসা করেছিল।

SHAMALA ADMIN

ইউজিকে অপ্রস্তুত দেখায়। ‘এটা সেই মেয়ে। যার বিবাহিত এক পুরুষের সাথে সম্পর্ক ছিল। আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছিল। আমি নিশ্চিত এটা সে-ই। বাচ্চাটার বয়স মিলে যায় আর ঘটনাটা পাশের শহরেরই।’

‘হতেই পারে না। কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে না?’

‘মনে হয় না।’ ইউজি মাথা নাড়ায়। ‘যারা চিঠি লিখে তারা ছদ্মনাম ব্যবহার করে। ঐ মেয়ের নাম ছিলো গ্রিন রিভার। আর এই মেয়ের নাম মিদোরি কাওয়াবে। মিদোরি, জাপানিজ শব্দের অর্থ সবুজ। আর তার শেষ নামে নদী আছে। কাকতালীয়ভাবে এতটা মিলে যেতে পারে না।’

তাকাযুকি কী বলবে বুঝতে পারল না।

কিন্তু এখানেই শেষ না।

‘যে আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছিল, এটা সেই মেয়েই কিনা, তাতে কিছু আসে যায় না। মূল কথা হলো আমি তাকে সঠিক পরামর্শ দিয়েছি—একবার না, বারবার দিয়েছি। আমার পরামর্শগুলো কী ভালো ছিল না? আমি আমার মনপ্রাণ উৎসর্গ করে চিঠিগুলোর উত্তর দিতাম। একবারও কি সেগুলো কাজে দেয়নি? আমি কি কাউকে সাহায্য করতে পারিনি? আমি উত্তর জানি না। আমার পরামর্শের কারণে কিছু মানুষ বিপদেও পড়ছে। যখন এটা বুঝতে পারি তখন আমার মন নষ্ট হয়ে যায়। পরিণতির কথা না ভেবে চিঠিগুলোর দিকে তাকাতেও পারছিলাম না। একারণে স্টোর বন্ধ করে দেই।’

তো একারণে বন্ধ করেছিল। তাকাযুকি অবশেষে বুঝতে পারল। এতদিন তার বাবার মন পরিবর্তনের কারণ খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে।

‘তোমাদের বাসায় উঠেও এসব মন থেকে সরাতে পারিনি। রাতে এই ভেবে ঘুম আসত না যে আমার উপদেশের কারণে কারও জীবন নষ্ট হয়েছে।’

SHAMALA ADMIN

‘এসব ভেবো না। তুমি যাই পরামর্শ দাও না কেন, শেষ সিদ্ধান্ত তাদের হাতেই থাকে। সেই সিদ্ধান্ত যদি কয়েকজনের জন্য মারাত্মকও হয়, তাতে তোমার কোনো দোষ নেই।’

কিন্তু ইউজি এটা মানতে পারেনি। দিনের পর দিন হাসপাতালে গভীর চিন্তায় দিন কাটিয়েছে। এরপর এক রাতে খুব অদ্ভূত স্বপ্ন দেখে। বিষয়বস্তু ছিল সেই জিনিসটাই: নামিয়া জেনারেল স্টোর।

‘মাঝরাতে কেউ স্লটে চিঠি ফেলছে। আমি কোথা থেকে দেখতে পাচ্ছি তা জানি না। হয়তো খুব সামনে থেকে। যাই হোক, কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এটা ভবিষ্যৎ, এখন থেকে বহু বছর পরের ঘটনা। কীভাবে জানি তা জিজ্ঞাসা কোরো না, কিন্তু আমি নিশ্চিত।

প্রতি রাতে একই স্বপ্ন দেখতে লাগল। তখন সে বুঝতে পারে, এগুলো নিছক স্বপ্ন নয়, পূর্বাশংকা।

‘যারা স্লটে চিঠি দিচ্ছিল তারা কোনো না কোনো সময়ে আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছিল। তারা আমাকে বলতে চাইছিল যে তাদের জীবন বদলে গেছে। আমি গিয়ে সেসব চিঠি সংগ্রহ করতে চাই।’

‘কিন্তু কীভাবে? সেগুলো কি ইতোমধ্যে আদৌ লেখা হয়েছে?’

‘আমি দোকানে গেলে সেগুলো পেতে পারব। আমি জানি এসব শুনতে অদ্ভুত লাগছে কিন্তু আমি জানি আমি পারব। একারণেই আমাকে যে করেই হোক সেখানে যেতে হবে।’

ইউজির কণ্ঠ খুব দৃঢ়। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে কোনো বিভ্রমে আছে।

তাকাযুকি এমন গল্প বিশ্বাস করার মতো মানুষ না। কিন্তু সে তার বাবাকে কথা দিয়েছে। আর সেটা তাকে মানতেই হবে

৪

অন্ধকার থাকতেই তাকাযুকির ঘুম ভাঙল। সিভিকের ভেতরে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে সে। ভোর পাঁচটা বাজতে আর কয়েক মিনিটই বাকি।

SHANWALA ADMIN

আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল সে। একটা ছোটো পার্কের পাশে গাড়িটা পার্ক করেছিল। পার্কের পাবলিক বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিলো। ছোটোবেলা এই পার্কে খেলতে আসত সে। এখন কত সংকীর্ণ দেখাচ্ছে কিন্তু ছোটোবেলা মনে হতো এত বিশাল জায়গায় সে চাইলে বেসবলও খেলতে পারবে।

গাড়িতে বসে স্টোর পর্যন্ত আসতে আসতে চারপাশ বেশ আলোকিত হয়ে উঠল। সাইনের শব্দগুলো এখন পড়া যাচ্ছে। পেছনের দরজার সামনে চলে এলো সে। চাবিটা আছে কিন্তু তাও কড়া নাড়ল।

কয়েক সেকেন্ডের নিস্তব্ধতার পর দরজার ওপাশে শব্দ শুনতে পেল সে। দরজা খুলল ইউজি। তার চেহারায় অপার স্নিগ্ধতা।

'আমি ভেবেছি তুমি এ তক্ষণে তৈরি হয়ে যাবে।' তাকাযুকির কণ্ঠ ভারী।

'এসো, ভেতরে এসো।'

তাকাযুকি ভেতরে ঢুকল। ভেতরের পরিবেশটা যেন বদলে গেছে। যেন বাইরের জগতের সাথে এই পরিবেশের কোনো সংযোগ নেই।

জুতো খুলে ভেতরে ঢুকল তাকাযুকি। ভেতরটা খুব পরিষ্কার।

'বাহ, খুব পরিচ্ছন্ন তো। যদিও—' বাক্যের বাকি অংশটুকু ছিল 'আলো-বাতাস নেই।' কিন্তু তাকাযুকি টেবিলের ওপর সারি সারি খাম দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। সবগুলো নামিয়া জেনারেল স্টোরকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

'এগুলো কাল রাতে এসেছে?'

ইউজি মাথা নেড়ে চেয়ারে বসে পড়ল। 'যেমনটা আমি ভেবেছিলাম। এখানে আসতেই মেইল স্লট থেকে একের পর এক চিঠি আসতে থাকে। যেন আমি বাসায় আসার অপেক্ষা করছিল এরা।'

তাকাযুকি মাথা নাড়ল, 'তুমি ভেতরে চলে যাবার পর আমি বাইরে নজর রেখেছি। কিন্তু কাউকে বাসার কাছে আসতে দেখিনি।'

SHAMALA ADMIN

‘কিন্তু তারপরেও এত চিঠি! ভবিষ্যতের চিঠি।’

তাকাযুকি একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়ল। ‘আমার বিশ্বাস হচ্ছে না—’

‘আমার কথা শুনেও বিশ্বাস হয়নি?’

‘না মানে, হ্যাঁ হয়েছে।’

ইউজি হেসে উঠল, ‘কিন্তু তাও মনের গহীনে সংশয় ছিল। এখন কী বলবে আমি এসব চিঠি নিজে নিজেই লিখেছি?’

‘না না। সেটা বলব না। আমি জানি এত সময় ছিল না তোমার।

‘এত খাম বানাতেই তো ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, স্টেশনারিও নেই দোকানে।’

‘আমি বিশ্বাস করছি। আমি স্টোরে এমন কিছু কখনও দেখিনি।’

তাকাযুকির অস্বস্তি লাগল। এমন অলৌকিক কিছু রূপকথার বাইরেও হয়? একবার মনে হলো এসব কোনো অদ্ভুত ম্যাজিক ট্রিক। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী এক বৃদ্ধের সাথে এমন মজা করে কার কীইবা লাভ?

এগুলো ভবিষ্যতের চিঠি-এটা ভাবাই হয়তো সবচেয়ে ভালো সমাধান। ইউজি যা বলছে তা সত্যি হয়ে থাকলে এটা তো আসলেই অলৌকিক কিছু। তাকাযুকি মনে মনে উত্তেজিত হলেও তা বাইরে প্রকাশ করল না।

‘তো, পড়া শুরু করা যাক?’

‘হ্যাঁ,’ ইউজি একটা খাম তুলে নিলো। ‘দেখো।

তাকাযুকি একটা চিঠি খুলল। এটা হাতে লেখা চিঠি না। টাইপ করা।

‘এ কী!’

ইউজি মাথা নাড়ল। ‘প্রায় অর্ধেক চিঠিই প্রিন্ট করা। ভবিষ্যতের মানুষের সবার হয়তো ব্যক্তিগত প্রিন্টিং মেশিন আছে।’

তাকাযুকি একটা বড়ো শ্বাস নিয়ে পড়তে শুরু করল।

নামিয়া জেনারেল স্টোরকে,

SHAMAILA ALMIN

আপনি সত্যিই আবার দোকান খুলছেন? পোস্টে বলা হয়েছিল এক রাতের জন্যই খোলা থাকবে। উপলক্ষ্য কী? আমার মনে সন্দেহ ছিল এটা কোনো কৌশল কিনা, কিন্তু তাও আমি লিখছি। দেখা যাক কী হয়।

হয়তো চল্লিশ বছর আগে আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম: পড়াশোনা বা নকল না করে কীভাবে পরীক্ষায় ভালো গ্রেড পাবো?

আমি জানি খুব বোকার মতো প্রশ্ন কিন্তু আপনি চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন: তোমার শিক্ষককে বলো যেন তোমাকে নিজের পরীক্ষা নিজেকেই নিতে দেয়। তাতে করে সব প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই আগে থেকে জানবে।

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম আপনি মজা করছেন।

আপনার উত্তরটা আমার মাথায় সবসময় ছিল। মিডেল স্কুল এবং হাইস্কুলেও, যখনই আমি কোনো পরীক্ষা দিতাম, তখন এই পরামর্শটা মনে হতো আমার। আমার বোকা প্রশ্নের উত্তর আপনি এত যত্ন নিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা আমি কখনও ভুলতে পারিনি।

কিন্তু নিজে বাচ্চাদেরকে পড়ানোর সময়ে আপনার উত্তরের আসল মাহাত্ম্য বুঝতে পারি—হ্যাঁ, আমি এখন একজন শিক্ষক।

প্রথম দিন থেকেই খুব সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলাম। বাচ্চাগুলো আমার কথাও শুনতো না, আমার সাথে সহজও হয়ে আসত না। নিজেদের মাঝেও খাপ খেত না তারা। পড়াশোনায় মনোযোগ নেই। কোনোকিছুই কাজে দিচ্ছিল না।

আমি সবকিছুই চেষ্টা করেছিলাম। খেলাধুলা বা বিতর্ক। কিছুই ফল দেয়নি। এরপর একদিন একটা বাচ্চা বলল, 'আমি এসব চাই না, আমাকে কেবল বলুন আমি ভালো গ্রেড পাবো কীভাবে?'

প্রশ্নটা শুনে আমার পুরোনো এক পরামর্শের কথা মনে পড়ে গেল। আর একটা বুদ্ধি এলো মাথায়।

SHAWALA ADMIN

হয়তো বুঝে গেছেন এরপর আমি কী করেছি। আমি তাদেরকে বললাম ‘বন্ধু কুইজ’ নামে একটা অন্যরকম পরীক্ষা নেব তাদের। যে-কোনো একটা ক্লাসমেটের সাথে দল তৈরি করে তার বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। তার জন্মদিন কবে, ঠিকানা, কত জন ভাই-বোন, বাবা-মায়ের চাকরি, শখ, প্রতিভা—এসব জিজ্ঞাসা করা হবে। এরপর সেই ক্লাসমেটের সঠিক উত্তরের ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হবে প্রত্যেককে।

প্রথমে তারা খুব বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু এক দুই রাউন্ডের পরই সহজ হয়ে আসে। গ্রেড ভালো পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল ক্লাসমেটের ব্যাপারে সব জানা। আমার ছাত্রছাত্রীরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করা শুরু করে, এত ভালোভাবে যে তারা অন্যরকম একটা ব্যাচে পরিণত হয়।

আমার মতো নবাগত শিক্ষকের জন্য তখন এটা সাফল্যের বিষয়। এরপর থেকে আমি আত্মবিশ্বাস পাই। এমনকি এটাই শিক্ষকতাকে আজীবনের পেশা হিসেবে বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করে আমাকে।

এ সবই আপনার পরামর্শের ফল, মিস্টার নামিয়া। এত বছর ধরে আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর উপায় খুঁজছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারিনি কীভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। অবশেষে সেই সুযোগটা পেয়ে আমি খুব খুশি।

নিবেদিত

এ+ আকিরা

বি. দ্র. আমার ধারণা এই চিঠি আপনার হয়ে আপনার কোনো পরিবারের সদস্য পাবে। এটা আপনার বেদিতে রেখে দিলে আমি কৃতজ্ঞ হবো।

.

তাকাযুকি চিঠিটা শেষ করতেই ইউজি বলে উঠল, ‘তো?’

‘চমৎকার,’ এটুকুই বলতে পারল সে। ‘আমার এই প্রশ্নটা মনে আছে।’

SHAMVALA ADMIN

‘আমারও অবাক লাগছে। প্রেরক খুবই কৃতজ্ঞ। আমি কেবল তার মজার প্রশ্নের উত্তর গুরুত্ব সহকারে দিয়েছিলাম।’

‘কিন্তু সে সেটা কখনও ভুলেনি।’

‘তেমনই মনে হয়। আর কেবল এটুকুই না। সে ওই পরামর্শের সাথে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে সঠিক জায়গায় ব্যবহার করতে পেরেছে। সে আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে কিন্তু এসবের পেছনে মূল অবদান তারই পরিশ্রমের।’

‘আমার মনে হয় তুমি তার সামান্য সমস্যার ভালো সমাধান গুরুত্বের সাথে দিয়েছো বলে সে খুব খুশি হয়েছিল, একারণেই মনে রেখেছে।’

‘আমার দেওয়া সমাধান খুব অসাধারণ কিছু না।’ ইউজি বাকি সব চিঠিগুলোর দিকে তাকালো, ‘আমি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছি বলে এরা আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আমি খুশি হয়েছি, কিন্তু যখন পড়লাম তখন বুঝতে পেরেছি যে সেসব পরামর্শ তখনই কাজে লেগেছে যখন তারা এটা কাজে লাগিয়েছে, সেটার পেছনে পরিশ্রম দিয়েছে। আমি যা-ই বলি না কেন, তারা নিজেরা উদ্যোগ না নিলে সমস্যা কখনই সমাধান হতো না।’

তাকাযুকি একমত হলো।

‘এগুলো দেখতে ভালো লাগে, তাই না? তুমি কীভাবে মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়েছো এগুলো তারই প্রমাণ।’

‘এভাবে ভাবা যায়,’ ইউজি গাল চুলকে একটা খাম তুলে নিলো। ‘এটা পড়ো।’

‘এটাই কেন?’

‘পড়লে বুঝবে।’

তাকাযুকি খামটা থেকে চিঠি বের করল। এটা হাতে লেখা একটা চিঠি।

.

SHAMVALA ADMIN

নামিয়া জেনারেল স্টোরকে,

আমি শুনেছি আজ দোকানটা একরাতের জন্য খোলা হবে, তাই সুযোগটা হাতছাড়া করতে পারলাম না।

আমি আসলে লোকমুখে কিছু গল্প শুনে আপনার কথা জানতে পারি। আমার পরিচিত একজন আপনার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছিল। সেটা কে ছিল তা বলার আগে আপনাকে আমার কথা বলি।

আমি ছোটোবেলায় অনাথাশ্রমে বড়ো হয়েছি। সেখানে কবে এসেছিলাম তা আমার মনে নেই। আমার সবচেয়ে পুরোনো স্মৃতিগুলো অনাথাশ্রমেরই। আমি ভেবেছিলাম মানুষ এভাবেই বড়ো হয়।

কিন্তু স্কুলে গিয়ে আমার এই ধারণা ভাঙল। আমার বাবা-মা, ঘরবাড়ি নেই কেন?

একদিন অনাথাশ্রমের এক স্টাফ আমাকে জানালো আমি কীভাবে এখানে এসেছি। আমি একমাত্র তাকেই ভরসা করতাম। সে বলল আমার বয়স যখন এক বছর তখন আমার মা গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায়। আমার বাবা ছিল না। স্টাফ আমাকে বলেছিল আমি বড়ো হলে আমাকে বাকিটা জানাবে।

আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। বাবা থাকবে না কেন? কিছু সময় পার হলো কিন্তু আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

তখন মিডেল স্কুলে আমাদেরকে একটা রিসার্চ করতে দেওয়া হয়। সবাইকে যার যার জন্মের সময়ে হওয়া ইভেন্টগুলো নিয়ে গবেষণা করতে হবে। আমি এজন্য লাইব্রেরিতে কিছু পত্রিকা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করছিলাম। তখন একটা আর্টিকেল পাই।

সেখানে একটা গাড়ি দুর্ঘটনার খবর ছিল। মিদোরি কাওয়াবে নামে এক মহিলার গাড়ি হার্বারে ছিটকে পড়ে। তার সাথে তার এক বছরের কন্যা সন্তান ছিল। আর রাস্তায় কোনো স্কিড মার্ক না পাওয়ার কারণে পুলিশের আশংকা ছিল এটা আসলে হত্যাকান্ড বা আত্মহত্যা।

SHAMVALADMIN

আমি আমার মায়ের নাম আর মারা যাবার আগে সে কোথায় থাকত তা জানতাম। এই মহিলা আমার জন্মদাত্রী।

আমি হতবাক হই। আমার মা দুর্ঘটনায় পড়েনি, বরং আত্মহত্যা করেছে। আর আমাকেও মেরে ফেলতে চেয়েছিল। এটা আমার জন্য খুব বড়ো ধাক্কা ছিল।

লাইব্রেরি থেকে বের হলাম ঠিকই কিন্তু অনাথাশ্রমে গেলাম না। দয়া করে জিজ্ঞাসা করবেন না কোথায় গিয়েছিলাম। আমার নিজেরই মনে নেই। আমার কেবল মনে হচ্ছিল আমার নিজেরও মরে যাওয়া উচিত ছিল। আমার নিজের মা-ই যেখানে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে, সেখানে আমার আর বাঁচার কোনো কারণ থাকে না। তার কি আমাকে শর্তহীনভাবে ভালোবাসার কথা না? আমার জীবনটাই অর্থহীন। বেঁচে থাকা উচিত না আমার।

তিনদিন পরে আমাকে কাস্টডিতে নেওয়া হয়। একটা এমিউজমেন্ট পার্কের এক স্টোরের ছাদের কোনায় খুঁজে পেয়েছিল তারা আমাকে। সেখানে কেন ছিলাম আমি জানতাম না। কেবল এটুকু জানতাম, যে উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিলে মরতে সুবিধা হবে।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে। কবজিতে কাটা দাগ ছিল। আমার ব্যাগের ভেতরে একটা রক্তে ভেজা রেজর ব্লেড পায় তারা।

এরপর কিছু সময় আমি কারও সাথে কথা বলিনি। কারও চোখের দিকেও তাকাতাম না। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিলাম।

একদিন অনাথাশ্রমে আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু আমার সাথে দেখা করতে আসে। সে আমার বয়েসি। তার ভাই শারীরিকভাবে অক্ষম। তাদের দুজনের অত্যাচারী বাবা-মায়ের কাছ থেকে তারা পালিয়ে অনাথাশ্রমে এসেছে। মেয়েটা খুব ভালো গান করে। আর আমার গান খুব পছন্দ। আমরা ভালো বন্ধু হয়ে যাই।

SHAMVALA ADMIN

তার সাথে আমি সব কথা বলতে পারতাম। দুজনে মিলে কথা বলছিলাম তখন সে বলল কিছু জরুরি কথা আছে তার। আমার কেন যেন মনে হলো অনাথাশ্রমের স্টাফটা তাকে পাঠিয়েছে। জানে আমি ওকে ছাড়া আর কারও সাথে কথা বলব না।

তাকে বললাম আমি সবই জানি। আর কিছু বলতে হবে না আমাকে। কিন্তু সে জোর করল। আর বলল আমি কেবল এক অংশ জানি, পুরো সত্যিটা জানি না। যেমন মারা যাবার সময় আমার মায়ের ওজন কত ছিল? আমি তাকে বললাম এসব আমি কীভাবে জানব? সে বলল সাতষট্টি পাউন্ড। আমি তাকে বলতেই যাচ্ছিলাম যে সে এটা কী করে জানে, কিন্তু আমি বললাম, 'মাত্র এটুকুই?'

সে বলে যেতে লাগল।

মিদোরির লাশটা যখন পাওয়া গেল, তখন দেখা গেল সে খুব শুকনো। পুলিশ তার অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালালো। সেখানে কোনো খাবার ছিল না। কেবল কিছু পাউডার মিল্ক আর ফ্রিজে বাচ্চার খাবারের একটা জার।

মিদোরি চাকরি পাচ্ছিল না আর তার সমস্ত জমানো টাকা শেষ হয়ে যায়। বাড়ি ভাড়া জমতে জমতে পর্বত সমান হয়ে গেলে তাকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দেওয়া হয়। এমন একটা অসহায় মুহূর্তে নিজের বাচ্চাসহ আত্মহত্যা করার চিন্তা করাটা অস্বাভাবিক কিছু না।

কিন্তু বাচ্চাটা অলৌকিকভাবে বেঁচে গেল কী করে?

'আসলে,' আমার বন্ধু বলেছে, 'অলৌকিক কিছু হয়নি।' আর কিছু বলার আগে আমাকে একটা চিঠি দিলো।

চিঠিটা নাকি আমার মায়ের অ্যাপার্টমেন্টে পাওয়া গেছে। আমার নাভিরজ্জুর সাথে ছিল এটা। এতদিন স্টাফটা এটা সযত্নে রেখে দিয়েছিল। তারা ঠিক করেছে এখনই এটা আমাকে দেখানোর উপযুক্ত সময়।

SHAMVALA ADMIN

খামে 'মিস গ্রিন রিভার' লেখা।

ইতস্তত করে খামটা খুললাম। হাতে লেখা একটা চিঠি আছে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো এটা আমার মায়ের লেখা চিঠি। কিন্তু পড়তে পড়তে বুঝলাম এটা মায়ের লেখা চিঠি নয়। বরং তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠি। প্রেরক আমার মাকে মিস গ্রিন রিভার বলে সম্বোধন করছিল।

চিঠিটা তাকে পরামর্শ দিয়ে লেখা। আমার মা কোনো এক অজানা কারণে এই প্রেরককে ভরসা করত। চিঠি পড়ে আমি বুঝলাম তার গর্ভের সন্তানের বাবা এক বিবাহিত লোক যার সন্তানও আছে। মা তার অনাগত সন্তান রাখবে কিনা তা নিয়ে খুব চিন্তিত।

আমার জন্মের কলঙ্ক পড়তে আমার ভালো লাগছিল না। এমন অনৈতিক কারণে জন্ম হয়েছে আমার?

বন্ধুর সামনেই চিৎকার করে মাকে ভৎর্সনা করতে লাগলাম।

'কেন আমাকে জন্ম দিলে? কেন আমাকে খুন করতে চাইলে?'

কিন্তু আমার বন্ধু বলল আমি ভুল বুঝছি। চিঠির পুরোটা পড়া উচিত আমার। চিঠির প্রেরক বলেছিল এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো অনাগত সন্তানটা শান্তিতে থাকতে পারবে কিনা। 'বাবা-মা দুজন বেঁচে থাকলেও অনেক বাচ্চারা শান্তিতে বাঁচতে পারে না। আর আপনি যদি নিজের বাচ্চার ভালোর জন্য সব ধরনের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে তৈরি না থাকেন, তবে আমি বলব আপনার বাচ্চাটা নেওয়া উচিত না। লোকটা যদি আপনার কাছে ফিরেও আসে, তবুও আমার পরামর্শ এটাই হবে।

'তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছে।'

আমার বন্ধু বলল, 'কারণ সে তোমার জন্য সমস্ত কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। সে যে এই চিঠিটা রেখে দিয়েছে

SHAMVALA-ADMIN

এটাই তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। একারণে সে তোমাকে মেরে ফেলার কথা চিন্তাও করতে পারেনি।'

তার মানে সেটা কোনো খুন বা আত্মহত্যা নয়, দুর্ঘটনাই। মিদোরি কাওয়াবে সঠিক পরিমাণে খাবার পাচ্ছিল না। তার মানে সে নিশ্চয়ই গাড়ি চালাবার সময়ে অ্যানেমিক শক পেয়ে গাড়ির ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। সে গাড়িটা বাচ্চাকে ডাক্তার দেখাতে নেবার জন্য ধার করেছিল। গাড়ি পানিতে আছড়ে পড়ায় মিদোরি জ্ঞান হারায়। যখন জ্ঞান ফিরে তখন সে জানালা খুলে সন্তানকে গাড়ি থেকে বের করে দেয় যেন কেউ তাকে দেখে বাঁচায়।

গাড়িতে তার লাশের সিটবেল্টও খোলা ছিল না। অ্যানেমিয়ায় হয়তো সে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

বাচ্চাটার ওজন তখন বাইশ পাউন্ড ছিল। মিদোরি তাকে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার দিচ্ছিল।

পুরোটা পড়ার পরে আমার বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি কি এখনও মরে যেতে চাই?

বুঝতে পারছিলাম না আমি কী ভাবব। আমার মায়ের সাথে আমার কখনও দেখা হয়নি। রাগ এক জিনিস, কিন্তু সেটাকে কৃতজ্ঞতায় রূপান্তর করতে গিয়ে আমি আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি।

আমি আমার বন্ধুকে বললাম আমার কিছু যায় আসে না। গাড়ি দুর্ঘটনাটা তার নিজের দোষ। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করলে এমনটা হতো না। আমাকে বাঁচানোটা মা হিসেবে তার দায়িত্ব। কিন্তু নিজেকে এভাবে মরতে দিয়ে বোকার মতো কাজ করেছে সে।

সে আমাকে চড় মারল।

কাঁদতে কাঁদতে বলল জীবনটাকে এভাবে না দেখতে। আমি কি ইতোমধ্যে অনাথাশ্রমের আগুন লাগার কথা ভুলে গেছি?

SHANVALA ADMIN

বুঝতে পারলাম না কী বলব। সে ক্রিসমাসের সময়ে অনাথাশ্রমে যে ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেটার কথা বলছে। আমিও তখন বাকি সবার মতই ভয় পেয়েছিলাম।

আমার বন্ধুর ছোটো ভাইটা বাকিদের চেয়ে পেছনে পরে গিয়েছিল। মারা পড়তো প্রায়। পারফরমেন্স করতে আসা এক মিউজিশিয়ানের জন্য বেঁচে যায় সে। লোকটা খুব কোমল স্বভাবের। সবাই যখন বাঁচার জন্য ছুটছে তখন সে আমার বন্ধুর কথা শুনে আবার ভেতরে ঢুকে যায়। আমার বন্ধুর ভাইকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু লোকটার পুরো শরীরে থার্ড ডিগ্রি বার্ন হয়েছিল। সে হাসপাতালে মারা যায়।

আমার বন্ধু বলেছে তারা এই লোকের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে। এটাই তার আত্মত্যাগের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি। সে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলল জীবন খুব মূল্যবান।

আমি তখন বুঝতে পারলাম স্টাফ ওকে কেন আমার কাছে পাঠিয়েছে। সে ছাড়া কেউ আমাকে এভাবে বুঝাতে পারত না। তারা ঠিক ধরেছে। সে আমাকে মানিয়ে ফেলে। আমিও কান্না করতে শুরু করি। অবশেষে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম।

সেদিনের পর থেকে আমি কখনও মরে যাবার চিন্তা করিনি। আমি এখন জানি, জীবন কত মূল্যবান।

কিন্তু এই চিঠির প্রেরক কে, তা না ভেবে পারলাম না। সাইন করা ছিল ‘নামিয়া জেনারেল স্টোর।’ কে এটা? জেনারেল স্টোর কী?

সম্প্রতিই ইন্টারনেটে আমি আপনার কথা জানতে পারি—আপনি চিঠির উত্তরে পরামর্শ দেন। একটা ব্লগে আপনার কথা পড়েছি। তারা আপনার স্মৃতিরোমন্থন করছিল। সেই সূত্রে আপনার পোস্ট পাওয়া।

মিস্টার নামিয়া, আমি আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। আমার মাকে পরামর্শ দিয়েছেন বলে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি অবশেষে বলতে পারছি, আমি খুশি যে আমি জন্মগ্রহণ করেছি।

SHAMVALA ADMIN

—গ্রিন রিভারের কন্যা

.

বি: দ্র: আমার বন্ধু খুব নামকরা গায়িকা হয়ে গেছে। সে মিউজিকাল জিনিয়াস আর জাপানের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন। আমি তার ম্যানেজার। সে নিজে ও কারও আত্মত্যাগের প্রতিদান দিয়ে চলেছে।

৫

তাকাযুকি চিঠিটা ভাঁজ করে রাখল।

'চমৎকার। তোমার পরামর্শ চিহ্ন ফেলে যাচ্ছে।'

কিন্তু ইউজি মাথা নাড়ল। 'যা বলেছি, এসবের পেছনে মূল অবদান তাদের নিজস্ব উদ্যোগের। আমার পরামর্শ কারও জীবন বরবাদও করতে পারত, যদি-না তারা ঠিক পদক্ষেপ নিত।

তাকাযুকি তার বাবার চেহারায় তৃপ্তি দেখতে পেল।

'এই চিঠিগুলোই আসল উপহার। এগুলো টাঙিয়ে রাখা উচিত।'

'না, এগুলো তুমি রেখে দাও।'

'কী?'

'সবগুলো আমার হয়ে তুমি সামলে রাখো।'

'কেন?'

'পুত্র আমার, আমি আর বেশি দিন বাঁচব না। আমি এসব হাতে পেলে তছনছ করে ফেলব। এগুলো ভবিষ্যতের চিঠি।

তার বাবা ঠিক বলছে।

'কতদিন রাখব?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইউজি। 'যতদিন আমি মারা না যাই।'

'আচ্ছা। আমি সেগুলো তোমার কফিনে রেখে দেবো? পুড়ে শেষ হয়ে যাবে তাহলে।'

'চমৎকার বুদ্ধি। এটাই করবে।'

SHAMVA ADMIN

তাকাযুকির এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, সামনে রাখা চিঠির সারিগুলো ভবিষ্যতের চিঠি।

'বাবা, ইন্টারনেট জিনিসটা কী?'

'ওহ সেটা। ওটা ভেবে আমিও বিরক্ত হচ্ছি। বেশিরভাগ চিঠিতে এটাই লেখা। আপনার পোস্ট ইন্টারনেটে দেখেছি, আবার সেল ফোন নামেও কিছু জিনিস আছে।'

'সেটা আবার কী?'

'জানি না বাপু। মনে হয় ভবিষ্যতের পত্রিকা।' ইউজি চোখ সরু করে তাকাযুকির দিকে তাকাল, 'যে চিঠিটা তোমাকে গাড়িতে দিয়েছি সেটা পড়েছো ভালোমতো? মনে হচ্ছে প্রচার ঠিকভাবেই করবে।'

'ইন্টারনেটে নাকি সেল ফোনে দেবো?'

'সেরকম কিছুতেই দেবে মনে হয়।'

তাকাযুকি অস্বস্তিতে পড়ল, 'আমি এসবের ভেজালে পড়তে চাই না। খুব বিভ্রান্ত লাগে।'

'চিন্তার কিছু নেই। আস্তে আস্তে বুঝে যাবে। চলো এখন যাই।'

তখনই কাণ্ডটা ঘটল। স্টোর থেকে একটা মৃদু শব্দ এলো। যেন একটা কাগজ পড়ছে। চোখাচোখি করল ইউজি আর তাকাযুকি।

'মনে হয় আরেকটা এসেছে,' ইউজি বলল।

'আরেকটা চিঠি?'

'হ্যাঁ, দেখে এসো।'

'আচ্ছা।' তাকাযুকি সেদিকে চলে গেল। এখানে স্টেশনারির বাক্সগুলো তাক করে রাখা। কিছুই ঠিক করা হয়নি এখনও। শাটারের সাথে লাগানো একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সের ভেতরে একটা কাগজ পেল তাকাযুকি। সেটা নিয়ে তাতামি রুমে চলে এলো। 'এটাই হবে।'

ইউজি চিঠিটা খুলে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

'কী হয়েছে?' তাকাযুকি প্রশ্ন করল।

SHAMVALA ADMIN

ইউজি চিঠিটা এগিয়ে দিলো তার ছেলের দিকে। তাকাযুকি দেখল এতে কিছু লেখা নেই। 'একি! মানে কী এর?'

'আমি জানি না।'

'কেউ ঠাট্টা করল নাকি?

'হয়তো তবে আমার মনে হয় না।'

'তাহলে কী এটা?'

ইউজি চিঠিটা টেবিলে রাখল, 'হয়তো কেউ তার সমস্যার সমাধান এখনও পায়নি। হয়তো এখনও রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই বলার কিছু পাচ্ছে না।

'তাহলে কাগজ কেন পাঠালো?'

ইউজি তাকাযুকির দিকে তাকালো, 'তুমি একটু বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করবে?'

'কেন?'

'উত্তর দেবো।'

'কীসের? এখানে কিছু লেখাই নেই।'

'ভেবে বের করতে হবে।'

'এখন?'

'তুমি চলে যাও।'

ইউজির কণ্ঠের দৃঢ়তা অনুভব করল তাকাযুকি, 'ঠিক আছে। জলদি করো। 'হুম,' ইউজি ইতোমধ্যেই ভাবনায় ডুবে গেছে।

তাকাযুকি গাড়িতে ফিরে এলো। বাইরে এখনও ভোরের আলো ছড়ায়নি। অদ্ভুত তো! কিন্তু সে তো বাসার ভেতরে অনেকক্ষণ ছিল।

সিভিকে বসে আড়মোড়া ভাঙল সে। হয়তো বাসার ভেতরে সময় অন্যরকমভাবে প্রবাহিত হয়। এই আবিষ্কার তার বোন বা স্ত্রীকে জানানো যাবে না। তারা বিশ্বাস করবে না।

SHAMWALA ADMIN

গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে করতে তন্দ্রামতো এসে গেল তার। একটা শব্দে জেগে উঠে দেখল গলি দিয়ে ইউজি বেরিয়ে আসছে। লাঠি ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। তাকাযুকি গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে প্যাসেঞ্জার দরজা খোলার জন্য এগিয়ে গেল।

'শেষ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় সেটা?'

'আর কোথায়, মিল্ক ক্রেটে।'

'সেখানে রাখাটাই যথেষ্ট?'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে সেটাই যথেষ্ট।'

তাকাযুকি ভাবল তার বাবা খুব অন্যরকম। যেন মানুষ না সে।

গাড়িতে দুজনে উঠে বসলে তাকাযুকি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'শূন্য চিঠির জবাব কীভাবে দিলে?'

ইউজি মাথা নাড়ল, 'তুমি জানো সেটা তোমাকে বলতে পারব না।'

তাকাযুকি কিছু বলল না। চাবি ঘুরিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করতেই ইউজি বলল, 'এক সেকেন্ড।'

তাড়াতাড়ি ব্রেক কষল তাকাযুকি।

ইউজি স্টোরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যুগের পর যুগ ধরে এই স্টোরে কাটিয়েছে সে। এটা কেবল একটা ব্যাবসাই নয়। একে বিদায় জানানো সহজ না।

'আচ্ছা,' খুব ধীরে ধীরে বলল ইউজি, 'চলো।'

'সব হয়ে গেছে?'

'আমার যা যা করা দরকার তা করে ফেলেছি।'

ইউজি সিটে গা হেলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল।

সিভিক চালু করল তাকাযুকি।

SHAMAILA ADMIN

সাইনের শব্দগুলোতে এত ময়লা জমে গেছে! তাও সে শাটারের ছবি তুলে নিলো। নানা কোণ থেকে ছবি তোলার চেষ্টা করল। সে ক্যামেরা ভালো চালাতে পারে না। কে জানে ভালো হবে নাকি খারাপ। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কাউকে তো আর ছবি দেখাচ্ছে না।

প্রাচীন বিল্ডিংটা রাস্তার অপর পাশ থেকে দেখল তাকাযুকি। এক বছর আগের কথা ভাবছে সে। যে রাতে সে ইউজির সাথে স্টোরে এসেছিল। একে বাস্তব বলে মনে হয় না। যেন একটা স্বপ্ন। আসলেই কি সেই চিঠিগুলো ভবিষ্যৎ থেকে এসেছিল? সে রাতের কথা আর কখনও আলোচনা করেনি তারা।

কিন্তু তার বাবার কফিনে রাখা চিঠিগুলো খুব বাস্তবই ছিল। ইউরিকো সেগুলোর কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। সে উত্তর দেয়নি।

ইউজি খুব অদ্ভুতভাবে মারা যায়। ডাক্তার বলেছিল সে যে-কোনো সময়েই মারা যেতে পারে। কিন্তু তার জীবনীশক্তি যেন বেড়েই চলে। দুর্বল হয়ে পড়ে কিন্তু কখনও ভাঙে না, এমন। সে খেত কম। বেশিরভাগ সময়ে ঘুমাতো। কিন্তু আরও এক বছর বেঁচে থাকে। তার শরীরের ভেতরে সময় যেন থেমে গিয়েছিল।

কারও কণ্ঠ শুনে সম্বিৎ আসে তাকাযুকির।

‘উম, এই যে।’

ঘুরে দেখল একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে খেলাধুলোর পোশাক। পাশে বাইক। আর কাঁধে জিমের ব্যাগ।

‘হ্যালো। আপনাকে সাহায্য করতে পারি?’

‘আপনি মিস্টার নামিয়াকে চিনেন?’

‘আমি তার পুত্র। এটা তার দোকান ছিল।’

মেয়েটার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল, ‘ওহ আচ্ছা।’

‘আপনি স্টোরে আসতেন?’

SHAMALA ADMI

‘হ্যাঁ, তবে কাস্টমার হিসেবে না।’ মেয়েটা নিচের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন সে লজ্জিত।

তাকাযুকি বুঝে গেল, ‘আপনি তাহলে পরামর্শের জন্য আসতেন।’

‘হ্যাঁ। সেটার খুব বড়ো প্রভাব পড়েছে আমার জীবনে।’

‘শুনে খুশি হলাম। কতদিন আগের কথা সেটা?’

‘খুব সম্ভবত গত নভেম্বর।’

‘গত নভেম্বর?’

‘দোকানটা কী আর কখনও খুলবে না?’ মেয়েটা শাটারের দিকে তাকিয়ে আছে।

‘আমার বাবা মারা যাবার পর–‘

মেয়েটা খুব চমকে গেল। ‘মারা গেছে? কবে?’

‘গত মাসে।’

‘ওহ—আমি দুঃখিত।’

‘ধন্যবাদ,’ তাকাযুকি জিম ব্যাগটার দিকে তাকালো। ‘আপনি ক্রীড়াবিদ?’

‘আমি একজন ফেন্সার।’

‘বাহ!’ তাকাযুকি এটা আশা করেনি।

‘অনেকেই ফেন্সারদেরকে কখনও সামনাসামনি দেখেনি।’ মেয়েটা হেসে বাইকে উঠে গেল। ‘বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। বিদায়।’

‘আচ্ছা। আবারও ধন্যবাদ।’

তাকাযুকি মেয়েটাকে বাইকে করে চলে যেতে দেখল। একজন ফেন্সার। এদের হুটহাটই দেখা যায়। চার বছর পরপর অলিম্পিকে দেখা মেলে এদের। তাও কেবল হাইলাইটসে। কিন্তু এ বছর জাপান মস্কোকে বয়কট করেছে। তাই সেটুকুও দেখা যায়নি।

মেয়েটা বলল সে গত নভেম্বরে চিঠি দিয়েছে। হয়তো এটা তার মনের ভুল কারণ ততদিনে ইউজি হাসপাতালে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে ছিল।

SHAMVALA ADMIN

তাকাযুকি ছোটো গলিটা দিয়ে হেঁটে পেছনে চলে এলো। মিল্ক ক্রেটটা খুলল। কিছু নেই। ইউজি গত বছর যে অদ্ভুত চিঠিটা লিখেছিল সেটা এখন কোথায়? সত্যিই কি ভবিষ্যতে পাড়ি জমাতে পেরেছে?

৭

সেপ্টেম্বর ২০১২।

শুঞ্জো নামিয়া হতবাক হয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। তার এটা করা উচিত না। কোনো ঝামেলা হয়ে গেলে বিপদে পড়বে সে। এটা তার পারিবারিক ল্যাপটপ। যদি পুলিশ ট্র্যাক করে ফেলে তাহলে তাকে এক সেকেন্ডে ধরে ফেলবে। সাইবার ক্রাইমের শাস্তি খুব গুরুতর হয়।

কিন্তু তার মনে হয় না তাকাযুকি তাকে কোনো বেআইনি কাজ করতে বলেছে। শেষ সময় পর্যন্তও সে জরাগ্রস্থ হয়নি। শুঞ্জোকে যখন কাজটা করতে বলছিল, তখনও তার কণ্ঠস্বর ছিল দৃঢ়।

তাকাযুকি শুঞ্জোর দাদা। গত বছরের শেষের দিকে সে মৃত্যুবরণ করে। পাকস্থলির ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। তাকাযুকির বাবাও ক্যান্সারে মারা যান। হয়তো ক্যান্সার রোগটা তাদের বংশগত।

তাকাযুকিকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগে সে শুঞ্জোকে নিজের ঘরে ডেকে একটা ছোটো কাজ করতে বলে যায়। আর বলে এই কথা কেবল তাদের দুজনের মাঝেই থাকবে।

‘কী কাজ?’ কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল শুঞ্জো।

‘তুমি কম্পিউটার ভালো চালাতে পারো, তাই না?’

‘তা বলতে পারেন,’ সে মিডেল স্কুলের ম্যাথ ক্লাবে ছিল। তারা সবসময় কম্পিউটার ব্যবহার করত।

তাকাযুকি একটা কাগজ বের করল, ‘আগামী সেপ্টেম্বরে, তুমি এখানে যা যা লেখা আছে, তা ইন্টারনেটে পোস্ট করবে।’

শুঞ্জো কাগজটা হাতে নিয়ে পড়ল। অদ্ভুত তো।

SHAMVALA ADMIN

‘এটা কী?’

তাকাযুকি মাথা নাড়ল। ‘এটা যাই হোক। একে যত বেশি সম্ভব লোকের কাছে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করবে। তুমি তা পারবে, তাই না?’

‘হয়তো।’

‘সত্যি বলতে এটা আমার নিজেরই করার কথা ছিল। আমি তেমনই কথা দিয়েছিলাম।’

‘কাকে?’

‘আমার বাবা। তোমার প্রপিতামহকে।’

‘আমার দাদার বাবা—’

‘কিন্তু শোনো। আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে। কতদিন বাঁচব তা জানি না। একারণে তোমার সাহায্য প্রয়োজন।’

‘আচ্ছা।’

তাকাযুকিকে প্রসন্ন দেখাল।

এর কিছুদিন পরই, তাকাযুকি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। শুঞ্জো যখন সুয়া অনুষ্ঠানে বসেছিল, তখনও যেন সে শুনতে পাচ্ছিল, কফিন থেকে তার দাদা বলছে, ‘আমি তোমার ওপর নির্ভর করে আছি, দাদুভাই।’

এরপর থেকে এই প্রতিজ্ঞাটা শুঞ্জোর মনে গেঁথে যায়। কীভাবে কী করবে তা বুঝে ওঠার আগেই সেপ্টেম্বর চলে আসে।

শুঞ্জো কাগজটা ডেস্কে তার সামনে রাখল।

.

‘সেপ্টেম্বর ১৩ তারিখে, মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত নামিয়া জেনারেল স্টোরের পরামর্শ বাক্স কেবল এক রাতের জন্য খোলা থাকবে। আমরা চাই যারা কখনও এই স্টোর থেকে উপদেশ পেয়েছেন, তারা যেন সেই সময়ে তাদের অশোধিত মতামত আমাদেরকে জানান। পরামর্শটা আপনার জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে? কাজে দিয়েছে কি

SHAMVALA ADMIN

দেয়নি? দয়া করে আপনাদের চিঠিগুলো আগের মতো মেইল স্লটে রেখে যাবেন। আমরা অপেক্ষায় থাকব।'

.

তাকাযুকি কাগজটার সাথে আরও কিছু দিয়েছিল তাকে। নামিয়া জেনারেল স্টোর, তার প্রপিতামহের দোকানের একটা ছবি। শুঞ্জো সেটা কখনও দেখেনি কিন্তু জানে বিল্ডিংটা এখনও সেখানেই আছে।

তাকাযুকি কেবল বলেছিল তার পরিবার একটা জেনারেল স্টোর চালাত। ব্যস এটুকুই জানে শুঞ্জো।

'উপদেশ' বলতে কী বুঝিয়েছে, আবার 'পুনরায় চালু' বলতেই বা কী বোঝানো হয়েছে? এখন পেছানো যাবে না আর। একটা প্যান্ডোরার বাক্স খুলে ফেললে সেটাকে আনডু বোতাম চেপেও বন্ধ করা যাবে না।

শুঞ্জো কম্পিউটার বন্ধ করে দিলো। স্ক্রিনটা বন্ধ করতে গিয়ে একটা জিনিস চোখে পড়ল তার।

হাতঘড়িটা। ডেস্কের এক কোনায় রাখা। উত্তরাধিকার সূত্রে এটা তাকাযুকির কাছ থেকে পেয়েছে সে। তাকাযুকি কলেজে ভর্তি হবার সময় তার বাবা এটা তাকে দিয়েছিল। এখন এটা এত পুরোনো আর নষ্ট হয়ে গেছে যে প্রতিদিনই পাঁচ মিনিট করে হারিয়ে ফেলে।

শুঞ্জো মনিটরের দিকে তাকালো। তার আর তার দাদার চেহারা একইরকম। দুজনের চেহারা যেন একে অপরকে প্রতিফলিত করছে।

একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল শুঞ্জো। এখন সেটা পালন করার সময় হয়েছে। কম্পিউটারটা চালু করল সে

SHAMALA ADMIN

দু'বিটলসের জন্য এক মুহূর্তের নীরবতা

১

স্টেশন থেকে বেরিয়ে দোকান ঘেরা রাস্তায় নেমে এলো কসুকে ওয়াকু। তার বুকে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। যেটার ভয় পেয়েছিল, তাই সত্যি হলো। দুঃসময় এই শহরের পিছু ছাড়েনি। একটা সময় এখানে বসতি স্থাপন করার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসতো। তখন স্টেশন আর তার আশেপাশের জায়গাগুলোতে বেশ জমজমাট ব্যাবসা ছিল। কিন্তু সেসব ১৯৭০ সালের কথা। এখন চল্লিশ বছর পর সময় বদলে গেছে। এখন আর শহরতলির কোনো ব্যাবসা জমে না। এই পুরোনো শহরের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে পুরোনো কথা মনে করতে চেষ্টা করল। ভেবেছিল কিছুই মনে পড়বে না। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, সে অনেক জায়গাই চিনতে পারল।

এমন না যে শহরটা একদমই বদলায়নি। তার মা যে মাছের দোকানে প্রায়ই যেত সেটা এখন আর নেই। কী যেন নাম ছিল সেটার? উমাটসু। মালিক ভদ্রলোকটা সবসময় আগ্রহ নিয়ে কাস্টমার ডাকত 'এই মিসেস, আমাদের আজকের ওয়েস্টার খুবই চমৎকার। এখন এক ডজন নিয়ে যান, আপনার স্বামী পরে এসে আমাকে ধন্যবাদ জানাবে।' সেই লোকটার কী হয়েছিল? সে শুনেছিল লোকটার ছেলে ঐ দোকানের ভার নেবে কিন্তু এর বেশি আর কিছু মনে নেই তার।

রাস্তার শেষে একটা মোড় নিলো সে। রাস্তাটা ঠিক তার মনে নেই।

SHAMVALA ADMIN

রাস্তায় আলো খুব কম। কিন্তু সে হাঁটতে থাকল। কিছু স্ট্রিট লাইট আছে কিন্তু সবগুলো জ্বালানো নেই। গত বছরের বড়ো ভূমিকম্পটার পর থেকে জাপান শক্তি অপচয় নিয়ে খুব সাবধান হয়ে গেছে। রাস্তা দেখার মতো বাতি জ্বালানো থাকাই এখন যথেষ্ট বলে মনে করা হয়।

যখন সে ছোটো ছিল তখন এই এলাকার উন্নয়নের বেশ উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার কথা শোনা যেত। সেটা নিয়ে উত্তেজিত একটা ক্লাসমেটের কণ্ঠ তো সে এখনও শুনতে পায়, 'আমরা নিজেদের মুভি থিয়েটার পেতে যাচ্ছি!'

সেসব পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের সাফল্য বলে ধরে নেওয়া যায়। একসময় শহরটা জাপানিজ এসেট প্রাইস বাবলে উঠে যায় এবং কিছু সময়ের জন্য টোকিওতে নিত্য যাতায়াতকারীদের শহর হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

রাস্তাটা এখানে 'T' আকৃতি ধারণ করেছে। এটা অপ্রত্যাশিত কিছু না। যেমন ভেবেছিল, জায়গাটা ঠিক তেমনই আছে। কসুকে আবারও ডানে ঘুরে গেল।

কিছু দূর যেতেই ঢাল পেয়ে গেল সে। এটাও মনে আছে তার। সে প্রায় এসে পড়েছে।

সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটলে কসুকে এতক্ষণে স্টোরটা দেখে ফেলত। কিন্তু সে মাথা নিচু করে হাঁটছে। ভয় লাগছে তার। যদিও সে যা পড়েছে তা যদি মিথ্যাও হয়ে থাকে, তবুও শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়তে চায় না।

অবশেষে থামল সে। কাছাকাছি এসে পড়েছে। এই রাস্তা ধরে হাজারবার হাঁটাহাঁটি করেছে কসুকে।

মাথা তুলে তাকালো। বড়ো একটা নিশ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়ল।

নামিয়া জেনারেল স্টোর এখনও এখানে আছে। তার জীবন এখন যে পর্যায়ে আছে তাতে এই দোকানটার ভূমিকা খুব বড়ো।

SHAMVALA ADMIN

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কসুকে। সাইনের লেখাগুলো খুব অস্পষ্ট এবং শাটারটায় জং ধরে গেছে। এখানে কেউ থাকাটা অসম্ভব একটা ব্যাপার। ওই গল্পটা কীভাবে বিশ্বাস করবে সে? ইন্টারনেটে ছিল। কেউ কি মজা করে লিখেছে সেটা?

কিন্তু নামিয়া জেনারেল স্টোর নিয়ে মজা করে কারও কী লাভ? এর কথা খুব কম মানুষই জানে।

সে সিদ্ধান্ত নিলো কিছুক্ষণ এখানে থাকবে। চেক করবে। তাছাড়া সে এখনও নিজের চিঠিটা লিখেনি। চিঠি লেখা ছাড়া এই অদ্ভুত ঘটনায় শামিল হতে পারবে না।

কসুকে যে পথে এসেছিল সে পথেই ফিরে যেতে লাগল। বেশিরভাগ দোকানগুলো এখন বন্ধ। ভেবেছিল এখানে কোনো রেস্টুরেন্ট পাওয়া যাবে যা চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে। কিন্তু দেখা গেল তার ধারণা ভুল।

একটা কনভেনিয়েন্ট স্টোর খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকল, স্টেশনারি সেকশনে তার কিছু কেনাকাটা ছিল। রেজিস্টারে একটা তরুণ ক্যাশিয়ার বসে আছে।

‘রাতে কোনো জায়গা খোলা থাকে এখানে?’ কসুকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কোনো পাব বা তেমন কিছু?’

‘রাস্তার শেষ মোড়ে কতগুলো পাব আছে। কিন্তু আমি নিজে কখনও সেখানে যাইনি।’ ক্যাশিয়ারটা জবাব দিলো।

‘আচ্ছা, ধন্যবাদ।’

পাবগুলো পেয়ে গেল কসুকে। এদের ব্যাবসায় নিশ্চিত ভাটা পড়েছে। দেখে মনে হচ্ছে বাকি ব্যবসায়ীরা যার যার দোকান বন্ধ করার পর এখানে ড্রিংক করতে আসে।

একটা সাইন দেখে কসুকে থামল: বার এফএবি৪। এমন একটা নাম দেখে থেমে যাওয়াই স্বাভাবিক।

SHAMVALA ADMIN

কয়লা রঙের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে। সামনে দুটো টেবিল, পেছন দিকে স্টুলসহ একটা কাউন্টার। একটা স্টুলে একজন মহিলা বসে আছে। চুল ছোটো বব স্টাইলে কাটা, পরনে হাতাকাটা কালো জামা। এখানে আর কেউ নেই। হয়তো মহিলাই এখানের মালিক।

মহিলাটা তাকে দেখে একটু অবাক হলো, 'ড্রিংক করতে এসেছেন?'

বয়স হয়তো চল্লিশোর্ধ। চেহারা দেখেই বুঝা যায় জাপানিজ।

'হ্যাঁ, যদি বেশি দেরি না হয়ে থাকে।'

মহিলা মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালো। 'অবশ্যই না। আমরা মধ্যরাত পর্যন্ত দোকান খোলা রাখি।'

'তাহলে আমি কেবল একটা ড্রিংক নেবো। ধন্যবাদ।'

কসুকে কাউন্টারের সামনে দূরবর্তী একটা টুলে বসল।

'এত জায়গা ছেড়ে বসার দরকার নেই,' মহিলাটা হেসে উঠল। হাত মোছার জন্য একটা গরম তোয়ালে এগিয়ে দিলো, 'আমার মনে হয় না আজ আর কেউ আসবে।'

'আমি ঠিক আছি। ধন্যবাদ। ড্রিংক খেতে খেতে আমাকে কাজ করতে হবে।'

'কাজ? এত রাতে?'

'হ্যাঁ,' এর বেশি বোঝানো কষ্টসাধ্য হবে।

আর মহিলাটাও বেশি খোঁচালো না। 'আরাম করে বসুন। কী এনে দেবো আপনাকে?'

'বিয়ার। ডার্ক কিছু আছে?'

'গিনেস চলবে?'

'অবশ্যই।'

কাউন্টারের পেছনে গিয়ে নিচে ঝুঁকল মহিলাটা। মনে হয় ফ্রিজ আছে সেখানে। উঠে দাঁড়ালে দেখা গেল তার হাতে একটা গিনেসের বোতল।

SHAMSALA ARMIN

ক্যাপ খুলে কসুকেকে চমৎকারভাবে এক গ্লাস ঢেলে দিলো। প্রায় এক আঙুল সমান ফোম জমেছে।

এক ঢোকে বড়ো একটা অংশ খেয়ে নিলো কসুকে। পরিচিত তেতো একটা স্বাদ মুখে ছড়িয়ে পড়ল তার, 'আপনি খাবেন একটা?'

'কেন নয়। ধন্যবাদ।' কসুকের সামনে একটা ছোটো থালাভরতি বাদাম রেখে মহিলাটা নিজের জন্য এক গ্লাস গিনেজ ঢেলে নিলো, 'চিয়ার্স।'

'চিয়ার্স।'

কনভেনিয়েন্স স্টোর থেকে আনা ব্যাগটা থেকে খাতা-কলম বের করল কসুকে।

'আপনি কি কাউকে চিঠি লিখছেন?'

'সেইরকমই।'

মহিলাটা মাথা নেড়ে বারের দূরের দিকে গিয়ে বসল। কিছুটা ব্যক্তিগত জায়গা দিলো কসুকেকে।

গিনেস খেতে খেতে কসুকে বারটা দেখতে লাগল। এমন লোকহীন শহরতলির কোনো বারের মতো লাগছে না একে। টেবিল চেয়ারগুলো চমৎকার আর দেওয়ালে পোস্টার আর ড্রইং দিয়ে সাজানো। পোস্টারগুলো চল্লিশ বছর আগের প্রচন্ড জনপ্রিয় এক ব্যান্ডের চারজন সংগীতশিল্পীর। একটা পোস্টারে সাইকাডেলিক রঙে রাঙানো একটা হলুদ সাবমেরিন।

'এফএবিফোর (Fab4)' হচ্ছে 'দ্য ফ্যাব ফোর'-এর রেফারেন্স, দ্য বিটলসের ডাকনাম।

'এটা কি একটা বিটলস বার?'

মহিলাটা হ্যাঁ বলল। 'সেটা মনোযোগ আকর্ষণের একটা কায়দা।'

'ওহ,' কসুকে দেওয়ালে একটা ফ্ল্যাট স্ক্রিন দেখতে পেল। সেখানে কি দ্য বিটলসের সংগীত প্রদর্শন করা হয়? আ হার্ড ডেজ নাইট? হেল্প!?

SHAMALA ADMIN

কসুকে ভাবেনি এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন অজানা সিনেম্যাটিক গুপ্তধন পাবে।

'আমার ধারণা আপনি ছোটোবেলায়ও এদেরকে চিনতেন না।'

'কী যে বলেন। যখন আমি মিডেল স্কুলে ভর্তি হলাম তখন তাদের ব্যান্ড ভাঙার মাত্র দুই বছর হয়েছে। তখন শীর্ষে ছিল তারা। সব ধরনের ইভেন্ট চলত।'

'একজন মহিলাকে এভাবে জিজ্ঞাসা করা ঠিক না কিন্তু

মহিলাটা তার কথা আগেই আন্দাজ করে শব্দ করে হেসে উঠল, 'এতে কিছু মনে করার মতো বয়স আর আমার নেই। কিন্তু যদি জানতেই চান তবে বলি, আমি ইয়ার অব দ্য পিগ-এ জন্মগ্রহণ করেছিলাম।'

'তার মানে—' কসুকে চোখ পিট পিট করল, 'আপনি আমার চেয়ে মাত্র দুই বছরের ছোটো।'

পঞ্চাশোর্ধ বলে তো মোটেও মনে হচ্ছে না।

'না—আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার চেয়ে ছোটো।'

'অদ্ভুত তো।'

মহিলাটা তার কার্ড দিলো কসুকেকে। সেখানে লেখা এরিকো হারা গুচি।

'আপনি নিশ্চয়ই স্থানীয় লোক না। এখানে এলেন যে? কাজের উদ্দেশ্যে?'

কসুকে কেশে উঠল। এত দ্রুত কোনো মিথ্যা কথা ভেবে বের করতে পারছে না।

'কাজের উদ্দেশ্যে না। বলতে পারেন নিজের শহরে ঘুরতে। আমি ছোটোবেলা এখানেই থাকতাম, চল্লিশ বছর আগে।'

'তাই?' এরিকোর চোখ বড়োবড়ো হয়ে গেল, 'আমাদের নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও দেখা হয়েছিল।'

'হতে পারে। যাই হোক, মিউজিক কোথায়?

SHAMVALA ADMIN

‘আহা, কী যে হয়েছে আমার। সাধারণটা ছাড়ব?

‘যেটা আপনার ইচ্ছা।’

এরিকো কাউন্টারে গিয়ে কিছু বোতাম চাপল। দেওয়ালের স্পিকার থেকে কয়েক দশক আগের নস্টালজিক গান ভেসে এলো— ‘লাভ মি ডু...’

কসুকে গ্লাসের পানীয় শেষ করে আরও একটা অর্ডার দিলো।

‘আপনার মনে আছে দ্য বিটলস কবে প্রথমবার জাপানে এসেছিল?’

এরিকো গুনগুন করতে করতে মনে করার চেষ্টা করল।

‘টিভিতে দেখেছিলাম। কিন্তু হতে পারে সেটা কেবল আমার কল্পনা। এই ব্যাপারে মনে হয় আমি আমার ভাইকে তার বন্ধুদের সাথে বলতে শুনেছিলাম।’

‘হয় এমন।’

‘আপনার মনে আছে?’

‘কিছুটা। আমিও খুব ছোটো ছিলাম। কিন্তু আমি নিশ্চিত নিজের চোখেই দেখেছি। লাইভ না, ফুটেজ। তারা প্লেন থেকে নেমে ক্যাডিলাকে করে ইম্পেরিয়াল হাইওয়েতে যাচ্ছিল। কদিন পরে জানতে পেরেছিলাম যে গাড়িটা ক্যাডিলাক। তাদের গাড়িতে তখন মিস্টার মুনলাইট বাজছিল।’

‘মিস্টার মুনলাইট তো তাদের অরিজিনাল না।’

‘কিন্তু টোকিওতে তাদের গাওয়া এই গান খুব হিট হয়েছিল। সত্যি বলতে আসলে সে কারণেই এখানে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল তারা। অনেকেরই ধারণা যে এই গান তারাই রচনা করেছিল।’

নিজেকে আবেগী হয়ে যেতে দেখে কসুকে চুপ হয়ে যায়। অনেকদিন ধরে দ্য বিটলস নিয়ে লম্বা আলোচনা করেনি।

‘চমৎকার সময় ছিল সেগুলো,’ এরিকো বলল।

SHAMVALA ADMIN

‘অবশ্যই,’ কসুকে গ্লাস শেষ করলে এরিকো তাকে আরও এক গ্লাস দিলো।

কসুকের চিন্তাভাবনা উড়ে গেল চল্লিশ বছর আগের সময়ে।

২

দ্য বিটলস যখন জাপানে এসেছিল তখন কসুকে জানত না এরা আসলে কারা। কেবল জানত বিদেশ থেকে চারজন সংগীতশিল্পীর একটা দল আসছে। একারণে যখন সে তার চাচাতো ভাইকে বিটলসের আসার স্পেশাল ব্রডকাস্ট দেখে কাঁদতে দেখেছিল, তখন সে খুব অবাক হয়। তার চাচাতো ভাই তখন হাইস্কুলে ছিল। কিন্তু নয় বছর বয়েসি কসুকের কাছে সে তখন প্রাপ্তবয়স্ক। কসুকে সেদিনই জানতে পারে, এই জগতে কত চমৎকার চমৎকার মানুষ আছে। এত চমৎকার যে তাদের আগমন একটা প্রাপ্তবয়স্ক লোকের চোখেও পানি এনে দেয়।

তিন বছর পরে সেই চাচাতো ভাই মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। চাচা- চাচি প্রায় ভেঙে পড়ে। ভাবে ছেলেটাকে লাইসেন্স করতে দেওয়াটা ভুল ছিল। ফিউনারেলের সময় কসুকে তাদেরকে বলতে শুনেছিল, ছেলেটা যদি ওসব হাবিজাবি না শুনত তবে বাজে বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ত না। হাবিজাবি বলতে তারা দ্য বিটলসের গান বুঝিয়েছিল, ‘ওই রেকর্ডগুলো আমি ডাস্টবিনে ফেলে দেবো। এদের জায়গা ওখানেই।’ চাচি রেগেমেগে বলেছিলেন।

‘ফেলেই যেহেতু দেবেন,’ কসুকে বলে, ‘আমি নিয়ে নেই তাহলে।’ কসুকে শুনতে চাইছিল এগুলো এমন কী ধরনের সংগীত, যার কারণে তিন বছর আগে তার ভাই এমন পাগল হয়ে উঠেছিল। যখন সেই সংগীত কসুকেকে আঁকড়ে ধরতে শুরু করল, তখন সে কেবল মিডেল স্কুলের বাচ্চা।

SHAMALA ADMIN

কোনো কোনো আত্মীয় কসুকের বাবা-মাকে বলেছিল বাসা থেকে তার হাতখরচ বন্ধ করে দিতে, 'ওর ভাইয়ের মতোই বিগড়ে যাবে।' কিন্তু তার বাবা-মা এসব কানে তুলেনি।

'পপ মিউজিক শুনে কোনো ছেলে পাগল হয়ে যায় না,' তার বাবা সাদাযুকি বলেছিল, 'তাছাড়া তেতসুয়ো খারাপ ছেলে ছিল না। আজকাল প্রায় সব হাইস্কুলের ছেলেই বাইক চালায়।'

'ঠিক, আমাদের ছেলে ঠিক আছে।' কিমিকো, কসুকের মা বলেছিল।

কসুকের বাবা-মা সেসব বাবা-মা থেকে খুব আলাদা, যারা ছেলের চুল একটু বড়ো দেখলেই তাকে ক্রিমিনাল আখ্যা দিয়ে দেয়।

তার চাচাতো ভাইয়ের কাছে বিটলসের জাপানে রিলিজ হওয়া প্রায় সব রেকর্ড ছিল। সেই সংগ্রহ শুনে কসুকে নেশায় পড়ে যায়। এমন সংগীত সে কখনও শোনেনি। এমন মেলোডি আর তাল জগতে আছে, তা জানা ছিল না তার।

ফ্যাব ফোরের জাপানে আসার সময়ে নতুন একদল সংগীতশিল্পী ইলেক্ট্রিক গিটার নিয়ে দেশ মাতিয়ে ফেলেছিল। কসুকে জানত তারা বিটলসদের অনুকরণ করছে না, এরা ভন্ড। কিছু সময়ের মাঝেই তাদের পতন ঘটে।

মিডেল স্কুলে থাকাকালীন সময়ে কসুকে বুঝতে পারে তার অনেক সহপাঠী বিটলসের ভক্ত। মাঝেমধ্যে সে তাদেরকে নিজের বাসায় আমন্ত্রণ করত। তারা যখন কসুকের ঘরে ঢুকত, তখন তার চমৎকার সব অডিয়ো সরঞ্জাম দেখে অবাক হতো। হবেই-বা না কেন? তাদের চোখে একটা সলিড স্টেট অ্যাম্প আর স্পিকারই ছিল ভবিষ্যতের বস্তু। তখন এমনকী স্বচ্ছল পরিবারেও একটা মাত্রই কেবিনেট স্টাইল স্টেরিয়ো ছিল যাতে পরিবারের সবাই মিলে গান শুনত।

'আমার বাবা সবসময় বলে শিল্পের জন্য খরচে কোনো কমতি রাখবে না।' কসুকে তার বন্ধুদেরকে বলত, 'সে বলে ঠিকমতো শুনতে না

SHAMVALA ADMIN

পারলে সংগীত শোনারই কোনো দরকার নেই।' কসুকের বন্ধুরা হিংসায় জ্বলে যেত।

বিটলসের সংগীতগুলো সে সর্বাধুনিক সরঞ্জামে শুনতো। গান যদি জাপানে রিলিজ পেত, তবে কসুকের কাছে তা থাকত। এতেই তার বন্ধুরা খুব অভিভূত হয়ে যেত।

'তোমার বাবা করে-টা কী?' বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করত।

'আমি ঠিক জানি না। তবে বেচা-কেনার ব্যাবসা মনে হয়। কোনোকিছু কমদামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করলেই তো লাভ হয়, তাই না? তার সেই কাজের একটা পুরো কোম্পানি আছে।'

'তার মানে সে প্রেসিডেন্ট?'

'মনে হয়।' কসুকে বলত। শুনে মনে হতো সে বুঝি গর্ব করছে, কিন্তু কসুকে জানে, আসলে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

তাদের বাসাটা পাহাড়ের ওপরে। দোতলা ওয়েস্টার্ন বাসাটার পেছনে একটা লন আছে, যেখানে ভালো আবহাওয়ার সময়ে তারা বারবিকিউ পার্টি করে। তার বাবা সবসময় কর্মচারীদের দাওয়াত দেয়।

'জাপান দীর্ঘদিন ধরে পুরো বিশ্বের অফিস বয় হিসেবে পড়ে আছে, ' সাদাযুকি তার কর্মচারীদের বলত, 'আর এখন আমাদের কিছু করে দেখাবার সময়। নিজেদেরকেই দায়িত্ব নিতে হবে, সবাইকে দেখিয়ে দিতে হবে। আর সেটা করার জন্য আগে জগতকে জানতে হবে। অন্য দেশ আমাদের বন্ধু বা শত্রু দুটোই হতে পারে। এটা মনে রেখো।'

নিজের বাবার ক্ষমতাসম্পন্ন দৃঢ় কণ্ঠ শুনে কসুকে গর্ববোধ করত। বাবার সমস্ত কথা সে বিশ্বাস করত। এবং ভাবত তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য লোক আর এই জগতে হয় না।

কসুকের পরিবার তাকে কোনোকিছু নিয়ে অভাব বোধ করতে দিত না। প্লাস্টিক মডেল কিট, বোর্ড গেম, রেকর্ড—সে যা চাইত, তাই হাত

SHAMVALA ADMIN

ভরে পেত। এমনকি যা চাইত না তাও তার বাবা-মা তার সামনে এনে হাজির করত, যেমন—দামি ঘড়ি বা কাপড়।

তার বাবা-মা জীবন উপভোগ করছিল। সাদাযুকির হাতে সবসময় স্বর্ণের ঘড়ি থাকত আর সে সবসময় দামি সিগারেট খেত। নতুন নতুন গাড়ি তো ছিল অপরিহার্য। কিমিকো ডিপার্টমেন্ট থেকে সেলসম্যান ডেকে নিত সোজা বাড়িতে। আর প্রায় পুরো ক্যাটালগই অর্ডার করে ফেলত।

'সস্তা জিনিস সস্তা মানুষের জন্য,' এটাই ছিল তার মূল মন্ত্র। তাতে করে তোমাকে কেবল দেখতেই সস্তা দেখায় না, বরং তোমার আত্মাটাও সস্তা হয়ে যায়। মনুষ্যত্ব শুষে নেয়। একারণেই সবসময় সবচেয়ে ভালো জিনিস কেনা উচিত।'

কিমিকো খুব সুন্দরী ছিল। মানুষজন মাঝেমধ্যে ধারণা করে বসত তার বয়স আসল বয়সের চেয়ে দশ বছর কম। কসুকের স্কুলের এক অনুষ্ঠানে সে এলে কসুকের বন্ধুরা অবাক হয়ে যায়। কত বন্ধু যে কসুকেকে 'ইশ, আমার মা-ও যদি তোমার মায়ের মতো এত কমবয়েসি হতো' বলেছে তার ইয়ত্তা নেই।

সীমাহীন স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ভাগ্যও সুপ্রসন্ন ছিল তাদের। হয়তো বা সবার কাছে এমনই মনে হয়েছিল।

কিন্তু এমন একসময় এলো যখন কসুকে পরিবর্তনটা বুঝতে পারল। খুব ধীরে ধীরে। ১৯৭০ সালের শুরুর দিকে, বিপদের ঘনঘটা দেখা দিলো।

১৯৭০ সালে ওসাকার ওয়ার্ল্ড এক্সপো নিয়ে জাপানে খুব তোলপাড় শুরু হয়। কসুকে সেই এপ্রিলে মিডেল স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষে উঠেছে। তার লক্ষ্য ছিল বসন্তের ছুটিতে এক্সপোতে ট্রেকিংয়ে অংশ নেওয়া। আগে গেলেই সুবিধা। তার বাবা কথা দিয়েছিল যে তারা যাবে।

SHAMVA ADMIN

মার্চের ১৪ তারিখে এক্সপো' ৭০ একটা ফ্যানফেয়ারের আয়োজন করে। কসুকে টিভিতে দেখেছিল। রংচঙে অনুষ্ঠানে আসল জিনিস খুবই কমই ছিল। সেখানে কেবল পুরো বিশ্বের কাছে এটা প্রচার করা হচ্ছিল যে জাপান তার অর্থনীতি পুনর্নির্মাণ করেছে এবং বিশ্ব বাজারে এখন তারা সমাদৃত। ঠিক যেমন তার বাবা বলে- আমাদেরকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

কিন্তু সাদাযুকি এক্সপোর ট্রিপের যাবার কথা বলা বন্ধ করে দেয়। এক সন্ধ্যায় খাবারের পর কসুকে কথাটা তোলে। তখন বাবার উত্তর শুনে সে চমকে যায়।

'এক্সপো? আমার মনে হয় না যাওয়া হচ্ছে। আমি খুব ব্যস্ত।'

'মে'র গোল্ডেন সপ্তাহে গেলে কেমন হয়?'

তার বাবা উত্তর দিলো না। পত্রিকা পড়তে ব্যস্ত হয়ে গেল।

'এক্সপো নিয়ে কার এত মাথাব্যথা আছে?' বাবার হয়ে মা উত্তর দেয়, 'এটা কেবল কয়েকটা দেশ মিলে একটা খেলায় প্রতিযোগিতায় নামা। সেসবে তোমার এখনও আগ্রহ আছে? তুমি না মিডেল স্কুলে উঠে গেছ?'

এরপর আর বলার কী থাকে? যাবার তেমন জোরালো কারণও নেই কসুকের কিন্তু সে যাবার কথা তার বন্ধুদেরকে ইতোমধ্যে বলে ফেলেছে। এখন না গেলে তাকে কেমন বোকা বোকা দেখায়।

'এখন পড়াশোনায় মন দেওয়ার সময়। শীঘ্রই হাইস্কুলের এন্ট্রান্স পরীক্ষা। যত তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি শুরু করবে ততই ভালো। এক বছর খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যায়। এক্সপোতে গিয়ে এখন সময় নষ্ট করার মানে হয় না।'

এর সাথে তর্ক করা যায় না। কসুকে চুপ রইল।

কিন্তু এখানেই শেষ না। কসুক আস্তে আস্তে বুঝতে পারল তার জীবনের মোড় ঘুরছে।

SHAMVALA ADMIN

যেমন, জিমের জামা-কাপড়। সেগুলো ছোটো হয়ে যাচ্ছিল। সবসময় বলার আগেই তার বাবা-মা তাকে নতুন জামা এনে দেয়। কিন্তু এবার কিমিকোর উত্তর ছিল অন্যরকম।

'এত তাড়াতাড়ি ছোটো হয়ে গেছে? এই শরতেই তো কিনে দিলাম। আর কিছুদিন এটা চালিয়ে নাও। এখনই নতুনটা কিনে দিলে দুদিন পরেই আবার নতুন চাইবে।'

যেন দ্রুত বেড়ে উঠে তাদের কোনো ক্ষতি করে ফেলছে কসুকে।

বারবিকিউগুলো বন্ধ হয়ে যায়। বাবার কর্মচারীরা বাসায় আসা বন্ধ করে দেয়। বাবা আর গলফ খেলতে যেত না। বাসায় সবসময় তর্ক-যুদ্ধ লেগেই থাকত। কসুকে ঠিক বুঝত না, কিন্তু তার ধারণা কিমিকো আর সাদাযুকি যখনই তর্ক করত, তার মূল বিষয়বস্তু ছিল টাকা।

সাদাযুকি মাঝেমধ্যে বলে উঠত, 'তুমি যদি এসব আরও গুরুত্বের সাথে দেখতে তাহলে এমন হতো না।' যার উত্তরে কিমিকো ছুড়ে দিত, 'যদি তুমি নিজের কাজ ঠিকভাবে করতে তাহলে আমাকে এখন জড়াতে হতো না।'

বাবার সম্প্রতি পছন্দের গাড়িটা, ফোর্ড থান্ডারবার্ড, গ্যারেজ থেকে উধাও হয়ে গেল। সাদাযুকি ট্রেনে যাতায়াত শুরু করে। কিমিকো শপিং বন্ধ করে দেয়। আর তারা দুজনেই সবসময় বিরক্ত হয়ে থাকত।

আর এমন খারাপ সময়ে সে খবরটা পেল: দ্য বিটলস ব্যান্ড ভেঙে গেছে। একটা ব্রিটিশ পত্রিকায় খবর এসেছে।

কসুকে তার বন্ধুদেরকে খবরটা জানালো। তখন ইন্টারনেট ছিল না বা মিক্সি— যা ভবিষ্যতে জাপানের সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হবে। তখন 'আমি কোথাও দেখেছিলাম', 'রেডিয়োতে শুনেছিলাম', 'বিদেশি পত্রিকায় পড়েছি'— এভাবেই আসল বা নকল খবর ছড়িয়ে পড়ত।

না না, ভাবল কসুকে, এটা এখনই কেন হতে হলো।

SHAMVALA ADWI

ব্যান্ডের ভাঙন নিয়ে জল ঘোলাটে হতে শুরু করে। কেউ কেউ বলে পল মিককার্টনের স্ত্রীর সাথে ইয়োকো ওনোর সদ্ভাব হচ্ছিল না। আর অন্যরা জর্জ হ্যারিসনকে শেষ প্রজেক্ট আটকে রাখার কারণে দোষ দেয়। কিন্তু কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা তা জানার উপায় ছিল না।

কসুকের এক বন্ধু বলেছিল, 'জানো, বিটলস নাকি কখনও জাপান আসতেই চায়নি? তাদের লেবেল জানত এতে করে প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে তাই তাদেরকে জোর করে পাঠিয়েছিল। পিছিয়ে যাবার কোনো উপায় ছিল না। এরপরই তারা কনসার্ট করা বন্ধ করে দেয়।'

কসুকে এটা আগেও শুনেছে কিন্তু বিশ্বাস করেনি। সত্যি বলতে বিশ্বাস করতে চায়নি।

'হ্যাঁ, কিন্তু তারা খুব চমৎকার শো উপহার দিয়েছে। দেখে মনে হয়েছে তারা উপভোগ করেছে এখানে।'

'করেনি। তারা তো কোনো আসল সেটও বাজায়নি। তারা ভেবেছে স্টেজে উঠলে দর্শক এমন উল্লাসধ্বনি করবে যে আসলে কিছু শোনা যাবে না। তারা স্টেজে উঠে কী গাইলো বা বাজালো তাতে কিছু আসবে যাবে না। কিন্তু এখানে সবাই অত চেঁচামেচি করেনি। আর সবাই তাদের পারফর্ম্যান্স শুনতে পারছিল, তাই না পেরে তাদেরকে ঠিকঠাকভাবে গাইতে হয়েছে।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'তাতে কিছুই বদলাবে না। শোনো, আমিও বিশ্বাস করতে চাইনি। কিন্তু বিটলসরাও তো মানুষ। তারা জাপানকে কেবল একটা ছোটো দ্বীপ বলে ধরে নিয়েছে। ভেবেছে এখানে স্টেজে উঠে একটু নাড়াচাড়া করবে আর পরের ফ্লাইটেই ইংল্যান্ড ফিরে যাবে।'

SHANKALA ADMIN

কসুকে বিশ্বাস করতে পারল না। তার চাচাতো ভাইয়ের কথা মনে পড়ল। সে বিটলসকে জাপানে আসতে দেখে কান্না করেছিল। যদি এসব মিথ্যাই হয়ে থাকে তবে ওই কান্নার মূল্য কী রইল?

সেদিন বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে বসে বিটলসের সবগুলো গান আবার শুনল। বিশ্বাস হচ্ছে না তারা আর কোনো গান বানাবে না।

সময়টা বেদনাদায়ক ছিল। গ্রীষ্মের বন্ধেও তার মন ভালো হলো না। বিটলসেই পড়ে রইল তার মন। লেট ইট বি নামে তাদের একটা চলচ্চিত্র আসছে কিন্তু তার শহরে কোনো শো হবে না। অনেকে বলছে এই ছবি দেখলে তাদের ব্যান্ড ভেঙে ফেলার কারণ জানা যাবে। কসুকে ছবিটার কথা ভেবে রাতে ঘুমাতে পারত না।

যখন কসুকের প্রজন্ম এই সংবাদ নিয়ে স্তম্ভিত, তখন কসুকেকে জীবনের খুব কঠিন একটা সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে হয়।

একরাতে সে যখন অন্যান্য দিনের মতোই বিটলসের গান শুনছিল, তখন ধড়াম করে তার ঘরের দরজা খুলে যায়। কিমিকো দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। কসুকে বলতে চাইছিল একবার দরজায় টোকা দিয়ে নিলেই তো পারত। কিন্তু থেমে গেল। তার মায়ের চেহারায় এমন গম্ভীর ভাব সে আগে কখনও দেখেনি।

‘একটু লিভিং রুমে আসবে? দরকারি কথা আছে।’

কসুকে স্টেরিয়ো বন্ধ করে নেমে এলো। সে জানত না কী দরকারি কথা। কিন্তু বুঝতে পারছে খারাপ কিছু হতে চলেছে।

তার বাবা একটা দামি ব্র্যান্ডি হাতে নিয়ে একটা আর্মচেয়ারে বসে আছে। ট্যাক্স ফ্রি দেখে ব্র্যান্ডিটা একবার বিদেশ থেকে আসার সময় নিয়ে এসেছিল। কসুকে সামনে বসলে তার বাবা এমন কিছু বলল, যাতে কসুকের দুনিয়া দুলে উঠল।

‘আমরা মাসের শেষের দিকে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলো। আর কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বোলো না।’

SHAMVALA ADWIN

‘কী হচ্ছে?’ কসুকে বুঝতে পারল না, ‘এত তাড়াহুড়ো কীসের?’

সাদাযুকির কাছে সবসময় একটা জবাব তৈরি থাকে, ‘দেখো, আমি ব্যবসায়ী। আর ব্যাবসা যুদ্ধের মতো। প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার কাছ থেকে যতটুকু পাচ্ছে সেটাই পার্থক্য গড়ে দেয়। বুঝতে পারছো?’

সে সবসময় এরকম কথাই বলে। কসুকে মাথা নাড়ল। সাদাযুকি আবার বলতে থাকে, ‘যুদ্ধে কখনও কখনও পিছু হটতে হয়। মারা পড়লে তো এমনিতেই খেল খতম। বুঝেছো?’

এবার কসুকে মাথা নাড়ল না। তেমনটা তো আসল যুদ্ধে হয়। ব্যাবসার যুদ্ধে কেউ কেন মারা পড়বে?

সাদাযুকি থামল না, ‘মাসের শেষে আমরা পিছু হটছি। এই বাসাটা শত্রুদের দিয়ে যাবো। কিন্তু সেটা ব্যাপার না। চিন্তার কিছু নেই। তোমাকে কেবল আমাদের কথামতো চলতে হবে। স্কুল বদলাতে হবে। সেটাও ব্যাপার না। গ্রীষ্মের বন্ধের পর সময়টা মিলে যাবে স্কুলের। প্রথম ট্রাইমেস্টার শেষ হলে পুরোপুরি সহজ হয়ে যাবে।’

কসুকে ভয় পেয়ে গেল। নতুন স্কুল?

‘এটা তেমন কিছু না,’ তার বাবা বলে গেল। ‘বাবাদের চাকরির কারণে বাচ্চাদের অনেক সময়েই স্কুল বদলাতে হয়। অস্বাভাবিক কিছু না এটা।’

জীবনে প্রথমবার কসুকে তার বাবার কথা শুনে অস্বস্তিতে পড়ে গেল। জীবন নিয়ে অস্বস্তি।

পরদিন, কসুকে তার মায়ের কাছে গেল। তখন সে রান্না করছিল।

‘আমরা কী পালিয়ে যাচ্ছি?’

কিমিকো স্টিয়ার ফ্রাই বানাচ্ছিল। কসুকের কথা শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল, ‘এসব কে বলল তোমাকে?’

‘কেউ না। কিন্তু বাবা যা বলেছে তার মানে তো এটাই দাঁড়ায়।’

কিমিকো দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ‘এটা আর কাউকে বলবে না।’

SHAMAILA ADMIN

কসুকে আশা করেছিল কিমিকো বলবে এটা তার ভুল ধারণা। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হলো না। পৃথিবীটা যেন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

'আমাদের চলে যেতে হবে কেন? আমরা কি পথে বসে যাচ্ছি?'

'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে।'

'কোথায় যাচ্ছি? কোথায় থাকব?'

'যথেষ্ট হয়েছে কসুকে। অভিযোগ করতে হলে তোমার বাবার কাছে যাও। এটা তারই সিদ্ধান্ত।'

কসুকে বুঝতে পারল না সে কষ্ট পাবে নাকি রাগ করবে।

কয়েকদিন নিজের ঘর থেকে বের হলো না সে। কানে হেডফোন দিয়ে কেবল বিটলসের গান শুনল। যেন গান শুনে নিজের কষ্ট ভুলে যেতে চাইল।

কিন্তু শেষের এই প্রশান্তিটুকুও খুব দ্রুত ছিনিয়ে নেওয়া হলো তার কাছ থেকে।

'স্টেরিয়োটা বিক্রি করে দিচ্ছি,' তার বাবা একদিন বলে বসল।

কসুকে এত সহজে একে ছেড়ে দেবে না, 'আমি বিক্রি করতে দিলে তো।' কিন্তু সাদাযুকি কোনো কথা বলল না।

'এই ভারী জিনিসটা নিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আমি তোমাকে পরে একটা কিনে দেবো।'

কসুকে রাগে ফেটে পড়ল, 'আমরা বাসা বদলাচ্ছি—পালাচ্ছি না।

সাদাযুকি রেগেমেগে তার দিকে তাকাল। যেন মেরে ফেলবে কসুকেকে।

'আর একটা চিৎকার করবে তো ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।'

'এভাবে কেন পালিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদেরকে?'

'চুপ করো, যা বুঝো না তা নিয়ে কথা বলবে না।'

'কিন্তু—'

SHAMALA ADMIN

‘ওরা মেরে ফেলবে আমাদেরকে।’ সাদাযুকি চিৎকার করল, ‘তারা আমাদেরকে পালিয়ে যেতে দেখে ফেললে গুলি করে মেরে ফেলবে। তুমি চাও সেটা? একটা সুযোগই পাবো কেবল। সেটা কাজে লাগাতে না পারলে আমাদের তিনজনেরই মারা পড়তে হবে, কসুকে। একারণেই তোমার সহযোগিতা প্রয়োজন।’

তার বাবার চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেল। কসুকে কিছু বলতে পারল না। তার জগৎ যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল।

.

কিছুদিন পর কয়েকজন অজানা লোক এসে তার ঘরের সব অডিয়ো সরঞ্জাম নিয়ে গেল। একটা লোক কিমিকোকে কিছু টাকা দিয়ে গেল। সাদাযুকি বাড়িতে ছিল না।

স্টেরিয়ো ছাড়া ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। রাগে কসুকের গা জ্বালা করছে। মরে যেতে ইচ্ছা করছে।

যেহেতু আর বিটলসের গান শুনতে পারবে না, সুতরাং বাসায় থাকার আর কোনো কারণ নেই। কসুকে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু পথে কোনো বন্ধুর সাথে দেখা হয় না। সে বুঝতে পারে, যদি কেউ তাকে এভাবে দেখে ফেলে তাহলে সে তাদের পালানোর কথা বলে ফেলতে পারে। আর যদি কেউ বাসায় আসে, তাহলে স্টেরিয়ো বিক্রি হবার ব্যাপারটা সহজেই ধরে ফেলতে পারবে।

তার পকেটে বেশি টাকা ছিল না। বেশিরভাগ সময়ে লাইব্রেরিতে থাকতে শুরু করল। শহরের বড়ো লাইব্রেরিটাতে গেলে যেন ঘুম পায়। কিছু প্রাইভেট ঘর ছাড়া, যেখানে শিক্ষার্থীরা এয়ার কন্ডিশনিংয়ের জন্য ভিড় করে, তাদের বেশিরভাগই হাইস্কুলের ছেলেমেয়ে, কলেজের এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদেরকে পাগলের মতো পড়াশোনা করতে দেখে কসুকে ভাবত, সে কি আর কখনও কলেজে যাবার সুযোগ পাবে?

SHAMVALA ADMIN

কসুকের বাবা-মা যা যা বলেছে তা গুরুত্বের সাথে নিতে হবে তাকে। এখন পর্যন্ত কসুকে সাদাযুকির ওপর অনেক ভরসা করত। ভাবত তার বাবা যা বলে তাই সবসময় সঠিক। তার বিশ্বাস ছিল সে তার বাবার পদচিহ্ন অনুসরণ করলে একদিন তার মতোই সফল হতে পারবে।

কিন্তু বাস্তবতা এখন আর তেমন না। গত কদিনে সে তার বাবা-মায়ের অনেক কথোপকথন গোপনে শুনেছে। তাতে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলেছে কসুকে। তার বাবা কেবল একজন অসফল ব্যবসায়ীই নয়, বরং একজন ভীতু লোকও বটে। সবার অলক্ষ্যে সে পালিয়ে যাবে আর ঋণের বোঝা ফেলে যাবে অন্য কারও ঘাড়ে। কোম্পানির অনেক বড়োসড়ো ক্ষতি হয়ে গেছে, যা তার বাবা আর সামাল দিতে পারবে না। পরের মাসে খবর সবার সামনে আসবে। তার বাবা কর্মচারীদেরকে এখনও কিছু জানায়নি। নিজের পরিবারকে বাঁচানোই এখন তার একমাত্র চিন্তা।

কসুকের কী করা উচিত? বাবা-মায়ের কথা শোনাই কী একমাত্র উপায়? আর কোনো উপায়ও তো নেই।

লাইব্রেরিতে বিটলসের ওপর লেখা একটা বইয়ে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করল কসুকে। কিন্তু চিন্তাগুলো তার মাথা থেকে সরল না। কোনো বইয়েই তার কোনো প্রশ্নের উত্তর নেই।

পালিয়ে যাবার দিনটা দ্রুত এগিয়ে আসছিল। কিন্তু কসুকের কিছু করার ছিল না। তার জিনিসপত্রগুলো গুছানো শুরু করা উচিত। কিন্তু সেসব করার ইচ্ছা মরে গেছে তার।

এরপর, এক রাতে লাইব্রেরিতে যাবার জন্য বেরিয়ে দেখল কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য রাস্তা বন্ধ। অন্য একটা পথ দিয়ে ঘুরে যেতে হবে। সেই রাস্তা ধরে যাবার সময়ে একটা স্টোর চোখে পড়ল তার। কয়েকটা বাচ্চা স্টোরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেওয়ালে কিছু দেখে হাসছে।

SHAMAILA ADMIN

কসুকেও এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিলো। দেওয়াল ভরতি চিঠি টানানো।

প্রশ্ন: গামেরা এত গোল গোল ঘুরেও পড়ে যায় না কেন?

—গামেরার বন্ধু

উত্তর: আমার মনে হয় গামেরা ব্যালে করত। ব্যালেরিনারা যত দ্রুতই ঘুরুক না কেন, তারা পড়ে যায় না।

-নামিয়া জেনারেল স্টোর

প্রশ্ন: আমি সাদাহারুর মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে ব্যাট করতে চেষ্টা করি। কিন্তু কোনো হোম রান করতে পারি না।

—টপল অব দ্য এইটথ

উত্তর: এক পায়ে চেষ্টা করার আগে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে হোম রান করার চেষ্টা করুন। দুপায়ে সম্ভব না হলে তিন পায়ে চেষ্টা করুন। কিন্তু চেষ্টা কখনও অসম্ভব লক্ষ্য নিয়ে শুরু করবেন না।

—নামিয়া জেনারেল স্টোর

ওহ আচ্ছা, এটা সেই জায়গা? ভাবল কসুকে। তার বন্ধুরা এই স্টোরের কথা বলত। যত সামান্য সমস্যাই হোক না কেন এই লোকটা নাকি তা সমাধানের পরামর্শ দেয়। বেশিরভাগ সময়ে মানুষ অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নই করত। বয়স্ক লোকটার সাথে মজা করতে। দেখতে চাইত সে কীভাবে উত্তর দেয়। লোকটা সমসময়েই চমৎকার উত্তর দেয়।

ফালতু জিনিস। ভেবে কসুকে সেখান থেকে হেঁটে চলে গেল।

কিন্তু একটা বুদ্ধি এলো মাথায়।

তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরল কসুকে। স্বভাবতই, তার বাবা এখন কাজে আছে আর মা বাড়িতে নেই।

নিজের ঘরে গিয়ে ডেস্কে কাগজ কলম নিয়ে বসল। সে ভালো লিখতে পারে না। এক ঘণ্টা ভেবে যা লিখল:

আমার বাবা-মা রাতের বেলা পালিয়ে যেতে চায়।

SHAMKALA ADMIN

তাদের ওপর অনেক ঋণের বোঝা এবং আমরা সেটা শোধরাতে পারব না। একারণে আমার বাবা পালিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

.

আমাদের এই মাসের শেষের দিকে চলে যাবার কথা।

তারা বলছে আমাকে স্কুল বদলাতে হবে। আমি তাদের সিদ্ধান্ত বদলাতে চাই। তারা বলেছে আমরা যত দূরেই পালাই না কেন, সেই লোকগুলো আমাদেরকে খুঁজে বের করবে। আমার ভয় হচ্ছে আমাদের হয়তো আজীবন পালিয়েই বেড়াতে হবে।

কী করব আমি?

—পল লেনন

.

চিঠিটা কয়েকবার পড়ে ভাঁজ করে তার পকেটে রাখল। এরপর বাসা থেকে বেরিয়ে নামিয়া জেনারেল স্টোরে গিয়ে উপস্থিত হয়। রাস্তার ওপাশ থেকে দেখে মনে হচ্ছে সবাই চলে গেছে। বয়স্ক লোকটাও দোকানের পেছন দিকে বসে পত্রিকা পড়ছে। এটাই সুযোগ।

কসুকে বড়ো একটা শ্বাস নিয়ে এগিয়ে গেল। সে প্রক্রিয়াটা জানে। স্লটটা এমন জায়গায় রাখা যেটা ভেতর থেকে দেখা যায় না। ইচ্ছা করেই এমন করেছে লোকটা, কসুকে ভাবল।

কসুকে স্টোরের সামনে গিয়ে চিঠি দেখার ভান করল। স্লটটা ঠিক তার সামনেই। বুক ধক-পক করছে। ইতস্তত করছে কসুকে। এটা কী ঠিক হচ্ছে?

কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। বাচ্চারা আবার আসছে। হায় হায়, ওরা চলে এলে তো আমি আর সুযোগ পাবো না।

যা হয় হোক। চিঠিটা বাক্সে ফেলে দিলো কসুকে। একটু শব্দ করেই যেন ভেতরে পড়ে গেল সেটা।

SHAMVALA ADMIN

চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে বাচ্চারা ভেতরে ঢুকল, ‘এই মিস্টার নামিয়া! আপনি কি কিটারো পেন্সিল কিটটা আনিয়েছিলেন?’ যে বাচ্চাটা চিৎকার করছে সে খুব বেশি হলে ক্লাস ফাইভে পড়ে।

‘অবশ্যই আমি কিছু সাপ্লাইয়ারের সাথে কথা বলেছিলাম। তারা আমাকে একটা দিয়ে যায়। এটাই সেটা?’

‘বাহ! এটা ম্যাগাজিনে যেমন দেখাচ্ছিল ঠিক সেরকম। দাঁড়ান, আমি এখনই বাসা থেকে টাকা নিয়ে আসছি।’

‘আচ্ছা, সাবধানে যেও।’

এটুকু দেখে কসুকে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। মনে হচ্ছে বাচ্চাটা জিজিজি নো কিটারো, একটা জনপ্রিয় মাঙ্গা সিরিজের একটা চরিত্রের ফিচার করা কোনো স্পেশাল পেন্সিল কেসের অর্ডার দিয়েছিল।

চলে যাবার আগে একবার ঘুরে স্টোরটা না দেখে পারল না কসুকে। বয়স্ক লোকটা ঠিক তার দিকে তাকিয়ে আছে। কসুকের অস্বস্তি লাগল। সে চোখ ফিরিয়ে নিলো। এখন আফসোস লাগছে, কেন এটা করতে গেল। চিঠিটা দেওয়া ঠিক হয়নি। স্লটে ফেলবার সময়ে যা শব্দ হয়েছে তাতে লোকটা নিশ্চয়ই বুঝে গেছে এটা কসুকে লিখেছে।

এটা নিয়ে তার চিন্তা হচ্ছে ঠিকই, তবে কেন যেন আবার মনে হচ্ছে এসব ব্যাপার না। বয়স্ক লোকটা পল লেননের নামেই চিঠিটা দেওয়ালে টানাক। সে কেমন পরামর্শ দেবে কে জানে। কিন্তু তাতেও কিছু আসে যায় না। আসে যায় বরং অন্য কেউ চিঠিটা দেখে ফেলবে তাতে।

লোকমুখে তখন কথা ছড়াবে কেউ রাতের বেলা শহর ছেড়ে পালাবার পরিকল্পনা করছে। যদি সেই লোকগুলো, যারা তার বাবার কাছে টাকা পায়, তাদের কানে পৌঁছে যায়? তারা বুঝে যাবে এই চিঠির প্রেরকের বাবা সাদাযুকি ওয়াকু। আর তারা নিশ্চিত কোনো না কোনো পদক্ষেপ নেবে।

SHAMMALA ADMIN

তার বাবা-মা লোকের মুখে এসব কথা শুনে হয়তো পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা বাদ দেবে।

এটা যেন কসুকের একটা জুয়া। খুব ব্যয়বহুল জুয়া। মিডেল স্কুলে পড়া একটা বাচ্চা হিসেবে এর চেয়ে বেশি তার আর কিছু করার নেই তার।

পরদিন বিকেলে কসুকে সোজা নামিয়া জেনারেল স্টোরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সৌভাগ্যবশত, বয়স্ক লোকটা তখন সেখানে ছিল না। হয়তো বাথরুমে গেছে। কসুকে দেওয়ালের চিঠি দেখতে লাগল। নতুন একটা পোস্ট আছে, কিন্তু সেটা চিঠির উত্তর নয়, বরং ঘোষণা।

.

মিস্টার পল লেনন,

আপনার চিঠি পেয়েছি আমি। আপনার উত্তর স্টোরের পেছনে মিল্ক ক্রেটে পাবেন।

বাকিদের উদ্দেশ্যে,

এই চিঠি কেবল পল লেননের জন্য। দয়া করে সেটা দেখবেন না। অন্য কারও মেইল খোলা বা চুরি করা একটা অপরাধ। সবাইকে ধন্যবাদ।

—নামিয়া জেনারেল স্টোর

.

কসুকে থতমত খেয়ে গেল। প্ল্যানটা উলটো তার ওপরেই চড়ে বসছে। তার চিঠি বাকিদের মতো পোস্ট করা হয়নি। সে ভেবেছিল ছক্কা মারবে। কিন্তু হোম রানের বদলে গেমটাই বাদ হয়ে গেল।

কিন্তু লোকটার চিঠির কী হবে? কসুকে স্বীকার করল সে কিছুটা কৌতূহল বোধ করছে। কেমন পরামর্শ দিয়েছে?

কসুকে বাইরে এসে চারপাশে দেখে নিলো। কেউ নেই। পাশের গলি দিয়ে পেছনে চলে এলো সে। দরজার পাশেই একটা মিল্ক ক্রেট।

ঢাকনা খুলে দেখল ভেতরে কোনো দুধের বোতল নেই। কেবল একটা খাম। সে বের করে দেখল তাতে ‘পল লেনন’ লেখা।

SHAMVALA ADMIN

খামটা শক্ত করে ধরে রাস্তায় উঁকি দিলো কসুকে। কেউ নেই। একজন লোক পাহাড়ের দিক থেকে আসছে। কসুকে লোকটার চলে যাবার অপেক্ষা করল। যখন বুঝতে পারল রাস্তা এখন একদম ফাঁকা, তখন দিলো এক ছুট।

কোথায় যাবে? লাইব্রেরিতে। কিন্তু ভেতরে গেল না, বাইরে একটা পার্কের বেঞ্চে বসল। খামের দিকে তাকিয়ে দেখল সেটা এখনও আঠা দিয়ে সিল করা। সাবধানে খুলল যেন ভেতরের চিঠিটা ছিঁড়ে না যায়। ভেতরে কসুকের দেওয়া চিঠিসহ আরও একটা চিঠি আছে। পরিষ্কার চিঠিটা কালো ফাউন্টেনপেন দিয়ে লেখা হয়েছে।

.

প্রিয় পল লেনন,

চিঠি লেখার জন্য ধন্যবাদ। সত্যি বলতে এটা দেখে আমি থতমত খেয়েছি। আমি প্রতিবেশী বাচ্চাদের সাথে খেলার ছলে চিঠি আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াটা শুরু করেছিলাম। তাদেরকে বলেছিলাম তাদের জীবনের যে-কোনো সমস্যা আমাকে চিঠিতে জানাতে, আমি তার উত্তর দেবো। কিন্তু সেসব চিঠিতে খুব সামান্য সমস্যার কথাই লেখা থাকত। কিন্তু আপনার চিঠি খুবই গুরুতর। বাস্তব জীবনের এক কঠিন সমস্যা। আমার মনে হয় আপনি চিঠি আদান-প্রদানের ব্যাপারটাকে ভুল বুঝেছেন। হয়তো শুনেছেন আমার স্টোর থেকে চিঠির উত্তর দেওয়া হয়, কিন্তু জানতেন না এসব কেবলই মজার ছলে। এমন যদি হয়ে থাকে তবে আপনার চিঠি ফিরিয়ে দেওয়া এখন আমার কর্তব্য। অন্তত পক্ষে এটুকু বলার জন্য যে আপনি অন্য কারও কাছে আমার চাইতে ভালো পরামর্শ পেতে পারেন। একারণে আপনার চিঠিটা ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম।

কিন্তু ফেরত দিতে গিয়ে মনে হলো কেবল আপনার চিঠিই আপনাকে ফিরিয়ে দিলে সেটা আমার পক্ষে দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ হবে। যদিও

SHAMAILA ADMIN

পুরোটাই একটা ভুল বুঝাবুঝি, তাও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাকে কোনো পরামর্শ দেওয়ার।

যাই হোক, আমি আপনার অবস্থান থেকে পরিস্থিতিটা দেখার চেষ্টা করছি। সবচেয়ে বেশি ভালো হবে যদি আপনার বাবা-মায়ের মত বদলানো যায়। আমি অনেককে পালিয়ে যেতে দেখেছি। তাদের প্রত্যেকের কী হয়েছিল তা আমি সরাসরি শুনিনি কিন্তু আমার ধারণা তারা কেউই কখনও শান্তিতে বাস করতে পারেননি। আজীবন পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে।

কিন্তু আপনার বাবা-মায়ের মত বদলানোর চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। আমি নিশ্চিত তারা অনেক চিন্তাভাবনা করেই এই সিদ্ধান্তে এসেছে। তারা হয়তো পরিস্থিতিটা আপনার চেয়ে বেশি গভীরভাবে জানে। এত সহজে তাদের মত বদলানো গেলে আপনি আমার পরামর্শ চাইতেন না নিশ্চয়ই।

সেই সূত্রে একটা প্রশ্ন আসে আমার মনে। আপনার বাবা-মায়ের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন? তাদেরকে পছন্দ করেন? তাদেরকে বিশ্বাস করেন? নাকি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন তাদের প্রতি?

হয়তো আপনার মনে আছে, আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনার কী করা উচিত, আপনার পরিবারের কী করা উচিত, তাই না? তাই কোনো পরামর্শ দেওয়ার আগে আমাকে জানতে হবে তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন।

শুরুতেই বলেছিলাম, এই প্রথমবার আমি কোনো গুরুতর চিঠির উত্তর দিচ্ছি। আমি হয়তো আপনাকে যথাযথ কোনো উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নই। এই চিঠি পেয়ে যদি আপনি বিরক্ত হন তবে এটা এ পর্যন্তই থাকুক। কিন্তু আপনি যদি আরও কিছু বলতে চান, তবে আমার প্রশ্নগুলো বিবেচনা করে দেখবেন। সেগুলোর যথাযথ উত্তর দেবেন। আমি আশা করি তখন কোনো ভালো পরামর্শ দিতে পারব।

SHAMVALA ADMIN

এবার আপনার চিঠি বাক্সে ফেলার দরকার নেই। আমি আটটায় শাটার বন্ধ করে দেবো। আপনি এরপর এলে আপনার চিঠিটা মেইল স্লটে রেখে যেতে পারেন। আমি আমার উত্তরটা পরদিন সকালে মিল্ক ক্রেটে রেখে দেবো। আপনার যখন খুশি তখন আসতে পারেন। আমাদের স্টোর সকাল সাড়ে আটটা থেকে খোলা থাকে।

আপনাকে নিরাশ করার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আপাতত এটুকুই করতে পারলাম আমি।

—নামিয়া জেনারেল স্টোর

.

কসুকে আবারও চিঠিটা পড়ে অনেক কিছু হজম করার চেষ্টা করল।

প্রথমত, লোকটা চিঠিটা পোস্ট করেনি। সে বুঝতে পারল কেন। বাকি চিঠিগুলো মজার ছলে লেখা। মানুষজন দেখে মজা পায়। কিন্তু এরকম একটা চিঠি পোস্ট করার মতো না।

আরেকটা ব্যাপার, লোকটা চাইলেই এমন গুরুতর চিঠির উত্তর দেওয়া এড়িয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে উত্তর দিয়েছে, বা দেওয়া শুরু করেছে। এটা কসুকের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। তার পরিস্থিতিটা অন্য কাউকে বলতে পেরে তার ভালো লাগছে।

কিন্তু বয়স্ক লোকটা আসলেই উত্তর দেয়নি। কসুকেকে কিছু প্রশ্ন করেছে। সেসবের উত্তর দিলে সে পরামর্শ দিতে পারবে।

আপনার বাবা-মায়ের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?

একটা কঠিন প্রশ্ন। কেমন সম্পর্ক আসলে?

কসুকে জানে না। মিডেল স্কুলে ওঠার পর থেকে তাদের ওপর সে বিরক্ত হয়ে আছে তবে তাদেরকে ঘৃণা করতে পারে না। তাদের আচার-ব্যবহারে সে কেবল বিরক্ত।

কিন্তু পালিয়ে যাবার কথাটা শুনে তাদের ওপর থেকে আস্থা চলে গেছে কসুকের। ভালোবাসা বা ঘৃণা? হ্যাঁ, তাদের কাজ-কর্মকে সে ঘৃণা

SHAHVALA ADMIN

করছে। তাদের ওপর আর আস্থা নেই। যাদের ওপর আস্থাই নেই, তাদের কথামতো চলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে সেটা সে কীভাবে বিশ্বাস করবে?

কসুকে বারবার ভাবল। কিন্তু প্রশ্নগুলোর এই উত্তরই এলো তার মাথায়। সে চিঠি লিখে ফেলল। চিঠি নিয়ে বের হবার সময়ে তার মা তাকে জিজ্ঞাসা করছিল সে কোথায় যাচ্ছে। উত্তরে কসুকে বলল এক বন্ধুর বাসায়। তার বাবা বাসায় ছিল না।

আসতে আসতে আটটা বেজে গেল। তখন শাটার বন্ধ। মেইল স্লটে চিঠিটা ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল কসুকে।

পরদিন সকাল সাতটায়ই উঠে গেল সে। সারারাত ঠিকমতো ঘুম হয়নি।

বাবা-মা দুজনেই ঘুমিয়ে ছিল। সন্তর্পণে বাসা থেকে বেরিয়ে এলো কসুকে।

নামিয়া জেনারেল স্টোরের শাটার এখনও বন্ধ। আশেপাশে কেউ নেই। সে মিল্ক ক্রেটের কাছে চলে এলো। গতদিনের মতোই সাবধানে খামটা নিয়ে লাইব্রেরির দিকে ছুটল। কিন্তু লাইব্রেরি পর্যন্ত গেল না। রাস্তার পাশে দাঁড় করানো একটা ট্রাকের পেছনে লুকিয়ে খামটা খুলল।

.

প্রিয় পল লেনন,

আমার মনে হয় আমি এখন আপনার অবস্থাটা ঠিকমতো বুঝতে পারছি।

এই পরিস্থিতিতে বাবা-মায়ের ওপরে ভরসা হারিয়ে ফেলা অস্বাভাবিক কিছু না। স্বভাবতই এখন আপনি আপনার বাবা-মায়ের ওপর বিরক্ত হতে শুরু করবেন।

SHANTALA ADMIN

আমার মতে পরিবারের সবাইকে একসাথেই থাকা উচিত, যতই কঠিন পরিস্থিতি আসুক না কেন। রাগ বা অধৈর্যের বশে কেউ কোনো চিঠি লিখে পালিয়ে যাওয়াটা পরিবারের ঐক্যকে অর্থহীন করে তোলে।

আপনি বলেছেন আপনার বাবা এখন যা করছে তাতে আপনি ক্ষুব্ধ। আমি এই বাক্যে আপাতত আশা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। নিশ্চয়ই নিকট অতীতে আপনার বাবা-মা এবং তাদের সিদ্ধান্তকে আপনি খুব পছন্দ করতেন। হয়তো ভবিষ্যতে তাদের প্রতি আপনার অনুভূতিগুলো আবার আগের মতো হয়ে যেতে পারে।

এমন যদি হয়ে থাকে তাহলে আসলে আপনার কাছে আর কোনো উপায় নেই। আপনার পরিস্থিতিতে, পালিয়ে যাওয়াটা খুব একটা ভালো উপায় না। সাধারণত, আমি পালিয়ে যাবার পরামর্শ কখনও দিবো না। কিন্তু যেহেতু আর কোনো উপায় নেই, তাই আমার ধারণা আপনার বাবা-মায়ের কথা মেনে চলাই এখন সর্বোত্তম উপায়।

আমি নিশ্চিত আপনার বাবা-মা সব জেনে-বুঝেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তারা জানে কেবল পালিয়ে গিয়েই বেঁচে যাবে না তারা। কিছুদিন গা ঢাকা দিয়েই থাকতে হবে। এরপর সময়-সুযোগ বুঝে সবকিছু স্বাভাবিক করার চেষ্টা করবে।

এতে অনেক সময় লেগে যেতে পারে। অনেক কষ্টও হবে। কিন্তু পরিবারের সবাই একত্রে থাকাই মঙ্গল। আপনার বাবা মুখে কিছু বলেন না কিন্তু আমি নিশ্চিত তিনি আপনার জন্য সবকিছু করতে পারেন। নিজের পরিবারকে বাঁচাবার জন্য তিনি যে-কোনো কিছু করতে প্রস্তুত। তার এই যুদ্ধে তার সাথে থাকা আপনার এবং আপনার মায়ের কর্তব্য।

সবচেয়ে খারাপ পরিণতি হবে আপনার পরিবার ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা। এর চেয়ে বড়ো ক্ষতি আর নেই। আমি এটা বলতে পারব না যে পালিয়ে যাওয়াই আপনাদের জন্য সবচেয়ে ভালো সমাধান, কিন্তু এতে

SHAMALA ADMIN

করে আপনারা লড়াই করে যাবার একটা সুযোগ পাবেন। এবং আবারও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার রাস্তা তৈরি করে নিতে পারবেন।

আমি জানি না আপনার বয়স কত কিন্তু চিঠির লেখার ধরণ দেখে ধারণা করছি মিডেল স্কুল বা হাইস্কুলে পড়েন। কোনো একদিন নিজের বাবা-মাকে দেখার দায়িত্ব আপনাকেই পালন করতে হবে। সেদিনের জন্য তৈরি হতে আপনাকে ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে এবং নিজের জীবন তৈরি করতে হবে। আশা করি যেন সেই রাস্তায় আপনাকে কোনো কঠিন প্রতিবন্ধকতার মুখে না পড়তে হয়।

বিশ্বাস করুন, বর্তমান যতই খারাপ হোক না কেন, ভবিষ্যৎ সবসময় ভালো সময় নিয়ে আসে।

—নামিয়া জেনারেল স্টোর

৪

কসুকের এক বন্ধু, যে নিজেও দ্য বিটলসের ভক্ত, সে গ্রীষ্মের বন্ধের এক সপ্তাহ আগে কসুকেকে ফোন করল। এই বন্ধুটাই বিটলসের জাপানে আসা নিয়ে যত্রতত্র বলেছিল। এবার সে ফোন করে কসুকের বাসায় আসতে চাইছিল যেন তারা আগেরমতো একসাথে বিটলসের গান শুনতে পারে। খুব বড়ো ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তার কাছে বিটলসের কোনো রেকর্ড ছিল না। তার পরিবারের কোনো রেকর্ড প্লেয়ার ছিল না। বিটলসের গান শুনতে চাইলে সে সবসময় কসুকের বাড়িতে চলে আসত।

‘দুঃখিত, এবার পারব না। বাড়ির কাজ চলছে, তাই স্টেরিয়োটা ধরা নিষেধ।‘

যেদিন স্টেরিয়োটা নিয়ে যায় সেদিন থেকেই এই অজুহাতটা তৈরি ছিল কসুকের মনে।

SHAMVALA ADMIN

‘কী বলছ?’ বন্ধুটা এটা আশা করেনি। কণ্ঠে হতাশা স্পষ্ট বুঝা গেল, ‘ইশ, আমার খুব শুনতে ইচ্ছা করছিল।’

‘কিছু হয়েছে নাকি?

‘আমি আজকে চলচ্চিত্রটা দেখেছি।’

লেট ইট বি। সেই চলচ্চিত্রটা।

‘কেমন ছিল?’

‘এটা দেখে আমার চোখ খুলে গেছে।’

‘কেন?’

‘অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়ে গেছে আমার কাছে, যেমন তারা কেন ব্যান্ড ছেড়ে দিলো, ইত্যাদি।’

‘কেন ছেড়েছে তা বলেছে?’

‘না সেভাবে বলেনি। ফিল্মিংয়ের সময়ে কেউ ব্যান্ড ভাঙার কথা বলেনি কিন্তু এমন কিছু হতে যাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছিল। বলে বোঝানো যাবে না। তুমি দেখলে বুঝবে।

‘ওহ, আচ্ছা।’

কথা আর জমছিল না। কিছুক্ষণ পর ফোন রেখে দিলো দুজনে। কসুকে নিজের ঘরে গিয়ে বিটলসের রেকর্ডগুলো দেখছিল। তার আর তার চাচাতো ভাইয়েরগুলো মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটা আছে।

এসব কীভাবে ছেড়ে দেবে তা সে জানে না। তার পরিবার যেখানে যাচ্ছে সেখানে এগুলো নিয়ে যাবার উপায় বের করতে চেয়েছিল কসুকে। তার বাবা-মা দুজনেই তাকে হালকা জিনিসপত্র ব্যাগে নিতে বলেছে। কিন্তু এই রেকর্ডগুলো ফেলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব না।

সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে সে আর মাথা ঘামাবে না। বাধা দিয়ে কোনো লাভ হবে না। তাদের মত বদলাবে না। আর তারা কসুকেকে ফেলেও যাবে না। নামিয়া স্টোরের বুড়ো মালিকটা বলেছিল, তার বাবা- মা সব ভেবেচিন্তে করছে।

SHAMVALA ADMIN

আসলে তাই-ই। কেবল বিশ্বাস রাখতে হবে যে-কোনো একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

যাই হোক, এতটা আত্মপ্রত্যয় তার বন্ধু কোথা থেকে পেল? লেট ইট বি দেখে এমন কী বুঝে যাবে সে?

সেদিন রাতের খাবারের পর সাদাযুকি পালিয়ে যাবার পরিকল্পনাটা সবাইকে খোলাখুলিভাবে বুঝিয়ে দিলো। ৩১ আগস্টের মধ্যরাতে তারা সবকিছু গুছিয়ে নেমে পড়বে।

'সেদিন সোমবার। আমি কাজে যাবো। সেপ্টেম্বরের শুরুতে আমার এক সপ্তাহের ছুটি নেওয়া আছে। সেই সপ্তাহে আমাকে না দেখলেও কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। এরপরের সপ্তাহে বিলগুলোর নোটিশ আসতে শুরু করবে। তখন সবাই জেনে যাবে যে আমরা পালিয়ে গেছি। আমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু এক বা দুই বছর সংসার চালানোর মতো টাকা আমাদের হাতে আছে। এর মধ্যে আমরা কোনো না কোনো রাস্তা খুঁজে পেয়ে যাবো।' সাদাযুকির চেহারায় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ স্পষ্ট।

'স্কুলের কী হবে? আমি কোন স্কুলে যাবো?'

সাদাযুকি প্রশ্নটা শুনে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো, 'আমি সেটা ভেবে দেখেছি। আপাতত সেসবের সুযোগ নেই। তোমাকে নিজে নিজেই আপাতত পড়াশোনা করতে হবে।'

'মানে আমি আর স্কুলে যাবো না?'

'সেটা বলিনি। যাবে। তবে এখনই নয়। মিডেল স্কুল শেষ করার দরকার সবারই আছে। তোমাকে কোথাও ভর্তি করিয়ে দেবো। সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। পরের বছর থেকে আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করবে।' সাদাযুকির মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছে।

SHAMVALA ADMIN

‘হাইস্কুলের কী হবে?’ কসুকে প্রশ্নটা করতে পারল না। সে জানে তারা বাবা বলবে: ‘ভেবো না, আমি সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি।’ হ্যাঁ, তাই তো করছো।

এদের সাথে পালানোটা কি আসলেই সঠিক সিদ্ধান্ত? সে জানে এই একটা রাস্তাই আছে তার সামনে, কিন্তু কেন যেন সেটা সে মন থেকে মেনে নিতে পারছে না।

খুব শীঘ্রই ৩১ আগস্ট চলে এলো। কসুকে তার ব্যাগ গোছাচ্ছিল। তখন সাদাযুকি দরজা খুলে ভেতরে এলো।

‘এক মিনিট সময় হবে?’

‘হ্যাঁ।’

সাদাযুকি কসুকের পাশে এসে বসল। ‘সব প্রস্তুতি শেষ?’

‘হ্যাঁ। ভাবলাম টেক্সটবইগুলো সাথে করে নিয়ে যাই।’

‘হ্যাঁ, সেগুলো লাগবে তোমার।’

‘আর এগুলোও,’ কসুকে বিছানার নিচে থেকে একটা ভারী কার্ডবোর্ডের বাক্স বের করল। এতে বিটলসের সব রেকর্ড আছে।

‘সবগুলো?’

‘আমি বাকি জিনিসপত্র কমিয়ে নিয়েছি,’ কসুকে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, ‘আমি এগুলো নিয়ে যাবো আমার সাথে।’

সাদাযুকি তেমন কিছু বলল না। কসুকের দিকে তাকাল, ‘বুড়ো বাবাকে এখন কেমন লাগে তোমার?’

‘মানে?’

‘তুমি রেগে আছো মনে মনে, তাই না? ভাবছ আমি খুব জঘন্য বাবা।’

‘তুমি জঘন্য না—’ বিড়বিড় করল কসুকে, ‘কী হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি না। ভয় লাগছে আসলে।’

সাদাযুকি মাথা নাড়ল, ‘লাগারই কথা।’

SHAMVALA ADMIN

‘বাবা, সব কিছু ঠিক থাকবে তো? আমরা কী আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারব?’

সাদাযুকি কয়েকবার চোখ পিট পিট করল, ‘জানি না কবে বা কখন কিন্তু একদিন সব ঠিক হবেই। কথা দিচ্ছি।’

‘কথা দিচ্ছো?’

‘কথা দিচ্ছি। আমার কাছে আমার পরিবারের চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। তোমাকে আর তোমার মাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আমি যে-কোনো কিছু করতে পারি। দরকার পড়লে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নেবো। একারণেই—’ সাদাযুকি সোজা তার পুত্রের চোখের দিকে তাকাল, ‘একারণেই পালাতে হবে।’

‘আচ্ছা বাবা।’

‘ঠিক আছে,’ সাদাযুকি উঠে দাঁড়াল, ‘কালকের প্ল্যান কী তোমার? এখনও গ্রীষ্মের ছুটি কিছুটা বাকি আছে তোমার। যাবার আগে বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা করবে না?’

কসুকে মাথা নাড়লো, ‘সব হয়ে গেছে।’ বলতে চাইছিল, লাভ কী? সে আর কখনও তাদের সাথে দেখা করতে পারবে না। কিন্তু এগুলো বলল না। ‘আমি টোকিও চলে গেলে কেমন হয়?’

‘টোকিও? কেন?’

‘একটা চলচ্চিত্র দেখতে চাচ্ছিলাম। ইয়ুরাকুচতে সুবারু—এটা থিয়েটারে চলছে।’

‘কালই যেতে হবে?

‘যেখানে যাচ্ছি সেখানে যদি আর সুযোগই না পাই?’

‘ওহ, এ জন্য।’

‘যেতে পারি?’

‘পারো, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।’

‘আমি জানি।’

SHAMVALA ADMIN

সাদাযুকি শুভ রাত্রি জানিয়ে চলে গেল।

কসুকে একটা রেকর্ড বের করল। গত বছরই কিনেছিল এটা। লেট ইট বি। ওপরে বিটলসের চারজনের ছবি আঁকা।

সে রাতে চলচ্চিত্রটার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমানোর চেষ্টা করল কসুকে।

৫

পরদিন সকালের নাস্তা করে কসুকে বেরিয়ে গেল। কিমিকো রাজি হয়নি কিন্তু সাদাযুকি তাকে মানিয়ে ফেলল।

কসুকে এর আগেও বন্ধুদের সাথে টোকিওতে এসেছিল, কিন্তু একা এই প্রথম।

টোকিও স্টেশনে নেমে ইয়ামানোটে লাইনে উঠে ইয়ুরাকুচুতে পৌঁছাল। ম্যাপ দেখে বুঝল তার গন্তব্য কাছেই রয়েছে।

বাইরে খুব ভিড়। কসুকে ভাবল গ্রীষ্মের বন্ধের শেষ দিন বলে এই ভিড়। লাইনে দাঁড়িয়ে একটা টিকেট কিনে নিলো। শো শুরু হবার আগে আরও আধাঘণ্টা আছে।

এই সুযোগে আশেপাশের এলাকাটা দেখে নেওয়া যায়। সে ইয়ুরাকুচু বা গিনযার দিকে কখনও আসেনি।

হাঁটতে শুরু করলে কয়েক মিনিটের মাঝেই কসুকে হতভম্ব হয়ে যায়। শহরটা অতিকায়। ইয়ুরাকুচুর বিশাল বিশাল বিল্ডিং আর মানুষ দেখে সে আগেই অবাক হয়েছিল কিন্তু গিনযার ব্যাপার অন্যরকম। রাস্তার পাশের দোকানগুলোতে যেন উৎসবের আমেজ। রাস্তাগুলো যেন জীবন্ত। পথচারীরা সবাই দেখতে সফল ও পরিশীলিত। এ শহরের সবখানে যেন উৎসব চলছে।

কিছুক্ষণ পর কসুকে এক্সপোর লোগো দেখতে পেল। এত মাস পরেও ওসাকাতে এখনও এক্সপো চলছে। আর টোকিওর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে পুরো দেশ সেই উৎসবেই মেতেছে।

SHAMVALA ADMIN

কসুকের একটা ধাক্কা লাগল। পৃথিবীতে এরকম জায়গাও আছে যেখানে জীবনের উৎসব পালন করা হয়। কিন্তু এটা তার জগৎ না। তার জন্ম হয়েছিল একটা সরু, একঘেয়ে নদীর পাশে জীবন কাটাবার জন্য। আর পরদিনই সে সেই নদীর গহীনে হারিয়ে যাবে।

থিয়েটারে ফিরে এলো সে। টিকেট দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে একটা সিটে বসল। মনে হচ্ছে অনেকেই একা এসেছে।

চলচ্চিত্র শুরু হলো। প্রথমেই দেখা গেল ব্যান্ডের একটা ক্লোজআপ ছবি। 'দ্য বিটলস'।

কসুকের বুক ধকধক করছে। এটাই সেই মহেন্দ্রক্ষণ। উত্তেজনা বেড়ে চলেছে তার।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তার উত্তেজনা মিলিয়ে গেল।

লেট ইট বি একটা প্রামাণ্যচিত্র হবার কথা ছিল। লাইভ পারফরমেন্স-এর ফুটেজ নিয়ে বানানো একটা প্রামাণ্যচিত্র। কিন্তু এমন একটা ছবি বানাবার জন্য ওসব ফুটেজ নেওয়া হয়নি। বিটলসের কোনো সদস্যই যেন চলচ্চিত্রটা বানাতে চাচ্ছিল না। মনে হচ্ছে যেন তারা আইনত মানা না করতে পারায় এই চলচ্চিত্র বানাতে বাধ্য হয়েছে।

তাদের আধো আধো ডায়লগ, রিহার্সাল বা ছবির সাবটাইটেল দেখে কসুকে বুঝতে পারছিল না এটা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে বা কী বুঝাতে চাইছে।

কিন্তু একটা জিনিস সে স্পষ্ট বুঝতে পারল।

বিটলসের কেউই আর সেই জায়গায় নেই।

এমন না যে তাদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব বা তারা গান করতে চাইছে না। তারা চারজন সবই করছে। কিন্তু তারা বুঝে গেছে, তারা আর অর্থবহ কিছু বানাতে পারছে না।

SHANVALA ADMIN

অবশেষে তারা চারজন অ্যাপলের বিল্ডিংয়ের ছাদে উঠে গেল। তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলো ইতোমধ্যেই সেখানে ছিল। সব স্টাফ সেখানে উপস্থিত হয়। জন লেননের পরনে ছিল একটা পালকের কোট।

তারা 'গেট ব্যাক' দিয়ে শুরু করে।

দ্রুতই বুঝা গেল যে এই শো-এর ঘোষণা আগে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া হয়নি। পথচারীরা যখন রাস্তা থেকে বিটলসের গান শুনতে পেল তখন বিল্ডিংয়ের আশেপাশের এলাকায় ভিড় লেগে যায়। পুলিশ আসে।

এরপর 'ডোন্ট লেট মি ডাউন' আর 'আই হ্যাভ গট আ ফিলিং' বাজায় তারা। কিন্তু তাদের পারফরমেন্সে সেই আবেগ ছিল না। এটা তাদের শেষ শো, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই কোনো আবেগ প্রদর্শন করেনি। এভাবেই চলচ্চিত্র শেষ হয়।

কসুকে অনেকক্ষণ সিটে বসে রইল। সে হতভম্ব হয়ে গেছে। দাঁড়াবার শক্তি ও নেই। যেন কেউ তাকে এক গাদা গলিত লেড খাইয়ে দিয়েছে। এসব কী? সে যা ভেবেছিল এটা সেরকম কিছুই না। তারা না কোনো তর্ক করল, না কোনো ঝগড়া। কিন্তু কথা বলার সময়ে যেন একে অপরকে এড়িয়ে চলছিল। কথা বললেও কেবল কৌতুক বা ম্লান হাসি হেসেছে।

গুজব ছিল যে যারা মুভিটা দেখেছে, তারা বিটলস ভেঙে যাবার কারণ খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু কসুকে পায়নি। কারণ মুভিটা করার সময়ই বিটলস ভেঙে গিয়েছিল। কসুকে জানতে চায় তারা এই পর্যায়ে এলো কী করে।

ট্রেনে করে বাড়ি ফেরার সময়ে কসুকে বুঝতে পারল—এটা হয়তো কোনো ব্রেকাপ না।

কেবল কোনো একটা কারণেই মানুষ একে অপরের থেকে দূরে সরে যায় না। একটা কারণ হয়তো খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু সেই কারণকেও

SHAMVALA ADMIN

একের পর এক ইন্ধন দিয়ে শক্তিশালী করে তুলতে হয়। যদি নিজেদের মনে সেই ইচ্ছেটা থাকে আর বন্ধন শক্তিশালী থাকে তবে কেউ না কেউ নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিসটা আবার সারিয়ে তুলতে এগিয়ে আসে। যখন কেউ আসে না তখনই জিনিসটা ভেঙে যায়। একারণেই চোখের সামনে বিটলস ভেঙে যেতে দেখেও তাদের চারজনের কেউ এগিয়ে আসেনি।

কসুকের মনে হলো তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। যেন তার খুব মূল্যবান কিছু কেউ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তখন সে সিদ্ধান্তটা নিলো।

স্টেশনে এসে সে তার বন্ধুকে ফোন করল। সেই বন্ধু যে এক সপ্তাহ আগে তাকে লেট ইট বি দেখার কথা বলেছিল।

বন্ধুটা বাসায়ই ছিল। কসুকে জিজ্ঞাসা করল সে কসুকের রেকর্ডগুলো কিনবে কিনা।

‘কোন রেকর্ড?’

‘বিটলসের। তুমি বলেছিলে তুমি সেগুলো সংগ্রহ করবে।’

‘তা বলেছিলাম। কোনগুলোর কথা বলছো?’

‘সবগুলো।’

‘সবগুলো?’

‘দশ হাজার ইয়েন হলে কেমন হয়? সবগুলো নিজে একটা একটা করে কিনতে গেলে আরও বেশি খরচ পড়বে।’

‘আমি জানি কিন্তু হঠাৎ এই কথা বললে যে? মানে, আমাদের বাসায় তো স্টেরিয়োও নেই।’

‘আচ্ছা তাহলে দেখি অন্য কেউ নেবে কিনা।’ কসুকে ফোনটা রাখতেই যাচ্ছিল তখন বন্ধু চেঁচিয়ে উঠল।

‘দাঁড়াও। ভেবে দেখছি। আমি কাল ফোন করব। ঠিক আছে?’

‘না। কাল না।’

SHAMWALA ADMIN

‘কেন?’

‘তাতে কিছু যায় আসে না। আমার কাছে সময় নেই। তুমি যদি এখনই না কেনো তাহলে আমি ফোন রাখলাম।’

‘দাঁড়াও এক সেকেন্ড। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করো প্লিজ। পাঁচ মিনিট। ‘

‘ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট।’

ফোন রেখে ফোন বুথের পাশে দাঁড়ালো কসুকে। সূর্য অস্ত যেতে শুরু করেছে। কসুকে জানে না সে রেকর্ডগুলো কেন বিক্রি করে দিচ্ছে। কিন্তু সে জানে সে আর কখনই বিটলসের গান শুনতে পারবে না। যেন এক যুগের শেষ হতে চলেছে।

ঠিক পাঁচ মিনিট পরই তার বন্ধুকে ফোন করল কসুকে।

‘আমি আমার বাবা-মায়ের সাথে কথা বলেছি।’ বন্ধু উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ‘তারা টাকা দেবে। কিন্তু স্টেরিয়ো আমার নিজের টাকায় কিনতে হবে। রেকর্ডগুলো আমি এখনই এসে নিয়ে যাবো?’

‘হ্যাঁ।’

তার সবগুলো রেকর্ড চলে যাচ্ছে। ভাবতে বুকে তীক্ষ্ণ ব্যথা লাগছে তার। কিন্তু সে পাত্তা দিলো না।

বাসায় ফিরে সবগুলো রেকর্ড একটা কাপড়ের ব্যাগে ঢুকালো। এদের সাথে কত স্মৃতি জড়িত তার। এসজিটি পেপারস লোনলি হার্টস ক্লাব ব্যান্ড দেখে সে থেমে গেল। এই গানটা সংগীত নিয়ে বিটলের পরীক্ষা করার সময়ের ফসল। কভারে বিটলসের চারজন মিলিটারি রেগালিয়া পড়েছে। সাথে পপ কালচারের ঐতিহাসিক সব কিংবদন্তির কাটআউট।

ডানের দিকে একজন মহিলা যিনি দেখতে মেরিলিন মনরোর মতো, তার পাশের একটা জায়গা কালো মার্কারে দাগানো। তার চাচাতো ভাই সেখানে টেপ দিয়ে নিজের ছবি লাগিয়েছিল। একজন ভক্ত হিসেবে চেয়েছিল যেন এই কভারে বিটলসের সাথে তার ছবি থাকে।

SHAMVALA ADMIN

কসুকে যখন সেই ছবিটা রেকর্ড থেকে তুলে ফেলল তখন তার সাথে কভারের কাগজ কিছুটা ছিঁড়ে উঠে যায়। এজন্য সে সেখানে কালো মার্কারের দাগ দিয়ে জায়গাটা কালো করে দেয় যেন দেখতে খারাপ না দেখায়।

তোমার রেকর্ডগুলো বিক্রি করে দিচ্ছি বলে দুঃখিত। আর কোনো উপায় নেই। হয়তো তার চাচাতো ভাই স্বর্গ থেকে তার প্রার্থনা শুনতে পাবে।

কিমিকো তাকে কাপড়ের ব্যাগ বয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলল, 'এসব কী? ' কসুকে সব সত্যি বলে দিলো। কিন্তু কিমিকো ভ্রুক্ষেপ করল না। শীঘ্রই কসুকের বন্ধু দশ হাজার ইয়েন একটা খামে ভরে তার বাসার সামনে উপস্থিত হলো।

'বাহ!' ব্যাগ দেখে বন্ধু বলল, 'তুমি সত্যিই বিক্রি করে দিতে চাও? লম্বা সময় ধরে এগুলো সংগ্রহ করেছো তুমি।'

'আসলে হুট করে বুঝতে পারলাম। আমি আর বিটলসের সাথে নিজেকে একাত্ম অনুভব করছি না। চলচ্চিত্রটা দেখেছি।'

'লেট ইট বি?'

'হ্যাঁ।'

'ওহ,' বন্ধুটা যেন আধো মেনে নেওয়া আর আধো অবিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়ল। ব্যাগটা তুলে নিয়ে চলে যাবার সময় বলল, 'ধন্যবাদ, কাল দেখা হচ্ছে।'

'কাল?' ব্যাপারটা বুঝে উঠতে তার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। কসুকে তো ভুলেই গিয়েছিল কালকের কথা। কাল তাদের ফল টার্মের প্রথম ক্লাস।

'হ্যাঁ, কাল স্কুলে দেখা হচ্ছে।'

অবশেষে দরজাটা বন্ধ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। ইচ্ছে করছে এখানেই গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়তে।

SHAMVALA ARMY

৬

সাদাযুকি রাত আটটায় বাড়ি ফিরল। এত দেরি করে সে কখনও ফেরে না।

'অফিসে সব গুছিয়ে এসেছি। খোঁজাখুঁজি যত দেরিতে হবে ততই ভালো।' টাইয়ের বাঁধন আলগা করতে করতে বলল সে। শার্টটা ঘামে ভিজে গেছে।

দেরি করে রাতের খাবার খেল তারা। এই বাসায় তাদের শেষ ডিনার হলো আগের রাতের খাবার দিয়ে। ফ্রিজটা আগেই বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

খেতে খেতে সাদাযুকি আর কিমিকো তাদের পরিকল্পনা নিয়ে নিচু গলায় কথা বলল। তারা কী নেবে, কী রেখে যাবে। এসব তো আগেই ঠিক করে রেখেছিল।

এখন যেন কেবল শেষবারের মতো সাবধান হয়ে নেওয়ার জন্য বলা।

কিমিকো কসুকের রেকর্ডের কথা তুলল।

'বিক্রি করে দিয়েছো? সব? কেন?' সাদাযুকি খুব অবাক হয়েছে।

'জানি না। সেগুলো তো আর চালাতেও পারব না।'

'বাহ, ভালোই হয়েছে। বোঝা কমল। কত পেয়েছো?'

উত্তর দিতে কসুকের একটু দেরি হতেই কিমিকো বলে উঠল, 'দশ হাজার ইয়েন।'

'মাত্র দশ হাজার?' সাদাযুকির মেজাজ যেন সাথে সাথেই বদলে গেল, 'হতচ্ছাড়া কোথাকার। কতগুলো ছিল। বেশিরভাগই তো এলপি। জানো সেগুলোর এখন দাম কত? বিশ বা ত্রিশ হাজার সহজেই পাওয়া যেত। মাত্র দশ হাজারে দিয়ে দিলে? ভাবছিলে-টা কী?'

'আমি সেগুলো বিক্রি করে টাকা কামাতে চাইনি।' কসুকে মাথা নিচু করে রইল, 'ওগুলো তেতসুর।'

SHAMAA AADMI

তার বাবা শব্দ করে হেসে উঠল, 'গর্দভের মতো কথা বলবে না। কোনো কিছু বিক্রি করতে হলে লাভে বিক্রি করবে। এতদিন যেভাবে আয়েশে চলেছো এখন থেকে আর সেসব চলবে না। বুঝতে পেরেছো?'
কসুকে মাথা তুলল। সে জিজ্ঞাসা করতে চাইছে এসবে তার দোষটা কোথায়? কিন্তু সাদাযুকি তার ছেলের চেহারায় যেন অন্য কিছু দেখতে পেল, 'বুঝতে পেরেছো?'
কসুকে চামচ তার থালায় ফেলে দিলো, 'যথেষ্ট হয়েছে।
টেবিল ছেড়ে চলে যেতে লাগল।
'উত্তর দাও!'
'চুপ করো। আমি বুঝতে পেরেছি।'
'কী বললে? নিজের বাবার সাথে এভাবে কথা বলবে তুমি?'
'সাদাযুকি,' কিমিকো সাবধান করল, 'অনেক হয়েছে।'
'না হয়নি। এই, ওই দশ হাজার ইয়েন দিয়ে কী করেছো?'
রাগে কসুকের গা জ্বলছে।
'কার টাকায় ওসব কিনেছিলে? ওই কষ্টে অর্জিত টাকাগুলো কার?
'থামো সাদাযুকি। তুমি তোমার নিজের ছেলের কাছ থেকে টাকা নিতে পারো না।'
'টাকা কে নিচ্ছে। ওর জানা উচিত এসব টাকা আসলে কার।'
'যথেষ্ট হয়েছে। কসুকে, নিজের ঘরে গিয়ে জিনিসপত্র গুছাও।'
কসুকে তার মায়ের কথামতো নিজের ঘরে চলে গেল। বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। পোস্টারের বিটলস যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে। উঠে সেসব টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল।
দুঘণ্টা পর দরজায় কড়া নাড়ল কেউ। কিমিকো উঁকি দিলো ভেতরে, 'শেষ? '
'প্রায়,' কসুকে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স আর ডাফেল দেখালো, 'এখন যাচ্ছি?'

SHAMVALA ADMIN

‘শীঘ্রই,’ কিমিকো ভেতরে এলো, ‘দুঃখিত, তোমাকে এসব সহ্য করতে হচ্ছে।’

কসুকে কিছু বলল না। বলার কিছু নেই।

‘কিন্তু আমি নিশ্চিত, সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। একটু ধৈর্য ধরো।’

‘আচ্ছা।’

‘তোমার বাবা আর আমি—বিশেষত তোমার বাবা–তোমার সুন্দর জীবনের জন্য যে-কোনো কিছু করতে প্রস্তুত। প্রয়োজন হলে নিজের জীবনও দিয়ে দিতে রাজি।’

যত্তসব। নিজের ছেলেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে সুন্দর জীবন দিতে চাচ্ছে। ভাবল কসুকে।

‘আচ্ছা, তাহলে আধা ঘণ্টার মাঝে নিচে চলে এসো।’ কিমিকো চলে গেল।

রিঙ্গোর মতো, কসুকে ভাবল। লেট ইট বি-তে একমাত্র রিঙ্গোই বিটলসকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সব চেষ্টা বিফলে যায়।

ঠিক মধ্যরাতে কসুকের পরিবার পালিয়ে যায়। সাদাযুকি একটা সাদা কার্গো ভ্যান জোগাড় করে রেখেছিল। সামনের বেঞ্চ সিটে বসেছিল তারা। সাদাযুকি স্টিয়ারিং হুইলে ছিল। ভ্যানের পেছনটা কার্ডবোর্ড বাক্সে ভরতি।

ঢোকার আগে কসুকে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘কোথায় যাচ্ছি আমরা?’

‘যখন পৌঁছে যাব তখন বুঝে যাবে।’ ভ্রমণের পুরো সময় আর কেউ কোনো কথা বলেনি।

হাইওয়েতে উঠে যায় তারা। কসুকে বুঝতে পারছিল না তারা কোথায় যাচ্ছে। রাস্তার সাইনগুলো তার পরিচিত না। দুঘণ্টা পর কিমিকো বলল তাকে বাথরুমে যেতে হবে এবং সাদাযুকি একটা রেস্ট এরিয়ার সামনে

SHAMVALA ADMIN

ভ্যান থামায়। কসুকে একটা সাইন দেখে বুঝল তারা ফুজিকাওয়াতে আছে।

রাতের বেলা পার্কিংলটটা একদমই খালি। কিন্তু তাও সাদাযুকি ভ্যানটা একদম কোনায় পার্ক করেছে। সন্দেহ করার কোনো সুযোগ কাউকে দিতে চায় না সে। কসুকে তার বাবার সাথে বাথরুমে ঢুকে গেল। সিংকে হাত ধোবার সময় সাদাযুকি তার পাশে এসে দাঁড়াল।

'তুমি কিছুদিনের জন্য কোনো হাত খরচ পাবে না।

কসুকে আয়নায় তার বাবার প্রতিবিম্বের দিকে তাকায়।

'অবাক হবার কিছু নেই,' সাদাযুকি বলতে থাকে, 'তাছাড়া, তোমার কাছে দশ হাজার ইয়েন তো আছেই।'

আবার সেই দশ হাজার ইয়েনের কথা। ঘেন্না লেগে যাচ্ছে কসুকের।

সাদাযুকি হাত ধুয়ে বেরিয়ে গেল।

নিজের বাবাকে চলে যেতে দেখে কসুকের তার বাবা-মায়ের সাথে থাকার শেষ ইচ্ছাটুকুও মরে গেল। তাদের বন্ধন ভেঙে গেছে। নিশ্চিতভাবেই।

কসুকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ভ্যানের বিপরীত পাশে দৌড়ালো। তাকে তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হবে। দ্রুত দৌড়াতে শুরু করল, যেন জীবন বাঁচিয়ে পালাচ্ছে। অন্য একটা পার্কিংলটে চলে এলো। এখানে ট্রাক ভরতি।

একটা লোক একটা ট্রাকের ভেতরে ঢুকল। মনে হচ্ছে এখনই ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে যাবে। কসুকে দ্রুত সেদিকে ছুটে ট্রাকটার পেছনে চড়ে বসল। সেখানে অনেকগুলো কাঠের বাক্সের সারি। কোনো বাজে গন্ধ নেই, আর লুকিয়ে থাকার যথেষ্ট জায়গা আছে।

ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল। কসুকে চরম সিদ্ধান্তের মুখোমুখি এখন। ডেকের পেছনে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল সে।

SHAMVALA ADMIN

ট্রাক চলতে শুরু করেছে। কসুকের বুক ধক-পক করছে। বড়ো বড়ো শ্বাস নিচ্ছে সে। হাঁটু জড়িয়ে ধরে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। ঘুমাবার চেষ্টা করল। কিচ্ছু ভাবতে চাইল না। কিন্তু পরিস্থিতির জটিলতা আর অনিশ্চয়তা তাকে দুচোখের পাতা এক করতে দিলো না।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কসুকে জানত না এই ট্রাক কোথায় যাচ্ছে। অন্ধকারে কোনো কিছু বুঝতেও পারছিল না সে। কিন্তু আলো থাকলেও কেবল বাইরের দৃশ্য দেখে জায়গা চেনা তার জন্য দুষ্কর হতো।

সে ভেবেছিল আজ আর ঘুম আসবে না। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ঘুম অবশেষে এসেই পড়ল। তবে ট্রাকটা থামতেই তন্দ্রা কেটে গেল। ট্রাকটা কোনো ট্রাফিক লাইটে থামেনি। নিশ্চয়ই গন্তব্যে এসে পড়েছে। কসুকে বাইরে উঁকি দিলো। বিশাল এক পার্কিং লটে আছে ট্রাকটা। আশেপাশে আরও অনেক ট্রাক।

চারদিকে যখন কেউ ছিল না তখন কসুকে ট্রাক থেকে নেমে সোজা এক্সিটের দিকে চলে গেল। ভাগ্য ভালো সেখানে কোনো দারোয়ান নেই। কোনো এক শিপিং ফ্যাসিলিটি এটা। সে এদোগাওয়া, টোকিওতে আছে।

চারিদিকে গভীর অন্ধকার। কোনো দোকান খোলা নেই। বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে। কোথায় যাচ্ছে তা জানে না কিন্তু তাও থামল না। হয়তো কোথাও না কোথাও পৌঁছে যাবে।

দিনের আলো ফুটতে শুরু করলে বাসের ওয়েটিং স্টেশনের সাইন দেখতে পেল কসুকে। গন্তব্য: টোকিও স্টেশন। চমৎকার। চলতে থাকলে সেখানে পৌঁছে যাবে সো

কিন্তু টোকিও গিয়ে সে করবে-টা কী? অন্য কোথাও যাবে? টোকিও স্টেশন থেকে ট্রেন অনেক জায়গায় যায়। কোনটা বেছে নেবে?

SHAMVALA ADMIN

হাঁটতে হাঁটতে নিজের বাবা-মায়ের কথা মনে পড়তে লাগল তার। তারা যখন বুঝতে পেরেছে কসুকে তাদের সাথে নেই, তখন তারা কী করেছে? খোঁজার কোনো রাস্তা নেই। তারা রিপোর্টও করতে পারবে না আর বাড়িতেও ফিরে যেতে পারবে না।

হয়তো তারা গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবে। সব কিছু ঠান্ডা হলে কসুকেকে খুঁজবে। কিন্তু সরাসরি খুঁজতে পারবে না। কোনো আত্মীয়ের সাথেও যোগাযোগ করতে পারবে না। সেই ভয়ানক লোকগুলো সবখানে জাল বিছিয়ে রেখেছে।

কসুকেও তার বাবা-মাকে খুঁজতে পারবে না আর। তারা লুকিয়ে থাকার পরিকল্পনা করেছে। হয়তো নিজেদের আসল নামও ব্যবহার করবে না।

অর্থাৎ সে আর কখনও তার বাবা-মায়ের দেখা পাবে না। ভাবনাটা যেন তীরের মতো বিঁধল তার বুকে। কিন্তু কোনো আফসোস নেই। তাদের মনের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। একে আর জোড়া লাগাবার বা একসাথে থাক র চেষ্টা করেও লাভ নেই। বিটলস এটা শিখিয়ে দিয়েছে তাকে।

দিনের আলো বাড়ার সাথে সাথে ট্রাফিকও বাড়তে লাগল। পথচারীর সংখ্যাও বাড়ল। বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে। কসুকের মনে পড়ল আজ ফল টার্মের প্রথম ক্লাস।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন। কিন্তু গ্রীষ্মের তাপ কমেনি। তার টি শার্টটা ঘামে আর ধুলায় ভিজে গেছে।

দশটার দিকে টোকিও স্টেশনে পৌঁছে গেল সে। পায়ে হেঁটে এই প্রথম এলো। প্রথমে বিল্ডিংটা চিনতে পারেনি। হুট করে দেখে মধ্যযুগীয় ইউরোপের কোনো পুরোনো প্রসাদ বলে মনে হয়েছে।

বুলেট ট্রেনের একটা সাইন দেখল কসুকে। এটাতে চড়ার শখ তার অনেক দিনের। সে ভেবেছিল এই বছর অবশেষে সেই শখ পূরণ হবে। এটা টোকিও থেকে সোজা ওসাকাতে যায়, যেখানে এক্সপো চলছে।

SHAMVALA ADMIN

সে ওখানেই যাবার সিদ্ধান্ত নিলো। তার পকেটে এখন চৌদ্দ হাজার ইয়েন আছে: দশ হাজার রেকর্ডের আর বাকি চার হাজার নিউ ইয়ারের সময়ে জমিয়েছিল।

আচ্ছা। এক্সপোতে যাবে। এরপর? সেখানে গেলেই বোঝা যাবে। সেখানে জাপানের—সমস্ত পৃথিবীর—অনেক লোক এক্সপো পালনের জন্য জড়ো হয়েছে। নতুন নতুন উদ্ভাবনের, নতুন নতুন সুযোগের মেলা চলছে। সেও কিছু না কিছু খুঁজে পেয়ে যাবে সেখানে।

টিকেট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে শিন-ওসাকা স্টেশনের ভাড়া দেখে খুশি হলো। অত বেশি না। দুটো লাইন আছে: হিকারি ও কোডামা। কোডামা বেছে নিলো। টাকা যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে চলতে হবে।

কাউন্টারে পৌঁছে টিকেট এজেন্টকে বলল, 'শিন-ওসাকার একটা টিকেট দিন।'

'স্টুডেন্ট ডিসকাউন্ট চাই? আইডি দেখাতে হবে তাহলে।'

'ওহ, সেটা তো আনতে ভুলে গেছি।'

'তাহলে সাধারণ ভাড়া দিতে হবে।'

'আচ্ছা।'

লোকটা এরপর তাকে সময়, রিজার্ভ সিট নিয়ে প্রশ্ন করল। কসুকে উত্তর দিলো সবগুলোর।

'এক সেকেন্ড অপেক্ষা করুন,' লোকটা পেছন দিকে চলে গেল। কসুকে টাকা আবার গুনে নিলো। টিকেট নিয়ে সকালের নাস্তার জন্য একটা বেন্টো বক্স কিনতে হবে।

তখনই ঘটনাটা ঘটল। কেউ তার কাঁধে হাত রাখল।

'শুনুন।'

কসুকে ঘুরে দেখল একটা স্যুট পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

'জি?'

'কিছু কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে। দয়া করে এদিকে আসুন।'

SHAMVALA ADMIN

‘কিন্তু—আমার টিকেট—’

‘সময় লাগবে না। কেবল কয়েকটা প্রশ্ন করব, এরপর নিজের রাস্তায় চলে যাবো। আসুন।’

লোকটা শক্ত করে কসুকের বাহু ধরে নিয়ে চলল। কসুকে বুঝে গেল সে খোশগল্প করার জন্য কসুকেকে নিয়ে চলছে না। লোকটা অফিসে নিয়ে এলো তাকে। সে বলেছিল সময় লাগবে না। কিন্তু ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। কারণ কসুকে কোনো উত্তর দিচ্ছিল না। এমনকি প্রথম প্রশ্নেরও না।

‘তোমার নাম ঠিকানা বলো।’

৭

লোকটা মেট্রোপলিটনের জুভেনাইল ডিভিশনের এক গোয়েন্দা। অনেক ছেলেমেয়েই বাসা থেকে পালিয়ে টোকিও স্টেশনে চলে আসে। আর এসব গোয়েন্দা তাদেরকে স্টেশনে খুঁজে বেড়ায়। কসুকের ময়লা টি শার্ট আর নার্ভাস চেহারা দেখে লোকটা শুরুতেই বুঝে গিয়েছিল। লাইনে কসুকের পেছনে দাঁড়িয়েছিল। সুযোগ বুঝেই টিকেট এজেন্টকে ইশারা দিলে সে পেছনে চলে যায় আর লোকটা কসুকেকে নিয়ে চলে আসে।

গোয়েন্দা অনেক চেষ্টা করেও কসুকের কাছ থেকে কিছু বের করতে পারল না। সে ভেবেছিল কসুকে সব কিছু বলে দেবে আর এরপর তার বাবা-মা বা স্কুলে ফোন করবে যেন তারা এসে ছেলেটাকে নিয়ে যায়। যেমনটা সে অন্যদের বেলায় করে।

কিন্তু কসুকে তার পরিচয় একদমই দিলো না। কিছু বলতে গেলে পুরো ব্যাপারটাই খুলে বলতে হবে।

তারা যখন কসুকেকে ট্রেন স্টেশনের অফিস রুম থেকে পুলিশ স্টেশনের কনফারেন্স রুমে নিয়ে গেল, তখনও সে চুপই রইল। তাকে খাবার জন্য রাইস বল আর ঠান্ডা চা দেওয়া হলো। কিন্তু সে ছুঁয়েও

SHAMVALA ADMIN

দেখল না। ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে কিন্তু এগুলো খেলে এদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

'আচ্ছা,' গোয়েন্দাটা হেসে উঠল, 'অনেক হয়েছে। এখন কিছু খেয়ে নাও।'

সে কসুকেকে একা রেখে ঘরটা থেকে বেরিয়ে গেল।

সে যেতেই কসুকে গপগপ করে সব খেয়ে নিলো। কাল রাতের পর থেকে আর কিছু খায়নি সে। এখন একটা সামান্য রাইস বলকেও যেন তার কাছে অমৃত বলে মনে হচ্ছে।

একটু পরই গোয়েন্দা আবার এলো, 'কথা বলতে প্রস্তুত?

কসুকে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইল।

'এই বাচ্চাটা একটা আপদ।'

একটা লোক এসে গোয়েন্দার সাথে কিছু কথা বলল। কসুকে তাদের কথা শুনে ধারণা করল তারা কসুকেকে সারা দেশের নিখোঁজ ব্যক্তির লিস্টের সাথে মিলিয়ে দেখছে।

এরা যদি কসুকের স্কুলে ফোন করে, তখন কী হবে? স্কুল থেকে বলবে সে ছুটিতে আছে। সাদাযুকি স্কুলে ফোন করে বলেছিল তারা এক সপ্তাহের জন্য গ্রামের বাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু সেটাও সন্দেহজনক ছিল না?

রাত হয়ে এলো। কসুকে সেখানেই রাতের খাবার খেল। রাইস বোল আর টেম্পুরা। চমৎকার খাবার।

'অন্তত পক্ষে তোমার নাম তো বলবে?' গোয়েন্দা আবার বলল। কসুকের লোকটার জন্য এখন খারাপ লাগছে।

'হিরোসি।'

লোকটার চেহারা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'কী বললে?'

'হিরোসি ফুজিকাওয়া।'

গোয়েন্দা তাড়াতাড়ি খাতা কলম বের করল। 'লেখো তো নামটা।'

কসুকে লিখে দিলো।

SHAMVALA ADMIN

ছদ্মনাম ব্যবহার করার বুদ্ধিটা তার মাথায় আগেই এসেছিল। ওয়ার্ল্ড এক্সপোর জাপানিজ প্রতিশব্দ 'হিরোসি' আর কাল রাতের রেস্ট শপের নাম 'ফুজিকাওয়া' মিলিয়ে এই ছদ্মনাম বের করেছে।

'ঠিকানা?'

কসুকে আর কিছু বলল না। কনফারেন্স রুমেই রাত কাটাল সে। তারা শোবার ব্যবস্থা করে দিলো। কসুকে কম্বল পেঁচিয়ে সারারাত ঘুমালো। পরদিন সকালে গোয়েন্দা আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে লেগে গেল।

'এখন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সত্যি করে বলে ফেলো তুমি কে। নাহয় ওরা তোমাকে জুভেনাইল অ্যাফেয়ার্সের কাছে দিয়ে দিবে। আজীবন সেখানেই ফেঁসে থাকতে হবে।'

কসুকে উত্তর দিলো না। গোয়েন্দাটা এখন রেগে যাচ্ছে।

'তোমার মা-বাবাই বা কোথায়? ছেলে হারিয়ে গেছে সেটা টের পায়নি এখনও?'

কসুকে কিছু বলল না।

'মনে হয় চুপ থাকার পেছনে কোনো ভালো কারণই আছে তোমার। হিরোসি ফুজিকাওয়া, এটা তোমার আসল নাম না, তাই না?'

এরপর শীঘ্রই কসুকেকে জুভেনাইল অ্যাফেয়ার্সের কাছে হস্তান্তর করা হয়। কসুকে ভেবেছিল সেটা কোনো স্কুল বিল্ডিংয়ের মতো কিছু হবে কিন্তু একটা পুরোনো ইউরোপিয়ান প্রাসাদ দেখে সে অবাক হয়ে যায়। কসুকে সেখানে দুই মাস ছিল। এ সময়ের মাঝে তার সাথে অনেকের দেখা হয়। ডাক্তার, সাইকিয়াট্রিস্ট। সবাই 'হিরোসি ফুজিকাওয়ার' আসল পরিচয় জানার চেষ্টা করেছে। কেউ সফল হয়নি। কসুকের সাথে মিলে যায় এমন কোনো নিখোঁজ ব্যক্তির রিপোর্ট না পেয়ে সবাই খুব অবাক হয়। তার বাবা-মা কোথায়? কেউ তাকে খুঁজছে না কেন? কেউ কোনো উত্তর খুঁজে পেল না।

SHAMVALA ADMIN

এরপর সে মারিমিটসুয়েন নামে এক অনাথাশ্রমে চলে আসে। এটা টোকিও থেকে একটু দূরে। কিন্তু তার আসল বাসা থেকে মাত্র আধা ঘণ্টার পথ

চারতলা বিল্ডিংটা গাছগাছালিতে ঘেরা। পেছনে পাহাড়। ছোটো বাচ্চা থেকে শুরু করে হাইস্কুলের ছেলেমেয়ে, সবাই আছে।

'তোমার পরিচয় বলতে চাও না, ঠিক আছে। কিন্তু তোমার জন্ম সালটা বলতেই হবে। কোন গ্রেডে পড়ো তা না জেনে তোমাকে স্কুলে পাঠাতে পারব না।' একটা বয়স্ক লোক কসুকেকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

কসুকের আসল জন্মদিন ফেব্রুয়ারি ২৬, ১৯৫৭। কিন্তু আসল বয়স দেওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এর চেয়ে বেশি বললে সে আর কখনও মিডেল স্কুলের তৃতীয় বর্ষের টেক্সট বই দেখতে পাবে না।

উত্তর ছিল জুন ২৯, ১৯৫৭।

জুন ২৯—যেদিন বিটলস জাপানে পা রেখেছিল।

৮

দ্বিতীয় গিনেসটা শেষ করল সে।

'আরেকটা লাগবে?' এরিকো জিজ্ঞাসা করল। 'নাকি স্ট্রং কিছু দেবো?'

'হ্যাঁ,' কসুকে বারের লিকার বোতলগুলোর ওপর চোখ বুলালো, 'একটা বুনাহাভাইন নেবো।'

এরিকো মাথা নেড়ে গ্লাস বের করল।

আই ফিল ফাইন চলছিল স্পিকারে। কসুকে সেটার সাথে অজান্তেই গুনগুন করছিল। বুঝতে পেরে থেমে যায়।

এরিকো আইস পিক দিয়ে বরফ টুকরো করছিল। সেটা দেখে কসুকের মনে পড়ে গেল, সে কীভাবে কাঠে খোদাই করত।

অনাথাশ্রমের জীবন খারাপ ছিল না। তার টেবিলে খাবার থাকত আর স্কুলেও যেতে পারত সে।

SHANVALA ADMIN

তার নাম হিরোসি ফুজিকাওয়াই থাকে। কিন্তু সবাই তার নামের প্রথম অংশ ধরে ডাকত, যেটা জাপানে সচরাচর হয় না। প্রথম প্রথম একটু সমস্যা হতো কিন্তু দ্রুতই সেই নামের সাথে মানিয়ে যায় সে।

বন্ধু-বান্ধব বেশি একটা ছিল না তার। আসলে সে নিজেই এড়িয়ে চলত। কারও কাছাকাছি যেতে ভয় হতো। পাছে তার আসল পরিচয় জেনে যায় কিনা। নিজেকে দূরে দূরে রাখত সবার কাছ থেকে। বাকি বাচ্চারাও তাকে একটু ভয় পেত। একা একাই থাকত কসুকে।

খেলার কোনো সাথী ছিল না তার কিন্তু সে বিশেষত একাকী বোধও করত না।

অনাথাশ্রমে ঢুকে এক নতুন শখ পেয়ে বসে তাকে। কাঠে খোদাই করা। সে বেঞ্চের ভাঙা কাঠগুলো তুলে নিয়ে তাতে নিজের ইচ্ছেমতো পশুপাখি, রোবট, সুপারহিরো, গাড়ি—যা মনে আসত তাই খোদাই করত। প্রথম প্রথম কেবল সময় কাটাবার জন্য এটা শুরু করেছিল। কিন্তু পরে এতে মন বসে যায়। উপভোগ করতে শুরু করে।

একটা কাজ হয়ে গেলে সেটা সবচেয়ে ছোটো বাচ্চাটাকে দিয়ে দিতো। তারা প্রথমে অবাক হতো। কিন্তু পরে খুশি হয়ে যেত। অনাথাশ্রমের বাচ্চারা সহজে খেলনা পেত না। শীঘ্রই একে একে অনুরোধ আসতে লাগল, 'আমি মমিন চাই', 'আমাকে একটা কামেন রাইডার বানিয়ে দাও না' বাচ্চাগুলোকে খুশি করতে পেরে কসুকেও খুব খুশি হতো।

স্টাফরাও কসুকের প্রতিভা দেখে খুব খুশি হয়। একদিন তার ডাক পড়ে ডিরেক্টরের অফিসে। খুবই অপ্রত্যাশিত একটা প্রশ্ন করা হয় তাকে পেশা হিসেবে কী বেছে নিতে চায় সে? ডিরেক্টরের এক পরিচিত লোক উড-কার্ভিং স্টুডিয়ো চালায় আর সে একজন দক্ষ লোক খুঁজছে। কসুকে যদি তার সাথে থেকে কাজ শিখতে রাজি হয় তবে তাকে নাইট স্কুলের অনুমতি দেওয়া হবে আর সেখান থেকেই সে হাইস্কুলের ডিপ্লোমা নিতে পারবে।

SHAMVALA ADMIN

মিডেল স্কুল প্রায় শেষ কসুকের। হয়তো একারণেই স্টাফরা তাকে নিয়ে এখন চিন্তিত।

স্টাফরা এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করতে চাইছে: কসুকেকে একটা আইনত নাম দেওয়া। ফ্যামিলি কোর্টকে লম্বা সময় ধরে তারা অনুরোধ করে আসছে তার নামে একটা রেজিস্ট্রি দেওয়ার জন্য। অবশেষে সেই অনুরোধ গৃহীত হয়।

এই অনুরোধ সাধারণত খুব ছোটো বাচ্চাদের জন্য গৃহীত হয়। কসুকের মতো বড়ো বাচ্চার জন্য না। কিন্তু কসুকের কেস আলাদা। তার নামে কোনো নিখোঁজ রিপোর্টও নেই। এমনটা কখনও হয় না। তাই এটা একটা সম্পূর্ণ আলাদা অনুরোধ ছিল।

ফ্যামিলি কোর্টের লোকজন তার সাথে কয়েকবার দেখা করতে আসে। তার পরিবার বা পরিচয় সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে। কিন্তু স্বভাবতই কসুকে এই ব্যাপারে একটা কথাও বলেনি।

‘হয়তো কোনো মানসিক আঘাতে তার সেসব স্মৃতি মুছে গেছে,’ অবশেষে এই সিদ্ধান্তে আসে তারা, ‘ও চাইলেও আমাদেরকে কিছু বলতে পারবে না।’ হয়তো বড়োরা এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবার জন্য উপসংহার হিসেবে এটা বেছে নেয়।

মিডেল স্কুল শেষ করার কিছুদিন আগেই কসুকের নাম আইনত ‘হিরোসি ফুজিকাওয়া’ রেজিস্টার হয়ে যায়। আর এরপর সে অনাথাশ্রম ছেড়ে সাইতামাতে পাড়ি জমায়, শিক্ষানবিশ হিসেবে কাঠের খোদাই শিখবার জন্য।

৯

ওস্তাদের সাথে পড়াশোনা করা সহজ ছিল না। লোকটা সেকেলে: জেদি আর কঠোর। প্রথম বছর কসুকে কেবল যন্ত্রপাতিই পরিষ্কার করেছে। দ্বিতীয় বছর গিয়ে অবশেষে সে কাঠে খোদাই করার অনুমতি পায়। কিন্তু যেভাবে বলা হতো, ঠিক সেভাবেই খোদাই করতে হতো।

SHAWALAADMIN

একদিনে বিশবার বা ত্রিশবার। প্রতিটা খোদাই হুবহু না হওয়া পর্যন্ত তাকে অন্যটা করতে দেওয়া হতো না। একে গতিশীল কাজ বলা যায় না।

কিন্তু ওস্তাদ খুব ভালো লোক ছিলেন। কসুকের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতেন। কসুকেকে পেশাদার বানিয়ে তোলা যেন তার ব্যক্তিগত লক্ষ্যে পরিণত হয়। কসুকে এসব জানত কারণ ওস্তাদের দোকানটা উত্তরাধিকার সূত্রে সেই পেতে চলেছিল। লোকটার স্ত্রীও সমান দয়ালু প্রকৃতির।

হাইস্কুল শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে স্টুডিয়োতে কাজ করতে শুরু করে কসুকে। শুরুতে কেবল সহজ কাজ নিতো। আস্তে আস্তে যখন সে অভ্যস্ত হয়ে উঠে আর লোকজন যখন তার কাজে আস্থা রাখতে শুরু করে তখন সে জটিল কাজ নেয়। সেগুলো করাটা যেমন সহজ না, সেসব কাজের দামও তেমন চড়া

দিনগুলো খুব চমৎকার ছিল। পরিবারের সাথে পালিয়ে যাবার স্মৃতি সে ভুলতে পারেনি কিন্তু সে এখন বলতে পারে, যে সে ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরিবারের সাথে না থেকে তার মঙ্গল হয়েছে।

সেই বয়স্ক লোকের পরামর্শমতো কাজ করলে সে এখন কোথায় থাকত?

১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে শান্তিতে বিঘ্ন ঘটে। টিভিতে খবরটা শুনতে পায় কসুকে।

জন লেননকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে।

বিটলসের সাথে জড়িত সব ভালো-খারাপ স্মৃতি মনে পড়ে গেল তার। বেশিরভাগই খারাপ কিন্তু তাদের সাথে স্মৃতিবেদনা জড়িয়ে আছে।

বিটলস ভেঙে ফেলার কারণে জন লেনন কি কখনও আফসোস করেছিল? প্রশ্নটা মাথায় ঢুকে গেল তার।

SHAMVALA ADMIN

নাহ, হতে পারে না। বিটলস যখন ভেঙে যায় তখন চারজন গায়ক নিজেদের একক সফল ক্যারিয়ার গড়ে তুলে। এর একমাত্র কারণ তারা বিটলসের মোহ ভেঙে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। ঠিক যেভাবে কসুকে তার বাবা-মায়ের প্রভাব থেকে বেরিয়ে ভালো জীবনের সন্ধান পেয়েছে।

তাদের হৃদয়ের বন্ধন ভেঙে গেছে। সেটা একবার ভেঙে গেলে আর ফেরানো যায় না।

আট বছর পরে এক ডিসেম্বরে পত্রিকায় খবরটা পায় সে। মারুমিতসুয়েনে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে গেছে। সবাই বেঁচে ফিরতে পারেনি।

ওস্তাদ তাকে সেখানে যেতে বলল। কসুকে পরদিনই বেরিয়ে পড়ে।

বিল্ডিংয়ের অর্ধেকটা আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। বাচ্চারা আর স্টাফরা জিমনেশিয়ামে আশ্রয় নিয়েছিল। কেরোসিন হিটার দিয়ে জায়গাটা উষ্ণ রাখা হয়েছে কিন্তু তাও সবাই ঠান্ডায় কাঁপছিল।

ডিরেক্টরের অনেক বয়স হয়ে গেছে। কসুকেকে দেখে সে খুব খুশি হয়। অবাকও হয়। যে ছেলেটা নিজের নামও বলতে চায়নি কখনও, সে এখন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, অনাথাশ্রমের দুর্দিনে সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছে।

‘আমি কিছু সাহায্য করতে পারলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন।’ কসুকে ডিরেক্টরকে বলে।

‘তুমি এটা বলেছো সেটাই আমাদের কাছে অনেক।’

বের হবার সময়ে একটা কণ্ঠ শুনতে পেল, ‘হিরোসি?’

এক তরুণী এগিয়ে এলো তার দিকে। হয়তো চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স হবে। সে একটা দামি পালকের কোট পরে আছে।

‘আমি জানতাম এটা তুমি। হিরোসি ফুজিকাওয়া, তাই না?’ তার চোখ জ্বলজ্বল করছে, ‘আমি হারুমি, হারুমি মুতো। মনে আছে?’

SHAMALADMIN

কসুকের মনে নেই। মেয়েটা তার ব্যাগ থেকে কিছু একটা বের করল, ‘এটা দেখো। এখন মনে পড়ছে?’

‘ওহ।’

মেয়েটা একটা কাঠের কুকুরছানা দেখালো তাকে। এটা মনে আছে কসুকের। সেই বানিয়েছিল। মেয়েটার চেহারার দিকে তাকিয়ে মনে হলো এই চেহারা সে কোথাও দেখেছে, ‘তুমিও মারুমিতসুয়েনে ছিলে?’

‘হ্যাঁ। তুমি আমাকে এটা ফিফথ গ্রেডে দিয়েছিলে।’

‘হ্যাঁ। মনে হয়।’

‘তাই নাকি? আমি তোমাকে কখনও ভুলিনি। এই ছোট্ট জিনিসটা আমার এখনও খুব পছন্দের।’

‘ওহ আচ্ছা, দুঃখিত।’

মেয়েটা হেসে কসুকেকে একটা বিজনেস কার্ড দিলো। সেখানে লেখা, অফিস লিটল ডগ, হারুমি মুতো, সিইও। কসুকে তাকে নিজের কার্ড দিলো। খুশি হয়ে উঠল মেয়েটা।

‘কাঠের খোদাইয়ের স্টুডিয়ো—আমি জানতাম তুমি পেশাদার হয়ে যাবে!’

কসুকে মাথা চুলকালো, ‘আমার ওস্তাদ বলে আমি মাত্র আধা পথ পাড়ি দিয়েছি।’

তারা জিমনেশিয়ামের বাইরে একটা বেঞ্চে বসল। হারুমি বলল সে অগ্নিকাণ্ডের খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছে। ডিরেক্টরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

‘তারা আমার জন্য অনেক কিছু করেছে। আমিও এখন সেই উপকার ফিরিয়ে দিতে চাই।’

‘খুব ভালো কাজ করেছো।’

‘তুমিও সে কারণেই এসেছো না?’

SHAMVALA ADMIN

‘আমার ওস্তাদ আমাকে আসতে বলেছে,’ কসুকে মেয়েটার কার্ডের দিকে আবার তাকালো, ‘তুমি নিজের কোম্পানি চালাচ্ছো? কেমন কোম্পানি এটা?’

‘এটা ছোটো একটা উদ্যোগ। তরুণ ছেলেমেয়েদের নিয়ে ইভেন্ট পরিচালনা করি, অ্যাড ক্যাম্পেইন করি। এসব।’

‘বাহ,’ কসুকে কিছুই বুঝল না, ‘এই বয়সেই খুব ভালো সফলতা পেয়েছো। ‘

‘ভাগ্য সহায় ছিল আর কী।’

‘কেবল ভাগ্য না। উচ্চাকাঙ্ক্ষাও লাগে। কোম্পানি চালানো চমৎকার একটা ব্যাপার। তারচেয়ে পে চেক নেওয়া খুব সহজ।’

‘আসলে এটা আমার ব্যক্তিত্ব। আমি কারও আদেশ মানতে পারি না। বেশিদিন কোনো পার্ট টাইম চাকরি করতে পারতাম না। মারুমিতসুয়েন থেকে বের হওয়ার পর খুব কষ্ট করতে হয়েছে। এরপর একজন এই বুদ্ধিটা দিলো। এতে আমার জীবন বদলে যায়।’

‘একজন?’

‘হ্যাঁ, আসলে এক জেনারেল স্টোরের মালিক।’

‘জেনারেল স্টোর?’ কসুকে অবাক হলো।

‘ছোটো একটা স্টোর। আমার এক বন্ধুর বাসার পাশেই। লোকটা নাকি বিনামূল্যে পরামর্শ দিয়ে থাকে, যে-কোনো সমস্যার। কেবল চিঠি লিখতে হয়। এক ম্যাগাজিন সেটা নিয়ে ফিচারও করেছিল। আমিও চেষ্টা করে দেখলাম। সে আমাকে চমৎকার পরামর্শ দিয়েছে। এখন আমি জীবনে সফল কেবলমাত্র তার কারণেই।’

কসুকে ধাক্কা খেল। মেয়েটা নিশ্চয়ই নামিয়া জেনারেল স্টোরের কথা বলছে। কেননা এমন আর কোনো স্টোর নেই।

‘তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করছ না—’

‘না না। করছি। নিশ্চয়ই খুব চমৎকার জায়গা।’

SHAMVALA ADMIN

‘তাই না? কে জানে সেটা এখনও আছে কিনা।’

‘হুম। সবকিছু চমৎকার চলছে শুনে খুশি হলাম।’

‘ধন্যবাদ। সত্যি বলতে সম্প্রতি খুব লাভ করতে পারছি। স্টক, রিয়েল এস্টেট, ইকুইটি ক্লাবে টাকা ইনভেস্ট করছি।’

কসুকে মাথা নাড়ল। ইদানিং এসব শুনেছে সে। রিয়েল এস্টেট বিজনেস আকাশচুম্বী হয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এসব কারণে লাভজনক হয়ে উঠেছে কাঠের কাজও।

‘তুমি স্টকে আগ্রহ রাখো?’

কসুকে হেসে উঠল, ‘মোটেও না।’

‘কেন?’ হারুমিকে একটু চিন্তিত দেখালো। ‘এতে বা রিয়েল এস্টেটে অল্প আগ্রহ থেকে থাকলেও ১৯৯০ এর আগে ইনভেস্ট করে ফেলো। ১৯৯০-এর পর জাপানিজ অর্থনীতি ধ্বসে পড়বে।’

কসুকে খুব অবাক হলো। মেয়েটা এতটা নিশ্চিত হয়ে কীভাবে বলতে পারে এটা?

‘দুঃখিত,’ হারুমি দুর্বলভাবে হাসল। ‘কী অদ্ভুত কথা বললাম, তাই না। ভুলে যাও।’ ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালো সে, ‘এতদিন পর তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগল। আশা করি, আবার দেখা হবে।’

‘অবশ্যই,’ কসুকেও তার সাথে উঠে দাঁড়ালো, ‘বিদায়।’

বিদায় নিয়ে ভ্যানে উঠে পড়ল কসুকে। ইঞ্জিন চালু করেও হুট করে ব্রেক করল।

নামিয়া জেনারেল স্টোর।

জায়গাটার কথা আবার মাথায় ঢুকে গেছে তার। কসুকে লোকটার পরামর্শ নেয়নি এবং তার ধারণা এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু হারুমির মতো অনেকেই তার পরামর্শ নিয়েছে। এবং তারা লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞ।

SHAMVALA ADMIN

কসুকের ভ্যান চালু হলো ঠিকই, কিন্তু সেটা নিয়ে সোজা নামিয়া স্টোরের দিকে রওনা হলো। এতদিনে হয়তো সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু একবার স্টোরটা নিজের চোখে দেখতে ইচ্ছে করছে তার। হয়তো তাতে কোনো বোঝা হালকা হবে।

আঠারো বছর পর এই প্রথম নিজের শহরে ফিরল সে। কত শত শত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই শহরের সাথে। কেউ তাকে এখন আর চিনবে না। কিন্তু তাও সে মানুষের চোখ এড়িয়ে চলল।

শহরটা খুব বদলে গেছে। জনসংখ্যা বেড়েছে। নতুন বাড়িঘর আর রাস্তা তৈরি হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

কিন্তু নামিয়া জেনারেল স্টোর বদলায়নি। সেই আগের জায়গায় আগের মতই আছে। বিল্ডিংয়ের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে আর সাইনটা এখন আর পড়া যায় না। কিন্তু এটা তার চিরপরিচিত নামিয়া জেনারেল স্টোরই। যেন শাটার খুললে এখনও স্টেশনারির শেলফ দেখা যাবে।

কসুকে ভ্যান থেকে বেরিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। সেদিন রাতে যখন চিঠি মেইল স্লটে ফেলেছিল, সেটার কথা মনে পড়ল। নিজের অজান্তেই পাশের গলি পেরিয়ে মিল্ক ক্রেটের পাশে উপস্থিত হলো কসুকে। বিনের ঢাকনা তুলল। কিছু নেই।

একটা নিশ্বাস ফেলল সে। কী করছি আমি? যথেষ্ট হয়েছে।

ঠিক তখনই দরজা খুলে এক মধ্য বয়স্ক লোক বের হলো। সেও কসুকের মতো অবাক হয়েছে। নিশ্চয়ই এখানে কাউকে দেখবে বলে আশা করেনি।

'দুঃখিত।' কসুকে বিনের ঢাকনা লাগিয়ে দিলো, 'আমি কেবল—'

'আপনি কী পরামর্শ নিতে এসেছেন?' কসুকেকে অবাক করে দিয়ে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'আমার বাবাকে চিঠি লিখেছেন, তাই না?'

হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে, 'হ্যাঁ, অনেক আগে লিখেছিলাম।'

লোকটা যেন আশ্বস্ত হলো, 'অবশ্যই, তা না হলে ক্রেট দেখবেন কেন।'

SHAMALA ADMIN

‘দুঃখিত। অনেক বছর পর এসেছি। ভাবলাম জায়গাটা দেখে যাই।’

‘ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। আমি তার পুত্র। সে আট বছর আগে মারা গেছে।’

‘শুনে খুব কষ্ট পেলাম। তো এই বাড়িটা—

‘এখানে কেউ থাকে না। আমি মাঝেমধ্যে চেক করতে আসি।’

‘ভেঙে ফেলবেন নাকি?’

‘আপাতত তেমন কিছু করব না। আপনি কি গুরুতর কোনো চিঠি লিখেছিলেন? যেভাবে উত্তর খুঁজছেন, মনে হয় না মজার ছলে চিঠি দিয়েছিলেন।’

কসুকে বুঝতে পারল লোকটা কী জিজ্ঞাসা করছে।

‘হ্যাঁ। গুরুতরই ছিল।’

লোকটা মাথা নেড়ে কাঠের বাক্স দেখল।

‘আমার বাবা খুব অদ্ভুত। আমি সবসময় ভাবতাম সে এসব চিঠি লিখে সময় কেন নষ্ট করে। এই সময়টা ব্যাবসায় লাগানো উচিত। কিন্তু এটাই তাকে শক্তি দিতো। মানুষের কৃতজ্ঞতাই তাকে শেষ পর্যন্ত প্রশান্তি দিয়েছে।’

‘মানুষ প্রায়ই আসে?’

‘হ্যাঁ। এত বছর চিঠি লেখার পর বাবার মনে হলো সে আসলেই কারও উপকার করতে পেরেছে কিনা তা জানা দরকার। কিন্তু আমার মনে হয় কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিঠিগুলো তার মনকে শান্তি দিয়েছে।’

‘কৃতজ্ঞতার চিঠিও এসেছিল?’

‘হ্যাঁ। এক লোক ছোটোবেলায় পরামর্শ নিয়েছিল। আর পরে বড়ো হয়ে সেটা তার শিক্ষকতার পেশায় কাজে লাগে। আরেকটা এসেছিল এক মেয়ের কাছ থেকে, যার মা এখান থেকে পরামর্শ নিয়েছিল। তার মা দ্বিধায় ছিল, বাচ্চাটাকে জন্ম দেবে কিনা। বাচ্চার বাবা ছিল এক বিবাহিত লোক, যার ইতোমধ্যে স্ত্রী-সন্তান আছে।’

SHAMVALA ADMIN

‘এ পৃথিবীতে হরেক রকমের আকুলতা আছে, তাই না?’

‘একদম সত্যি। সেই কৃতজ্ঞতার চিঠিগুলো পড়ে আমিও এটাই ভেবেছিলাম। একের পর এক চিঠি আসত। আমার বাবা বেশ তৎপর থাকত এসব নিয়ে। একদিন চিঠি আসতো একটা ছেলে তার বাবা-মায়ের সাথে শহর ছেড়ে পালাবে কিনা সেই সমস্যা নিয়ে, তো পরদিন আসতো এক বাচ্চা তার শিক্ষকের প্রেমে পড়েছে সেটা নিয়ে।’

‘এক সেকেন্ড,’ কসুকে ধাক্কা খেল, ‘বাবা-মায়ের সাথে শহর ছেড়ে পালাবে কিনা তা নিয়ে কেউ পরামর্শ চেয়েছিল?’

‘হ্যাঁ। কেন?’

‘সেও ধন্যবাদ চিঠি লিখেছে?’

‘হ্যাঁ। বাবা তাকে বলেছিল তার বাবা-মায়ের সাথেই থাকতে। ছেলেটা সেই পরামর্শ মতোই কাজ করে। এরপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যায় তার। বাবা- মায়ের সাথে একটা সুখী জীবন কাটাচ্ছে।’

কসুকে ভ্রু কুঁচকালো, ‘এটা কবের কথা?’

‘বাবা যেদিন মারা গেল তার আগের রাতে। আসলে ব্যাপারটা এমন না। সেই সময়ে ধন্যবাদ চিঠিগুলো লেখা হয়নি।’

‘মানে?’

‘সত্যি বলতে—’ লোকটা থেমে গেল। ‘ধুর! এটা বলা ঠিক হয়নি। এসবের

কোনো মানে হয় না।’

অদ্ভুত। লোকটা বেরিয়ে দরজা বন্ধ করল।

‘আমাকে যেতে হবে। আপনি চাইলে থাকতে পারেন। যদিও এখানে দেখার মতো কিছু নেই।’

লোকটা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। কসুকে আর একবার মিল্ক ক্রেটের ভেতরে দেখল।

এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো যেন মিল্ক ক্রেটটা বদলে গেছে।

SHAHWALAADMIN

১০

সুকে খেয়াল করল স্পিকারে এখন 'ইয়েস্টারডে' চলছে। সে আরও একটা হুইস্কির অর্ডার দিয়ে নিজের লেখা চিঠিতে চোখ বুলালো।

.

নামিয়া জেনারেল স্টোরকে,

চল্লিশ বছর আগে আমি আপনার কাছে পরামর্শ চেয়েছিলাম, পল লেনন ছদ্মনামে। আপনার হয়তো মনে আছে।

আমার সমস্যা ছিল আমার বাবা-মা আমাকে নিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইছিল কিন্তু আমি যেতে চাচ্ছিলাম না।

আপনি আমাকে বলেছিলেন পরিবারের লোকজনকে সবসময় একসাথে থাকা উচিত এবং আমি যেন আমার বাবা-মায়ের ওপরে আস্থা রাখি।

আমি চেষ্টা করেছিলাম। যখন বাড়ি ছাড়ি তখনও আমরা একসাথে ছিলাম। কিন্তু রাস্তায় একটা সময় আমার মনে হলো আমি এটা আর করতে পারব না। তাদের ওপর থেকে ভরসা হারিয়ে ফেলেছিলাম— বিশেষত আমার বাবার ওপরে। পরিবারের বন্ধনটা ভেঙে গিয়েছিল।

সুযোগ পেয়ে পালিয়ে যাই। জানতাম না ভাগ্যে কী ছিল আমার জন্য। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার জীবনের নানা মোড় পেরিয়ে আমি এখন সুখ খুঁজে পেয়েছি। আমি এখন মানসিক এবং অর্থনৈতিকভাবে নিরাপদ

আসলে কথাটা এভাবে বলা উচিত, আপনার পরামর্শ না মানার কারণে আমি এখন ভালো আছি।

আমি আবেগের বশে এটা বলছি না। অনলাইনে দেখলাম আপনার পরামর্শ কীভাবে মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলেছে তা আপনি জানতে চান। আমি সেটাই আপনাকে জানাচ্ছি। হয়তো আপনি জানতে চাইবেন, যে আপনার পরামর্শ মানেনি তার জীবনটা কেমন কেটেছে।

SHAMVALA ADMIN

আমার বিশ্বাস হচ্ছে, যখন বোঝাটা অতিরিক্ত বেড়ে যায়, তখন সেটা নিজে বহন করাই শ্রেয়।

হয়তো এই চিঠি আপনার পরিবারের কারও কাছে পৌঁছাবে। কোনো অসম্মান করে থাকলে ক্ষমা চাইছি। চাইলে চিঠিটা নষ্ট করে দিতে পারেন।

—পল লেনন

.

১৯৮৮ সালের সেই দিনের কথা মনে পড়ল, যেদিন বৃদ্ধ নামিয়ার পুত্রের সাথে তার দেখা হয়েছিল। কেউ ঠিক একই সমস্যা নিয়ে চিঠি লিখেছিল। কিন্তু সে পরামর্শ মেনেও জীবনে সুখ খুঁজে পেয়েছে।

অদ্ভুত কাকতালীয় ব্যাপার। শহরে আরও একটা বাচ্চা ঠিক একই সমস্যায় ভুগছিল?

কিন্তু সে বাবা-মায়ের সাথেই কীভাবে সুখ খুঁজে পেল? নিজের অভিজ্ঞতা তো বলছে সেটা অসম্ভব।

‘চিঠি শেষ?’

‘বলা যায়।’

‘আজকাল হাতে লেখা চিঠি খুব একটা দেখা যায় না।’

‘আবেগতাড়িত কাজ বলতে পারেন।’

আজ বিকেলেই নামিয়া জেনারেল স্টোরের পোস্টটা একটা ব্লগে দেখেছে সে।

সেপ্টেম্বর ১৩ তারিখে, মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত নামিয়া জেনারেল স্টোরের পরামর্শ বাক্স কেবল এক রাতের জন্য খোলা থাকবে। আমরা চাই যারা কখনও এই স্টোর থেকে উপদেশ পেয়েছেন, তারা যেন সেই সময়ে তাদের অশোধিত মতামত আমাদেরকে জানান। পরামর্শটা আপনার জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে? কাজে দিয়েছে কি

SHAMVALA ADMIN

দেয়নি? দয়া করে আপনাদের চিঠিগুলো আগের মতো মেইল স্লটে রেখে যাবেন। আমরা অপেক্ষায় থাকব।

পোস্টটার উৎস খুঁজে দেখল সাইটের নাম নামিয়া জেনারেল স্টোর-ওয়ান নাইট স্পেশাল। 'দ্য নামিয়া ফ্যামেলি'র নামে সাইটটা রেজিস্টার করা। পোস্ট অনুসারে আজ নামিয়া স্টোরের মালিকের তেত্রিশতম মেমোরিয়াল সার্ভিস।

ব্যাপারটা মাথা থেকে সরাতে পারেনি কসুকে। কাজেও মন দিতে পারছিল না।

যেন নিজের অজান্তেই ট্রেনে চড়ে বসেছে।

কসুকে হাতের চিঠিটা দেখল। অবশেষে জীবনের কিছু গিট খুলতে পেরেছে।

স্পিকারে এখন 'পেপারব্যাক রাইটার' চলছে। সিডি প্লেয়ারের পাশে একটা রেকর্ড প্লেয়ার চোখে পড়ল তার।

'ভিনাইলও চালান কখনও?'

'মাঝেমধ্যে। কেউ যদি অনুরোধ করে।'

'আপনার সংগ্রহ দেখতে পারি? চালাতে বলব না।'

'অবশ্যই।' এরিকো কিছু এলপি নিয়ে এলো। 'আরও আছে। কিন্তু ওপরে।'

কসুকে এবি রোড তুলে নিলো। এটা লেট ইট বি-এর আগে রিলিজ হয়েছে কিন্তু আসলে এটাই ছিল বিটলসের শেষ রেকর্ড। অ্যালবাম কভারে চারজনের ছবি। পল মিককার্টেনির পায়ে জুতো নেই। এ থেকেই তখন কথা ছড়িয়েছিল 'পল ইজ ডেড।'

'এসব দেখে পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল।' আরও একটা পেল; ম্যাজিকাল মিস্ট্রি ট্যুর। এই নামে একটা মুভি ছিল। কিন্তু সেটা নাকি ফ্লপ গেছে। আরেকটা কভার চোখে পড়ল। এসজিটি পেপারস লোনলি হার্টস ক্লাব ব্যান্ড। কভারের ডানে একজন মহিলা, যাকে কসুকে

SHAMWALA ADMIN

মেরিলিন মনরো মনে করত। পরে বড়ো হয়ে সে জানতে পারে মহিলা একজন ব্রিটিশ অভিনেত্রী যার নাম ডায়ানা ডরস। তার পাশেই একটা জায়গা কালো মার্কারে দাগানো। যেন সেখানের কাগজ উঠে যাওয়ায় কেউ জায়গাটা ভরার জন্য কালো কালি দিয়ে দাগ দিয়ে রেখেছে।

রক্ত যেন গরম হয়ে উঠল কসুকের। হৃদস্পন্দন খুব বেড়ে গেছে।

'এগুলো—কার-আপনার?' কোনোমতে বলল সে।

মহিলাটা একটু অবাক হলো, 'না, আমার ভাইয়ের। ত

'আপনি কীভাবে পেলেন?'

'সে দুবছর আগে মারা গেছে। ছোটোবেলা থেকেই বিটলসের খুব বড়ো ভক্ত ছিল। সে সবসময়ই একটা বিটলস থিমের বার খুলতে চেয়েছে। তাই ত্রিশ বছর বয়সে এই বার খুলেছিল।'

'আপনার ভাই কি অসুস্থ ছিল?'

'ক্যান্সার হয়েছিল। বুকে।

কসুকে মহিলার বিজনেস কার্ড দেখল। এরিকো হারাগুচি।

'তার নামও হারাগুচি?'

'না। এটা আমার বিবাহিত নাম। আমি এখন ডিভোর্সি। নাম বদলানো ঝামেলা লাগে তাই এটা আর বদলাইনি। আমার ভাইয়ের শেষ নাম মাইডা।'

মাইডা কসুকের সেই বন্ধুর নাম যার কাছে সে রেকর্ড বিক্রি করেছিল। তার মানে এগুলো কসুকেরই রেকর্ডগুলো। বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু অবাক করার মতোও কিছু না। শহরে বিটলসপ্রেমী অনেকেই ছিল। ফ্যাব ফোর নাম শুনেই তার বোঝা উচিত ছিল এই বারের মালিক তার পরিচিত কেউ-ই হবে।

'এটা জিজ্ঞাসা করলেন কেন?'

'কিছু না। তার মানে এগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন?'

SHAMVALA ADMIN

‘হ্যাঁ। কিন্তু এগুলো আসলে অন্য কারও। তার কাছ থেকে কিনে নেওয়া হয়েছিল।’

‘মানে?’

‘মিডেল স্কুলে থাকতে এক বন্ধুর কাছ থেকে কিনে নেওয়া হয়েছিল। সে বিটলসের আরও বড়ো ভক্ত। হুট করেই বিক্রি করে দেয় রেকর্ডগুলো। আমার ভাই খুব খুশি হয়েছিল এসব পেয়ে—’ এরিকো থেমে গেল, ‘দুঃখিত। কী একঘেয়ে গল্প শোনাচ্ছি আপনাকে।’

‘না, শুনতে ভালোই লাগছে। বলে যান, সেই বন্ধুর কী হয়েছিল?’

‘গ্রীষ্মের বন্ধের পর সেই বন্ধু আর ফেরেনি। তার পুরো পরিবার শহর ছেড়ে চলে যায়। বিশাল ঋণের বোঝা ছিল তাদের মাথায়। কিন্তু পালিয়ে গিয়েও বাঁচতে পারেনি তারা—’

‘কেন?’

এরিকো চোখ নামিয়ে ফেলে, শহর ছাড়ার দুদিন পর তারা আত্মহত্যা করে।’

‘কী? তারা সবাই?’

‘মানে পুরো পরিবার। তিনজনই। বাবা প্রথমে স্ত্রী-পুত্রকে মেরে ফেলে। এরপর নিজে আত্মহত্যা করে।

কসুকে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করল, ‘কিন্তু কেন? এমন কী হয়েছিল?’

‘আমি ঠিক জানি না। কিন্তু লোকটা নাকি তাদের বিষ প্রয়োগ করে একটা নৌকায় সমুদ্রে নিয়ে মেরে ফেলে দেয়।

‘তারা নৌকায় ছিল?’

‘মাঝরাতে একটা নৌকা চুরি করে হারবারের দিকে চলে গিয়েছিল। লোকটা যথেষ্ট পরিমাণ বিষ নেয়নি। পরদিন তীরে ভেসে উঠে। এরপর গলায় দড়ি দেয়।’

‘কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের লাশ পাওয়া যায়নি?’

SHAMVALA ADMIN

‘আমি জানি না। কিন্তু লোকটা একটা চিঠি লিখে আত্মহত্যা করেছিল। সেটা দেখেই সবাই জানতে পারে যে স্ত্রী-পুত্রও মারা গেছে।’

‘হায়!’

কসুকে হুইস্কি শেষ করে আরেকটা অর্ডার করে। তার মাথা ঘুরছে। শরীরে অ্যালকোহল না থাকলে হয়তো এতক্ষণ নিজেকে সামলাতে পারত না।

আর একটা লাশ পেলে হয়তো সেটা কিমিকোর হতো। তার বাবা যদি চিঠি লিখেই আত্মহত্যা করে থাকে তবে পুলিশ আর কোনো লাশ না পেলেও কোনো তদন্ত করত না।

কিন্তু তার বাবা এমন কেন করল?

কসুকে বিয়াল্লিশ বছর আগের সেই হতভাগ্য রাতের কথা মনে করল। কসুকে নিশ্চিত ছিল তাকে না পেলে সাদাযুকি আর কিমিকো হয়তো পুত্রের কথা ভুলে যাবে, গন্তব্যের দিকে চলতে থাকবে, আর নয়তো তাকে খোঁজার চেষ্টা করবে। যদিও চেষ্টা করলেও খুঁজে বের করতে পারত না।

কিন্তু তারা কোনো রাস্তাই বেছে নেয়নি। তার বদলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

হয়তো তার বাবা আগে থেকেই আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে রেখেছিল, একদম শেষ উপায় হিসেবে। কিন্তু কসুকের পদক্ষেপ তাকে সেটার দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

কিন্তু সে আর কিমিকো নৌকা চুরি করে এসব করার ঝামেলা করতে গেল কেন?

এর একটাই উত্তর হতে পারে। তারা বুঝাতে চেয়েছে যে তাদের সন্তানও মারা গেছে। বিশাল সমুদ্রে লাশ কেউ খুঁজে পেত না। সবাই এটাই মেনে নিত।

তারা কি ভাবেনি যে তারা মারা গেলে তাদের পুত্রের কী হবে?

SHAMVALA ADMIN

হয়তো ভেবেছে। একারণে কসুকে ওয়াকুর নাম পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। যেন সে এক নতুন পরিচয়ে বাঁচতে পারে।

জুভেনাইলের সেই গোয়েন্দা আর ফ্যামিলি কোর্টের লোকজন হাজার চেষ্টা করেও তার পরিচয় খুঁজে বের করতে পারেনি। পারার কথাও না। তার পরিচয় মুছে গিয়েছিল। সেই কসুকে ওয়াকুর কোনো অস্তিত্বই নেই।

তার মায়ের কণ্ঠ শুনতে পেল কসুকে: তোমার বাবা আর আমি—বিশেষত তোমার বাবা—তোমার ভালো জীবনের জন্য যে-কোনো কিছু করতে প্রস্তুত। প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়ে দেবো।

সে মিথ্যা বলেনি। আজ তাদের বলিদানের জন্যই কসুকে এই পর্যন্ত আসতে পেরেছে।

নাহ, এই বাবা-মায়ের সন্তান হয়ে না জন্মালে এসব যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো না তাকে। নিজের নামটাও ত্যাগ করে দিতে হয়েছিল। সে নিজে নিজেই এই পর্যন্ত এসেছে।

কিন্তু তারপরেও মনের মাঝে আফসোস দানা বেঁধে উঠতে লাগল।

কসুকে যখন পালিয়ে যায় তখন তার বাবা-মায়ের কাছে আর কোনো উপায় ছিল না। সে কেন আরেকবার জিজ্ঞাসা করল না তাদেরকে? কেন বলল না যে, চলো ফিরে গিয়ে নতুনভাবে শুরু করার চেষ্টা করি।

‘আপনি ঠিক আছেন?

কসুকে দেখল এরিকো ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

‘মনে হচ্ছে কিছু নিয়ে চিন্তিত আছেন।’

‘কিছু না। ধন্যবাদ।’

কাউন্টারের ওপর রাখা চিঠিটা দেখে কষ্ট হলো কসুকের। এই চিঠির কোনো অর্থ নেই। কেবল মূল্যহীন গর্ব লেখা। বয়স্ক লোকের পরামর্শের কোনো কৃতজ্ঞতার প্রকাশ নেই। আমার বিশ্বাস হচ্ছে, যখন বোঝাটা অতিরিক্ত বেড়ে যায়, তখন সেটা নিজে বহন করাই শ্রেয়। এর কোনো

SHAMVALA ADMIN

অর্থ নেই এখন। বাবা-মা সেই বলিদানটা না দিলে কে জানে সে এখন কোথায় থাকত।

চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল সে। এরিকো অবাক হলো।

'দুঃখিত। আমি আর কিছুক্ষণ থাকতে পারি?'

'হ্যাঁ অবশ্যই,' এরিকো হাসল।

বুড়ো লোকটা আসলে সঠিক পরামর্শই দিয়েছিল। একসাথে থাকলেই তারা কোনো না কোনো রাস্তা খুঁজে পেত। কিন্তু কসুকে সেটা মানেনি। একা একাই গন্তব্যহীনভাবে বেরিয়ে পড়েছে।

তাহলে এখন কী লিখবে?

সে পরামর্শ উপেক্ষা করে বাবা-মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে গেছে আর এরপর তার বাবা-মা আত্মহত্যা করে। এটা লিখবে?

এটা পারব না। এটা ঠিক হবে না।

ওয়াকু পরিবারের খবরটা কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে কে জানে। বুড়ো লোকটা যদি শুনে থাকে তাহলে সে কী ভাববে? সে নিশ্চয়ই বুঝে যাবে পল লেনন এই ছেলেটাই। সে হয়তো ছেলেটাকে বাবা-মায়ের সাথে যাবার পরামর্শ দেওয়ার কারণে আফসোস করবে।

আজ সন্ধ্যায় সেই লোকটার তেত্রিশতম মেমোরিয়াল সার্ভিস। কসুকে তার আত্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার একটা তাড়না অনুভব করল। তারা অশোধিত মতামত চেয়েছে, নির্মম না। পরামর্শগুলো কাজে লেগেছে কিনা সেটাই মূলকথা।

ভেবেচিন্তে, কসুকে আরেকটা চিঠি লিখল।

.

নামিয়া জেনারেল স্টোরকে,

চল্লিশ বছর আগে আমি পল লেনন নামে একটা চিঠি লিখেছিলাম।

আমার সমস্যা ছিল, আমার বাবা-মা ঋণের দায়ে পড়ে শহর ছেড়ে পালাতে চাইছিল। বুঝতে পারছিলাম না আমি তাদের সাথে যাবো কি

SHAMALA ADMIN

না। সেই চিঠিটা দেওয়ালে পোস্ট করা হয়নি। আপনি বলেছিলেন তখনই এই প্রথম কেউ আপনাকে কোনো গুরুতর সমস্যা নিয়ে চিঠি দিয়েছে।

আপনি আমাকে বলেছিলেন পরিবার ভাঙা কোনো ভালো ব্যাপার না। বলেছিলেন আমরা যদি একসাথে থাকি, তবে কোনো না কোনোদিন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারব।

আমি আপনার পরামর্শ মতে তাদের সাথেই থেকেছি। এটাই সঠিক সমাধান ছিল।

বিস্তারিত বলব না কিন্তু আমার বাবা-মা এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের একটা উপায় পেয়ে যায়। কয়েক বছর আগে তারা ইহলোক ত্যাগ করে। কিন্তু আমার ধারণা তারা সুন্দর জীবন কাটিয়েছেন। আমিও স্বাচ্ছন্দ্যে আছি।

এসবই আপনার পরামর্শের কারণে। ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি না লিখে পারলাম না।

আমার ধারণা এই চিঠি আপনার পরিবারের কারও হাতে যাবে। আশা করি এটা আপনার মেমোরিয়াল সার্ভিসে একটি গ্রহণযোগ্য অবদান হবে।

—পল লেনন

.

চিঠিটা কয়েকবার পড়ে কসুকে একটু অবাক হলো। বৃদ্ধ লোকের ছেলেটা সেদিন ঠিক এরকম একটা চিঠি পাবার কথাই বলেছিল।

হয়তো কাকতালীয় ব্যাপার।

চিঠিটা খামে ভরে কসুকে লক্ষ করল মধ্যরাত হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়ালো কসুকে, 'আমি চিঠিটা পোস্ট করে আসব। বেশি দেরি হবে না। এসে কী আরেক দফা ড্রিংক করতে পারব এখানে?'

এরিকো একটু ইতস্তত করল। কিন্তু একটু পরই হেসে বলল, 'অবশ্যই।'

SHAMVALA ADMIN

‘ধন্যবাদ,’ বলে কসুকে কাউন্টারে একটা দশ হাজার ইয়েনের বিল রাখল। বার থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে চলতে লাগল সে। অনেক দোকান ইতোমধ্যে বন্ধ করে ফেলেছে।

কসুকে রাস্তা চেনে। কয়েক মিনিটের মাঝেই নামিয়া জেনারেল স্টোরে এসে পড়ল। দোকানটার সামনে এক মহিলার ছায়া দেখে থেমে গেল সে।

মহিলাটাও কি একই কারণে এসেছে এখানে? চিঠি পোস্ট করতে? কসুকে শাটারের দিকে এগিয়ে গেল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সি এক মহিলা, পরনে স্যুট। তার পাশে রাস্তায় একটা বেঞ্জ দাঁড় করানো। প্যাসেঞ্জার সিটে অনেকগুলো সিডি। সবগুলোই কোনো এক সিডিরই কপি। হয়তো এই মহিলা এবং এই শিল্পীর কোনো সংযোগ আছে।

মহিলাটা স্লটে কিছু একটা ঢুকিয়ে গাড়ির দিকে চলে গেল। কসুকেকে দেখতে পেয়ে থতমত খেয়ে যায়। কসুকে হাতের চিঠিটা দিয়ে মেইল স্লটের দিকে ইশারা করে। মহিলা বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হয়। কসুকের সামনে নতজানু হয়ে বেঞ্জে উঠে চলে যায় সে।

আজ কত মানুষ এখানে আসছে? নামিয়া জেনারেল স্টোর নিশ্চয়ই অনেক মানুষের জীবনে বড়ো প্রভাব ফেলেছে।

বেঞ্জটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে কসুকে তার চিঠিটা স্লটে ফেলল। চিঠি পড়ার এই ফ্লাপ শব্দটা বিয়াল্লিশ বছরে আর শোনেনি সে।

যেন তার জীবনের একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়েছে। হয়তো এখন সবকিছু সঠিক জায়গায় স্থান নিয়েছে।

ফ্যাব ফোর-এ ফিরে কসুকে দেখল ফ্ল্যাট স্ক্রিনটা চালু। এরিকো কাউন্টারের সামনে রিমোটটা নিয়ে টিপছে।

‘কী হচ্ছে?’ কসুকে জিজ্ঞাসা করল।

‘আমার ভাই এই ভিডিয়োটা খুব পছন্দ করত। ভাবলাম আপনাকে দেখাই। এটা কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে রিলিজ করা হয়নি।’

SHAMAIL ADMIN

‘হুম।’

‘কী খাবেন?’

‘হুইস্কি।’

কসুকের সামনে এক গ্লাস বুনাহাভাইন দেওয়া হলো। গ্লাসটা তুলে সে যখনই খেতে যাবে তখন ফিল্মটা চালু হলো। শব্দ শুনে প্লাস্টা নামিয়ে রাখল কসুকে। সে জানে এটা কোন ফিল্ম।

‘এটা কী—’

স্ক্রিনে অ্যাপল বিল্ডিংয়ের ছাদ দেখাচ্ছে। শীতের বাতাসে বিটলস আবারও গান করছিল। এটা মুভিটার শেষ অংশ। লেট ইট বি

গ্লাসটা রেখে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল কসুকে। এই মুভিই তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এটাই তাকে শিক্ষা দিয়েছিল, হৃদয়ের বন্ধন কতটা ভঙ্গুর হয়।

এবং তবুও—

ফ্ল্যাট স্ক্রিনে দেখতে অন্যরকম লাগছে। থিয়েটারে দেখে মনে হয়েছিল তাদের বন্ধন ভেঙে গেছে আর তাদের পারফরমেন্সে সেরকম জাদু আর নেই। কিন্তু এখন এইবারে বসে সেটা একেবারে অন্যরকম প্রভাব ফেলল কসুকের ওপর।

ফ্যাব ফোর চমৎকার বাজাচ্ছে। সেই জাদু আছে তাদের সংগীতে। হ্যাঁ তারা ব্যান্ড ভেঙে দিচ্ছে কিন্তু তাদের একসাথে এভাবে গান করতে দেখে কীভাবে এই ঐতিহাসিক ব্যান্ডের শুরু হয়েছিল তা মনে পড়ে যাচ্ছে।

কসুকে যখন এটা থিয়েটারে দেখেছিল, তখন সে নিজের জীবনের দুঃখ কষ্টগুলো এই মুভির সাথে জড়িয়ে ফেলেছিল। তাই এই মুভি দেখে তার ওপর তেমনই প্রভাব পড়ে। কেউ যে আজীবন একসাথে থাকতে পারে সে বিশ্বাস ভেঙে যায়।

SHAMVALA ADMIN

একটানে গ্লাসের হুইস্কি শেষ করে চোখ বন্ধ করে কসুকে। নিজের বাবা-মায়ের জন্য প্রার্থনা করে।

SHAMVALA ADMIN

আকাশ থেকে প্রার্থনা

সোতা স্টোরের সামনের দিক থেকে ফিরে এলো।

‘এখনও কিছু নেই?’

সে মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ‘নাহ। মনে হয় বাতাসের শব্দ।’

‘যাক, ব্যাপার না,’ আতসুয়া বলল।

‘কে জানে আমাদের উত্তরটা সে পেয়েছে কিনা।’ কোহেই বলল।

‘কেন পাবে না! চিঠিটা তো ক্রেটে নেই। তাহলে সেটা কে নিয়েছে?’

‘ঠিক বলছো। কিন্তু আমরা উত্তর পেলাম না কেন?’

‘হুম,’ সোতা বলতে শুরু করলে আতসুয়া তাকে থামিয়ে দিলো।

‘তাতে কী আসে যায়? একে নিয়ে আমাদের আর কীই-বা করার আছে? উত্তর দেখে সে নিশ্চয়ই কিছুই বুঝতে পারেনি। আরেকটি চিঠি আসা মানে আরেকটা ঝামেলা। যদি বিস্তারিত জানতে চায় তখন কী করব?’

বাকি দুজন নিচের দিকে তাকিয়ে রইল।

‘বুঝলে? এসব আসলে উটকো ঝামেলা।’

‘কী অদ্ভুত, তাই না?’ সোতা বলল, ‘মানে, এটাই সেই প্রিয় সংগ্রামী সংগীতশিল্পী, কী অদ্ভুত না?’

মুন র‍্যাবিটের সাথে চিঠি আদান-প্রদানের পরই নতুন একজনের কাছ থেকে চিঠি পায় তারা। ছেলেটার তথাকথিত সমস্যা ছিল, সে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল যে তার এখন পারিবারিক ব্যাবসা সামলানো উচিত নাকি সংগীতকেই নিজের পেশা বানিয়ে ফেলা উচিত। পড়ে মনে হয়েছিল বড়োলোকের বিগড়ে যাওয়া নবাব যে-কিনা কিছুতেই তুষ্ট হয় না।

SHAMVALA ADMIN

ফিরতি চিঠিতে তারা তিনজন ছেলেটাকে নানা কথা শুনিয়ে দেয়। সংগ্রামী সংগীতশিল্পী এটা মোটেও আশা করেনি। সেও রেগে-মেগে উত্তর দেয় তাদের। তিন বন্ধু তখন আরেকটা তীব্র চিঠি লেখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটে।

তারা স্টোরে বসে চিঠির অপেক্ষা করছিল। নিজেদের চোখেই দেখছিল কীভাবে চিঠিটা মেইল স্লটে পড়ছে। অর্ধেক পড়ে আটকে যায়। কিন্তু অবাক হবার মূল কারণ সেটা না।

মেইল স্লটের ভেতর থেকে হারমোনিকার সুর ভেসে আসে। এই সুর তাদের সুপরিচিত, 'রিবর্ন'।

এটা সেরি মিযুহারার যুগান্তকারী গান। যার একটা চমৎকার প্রেক্ষাপট আছে। আর সেই প্রেক্ষাপট এই তিন বন্ধুর কাছে ব্যক্তিগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

সেরি মিহারা তার ছোটো ভাইয়ের সাথে মারুমিতসুয়েনে বড়ো হয়েছে। সে যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছিল তখন সেখানে একবার মারাত্মক অগ্নিকান্ড হয়। তার ভাই প্রায় মরতে বসেছিল। কিন্তু এক অনভিজ্ঞ সংগীতশিল্পী যে তখন মারুমিতসুয়েনে ক্রিসমাসের গান করতে এসেছিল, সে সেরির ভাইকে বাঁচায়। লোকটার সারা শরীরে থার্ড ডিগ্রি বার্নে ভরে গিয়েছিল। শীঘ্রই সে হাসপাতালে মারা যায়।

'রিবর্ন' তারই অরিজিনাল গান। সেরি তার অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এই গান গেয়ে গেছে। এই গান দিয়েই তার মিউজিক ক্যারিয়ার শুরু হয়।

তিন বন্ধু গানটা ছোটোবেলা থেকে অসংখ্যবার শুনেছে। তারাও মারুমিতসুয়েনের অধিবাসী ছিল। সেই অনাথাশ্রমের জন্য সেরি ছিল এক আশার আলো। তারা সবাই সেরির পদচিহ্ন অনুসরণ করে জীবনে সফল হবার স্বপ্ন দেখত।

SHAMVALA ADMIN

একারণেই আতসুয়া, সোতা আর কোহেই হারমোনিকাতে 'রিবর্নের' সুর শুনে অবাক হয়। তারা ইতোমধ্যে জানে ১৯৮০-এর সময় থেকে চিঠি আসছে। সেরি মিযুহারা হয়তো তখন জন্মেছে কিন্তু তখন সে কেবল একটা বাচ্চা। সে আরও অনেক বছর পর 'রিবর্ন' রেকর্ড করবে। এসব থেকে একটা উপসংহারেই আসা যায়: সংগ্রামী সংগীতশিল্পীই 'রিবর্ন'- এর নির্মাতা। আর সেই সেরির ভাইকে বাঁচাবে।

তিন বন্ধু খুব দ্বিধায় পড়ে যায়। সামনে যা হতে চলেছে তা কি বলে দেবে? বলতে পারবে যে, 'শুনুন, ১৯৮৮ সালে আপনি মারুমিতসুয়েনে ক্রিসমাস শোতে গান করতে যাবেন আর তখন সেখানে অগ্নিকান্ড ঘটবে আর আপনি মারা পড়বেন।'

'চলো বলে দেই,' কোহেই বলল, 'তাহলে সে মারা পড়বে না।'

'সে না মরলে তো সেরির ভাই মারা যাবে।' সোতা বলল।

কোহেই এর কোনো উত্তর পেল না।

আতসুয়া সিদ্ধান্ত নিলো তারা সেই ঘটনার কথা বলবে না।

'যদি বলিও তাহলে সে বিশ্বাস করবে না। ভাববে কোনো ভবঘুরে লোক তাকে ভবিষ্যৎবাণী দিচ্ছে। আর চিঠিই দেবে না। তাছাড়া কী হতে চলেছে তা আমরা জানি। অগ্নিকান্ড ঘটবে আর সেরি বিখ্যাত মিউজিশিয়ান হবে। আমরা যাই লিখি না কেন, বেদনাদায়ক কিছু ঘটবেই। আমরা কেবল তাকে তার ভাগ্য মেনে নিতে সাহায্য করতে পারি।'

সোতা আর কোহেই রাজি হলো। কিন্তু লিখবে-টা কী?

'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি' কোহেই প্রস্তাব দিলো, 'সে না থাকলে সেরি বিখ্যাত হতে পারত না। আর আমরা কখনও 'রিবর্ন' শুনতে পেতাম না।'

আতসুয়া আর সোতা রাজি হলো, 'চলো এটাই লিখি।'

তারা একসাথেই চিঠি লিখল। তার মূলকথা গুলো ছিল:

SHAMVALA ADMIN

সংগীতে আপনার প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না।
আপনার সংগীত কারও জীবন বাঁচাবে। আপনার লেখা গানগুলো আজীবন বেঁচে থাকবে।
জিজ্ঞাসা করবেন না আমি এসব কীভাবে জানি। আমার ওপর ভরসা রাখুন। আমি সত্যি বলছি।
শেষ পর্যন্ত একে আঁকড়ে ধরে রাখবেন। একদম শেষ পর্যন্ত।
এটুকুই বলার ছিল।

.

মিল্ক ক্রেটে চিঠিটা রাখার কিছুক্ষণ পরেই তা উধাও হয়ে যায়। সংগ্রামী সংগীতশিল্পী সেটা নিয়ে গেছে।
খুব দ্রুতই একটা উত্তর আশা করেছিল তারা। একারণে দরজাটা বন্ধ করে অপেক্ষা করছিল।
কিন্তু কোনো চিঠি আসেনি। সব চিঠির উত্তর পরক্ষণেই এসে পড়ত। হয়তো সংগ্রামী সংগীতশিল্পী যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেছে।
'আচ্ছা, এখন দরজা খুলে দেই।'
'দাঁড়াও,' কোহেই তার জিন্স ধরে আটকালো, 'আর কয়েক মিনিট।
'কেন?'
কোহেই নার্ভাসভাবে বলল, 'পেছনের দরজাটা কিছুক্ষণ এভাবেই থাকুক।'
'কেন? সংগ্রামী সংগীতশিল্পী আর চিঠি দেবে না।'
'হ্যাঁ, আমি জানি।'
'তাহলে কীসের অপেক্ষা করছো?'
'ইয়ে, মানে অন্য কেউ যদি চিঠি দেয় সেজন্যে।
'কী?' আতসুয়া গর্জে উঠল, 'পাগল হয়ে গেছ? দরজাটা এভাবেই রেখে দিলে আমরা কখনও এখান থেকে বের হতে পারব না। সময় এখানেই থেমে থাকবে। বুঝেছো?

SHAMVALA ADMIN

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি।’

‘তাই নাকি? বুঝলে এমন বোকার মতো কথা বলতে না। যথেষ্ট করেছি। আর না। আমরা কোনো পরামর্শদাতা নই।’

আতসুয়া জিন্স থেকে কোহেইর হাত ছাড়িয়ে উঠে পেছনের দিকে চলে গেল।

ভোর চারটা বেজে গেছে। আর দুঘণ্টা পরেই বেরিয়ে পড়তে হবে। ছ’টা থেকেই ট্রেন চলে।

আতসুয়া ভেতরে ফিরে এলো। কোহেইকে হতাশ দেখাচ্ছে। আর সোতা তার ফোন দিয়ে খেলছে।

আতসুয়া কিচেন টেবিলে বসল। মোমবাতির আলো নড়ছে। মনে হয় বাইরে থেকে বাতাস আসছে এখানে।

কী অদ্ভুত বাসা, ভাবল সে। নোংরা দেওয়ালে তাকাল। এসব অতিপ্রাকৃত ছাইপাশ এখানে হচ্ছে কী করে? আর আমরাই বা এখানে কেন ফাঁসলাম?

‘কেন যেন মনে হচ্ছে,’ কোহেই বিড়বিড় করল, ‘আজ রাতে, জীবনে এই প্রথম অন্য কারও জীবনে একটা প্রভাব ফেলতে পেরেছি। আমার মতো একটা গর্দভ কারও জীবনে প্রভাবও ফেলতে পারে।’

আতসুয়া খেঁকিয়ে উঠল, ‘একারণেই পরামর্শ দিয়ে যেতে চাইছিলে? তাতে কোনো অর্থোপার্জন নেই।’

‘আমি অর্থ লাভের কথা বলছি না। এই প্রথম অন্য কারও পরিস্থিতি বোঝার সুযোগ হয়েছে। হয়তো সাহায্যও করতে পেরেছি।’

‘আর তাতে আমাদের কী লাভ হলো? কেউ তো আমাদের কাছে সাহায্য চায়নি। মিস অলিম্পিক আমাদের চিঠিকে নিজের মতো করেই বুঝে নিয়েছে। সংগ্রামী সংগীতশিল্পী জানে না তার এখন কী করা উচিত। আমি তো কখন থেকে বলেই আসছি। আমরা হতভাগা। আমরা কাউকে পরামর্শ দেওয়ার যোগ্যতা রাখি না।’

SHAMVALA ADMIN

‘কিন্তু মুন র‍্যাবিটের শেষ চিঠি দেখে তুমি হেসেছিলে।’

‘আমার তখন রাগ ছিল না। কিন্তু এটাও আমার কথারই আরও একটা প্রমাণ। আমাদের মতামত দেওয়ার অধিকার নেই। আমরা—’ কোনায় পড়ে থাকা একটা ব্যাগের দিকে ইশারা করে আতসুয়া বলল, ‘আমরা কেবল হতচ্ছাড়া চোর।’

কোহেইকে দেখে মনে হলো সে কষ্ট পেয়েছে। আতসুয়া তাকে দেখে দমে গেল।

তখনই সোতা চেঁচিয়ে উঠল, ‘একি!’

চেয়ার থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল আতসুয়া, ‘আবার কী হলো?’

‘এক মিনিট,’ সোতা ফোন তুলে ধরল, ‘এখানে নামিয়া জেনারেল স্টোরের কথা লেখা।’

‘ইন্টারনেটে? কেউ নিশ্চয়ই স্মৃতি রোমান্থন করছে।’

‘ইন্টারনেটে যখন খুঁজছিলাম তখন আমিও এটাই ভেবেছি। কেউ না কেউ হয়তো কিছু লিখে থাকবে।’

‘পরে কী পেলে? স্মৃতি রোমান্থন?’

‘না, নিজেই দেখো।’ সোতা নিজের ফোনটা এগিয়ে দিলো। সেটার শিরোনাম ‘নামিয়া জেনারেল স্টোর ওয়ান নাইট স্পেশাল।’ পুরোটা পড়ে আতসুয়ার যেন রক্ত গরম হয়ে উঠল।

.

যারা কখনও নামিয়া জেনারেল স্টোর থেকে পরামর্শের আবেদন করেছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে,

সেপ্টেম্বর ১৩ তারিখে, মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত নামিয়া জেনারেল স্টোরের পরামর্শ বাক্স কেবল এক রাতের জন্য খোলা থাকবে। আমরা চাই যারা কখনও এই স্টোর থেকে উপদেশ পেয়েছেন, তারা যেন সেই সময়ে তাদের অশোধিত মতামত আমাদেরকে জানান। পরামর্শটা আপনার জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে? কাজে দিয়েছে কি

SHAMVALA ADMIN

দেয়নি? দয়া করে আপনাদের চিঠিগুলো আগের মতো মেইল স্লটে রেখে যাবেন। আমরা অপেক্ষায় থাকব।

.

'এটা কী?'

'জানি না। কিন্তু এখানে বলছে সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখে বুড়ো লোকটার তেত্রিশতম মেমোরিয়াল সার্ভিস। তার পরিবারের কোনো সদস্য এটা পরিচালনা করছে।'

কোহেই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলো, 'দেখি তো?'

সোতা তাকে ফোন দিয়ে বলল, 'এই আতসুয়া, আজকে কত তারিখ, জানো?'

আতসুয়া এই মাত্র উপলব্ধি করতে পারল। সেপ্টেম্বর ১৩ তারিখে, মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত—তারা ঠিক সেই সময়টাতেই আছে।

'তার মানে তারা আবার পরামর্শ দেওয়ার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে?' কোহেই চোখ পিট পিট করে বলল।

'একারণেই হয়তো এসব অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে। আজ সেই বিশেষ দিন। বর্তমান আর অতীতের মাঝে সংযোগ ঘটছে।'

আতসুয়া মাথা চুলকালো। এসব তার মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সোতার কথায় যুক্তি আছে।

পেছনের দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল সেটা হাঁ করে খোলা।

'দরজা খোলা থাকলে অতীতের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়,' সোতা বলল। 'দিন শুরু হতে আর কিছু সময় আছে। আমরা এখন কী করব আতসুয়া?'

'আমরা কী—?'

'আমরা নিশ্চয়ই একটা ঝামেলা বাধাচ্ছি। দরজাটা হয়তো সারারাতই বন্ধ থাকার কথা।' কোহেই উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

'কী করছো? খুলে দাও ওটা।'

SHAMVALA ADMIN

কোহেই মাথা নাড়ল, 'এটা বন্ধই থাকবে।'

'কেন? এটা বন্ধ থাকলে সময় থেমে যাবে। তুমি আজীবন এখানে আটকে থাকতে চাও?' আতসুয়ার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, 'আচ্ছা ঠিক আছে। দরজাটা বন্ধ থাকবে। আমরা বের হয়ে বন্ধ করে দেবো। তাতে সব ঠিক থাকবে। তাই না?'

কিন্তু বাকি দুজন ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

'আহা, কিছু তো বলো!'

অবশেষে সোতা বলল, 'আমি থাকব। তুমি চলে যেতে পারো আতসুয়া। বাইরে গিয়ে নাহয় অপেক্ষা করো।'

'আমি থাকছি,' কোহেই তাল মেলালো।

'থেকে করবে-টা কী?

'সেটা ব্যাপার না।' সোতা বলল, 'কেবল দেখব এরপর কী হয়। পুরোটা দেখে যেতে চাই আমি।'

'এখানে কী হচ্ছে বুঝতে পারছ? এক ঘণ্টা পরই সূর্য উঠবে। বাইরের এক ঘণ্টা মানে এখানে কয়েক দিন। না খেয়ে এত সময় কাটাতে পারবে? আমার মনে হয় না।'

সোতা চোখ সরিয়ে নিলো। হয়তো আতসুয়া ঠিকই বলছে।

'বাদ দাও,' বলল আতসুয়া। সোতা আতসুয়ার উত্তর দিলো না।

একটু পরেই শাটারের শব্দ এলো। সোতা আতসুয়া চমকে উঠে একে অপরের দিকে তাকায়।

কোহেই সেদিকে তড়িঘড়ি করে যেতে শুরু করে। 'মনে হয় বাতাস,' আতসুয়া পেছন থেকে চিৎকার করে।

একটু পরেই কোহেই খালি হাতে ফেরে।

'দেখেছো, বলেছিলাম বাতাসের শব্দ।'

কোহেই কাছাকাছি এসে লাফিয়ে উঠল, 'টা-ডা!' তার হাতে একটা সাদা খাম। নিশ্চয়ই পেছনের পকেটে রেখেছিল।

SHAMVALA ADMIN

আতসুয়া এখন বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে।

‘হয়তো এটাই শেষ চিঠি আতসুয়া,’ সোতা বলল। ‘এটার উত্তর দিয়েই আমরা বের হয়ে যাবো।’

আতসুয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেবিলে বসে পড়ল। ‘পড়ে দেখি।’

কোহেই সাবধানে সিল খুলতে লেগে যায়!

২

হাই, মিস্টার নামিয়া,

আমি আপনার কাছে একটা পরামর্শ চেয়ে চিঠিটা লিখছি।

আমি এই বছরে একটা ভোকেশনাল হাইস্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেছি। এপ্রিলে টোকিওতে একটা কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছি। কিছু সমস্যার জন্য বাড়ি যেতে পারিনি। আসলে পারিবারিক কিছু সমস্যার জন্য আমি দ্রুত কর্মজীবন শুরু করতে চাই।

কিন্তু কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই আমার মনে সংশয়। এটা কি আসলেই ঠিক সিদ্ধান্ত? এই কোম্পানি হাইস্কুল থেকে পাশ করা মেয়েদেরকে কেবল টুকিটাকি কাজ করার জন্য চাকরিতে নেয়। এখানে আমি কেবল চা বানাই, কফি তৈরি করি আর পুরুষদের হাতে লেখা ড্রাফটগুলো সুন্দর করে রিরাইট করে দেই। এসব যে কেউই করতে পারে। মিডেল স্কুল বা এলিমেন্টারি স্কুলের বাচ্চারাও এসব করতে পারবে। আমি এই কাজ থেকে কোনো সন্তুষ্টি পাচ্ছি না। আমার কাছে একটা ক্লাস টু বুককিপিং লাইসেন্স আছে, কিন্তু আমি আমার দক্ষতা কাজে লাগাতে পারছি না।

এই কোম্পানির মনোভাব এমন, এখানে মেয়েরা কেবল উপযুক্ত স্বামীর খোঁজে আসে। একবার যোগ্য কাউকে পেয়ে গেলে বিয়ে করে চাকরি ছেড়ে দেয়। একারণে এরা মেয়েদের অ্যাকাডেমিক তথ্যের ওপরেও তেমন গুরুত্ব দেয় না। বলা যায় এখানে চাকরির মান খুবই

SHAMWALA ADMIN

খারাপ। কেবল মেয়ে প্রদর্শন, যেন পুরুষরা মনমতো স্ত্রী বেছে নিতে পারে। আর মেয়েদেরকে খুবই সামান্য বেতন দিতে হয়।

আমি অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন নারী হতে চেয়েছিলাম। কারও ওপরে এভাবে বোঝা হয়ে থাকার ইচ্ছা আমার মোটেও নেই।

কী করব বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু একদিন একজন আমাকে তার বারে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। শিনজুকুর একটা ক্লাব। লোকটা রাতের কাস্টমারদের মনোরঞ্জনের জন্য লোক খুঁজছিল।

তার কথায় যা বুঝতে পারলাম, শর্তগুলো খুবই ভালো। আমার বর্তমান চাকরির চেয়ে বেজায় ভালো। এতটাই ভালো যে আমার সন্দেহ লাগে। সে আমাকে আগে সেখানে গিয়ে দেখতে বলে। ভাবলাম গিয়ে দেখি কেমন জায়গা। তবে সেখানে গিয়ে হতবাক হতে হলো।

ভেবেছিলাম সেখানের পরিবেশ ভালো হবে না। কিন্তু দেখলাম প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য চমৎকার একটা অভিজাত জায়গা। অনেক মেয়ে সেখানে কাজ করছিল। কেবল সেজেগুঁজে বসে থাকার কাজ না, কৌশল বুঝে, দল গঠন করে করা কাজ। তাদের দক্ষতা কাজে লাগাচ্ছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম না আমি এসব পারব কিনা কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কী।

তখন থেকে আমি দিনে কোম্পানিতে আর রাতে ক্লাবে কাজ করা শুরু করি।

দিনের কাজ শেষ করেই রাতের কাজের জন্য বের হতে হতো। আমার বয়স তখন উনিশ কিন্তু আমি বলেছিলাম বিশ। দুটো কাজ সামলানো খুব ক্লান্তিকর আর ক্লাবের কাস্টমার সামলানোটা সহজ কাজ না। কিন্তু তাও আমি অর্থনৈতিকভাবে শক্ত হতে পেরেছিলাম বলে ভালো লাগছিল।

কিন্তু দুমাস পর দ্বিধায় পড়ে যাই। ক্লাবের কাজ নিয়ে না, কোম্পানির কাজ নিয়ে। সেখানে থাকার আর কোনো কারণ দেখতে পাই না।

SHAMVALA ADMIN

সেখানে ভালো কাজের কোনো সুযোগ নেই আর এত কষ্ট করে থাকার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া সেটা বাদ দিয়ে ক্লাবের কাজে পুরোপুরি লেগে গেলে আমি আরও বেশি টাকা কামাতে পারব।

আমি ক্লাবে কাজ করছি সেটা কাউকে এখনও বলিনি। আর কোম্পানির চাকরি হুট করে ছেড়ে দিতে গেলে সেখানে অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি অবশেষে সন্তোষজনক কাজ পেয়ে গেছি। আপনি যদি আমার নিজের অবস্থানটা বুঝতে আর কোম্পানির চাকরিটা কীভাবে ভালো উপায়ে ছাড়া যায় তা নিয়ে আমাকে পরামর্শ দেন তাহলে আমি কৃতজ্ঞ হবো।

সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।

—ডুবিয়াস ডগি

.

আতসুয়া খেঁকিয়ে উঠল, 'ধুর, শেষ চিঠিটা এমন হলো!'

'সে বুঝে যাবে,' সোতা বলল, 'এরকম কাজকে খুব চমৎকার ভেবে অনেক মেয়েই সেদিকে পা বাড়ায়।'

'মেয়েটা নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী,' কোহেই বলল, 'রাস্তায় দেখেই তাকে কেউ কাজের প্রস্তাব দিয়ে দিয়েছে। আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে কেবল দুমাস লেগেছে তার।'

'মনে হচ্ছে তার একটা নতুন প্রেমিকের উদয় হচ্ছে। এই সোতা, এটার উত্তর লেখো তো।'

'কী লিখব?' সোতা কলম নিয়ে প্রস্তুত হলো।

'এমন গর্দভের জন্য কড়া কথাই শ্রেয়। নাহলে বুঝবে না।'

'কী বলছো তা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু একটু নরমভাবে বলি, ঠিক আছে। বেশি কড়াভাবে বললে রেগে যাবে। তুমিও তো এমনই করো।'

সোতা যা লিখলো তা হলো:

SHAMVALA ADMIN

প্রিয় ডুবিয়াস ডগি,

চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

সোজাসাপটাভাবে বলি। ক্লাব ছেড়ে দিন, সেটা জীবন গড়ার জায়গা না।

হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি ওখানের বেতন আপনি যেখানে কাজ করেন সেই কোম্পানির চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় আর সহজ। আপনি একটা আয়েশের জীবনে প্রবেশ করেছেন এবং স্বভাবতই সেখানে থাকতে চাইবেন।

কিন্তু সেটা সহজ হবে না। আপনি এখনও খুব কমবয়সি। দুমাস খুব ভালো কেটেছে কিন্তু সেটা আজীবনের কষ্টের তুলনায় কিছুই না। আপনার অনেক পুরুষ কাস্টমার আসবে আর তারা প্রায় সবাই আপনার দিকে এগুতে চাইবে। আপনি তাদের সবাইকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন? নাকি তারা যা চায় তা দিয়ে দিতে বাধ্য হবেন? নিজের শরীরকে এভাবে বিলিয়ে দেওয়া ঠিক না।

আপনি কতদিন পর্যন্ত সেখানে থাকতে চান? কত বছর বয়স পর্যন্ত? আপনি স্বাধীন নারী হতে চান, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বয়স পরে কেউ আর আপনাকে সেখানে চাকরি দেবে না।

এরপর কী হবে? নিজের ক্লাব খোলার চিন্তা করছেন? তেমনটা হলে শুভকামনা। কিন্তু সেই ব্যাবসা খুব সহজ হবে বলে আশা করবেন না।

আপনি কি কখনও বিয়ে করে নিজের পরিবার শুরু করতে চান না? যদি চান তাহলে আমার কথা শুনুন এবং আগেভাগেই এই চাকরি ছেড়ে দিন।

এখানে চাকরি করতে থাকলে কাকে বিয়ে করবেন? কোনো কাস্টমারকে? তাদের মধ্যে কজন অবিবাহিত আছে?

SHAMVALA ADMIN

বাবা-মায়ের কথা ভুলে যাবেন না। আমার মনে হয় না তারা এই লাইনের কাজের জন্য আপনাকে কষ্ট করে লালন-পালন করে স্কুলে পাঠিয়েছিল।

কর্মচারী হওয়া খারাপ কী? আপনি একটা কোম্পানির অংশ। তেমন কিছু না করেই বেতন পাচ্ছেন। রুমে ঢুকলেই কেউ আপনার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকবে না। আর সেখানের কাউকে বিয়ে করে নিলে আপনাকে আর কখনও কাজই করতে হবে না।

এতে খারাপ কী?

মিস ডুবিয়াস ডগি, এমন অনেক ছেলে পড়ে আছে যারা হাজার খুঁজেও কোনো চাকরি পায় না। তারা সদ্য হাইস্কুল পাশ করা একটা মেয়ের বেতনের অর্ধেক বেতন পাবার জন্যেও হাসিমুখে চা বানাতে প্রস্তুত।

আমি এসব লিখে আপনার মনঃক্ষুণ্ন করতে চাই না। আপনার ভালোর জন্যেই বলছি। আমার কথা শুনুন। আপনার ভালো হবে।

—নামিয়া জেনারেল স্টোর

.

'ভালোভাবেই লিখেছো। এভাবেই বলা উচিত,' আতসুয়া চিঠি দেখে সম্মতি দিলো। এই চিঠি সে লিখলে না যেন কত কথা শোনাতো মেয়েটাকে।

বাবা-মা মেয়েটাকে পড়াশোনা করিয়েছে যেন সে ভবিষ্যতে একটা ভদ্র চাকরি

করতে পারে। আর সে? ক্লাবে কাজ করছে। ভাবছে-টা কী?

সোতা মিল্ক ক্রেটে চিঠিটা রাখার একটু পরেই স্লটে উত্তর চলে এলো।

.

নামিয়া জেনারেল স্টোরকে,

আপনার উত্তরের জন্য ধন্যবাদ। আমি চিন্তায় ছিলাম উত্তর আদৌ পাবো কিনা। আপনার চিঠি পড়ে মনে হলো আমি কিছু ভুল করেছি।

SHAMVALA ADMIN

হয়তো কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আপনাকে আমার পরিস্থিতির আরও পরিষ্কার বিবরণ দেওয়া উচিত ছিল।

আমি বিলাসিতার জীবন পাবার জন্য ক্লাবের কাজে যোগ দিতে চাইছি না। আমি কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চাই। যার মানে নিজের জীবিকা নিজে উপার্জন করতে চাই, অন্য কারও ওপর ভরসা করে না। কোম্পানিতে থাকলে মনে হয় না আমি কখনও সেটা করতে পারব।

দ্বিতীয়ত, আমার বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা নেই। সংসার করা, বাচ্চা নেওয়া হয়তো খুব চমৎকার একটা ব্যাপার, কিন্তু সেই জীবন আমার জন্য না।

আর আমার ধারণা এই ইন্ডাস্ট্রিতে থেকে যে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে তা জানি। আমি আমার সহকর্মীদের দেখে সেই ধারণা পেয়ে গেছি। আমি সেসবের জন্য প্রস্তুত। আর হ্যাঁ, আমি কোনো একদিন নিজের ক্লাব খোলারও আশা রাখি।

আমার নিজের ওপর ভরসা আছে। আমার ইতোমধ্যে কিছু আন্তরিক কাস্টমার আছে যারা আমাকে পছন্দ করে। কিন্তু তাদেরকে আমি পুরো সময়টা দিতে পারি না। এটাও কোম্পানি ছাড়ার আরেকটি কারণ।

যাই হোক, আরেকটা ব্যাপার পরিষ্কার করি। এখানে আসা পুরুষদের সাথে আমি বিছানায় যাই, এই ভাবনাটা হয়তো আপনার ভালো লাগছে না। আমি কখনই যাইনি। এমন না যে প্রস্তাব পাইনি, কিন্তু আমি জানি এদেরকে কীভাবে সামলাতে হয়। আমি প্রাপ্তবয়স্ক।

আমার আইনত অভিভাবক হয়তো এসব শুনে চিন্তিত হবে। কিন্তু আমি এটা তাদের জন্যই করছি, যেন তাদের উপকার ফিরিয়ে দিতে পারি।

আমাকে কি এখনও খুব হাবাগোবা বলে মনে হচ্ছে?

— ডুবিয়াস ডগি

বি.দ্র. আমি পরামর্শ চাচ্ছিলাম যে কীভাবে আমার পরিবার এবং বন্ধুদের কাছে আমার কাজটা ব্যক্ত করব। এই ইন্ডাস্ট্রি ছাড়ার কোনো

SHAHWAL ADMIN

ইচ্ছা নেই আমার। আপনার কাছে যদি আমার জীবনধারা ভালো না লাগে তবে আপনি চিঠি উপেক্ষা করে যেতে পারেন।

.

'উপেক্ষাই করে যাই,' আতসুয়া বলল, 'যত্তসব। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে। বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে বলো একে।'

কোহেই ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি ঠিক বলেছো।'

'দাঁড়াও,' সোতা বলল, 'মেয়েটা খুব একটা ভুল বলছে না। একটা মেয়ে যদি অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে চায় তবে ক্লাবে কাজ করাই সবচেয়ে সহজ আর দ্রুত পদ্ধতি। টাকাই সব আসলে। টাকা ছাড়া জগৎ চলে না।'

'সেটা আমাকে বলতে হবে না,' আতসুয়া বলল, 'তুমি ঠিক বলেছো। কিন্তু মেয়েটা যেভাবে চায় সেভাবে সব হবে না।'

'সেটা তুমি কীভাবে বলতে পারো?'

'কারণ বেশিরভাগ সময়েই হয় না। হ্যাঁ মেয়েটা এখন খুব ভালো অবস্থানে আছে এবং নিজের ক্লাবও খুলে ফেলতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্লাবই খোলার ছয় মাসের মাথায় বন্ধ হয়ে যায়। একটা ব্যাবসা সহজ ব্যাপার না। গতি ধরতে বেগ পেতে হয়, টাকা লাগে। কিন্তু টাকাই সব না। চিঠিতে বলে ফেলা খুব সহজ কিন্তু বাস্তব খুব কঠিন। এখন কিছুই টের পাচ্ছে না। গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু যখন টনক নড়বে তখন খুব দেরি হয়ে যাবে। বিয়ের সময় পেরিয়ে যাবে আর বয়স হয়ে যাবে। তখন আফসোস করেও লাভ হবে না।'

'হ্যাঁ কিন্তু সে মাত্র উনিশ বছর বয়সি। এখনই এসব ভাবার সময় না।'

'এখনই সময়। কারণ সে যুবতী। চিঠি লিখে বলো এসব ছাইপাশ মাথা থেকে বের করতে। ক্লাবের চাকরি ছেড়ে ভালো একটা ছেলে দেখে বিয়ে করে ফেলতে বলো।'

SHAMALA ADMIN

সোতা কিছুক্ষণ খাতা-কলমের দিকে তাকিয়ে রইল, 'না, আমি তাকে উৎসাহ দিতে চাই। মেয়েটা পরামর্শ চেয়েছে, ভর্ৎসনা না।'

'সে আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখছে।'

'আমার মনে হয় সে যথেষ্ট বাস্তববাদী।'

'তাই নাকি? চলো তাহলে একটা বাজি ধরি। সে সফল উদ্যোক্তা হবে কিনা তা নিয়ে। আমি বাজি ধরে বলছি, ক্লাবে কাজ করে একসময় কোনো বাজে পুরুষের পাল্লায় পড়ে যাবে আর শেষমেশ একাকী মা হয়ে বেদনাদায়ক জীবনযাপন করবে।'

সোতা ঢোক গিলল। মাথাটা ভারী লাগছে তার।

ঘরে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। এমনকি আতসুয়াও মেঝের দিকে চুপ করে তাকিয়ে আছে।

'আচ্ছা,' কোহেই বলল, 'তাকে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়?'

'কী জিজ্ঞাসা করব?' আতসুয়া উত্তর দিলো।

'সব কিছু বিস্তারিত বলতে বলব। আমার মনে হয় না তোমরা কেউই ভুল বলছো। চলো তাকে আগে জিজ্ঞাসা করে দেখি সে এসব কতটুকু গুরুত্বের সাথে দেখছে।'

'সে নিশ্চয়ই বলবে খুবই গুরুত্বের সাথে দেখছে।'

'বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করি। যেমন সে কেন স্বাধীন হতে চাচ্ছে বা বিয়ে নিয়ে মনে এত বিদ্বেষ কেন—এসব। ওহ্, আর ব্যাবসা নিয়ে তার কোনো প্ল্যান নির্দিষ্ট আছে কিনা তাও জিজ্ঞাসা করব। আতসুয়া ঠিকই বলেছে, এসব সহজ না। সে যদি সঠিকভাবে উত্তর দিতে না পারে তাহলে আমি মেনে নেব যে সে আকাশ-কুসুম স্বপ্নই দেখছে। আর ক্লাবের চাকরি তার ছেড়ে দেওয়া উচিত। ঠিক আছে?'

আতসুয়া রাজি হয়ে গেল। 'এতে কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না, কিন্তু তবুও চেষ্টা করে দেখা যায়।'

'আচ্ছা, লিখছি তবে।' সোতা কাগজ-কলম তুলে নিলো!

SHAMVALA ADMIN

প্রতিটা বাক্য লেখার আগে চিন্তা করে চিঠিটা লিখতে লাগল। আতসুয়া এসব দেখতে দেখতে নিজের বলা কথাটাই মনে করতে লাগল: ক্লাবে কাজ করে একসময় কোনো বাজে পুরুষের পাল্লায় পড়ে যাবে আর শেষমেশ একাকী মা হয়ে বেদনাদায়ক জীবনযাপন করবে। ঠিক যেমন তার মায়ের সাথে হয়েছিল। সোতা আর কোহেই এবার একারণেই বেশিরভাগ সময়ে চুপ ছিল, ব্যাপারটা ব্যক্তিগত।

আতসুয়ার মা যখন বাইশ বছর তখন আতসুয়ার জন্ম হয়। তার বাবা ছিল একই ক্লাবের এক তরুণ বারটেন্ডার। আতসুয়ার জন্মের কিছুদিন আগেই সে কাউকে কিছু না বলে উধাও হয়ে যায়।

বাচ্চা নিয়েই বারে কাজ চালিয়ে যায় আতসুয়ার মা। তার কাছে আর কোনো উপায় ছিল না।

অনেক ছোটোবেলায় তাদের সাথে একটা লোক থাকত। কিন্তু আতসুয়া তাকে কখনও বাবা হিসেবে দেখেনি। একসময় সেও চলে যায়। এর কিছুদিন পরই আরও একটা লোক থাকতে আসে তাদের অ্যাপার্টমেন্টে। মা তাকে টাকা দিতো। লোকটার নাকি কোনো চাকরি ছিল না। সেও থাকে না। এরপর আরও একজন। এভাবে চলতেই থাকে। একসময় সবচেয়ে বাজে লোকটার আগমন ঘটে।

এই লোক আতসুয়াকে বিনা কারণে মারধোর করত। একবার লোকটা আতসুয়ার চেহারায় ঘুসি মেরে বসে। তার কাছে নাকি আতসুয়ার চেহারা ভালো লাগত না। এসব ফার্স্ট গ্রেডের কথা। তার মা কখনও কিছু বলত না। তার ধারণা ছিল এসব আতসুয়ারই দোষ।

আতসুয়ার শরীরে সবসময়ে কোনো না কোনো আঘাতের চিহ্ন থাকত। কিন্তু আতসুয়া চেষ্টা করত ঢেকে রাখার। স্কুলে কেউ দেখে ফেললে ঝামেলা হবে। তাতে

করে বাসায় তার ওপর অত্যাচার আরও বেড়ে যাবে।

SHAMVALA ADMIN

সেই লোকটাকে জুয়ার কারণে গ্রেফতার করা হয়। আতসুয়া তখন দ্বিতীয় গ্রেডে। গোয়েন্দারা যখন বাসায় এলো তখন আতসুয়া একটা ট্যাংক টপ পরে ছিল। তারা সেসব দেখে ফেলে আর মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। মায়ের বাহানাগুলো এতই দুর্বল ছিল যে তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে গোয়েন্দারা।

জুভেনাইল অ্যাফেয়ার্স থেকে একজন কেস এজেন্ট পাঠানো হয়।

এজেন্ট এসে আতসুয়াকে নানা প্রশ্ন করে। কিন্তু এসবের মাঝে তার মা বারবার চাপাচাপি করছিল যে সে নিজেই আতসুয়াকে মানুষ করতে পারবে। আতসুয়া এর কারণ বুঝতে পারেনি। সে তো মাকে ফোনে বলতে শুনেছে, তার বাচ্চা সামলাতে খুব বিরক্ত লাগে। এই বাচ্চা না জন্মালেই সে বেশি খুশি হতো।

এজেন্ট চলে যায়। এখন কেবল মা আর আতসুয়া। আর মার খেতে হবে না বাসায়, সে ভেবেছিল। কিন্তু, বাসায় সে প্রায় একাই হয়ে পড়ল। তার মা প্রায়ই রাতে বাসায় আসত না। কেবল তাই নয়, আতসুয়াকে খাবার বা টাকা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করত না। একসময় এলো যখন একমাত্র স্কুলের লাঞ্চই হলো তার একমাত্র খাদ্যের উৎস। আতসুয়া এসব কাউকে বলেনি। করুণা চায় না তার।

শীতের মৌসুম এসে পড়ল। ক্রিসমাসও একা কাটালো আতসুয়া। শীতের ছুটিতে স্কুলও বন্ধ। তার মা দুসপ্তাহ ধরে বাসায় আসেনি। ফ্রিজে কোনো খাবার নেই।

২৮ ডিসেম্বরে আতসুয়া একটা রাস্তার দোকান থেকে চিকেন স্কিউয়ার চুরি করতে গিয়ে ধরা পরে যায়। সারা শীতে সে কী খেয়ে বেঁচেছে তা তার মনে ছিল না। স্কিউয়ার চুরি করার স্মৃতিও মনে নেই তার। হাতেনাতে ধরা পড়ে। পালিয়ে যাবার আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

অ্যানেমিক শক

তিন মাস পরে আতসুয়া মারুমিতসুয়েনে চলে আসে।

SHAMVALA ADMIN

৩

প্রিয় ডুবিয়াস ডগি,

দ্বিতীয় চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

আমার কাছে এটা এখন পরিষ্কার যে আপনি কেবল বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য ক্লাবে কাজ করতে চান না।

নিজের ব্যাবসা শুরু করার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও প্রশংসনীয়।

তবুও দুমাস খুব ভালো কাটিয়ে আপনি চাকচিক্য আর সহজ টাকার প্রতি প্রমত্ত হয়ে যাচ্ছেন না সেটা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না।

ব্যাবসা শুরু করার টাকা কীভাবে জোগাড় করবেন তা ভেবেছেন? সময়কাল নির্দিষ্ট করেছেন? আর সেখান থেকে কীভাবে এগুবেন? ক্লাব চালাবার জন্য অনেক লোকের দরকার পড়বে। এসব পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা কোথায় পাবেন? ক্লাবে কাজ করেই কি সেসব বুঝে যেতে পারবেন?

আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি ব্যাবসায় সফল হবেন? যদি হয়ে থাকেন তবে এই নিশ্চয়তা কোথা থেকে পাচ্ছেন?

অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে চান সেটা খুবই প্রশংসনীয়। তবে স্বচ্ছল কাউকে বিয়ে করে নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা অর্জন করাটাও কি প্রশংসনীয় নয়? একটা মেয়ের যদি চাকরি নাও থাকে তবুও তার স্বামীকে যথাযথ সহায়তা করলে সেটা মেয়েটাকে একটা স্বাধীন পদমর্যাদা দেয়।

আপনি বলেছেন আপনার অভিভাবককে উপকার ফিরিয়ে দিতে চান। কিন্তু কেবল টাকা দিয়ে তাদের উপকার ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। আপনি নিজে সুখী হলেই তারা খুশি হবে। খুঁটি গাড়ুন, পরিবার শুরু করুন। তাহলেই আপনার বাবা- মা সন্তুষ্ট হবে।

SHAMVALA ADMIN

আপনি বলেছেন আপনার জীবনধারা আমার পছন্দ না হলে যেন আমি এই চিঠি এড়িয়ে যাই। কিন্তু আপনার পরিস্থিতিটা এড়িয়ে যেতে পারলাম না। উত্তর দিতেই হলো। আপনার সৎ উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

—নামিয়া জেনারেল স্টোর

.

'ভালো হয়েছে।' আতসুয়া রাজি হলো। সোতাকে চিঠিটা ফিরিয়ে দিলো সে।

'দেখা যাক এখন সে কী বলে। পোক্ত কোনো প্ল্যান আছে কিনা।'

'মনে হয় না।'

'কেন না? সম্ভাবনা এভাবে উড়িয়ে দিতে পারো না তুমি।'

'প্ল্যান যদি থেকেও থাকে, ফালতু কিছুই হবে দেখো। যেমন কোনো খ্যাতিমান ব্যক্তিকে বা বেসবল প্লেয়ারকে সুগার ড্যাডি বানানো—এরকম।'

'সেটা কাজে দিতে পারে,' কোহেই পইপই করে বলে উঠল।

'চুপ থাকো গর্দভ। এমন কিছুই হবে না।'

'যাই হোক, আমি আসছি।' সোতা চিঠিটা খামে ভরে বাইরে চলে গেল। আতসুয়া আর কোহেই শব্দ পাচ্ছে, মিল্ক বিন খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। আজ এই এক

রাতে এই শব্দটা কতবার শুনলো তারা?

সোতা ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিতেই শাটারে শব্দ হলো, 'আমি নিয়ে আসছি।' কোহেই উঠে সেদিকে চলে গেল।

আতসুয়া আর সোতা একে-অপরের দিকে তাকালো।

'এখন কী হবে?' আতসুয়া জিজ্ঞাসা করল।

সোতা কেবল বলল, 'জানি না।'

কোহেই আরও একটা খাম এনেছে, 'আমি আগে পড়ি?'

SHAMVALA ADMIN

‘আচ্ছা।’

কোহেই চিঠি পড়তে শুরু করলে তাকে দেখে মনে হলো অবাক হচ্ছে। এরপর তার অভিব্যক্তি বদলে আশঙ্কায় রূপ নিলো। নখ কামড়তে শুরু করেছে। আতসুয়া আর সোতা জানে কোহেই ভয় পেয়ে গেলে প্রায়ই এমন করে।

এবার আগের চেয়ে বড়ো চিঠি এসেছে। কোহেইর পড়া শেষ হলে আতসুয়া চিঠিটা এক প্রকার ছিনিয়ে নিলো তার কাছ থেকে।

নামিয়া জেনারেল স্টোরকে,

আপনার দ্বিতীয় চিঠিটা পড়েও সেই একইরকম অসঙ্গতি বোধ হলো আমার।

সত্যি বলতে আপনার ‘চাকচিক্য আর সহজ টাকার প্রতি প্রমত্ত হয়ে যাওয়া’ কথাটা খুব অপমানজনক লেগেছে আমার। কেবল মজার জন্য কেউ এই চাকরি করে নাকি?

কিন্তু মাথা ঠান্ডা হলে আপনার কথার আসল মর্ম বুঝতে পারলাম। উনিশ বছর বয়সি এক মেয়ে নিজের ব্যাবসা শুরু করবে এটা নিয়ে আপনার মনে সংশয় জাগাটাই স্বাভাবিক।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কোনোকিছু আর লুকাবো না।

শুরুতে যা বলেছিলাম, আমি অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে চাই। আমি কেবল স্বচ্ছল জীবনের কথা বলছি না। অনেক বেশি টাকা অর্জনের কথা বলছিলাম। কিন্তু এসব নিজের জন্য না।

আসলে, আমি খুব ছোটোবেলায় আমার বাবা-মাকে হারাই আর এলিমেন্টারি স্কুলের ছয় বছর মারুমিতসুয়েন নামে এক অনাথাশ্রমে কাটাই।

কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো ছিল। এলিমেন্টারি স্কুল শেষ করার পরই আমাকে আমার এক আত্মীয় পালক নিয়ে নেয়। তাদের কারণেই আমি হাইস্কুল শেষ করতে পেরেছি। অনাথাশ্রমে এমন অনেক বাচ্চা ছিল

SHAMVALA ADMIN

যাদেরকে তাদের বাবা-মা অত্যাচার করত। অনেকে ছিল যাদের পালক বাবা-মা অনাহারে রাখত। এমন দুর্ভাগ্য দেখে আমি বুঝতে পারি আমি আসলে কতটা ভালো আছি।

একারণেই আমি আমার অভিভাবকের জন্য কিছু করতে চাই। সময় চলে যাচ্ছে। তারা বয়স্ক। এবং যেহেতু তাদের আর কাজ করার সামর্থ্য নেই, তাই তাদেরকে তাদের সামান্য সেভিং দিয়ে দিন পার করতে হচ্ছে। আমি ছাড়া তাদের সাহায্য করার মতো আর কেউ নেই। কেবল চা বানিয়ে বা কফি তৈরি করে আমি তাদের সাহায্য করতে পারব না। আর নিজের ক্লাব শুরু করার একটা ভালো বুদ্ধি আছে আমার কাছে। টাকা জমাবো এবং পাশাপাশি আমার একজন পরামর্শদাতা আছে যে আমাকে সাহায্য করবে। সে আমাদের একজন কাস্টমার কিন্তু তার ফুড ইন্ডাস্ট্রিও আছে। এবং সে নিজের অবস্থানে সফল। সে আমাকে গোড়া থেকে সাহায্য করবে।

আপনি হয়তো ভাবছেন আমি এই কাস্টমারের ওপর কীভাবে এতটা ভরসা করতে পারি।

আসলে, ছেলেটা আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছে। আমি রাজি হলে সে আমাকে মাসিক খরচ দেবে, হাতখরচের কথা বলছি না। সে খারাপ লোক না। এবং আমি তাকে অপছন্দও করি না।

আশা করি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর এখানে আছে। সবকিছুই পরিষ্কার করে তুলে ধরলাম। আপনি হয়তো ভাববেন আমি কল্পনার রাজ্যে বাস করছি। যদি এমনটা হয়ে থাকে তাহলে দয়া করে আমাকে আমার ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন। আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকব।

-ডুবিয়াস ডগি

SHAHVALA ADMIN

‘আমি স্টেশনের পাশের দোকানগুলোর দিকে যাচ্ছি,’ হারুমি হিদেওকে বলল। হিদেও হারুমির বড়ো খালা। হারুমির দিকে পিঠ দিয়ে চুলায় কাজ করছিল সে। বাতাসে বনিটো ফ্লেকসের গন্ধ।

‘আচ্ছা,’ হিদেও না ঘুরেই বিদায় জানালো। একটা ডিশে ব্রথ দিতে ব্যস্ত সে।

হারুমি বেরিয়ে গেটের সামনে রাখা বাইসাইকেলে উঠে বসল। সহজভাবে প্যাডেল করতে লাগল। এই গ্রীষ্মে তৃতীয়বারের মতো এত সকালে বের হচ্ছে সে। হিদেও হয়তো ব্যাপারটা লক্ষ করেছে, কিন্তু সে হারুমিকে কিছু বলবে না। হারুমির ওপরে ভরসা আছে তার।

হারুমি পরিচিত রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে শীঘ্রই তার গন্তব্যে চলে এলো।

নামিয়া জেনারেল স্টোরের আশেপাশে হালকা কুয়াশা। আশেপাশে কেউ আছে কিনা তা পরীক্ষা করে গলি দিয়ে হেঁটে পেছনের দরজার সামনে চলে এলো। শুরুতে তার নার্ভাস লাগত, কিন্তু এখন এই প্রক্রিয়ায় সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

দরজার পাশেই একটা কাঠের মিল্ক ক্রেট। বড়ো একটা শ্বাস নিয়ে ঢাকনাটা খুলল। ভেতরে একটা খাম আছে।

শ্বাসটা ছাড়ল।

সেখান থেকে বেরিয়ে সাইকেলে করে সোজা বাসায় চলে এলো। তৃতীয় চিঠিতে কী লেখা থাকতে পারে? তর সইছে না ওর।

হারুমি মুতো আগস্টের দ্বিতীয় শনিবারে বাসায় ফিরেছে। কোম্পানি আর শিনজুকুতে বন ব্রেক চলছে। একসাথে দুটো ছুটি না পেলে আসতে পারত না।

বন ব্রেক ছাড়া কোম্পানি থেকে আর ছুটি পায় না সে। ছুটির আবেদন তারা খারিজ করে দেয়। ক্লাবে এসব নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না।

SHAMVALA ADMIN

আগে থেকে বলে রাখলে যখন-তখন ছুটি পাওয়া যায়। কিন্তু হারুমি কখনই বন্ধ দিত না। যতদিন সম্ভব কাজ করতে যেত।

এটা আসলে তার বাসা না। এখানে তার জন্ম হয়নি। বাড়ির গেটে লেখা 'তামুরা'।

পাঁচ বছর বয়সে তার বাবা-মা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। একটা ট্রাক ছিটকে তাদের লেনে এসে পড়েছিল। হারুমি তখন প্রিস্কুলে ছিল। সে কীভাবে খবরটা পেয়েছিল তা মনে নেই তার। হয়তো খুব কষ্ট পেয়েছিল কিন্তু স্মৃতি মুছে গেছে। এরপরের ছয় মাস চুপ থাকার কথাও মনে নেই ওর। অন্য কেউ না বলে দিলে হয়তো এসব জানতও না।

এমন না যে তার কোনো আত্মীয় ছিল না। কিন্তু তাদের সাথে খুব কমই দেখা হতো। কেউ খবর শুনেই তাকে এসে নিয়ে যাবে এমনটা হবার কথা না। কিন্তু তামুরারা তখন এগিয়ে এসেছিল।

হিদেও তামুরা হারুমির নানির বোন। তার মানে সে সম্পর্কে হারুমির বড়ো- খালা। হারুমির নানাভাই যুদ্ধে মারা যায় আর এরপর নানি অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিছুদিন পর সেও ইহলোক ত্যাগ করে। হিদেও তখন স্বর্গের ফেরেস্তার মতো হারুমির সাহায্যে এগিয়ে আসে। হারুমিকে নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করে। হারুমির বড়ো খালুও ঠিক একইরকম সদয়।

ভালো দিনগুলো বেশিদিন টিকেনি। তাদের একমাত্র মেয়ে হুট করে একদিন স্বামী-সন্তান নিয়ে বাসায় চলে আসে। পরে জানা যায় লোকটা নাকি ব্যাবসায় তার সমস্ত সম্পদ হারিয়ে ফেলেছে আর তাদের মাথায় অনেক ঋণের বোঝা। এমনকি বাড়িটাও ছেড়ে দিতে হয়েছে।

এলিমেন্টারি স্কুলে ঢোকার ঠিক আগে হারুমিকে অনাথাশ্রমে দিয়ে দেওয়া হয়। হিদেও যাবার সময় তাকে বলে গিয়েছিল, 'আমি শীঘ্রই তোমাকে নিতে আসব।'

SHAMAA ADMIN

ছয় বছর পর, সে তার কথা রাখতে ফিরে আসে। তার মেয়ের পরিবার চলে গিয়েছিল। প্রথম দিন ফিরে হারুমি তার বড়ো খালাকে বেদির সামনে বসে প্রার্থনা করতে দেখে।

'যেন বিশাল এক বোঝা নেমেছে আমার কাঁধ থেকে।' হিদেও তার বোনের ছবি দেখতে দেখতে বলছিল।

তাদের বাড়ির কাছেই কিটাযাওয়াজরা থাকত। তাদের মেয়ে শিযুকো হারুমির চেয়ে বয়সে তিন বছরের বড়ো।

শিযুকো প্রায়ই হারুমির সাথে খেলা করত। হারুমি যখন বাসায় ফিরে মিডেল স্কুলে ভর্তি হয় তখন শিযুকো হাইস্কুলে পড়ে। এতদিন পর শিযুকোর সাথে দেখা হবার পর হারুমি বুঝতে পারে শিযুকো খুব পরিপক্ক হয়ে গেছে।

এরপর থেকে দুজন একে অপরের সঙ্গ কখনও ছাড়ত না। শিযুকো হারুমিকে নিজের ছোটো বোনের মতো স্নেহ করত আর হারুমি তাকে বড়ো বোনের মতো ভালোবাসত। বাসা এত কাছাকাছি হওয়ায় তারা যখন ইচ্ছা দেখা করতে পারত।

এখনও বাড়ি এলে হারুমি শিযুকোর সাথে দেখা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে।

শিযুকো কলেজের চতুর্থ বর্ষে। ফিজিক্যাল এডুকেশন নিয়ে পড়ে। হাইস্কুল থেকেই ফেন্সিং করত। অলিম্পিকে যাবার মতো যোগ্যতাও তৈরি করে ফেলেছে। বেশিরভাগ সময়ে বাড়ি থেকে কলেজে আসা-যাওয়া করত সে। কিন্তু অভিজাত অ্যাথলেট হয়ে যাবার পর থেকে বাসায় আসা কঠিন হয়ে যায়। প্রায়ই বিদেশে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে কয়েক সপ্তাহ দূরে থাকতে হয় তাকে।

কিন্তু এই গ্রীষ্মে শিযুকো বাড়িতেই আছে। জাপান সরকার মস্কো অলিম্পিককে বয়কট করেছে। হারুমি খবরটা শুনে ভেবেছিল শিযুকো

SHAWALA ADMIN

হয়তো ভেঙে পড়বে। কিন্তু দেখা গেল সে ব্যাপারটাকে সহজেই নিয়েছে।

অলিম্পিকের ব্যাপারটা এড়িয়ে চলা যেত না আর শিযুকো এড়িয়ে যেতও না। সে হারুমিকে বলেছে, সে হয়তো অলিম্পিকে শেষ পর্যন্ত যেতে পারেনি। কিন্তু এ নিয়ে তার মনে কোনো বোঝা নেই, 'যে ক্রীড়াবিদরা অলিম্পিকের জন্য খুব কষ্ট করেছে তাদের কথা ভাবলে খারাপ লাগে।' শিযুকো সবসময়েই খুব নরম মনের মানুষ।

দুবছর আগে হারুমির সাথে শিযুকোর দেখা হয়েছিল। এরপর হয়নি। একসময় শিযুকো পাতলা আর দোহারা গড়নের ছিল। এখন তার কাঁধ চওড়া হয়েছে, পেশি বেড়েছে। অলিম্পিকের জন্য যোগ্য হতে হলে বিশেষ ধরনের গড়ন দরকার, ভাবত হারুমি।

'আমার মা বলে আমি ঘরে ঢুকলে নাকি কামরা সংকীর্ণ হয়ে যায়,' মজা করে বলে শিযুকো।

এক রাতে ইউকাটা রোব পরে শহরের বন নাচ থেকে ফেরার সময়ে হারুমি প্রথম নামিয়া জেনারেল স্টোরের কথা জানতে পারে। তারা দুজন তাদের ভবিষ্যৎ, স্বপ্ন আর বিয়ে নিয়ে কথা বলছিল। হারুমি শিযুকোকে জিজ্ঞাসা করে, 'ধরো যদি ফেন্সিং বা রোমান্স থেকে যে-কোনো একটা বেছে নিতে হয় তবে তুমি কোনটা বেছে নেবে?'

শিযুকো থেমে সোজা হারুমির চোখের দিকে তাকায়। তার চোখের মণি যেন বিনয়ে জ্বলজ্বল করছে। কান্না করে উঠে সে।

'এই, কী হয়েছে? কিছু ভুল বলে ফেলেছি? আমি দুঃখিত! আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি!' হারুমি তাড়াতাড়ি ক্ষমা চায়।

শিযুকো মাথা নেড়ে ইউকাটার হাতা দিয়ে চোখ মুছল, 'কিছু হয়নি। আমি ঠিক আছি। ভয় পাইয়ে দিলাম তোমাকে।' আবার হাঁটতে শুরু করল।

এরপর অনেক লম্বা সময় ধরে তারা চুপ করে রইল।

SHAMVALA ADMIN

এরপর শিযুকো আবার থামল।

‘হারুমি, একটা লম্বা রাস্তা ধরবে?’

‘আচ্ছা। কিন্তু কোথায় যাবো?’

‘গেলেই দেখবে। চিন্তা কোরো না, বেশি দূর না।

শিযুকো হারুমিকে একটা পুরোনো দোকানের সামনে নিয়ে আসে। সাইনে লেখা নামিয়া জেনারেল স্টোর। দোকানটা কেবল রাতের জন্য বন্ধ নাকি আজীবনের জন্য, তা বুঝা যাচ্ছিল না।

‘এই জায়গাটার কথা জানো?’ শিযুকো জিজ্ঞাসা করল।

‘নামিয়া—মনে হয় কোথাও শুনেছি। ওহ, হ্যাঁ, স্কুলের বাচ্চারা গাইতো। এখান থেকে সেটা এসেছে তাহলে?’

মিডেল স্কুলে থাকতে এর গল্প শুনেছে সে।

‘স্টোরটার ব্যাবসা বন্ধ, কিন্তু পরামর্শ দেওয়া এখনও চলছে।’

‘বলো কী?’

শিযুকো মাথা নাড়ে, ‘মানে, কদিন আগে আমি নিজেই খুব ভালো পরামর্শ পেয়েছিলাম।’

হারুমির চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল, ‘সত্যি?’

‘কাউকে বলিনি। কিন্তু তোমাকে বলাই যায়। তুমি তো আমাকে আজ কাঁদতেও দেখে ফেলেছো।’

গল্প বলতে বলতে শিযুকোর চোখ আবারও ভিজে এলো।

শিযুকোর গল্প শুনে হারুমি হতবাক হয়ে যায়। তার বান্ধবী নিজের ফেন্সিং কোচের প্রেমে পড়ে যায় এবং বিয়ের চিন্তা-ভাবনা করে শুনে সে যতটা না অবাক হয়, তার চেয়ে বেশি কষ্ট পায় এটা শুনে যে ছেলেটা আর বেঁচে নেই। আর সে মারা যাবে জেনেও শিযুকোকে অলিম্পিকের ট্রেনিং চালিয়ে যেতে হয়েছে।

SHAMVALA ADMIN

‘আমি এমনটা কখনই করতে পারতাম না,’ হারুমি স্বীকার করল, ‘যখন ভালোবাসার পুরুষটা মারা যাচ্ছে তখন কীভাবে সমস্ত সময় ক্রীড়ায় ব্যয় করা যায়!’

‘কারণ তুমি আমাদের পরিস্থিতিটা জানতে না।’ শিযুকোর কণ্ঠ এখন স্বাভাবিক, ‘সে জানত তার জীবন প্রায় শেষ। কিন্তু যেটুকু বাকি ছিল সেটুকুই সে প্রার্থনায় ব্যয় করে। যেন আমার স্বপ্ন একদিন সত্যি হয়। যখন আমি সেটা বুঝতে পারি, তখন আর কিছু ভাবার দরকার পড়েনি।’

শিযুকো বলে তার সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব নামিয়া জেনারেল স্টোরের কারণে দূর হয়েছে। ‘লোকটা চমৎকার। সোজাসাপটা কথা বলে। যখন তাকে আমার সমস্যার কথা জানাই, সে কোনো ভণিতা না করে আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে সবটা দেখায়। সব কিছু স্পষ্টভাবে দেখতে বাধ্য করে। তার কারণেই আমি মন থেকে সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ট্রেনিংয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছি।’

‘সত্যি—’

হারুমি আগ্রহ বোধ করে। স্টোরের যা অবস্থা, তাতে মনে হয় না এখানে কেউ এখন বাস করে।

‘আমি জানি তুমি কী ভাবছো।’ শিযুকো বলল, ‘আমার মনে হয় না এখানে কেউ থাকে। হয়তো রাতের বেলা চিঠি দেখতে আসে। উত্তর লেখা হয়ে গেলে মিল্ক ক্রেটে রেখে দেয়। সকালবেলাই পাওয়া যায় সেগুলো।’

‘অবিশ্বাস্য,’ কেউ এত ঝামেলা কেন পোহাতে যাবে? কিন্তু এসব শিযুকো বলছে। সে মিথ্যা বলবে না।

সে রাতে নামিয়া জেনারেল স্টোরের কথা মাথা থেকে সরাতে পারল না সে। হারুমি খুব বড়ো এক দ্বিধায় ভুগছে। পরামর্শ দেওয়ার মতো কেউ নেই।

SHAMVALA ADMIN

এক কথায়, তার সমস্যাগুলো অর্থনৈতিক।

হিদেও যদিও কখনও তাকে বলেনি, কিন্তু হারুমি জানে তামুরা পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ চলছে। বাসাটা যদি একটা নৌকা হয়ে থাকে, তবে সেই নৌকার তলায় এমন ফুটো হয়েছে যে গলগল করে পানি ভেতরে ঢুকছে। বালতিতে করে পানি ফেলে কোনোরকমে নৌকাটা এখনও ভাসিয়ে রেখেছে তারা। কিন্তু খুব বেশিদিন এটা টিকবে না।

একসময় তামুরারা খুব স্বচ্ছল পরিবার ছিল। জমিজমার অভাব ছিল না। কিন্তু তাদের মেয়ের দায়বদ্ধতায় সেগুলো সব বিক্রি করে ফেলতে হয়েছে। সব কিছু দিয়ে দেওয়ার পর তাদের মেয়ে এখান থেকে চলে যায়। এরপর হারুমিকে আবার ফিরিয়ে আনে তারা।

সেটাই তামুরাদের দুর্দশার শেষ গল্প নয়। গত বছর হারুমির বড়ো খালু স্ট্রোক করে। সে এখন শরীরের ডান অংশ প্রায় নাড়াতেই পারে না।

একারণে হারুমিকে টোকিও গিয়ে কাজে লাগতে হয়েছে। বৃদ্ধ অভিভাবকের সাহায্য করা তার কর্তব্য মনে করেছে। কিন্তু কোম্পানির বেতনের প্রায় পুরোটাই থাকা-খাওয়ার জন্য খরচ হয়ে যাচ্ছে। তামুরাদেরকে সাহায্য করা কোনোমতেই সম্ভব হয়ে উঠছে না।

সমস্যায় জর্জরিত এই সময়ের মাঝে নাইট ক্লাবের জীবনের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। অন্য কোনো সময়ে প্রস্তাবটা এলে সে সাথে সাথে ফিরিয়ে দিতো। সত্যি বলতে সে ভাবত হোস্টেস হওয়া নিচু দরের চাকরি, তাকে মানায় না।

কিন্তু পরিস্থিতি ঘুরে দাঁড়ায়। এখন সে বরং কোম্পানির চাকরি ছেড়ে ফুল টাইম হোস্টেসের চাকরি করতে চায়। এতে করে সে তামুরাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে।

এটা নিয়ে পরামর্শ চাইব? এটা একটা সামান্য সমস্যা বলে মনে করবে না তো? হারুমি ডেস্কে বসে অনেকবার ভেবে দেখল।

SHAMALA ADMIN

শিযুকোর সমস্যাও খুব জটিল ছিল। নামিয়া জেনারেল স্টোর তো সেই সমস্যাও চমৎকারভাবে সমাধান করে দিয়েছে। হয়তো তাকেও একটা ভালো পরামর্শ দিতে পারবে।

আর ভাবার কিছু নেই। লিখে ফেলো। এটা ভেবে হারুমি নামিয়া জেনারেল স্টোরের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে ফেলে। কিন্তু সেটা মেইল স্লটে ফেলতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে যায়। উত্তর দেবে তো? শিকো বলেছে সে এক বছর আগে এখানে যোগাযোগ করেছে। এতদিনে বাড়িটা যদি পরিত্যক্ত হয়ে গিয়ে থাকে?

ধুর, যাই হোক। চিঠিটা মেইল স্লটে ফেলে দিলো। এতে তার আসল নামও লেখা নেই। কেউ যদি পেয়ে পড়েও ফেলে তবে জানবেও না প্রেরক কে।

কিন্তু পরদিন সকালে মিল্ক ক্রেটে ফিরতি চিঠি পেয়ে যায়।

যখন সেটা পড়ল, তখন সে বুঝতে পারে শিযুকো ভুল বলেনি। নামিয়া জেনারেল স্টোর ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কোনো কথা বলে না। একদম সোজাসাপটা। যেন তাকে রাগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এভাবে লিখেছে।

'মিস্টার নামিয়া এভাবেই কাজ করেন।' শিযুকো বলল তাকে, 'নিজেকেই নিজের কথা বলতে আর নিজের রাস্তা বেছে নিতে বাধ্য করেন।

তারপরও হারুমির মনে হলো উত্তরটা খুব রূঢ়। মিস্টার নামিয়া ভাবছে সে কল্পনার রাজ্যে বাস করে আর সেই তাড়নায় হোস্টেস হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। আর কিছু না।

সেও সোজাসাপটা একটা উত্তর লিখে ফেলে। কেবল স্বচ্ছল জীবনধারার জন্য সে ক্লাবে কাজ করতে চায় না বরং একদিন নিজের ক্লাবও খোলার পরিকল্পনা আছে।

ফিরতি চিঠিটা পেয়ে সে আরও রেগে যায়। অবিশ্বাস্যভাবে, মিস্টার নামিয়া তার অঙ্গীকারের দিকে আঙুল তুলেছেন। হারুমি যদি তার বৃদ্ধ

SHAHNAZ ADMIN

অভিভাবকের সেবা করতেই চায় তবে সে কেন বিয়ে করে সংসার করছে না? এই চিঠি এখন সীমা পার করে ফেলছে।

হারুমির মনে হলো এখানে বুঝার ভুল হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লুকিয়ে আর লাভ নেই।

তৃতীয় চিঠিতে তাই সে সব কিছু খুলে বলল। তার অভিভাবকের অবস্থা, তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা—সব

মিস্টার নামিয়া এবার কেবল প্রতিক্রিয়া দেবেন? কিছুটা উৎকণ্ঠা আর কিছুটা ভয় নিয়ে সেই চিঠিটা পোস্ট করেছিল হারুমি।

বাড়ি ফিরে তাতামির টেবিলে বসে সকালের নাস্তা খেয়ে নিলো। পাশের ঘরে হিদেও বড়ো খালুকে চামচে করে পরিজ আর ঠান্ডা চা খাওয়াচ্ছে। তাদের দেখে আবারও একটা তাড়না অনুভব করল হারুমি, এদেরকে সাহায্য করার। কিছু একটা করতেই হবে।

নিজের ঘরে ফিরে চিঠি পড়তে শুরু করল।

এবারের চিঠিটা বাকি সবগুলোর চেয়ে আলাদা।

.

প্রিয় ডুবিয়াস ডগি,

আমি আপনার তৃতীয় চিঠি পেলাম। এটা এখন পরিষ্কার, যে আপনি খুব কঠিন পরিস্থিতিতে আছেন এবং যারা আপনার উপকার করেছে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আপনি বদ্ধপরিকর। আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন আছে আমার।

• যে লোক আপনাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছে তাকে আপনি পুরোপুরি ভরসা করতে পারেন তো? আপনি বলেছেন এই ছেলে অনেক ব্যাবসার সাথে জড়িত কিন্তু কীভাবে জড়িত তা কি কখনও জিজ্ঞাসা করেছেন তাকে? যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনি তাকে বলুন আপনাকে একদিন তার ব্যাবসা ঘুরে দেখাতে। সেখানে গিয়ে কর্মচারীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে ছেলেটার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন।

SHAMVALA ADMIN

• ক্লাব চালু করার সময়ে ছেলেটা আপনাকে সাহায্য করবে এর কোনো লিখিত গ্যারান্টি আছে? তার স্ত্রী যদি এই সম্পর্কের কথা জেনে যায় তবুও কি সে তার কথা রাখবে?

• আপনি কি এই ছেলের সাথেই থাকতে চান? যদি অন্য কাউকে ভালোবেসে ফেলেন তখন কী করবেন?

• আপনি বলেছেন আপনি হোস্টেসের চাকরি করে টাকা জমাতে চান যেন একসময় নিজের ক্লাব খোলার মতো পুঁজি থাকে। আপনি রোজগারের অন্য কোনো উপায় বিবেচনা করতে রাজি? নাকি হোস্টেস হবার অন্য কোনো কারণ আছে?

• যদি আমি আপনাকে রোজগারের অন্য কোনো উপায় বলে দেই তাহলে আপনি কি সেটা বিবেচনা করবেন? আমি যা বলব তা করতে রাজি হবেন? একটা প্রবল সম্ভাবনা আছে যে আমি আপনাকে হোস্টেসের চাকরি ছেড়ে দিতে আর বাজে লোকের সঙ্গ ছেড়ে দিতে বলব।

দয়া করে এগুলোর সৎ উত্তর দিয়ে আরেকটি চিঠি লিখুন। আপনার উত্তর দেখলে আশা করি আপনার স্বপ্ন পূরণের কোনো উপায় বাতলে দিতে পারব।

এসব হজম করা হয়তো আপনার জন্য শক্ত। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি আমি আপনাকে কোনো ধোঁকা দিচ্ছি না। সেটা করে আমার কোনো লাভ নেই। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

কিন্তু একটা সাবধানতার বাণী।

সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্তই আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এরপর আর সম্ভব হবে না।

—নামিয়া জেনারেল স্টোর

৫

SHAWLA ADMIN

হারুমি কাস্টমারের তৃতীয় গ্রুপটা বিদায় করে দেওয়ার পর মায়া তাকে স্টাফ রুমে টেনে নিয়ে গেল। মায়া তার চেয়ে চার বছরের বড়ো।

দরজা বন্ধ করে হারুমির চুল টেনে ধরল সে। 'কী ভেবেছো? বয়স কম বলে ফ্রি পাস পেয়ে যাবে?'

হারুমির চেহারা ব্যথায় কুঁকড়ে গেল, 'কী বলছ?'

'কী বলছি? তুমি আমার পুরুষের দিকে নজর দিচ্ছিলে।' মায়া হিসহিস করে উঠল। তার ঠোঁটগুলো লাল লিপস্টিকে চকচক করছে।

'কী? আমি কিছু করিনি!'

'ঢং দেখো। মিস্টার সাতোর সাথে এত লুতুপুতু কীসের। ঐ বুড়োটাকে আমি এনেছি।'

মিস্টার সাতো? হারুমির নিজেরই বিশ্বাস হলো না। ওই বুড়ো ভামের দিকে হারুমি নজর দেবে? ছিঃ!

'সে আমাকে এসে হাই বলেছে। আমি ভদ্রতা করে ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম।'

'মিথ্যাবাদী। তার সামনে কিউট সাজছিলে।'

'আমরা হোস্টেস। কাস্টমারের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করাই আমাদের কাজ।'

'চুপ,' মায়া হারুমির চুল ছেড়ে দিয়ে ধাক্কা দিলো। দেওয়ালে বাড়ি খেল ও, 'পরেরবার এত সহজে ছাড়ব না। বুঝেছ?'

মায়া হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

হারুমি আয়নায় নিজেকে দেখল। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। আলুথালু চুল। তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিলো। এসবে নিজেকে কষ্ট পেতে দেবে না সে।

রুম থেকে বেরিয়ে একটা টেবিলে বসল। সেখানে তিনজন পুরুষ বসেছিল। এদের সবাইকে দেখে ধনী মনে হচ্ছে।

SHAMVALA ADMIN

‘হ্যালো, আরেকটা কমবয়সি মেয়ে,’ একটা লোক জঘন্যভাবে হাসতে হাসতে বলল। হারুমিকে আপাদমস্তক দেখে নিলো লোকটা।

‘গুড ইভিনিং,’ লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল হারুমি, ‘আমি মিহারু। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।’ লোকটার পাশে বসল সে।

তার একজন সহকর্মী ইতোমধ্যে টেবিলে বসে ছিল। কৃত্রিম হাসি হেসে হারুমির দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এই মেয়েটাও এর আগে হারুমিকে হুমকি দিয়েছে। সবার নজর যেন হারুমির দিকে এতটা না যায়।

যত্তসব, এই চাকরিতে কাস্টমারের নজরে না পড়লে লাভ নেই।

কিছুদিন পর শিনজি তমিওকা ক্লাবে একা আসে। পরনে ছিল ধূসর স্যুট আর লাল টাই। চমৎকার গঠন, কোনো বাড়তি মেদ নেই শরীরে। দেখে মনেই হয় না তার বয়স ৪৬।

প্রতিবারের মতোই আজও সে হারুমিকে ডেকে তার সাথে বসতে বলল।

‘আকাসাকাতে একটা ক্লাসি বার আছে,’ তমিওকা ফিসফিস করে বলল। হুইস্কিতে একটা চুমুক দিয়ে গলার স্বর আরও নামিয়ে বলল, ‘পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকবে আর সেখানে সবরকম ওয়াইন পাওয়া যায়। তারা এইমাত্র কিছু চয়েজ কেভিয়ার যোগ করেছে আর আমাকে সেটা দেখার জন্য আমন্ত্রণ করেছে। যাবে আমার সাথে?’

হারুমি কৌতূহল বোধ করল। কিন্তু সে নতজানু হয়ে বলল, ‘আমি দুঃখিত। কাল দেরি করে কাজে আসা যাবে না।’

তমিওকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ‘এজন্যই তোমার ওই চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিত। তারা যেন কী করে?’

‘স্টেশনারি ম্যানুফাকচারার।’

‘তুমি কী করো? ডেস্ক কাজ?’

SHAMVALA ADMIN

হারুমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। সত্যি বলতে আসলে সেটাও না। বেগার খাটা আর কী।

‘এত কম বেতনে এগোবে কী করে? জীবন-যৌবন একবারই আসে। এই সময়ে নিজের স্বপ্নের দিকে ছোটা উচিত তোমার। এখনই সময় কিছু করার।’

হারুমি মাথা নেড়ে সোজা তমিওকার দিকে তাকাল, ‘যাই হোক, আমি যদি ভুল না হয়ে থাকি, আপনি বলেছিলেন আমাকে গিনযার ডিনার ক্লাবে নিয়ে যাবেন। যেই ক্লাব আপনার ব্যাবসা দাঁড় করাতে সাহায্য করেছিল।’

‘ওহ, সেটা? অবশ্যই। কখন যেতে পারবে?’

‘সম্ভব হলে যখন বিজনেস আওয়ার থাকে না, তখন।’

‘কেন?’

‘ভবিষ্যতের জন্য। স্টাফদেরকে তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কীভাবে ভেতরের জিনিসটা কাজ করে।’

তমিওকার চেহারা গম্ভীর হয়ে এলো, ‘মনে হয় না তেমনটা সম্ভব।’

‘কেন?’

‘আমি কাজ আর মজার মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে চলি। আর সেখানকার মালিকের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো আছে বলে আমি রেস্টুরেন্টের সাথে অসংযুক্ত কাউকে যখন-তখন সেখানে নিয়ে যেতে পারি না। এতে স্টাফরা বিরক্ত হবে।’

‘ওহ, আচ্ছা। আমি সেটা চাইনি। দুঃখিত।’ হারুমি নিচের দিকে তাকিয়ে রইল।

‘কিন্তু এর মানে এই না যে কাস্টমার হিসেবে যেতে পারব না। চলো, শীঘ্রই কোনো একদিন যাই।’ তমিওকার চেহারায় যেন জীবন ফিরে এলো।

SHAMWALA ADMIN

সে রাতে হারুমি রাত তিনটার পর তার কোয়েনজির অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল। তমিওকা একটা ট্যাক্সি করে তাকে বাসায় নিয়ে এলো।

'আমি ওপরে আসব না,' এটা তমিওকা প্রতিবারই বলে, 'আমি যে প্রস্তাব দিয়েছি তা ভেবে দেখো।'

প্রেমের প্রস্তাব। হারুমি উত্তর না দিয়ে হাসল।

ওপরে উঠে সবার আগে এক গ্লাস পানি খেল। সপ্তাহে চার দিন বারে কাজ করে সে। সেই চার দিনই বাসায় ফিরতে ফিরতে এত দেরি হয়। বাকি তিন দিন বাসায় ফিরে বাথহাউজে যাবার সময় পায় সে।

মেকাপ তুলে মুখ ধুয়ে তার প্ল্যানার নিয়ে বসল। সকালে বড়ো একটা মিটিং আছে। যার জন্য আধাঘণ্টা আগেই উপস্থিত হতে হবে তাকে। তার মানে আর চার ঘণ্টা আছে ঘুমানোর।

হারুমি প্ল্যানার রেখে একটা খাম তুলে নিলো। চিঠিটা সে এখন পর্যন্ত এতবার পড়েছে যে এটা এখন তার মুখস্ত। কিন্তু তাও দিনে কমপক্ষে একবার পড়েই। নামিয়া জেনারেল স্টোর থেকে পাওয়া তৃতীয় চিঠি এটা।

আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি এই লোকের ওপর ভরসা করতে পারেন?

হারুমির আগে থেকেই এই সন্দেহটা হচ্ছিল কিন্তু সে এড়িয়ে যেত। এটার মুখোমুখি হতে পারবে না সে। তমিওকা যদি ভণ্ড হয়ে থাকে তবে তার থেকে তার স্বপ্ন অনেক দূরে চলে যাবে।

নামিয়া জেনারেল স্টোরের সন্দেহ-প্রবণ হওয়া ভুল কিছু না। হারুমি যদি তমিওকার সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে যায় আর সেটা তমিওকার স্ত্রী জেনে যায় তবে তমিওকা কি আর তাকে সাহায্য করবে? মনে হয় না।

SHAMVALA ADMIN

তমিওকার আচরণও সন্দেহজনক। কাজ আর মজার মাঝে দূরত্ব বজায় রেখে চলা, কিন্তু তমিওকা নিজের অর্জনগুলো হারুমিকে দেখাবার জন্য নিজেই সেই রেস্টুরেন্টে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিল।

হয়তো তার ওপর আসলেই ভরসা করা যায় না। আর এমনটা হলে ভবিষ্যতে সে কী করবে?

চিঠিটা আবার পড়ল হারুমি। এক জায়গায় লেখা: যদি আমি আপনাকে রোজগারের অন্য কোনো উপায় বলে দেই তাহলে আপনি কি সেটা বিবেচনা করবেন? আমি যা বলব তা করতে রাজি হবেন? আর লেখা: আপনার উত্তর দেখলে আশা করি আপনার স্বপ্ন পূরণের কোনো উপায় বাতলে দিতে পারব।

এখানে হচ্ছে-টা কী? এমন কথায় কীভাবে বিশ্বাস করা যায়? শুনে মনে হয় যেন লোকটা প্রতারক, যার কাছে দ্রুত ধনী হবার কোনো অভিনব পদ্ধতি আছে। অন্য কোনো সময় হলে হারুমি চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিত।

কিন্তু এটা নামিয়া জেনারেল স্টোরের চিঠি। মিস্টার নামিয়া শিযুকোর এতটা স্পর্শকাতর সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন। নাহলে শিযুকোর এতটা ভরসা অর্জন করতে পারতেন না। সে সোজাসাপটা কথা বলে। ধারালো কথা, কিন্তু বাস্তবিক।

এই চিঠিতে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে গেছে: হারুমিকে ফাঁদে ফেলে তার কোনো লাভ নেই। তবুও সবটা বিশ্বাস করা হারুমির পক্ষে কষ্টকর। অর্থ উপার্জন করা যদি এতই সহজ হতো তবে তো কাউকে কখনও সংগ্রামই করতে হতো না। আর তাছাড়া মিস্টার নামিয়া নিজেও কোটিপতি লোক নন।

চিঠির উত্তর দেওয়ার আগেই হারুমির ছুটি শেষ হয়ে যায়। টোকিওতে ফিরে এসে আবার একই সাথে কোম্পানিতে আর ক্লাবে কাজ করতে হচ্ছে। একই সাথে দুটো ভিন্ন জীবনধারা। আর সেটা তার শরীরের

SHAMALA ADMIN

ওপর প্রভাব ফেলছে। মাঝেমধ্যেই তার ইচ্ছা করে চাকরিটা এখনই ছেড়ে দিতে।

হারুমি ক্যালেন্ডার দেখল। আজ বুধবার, সেপ্টেম্বর ১০।

চিঠিতে বলা ছিল কেবল সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত যোগাযোগ করা যাবে। এরপর আর তাকে পাওয়া যাবে না। ১৩ তারিখ শনিবার। সেদিন এমন বিশেষ কী আছে? পরামর্শ দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে নাকি?

প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতেই হবে। হারুমি জানতে চায় উত্তর শুনে মিস্টার নামিয়া কী বলবে। তার কথা শুনবে বলে কথা দিলেও সেটা যে পরে রাখতেই হবে, এমন কিছু তো না। সে যদি মিস্টার নামিয়াকে প্রতিশ্রুতি দিয়েও ক্লাবে কাজ করতে থাকে, তবে সেটা মিস্টার নামিয়া কখনও জানবেও না।

ঘুমুতে যাবার আগে হারুমি আয়নায় দেখল তার ঠোঁটে একটা ব্রন উঠেছে। ঠিকমতো রাতে ঘুমাবার সুযোগ হয় না তার। কোম্পানির চাকরিটা ছেড়ে দিলে অন্তত পক্ষে দুপুর পর্যন্ত ঘুমুতে পারত।

শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ১২-তে সে কাজ শেষে তামুরা হাউজের দিকে রওনা হলো। ক্লাব থেকে ছুটি নিয়েছে।

বন্ধ শেষে এক মাস পরেই হারুমির বাড়ি ফেরাটা তামুরাদের জন্য একটা আশ্চর্যজনক বিষয়, কিন্তু তারা খুব খুশি হলো। গত বন্ধে বড়ো খালু তার সাথে খুব একটা কথা বলতে পারেনি। সে রাতে খাবারের সময়ে তারা অনেক কথা বলল। কিন্তু সে কাউকে ক্লাবের চাকরির কথা জানাল না।

‘বাসা ভাড়া দিতে পারছ তো? কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো? সমস্যা হলে অকপটে জানাবে, ঠিক আছে?’ খালুর কথা বলতেও কষ্ট হয়। হিদেও এখন বাড়ির টাকা-পয়সার দিক পুরোটা সামলায়। তাই অর্থনৈতিক মন্দার কথা বড়ো খালু জানেনও না।

SHAMAA ADMIN

‘সমস্যা হয় না। ভালো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি এতটাই ব্যস্ত থাকি যে আরাম করার সময়ই পাই না। তাই কিছু খরচও হয় না।’

আরাম করার সময় নেই—এটাই কঠিন সত্যি।

খাবারের পর সে গোসল করল। বাথরুমের জানালা দিয়ে রাতের আকাশের পূর্ণিমা দেখা যাচ্ছে। কাল নিশ্চয়ই একটা রৌদ্রজ্জ্বল দিন হবে।

পরবর্তী চিঠিতে কী লেখা থাকবে?

আজ আসার সময় মেইল স্লটে চিঠি দিয়ে এসেছে হারুমি। তাতে বলেছে অর্থোপার্জনের অন্য ভালো উপায় পেলে সে ক্লাবের চাকরি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। প্রেমের প্রস্তাবটাও ফিরিয়ে দেবে।

পর দিন সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখ। মিস্টার নামিয়া যে উত্তরই দিক না কেন, সেটাকে প্রতিহত করে উত্তর দেওয়ার আর সুযোগ নেই। এটাই তাদের শেষ যোগাযোগ। এই চিঠিতে কী লেখা থাকবে তার ওপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে হারুমিকে।

পর দিন সকালে সাতটার আগেই উঠে যায় সে। ঠিকমতো ঘুম হয়নি। তার বড়ো খালা ইতোমধ্যেই সকালের নাস্তা বানাতে শুরু করেছে। তাতামি ঘর থেকে একটা দুর্গন্ধ ভেসে এলো। হিদেও নিশ্চয়ই সেখানে বড়ো খালুকে সাহায্য করতে গেছে। বড়ো খালু নিজে নিজে বাথরুমে যেতে পারে না।

হিদেওকে বলে হারুমি বেরিয়ে পড়ল। সাইকেলে চড়ে পরিচিত জায়গাটায় এসে পড়ল।

নামিয়া জেনারেল স্টোর যেন তারই অপেক্ষা করছিল। পাশের গলিটা দিয়ে চলে এলো মিল্ক ক্রেটের কাছে। ভেতরে একটা খাম। সেটা দেখে বুক ধক-পক করছে হারুমির। কৌতূহল, সন্দেহ আর শঙ্কা।

বাসায় ফেরার সময়ে একটা নির্জন পার্কে বসে চিঠিটা পড়ল সে।

.

SHAMAZA ADMIN

প্রিয় ডুবিয়াস ডগি,

চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমার ওপর আস্থা রেখেছেন জেনে খুশি হলাম। অবশ্যই, আমি যা বলছি তার হাতেনাতে প্রমাণ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। হয়তো আমার পরামর্শকে আপনি রহস্যজনক ভাবছেন। কিন্তু আপাতত সেটা নিয়ে আমার কিছু করার নেই। আমি আপনার কথার প্রেক্ষিতেই উত্তর দিচ্ছি।

যাই হোক, আপনি কীভাবে আপনার স্বপ্ন পূরণ করবেন?

দুটো জিনিস করতে হবে: পড়াশোনা করে এবং টাকা জমিয়ে।

পরবর্তী পাঁচ বছর ধরে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করুন, বিশেষত নিরাপত্তা এবং রিয়েল এস্টেট নিয়ে। এটা করার জন্য আপনাকে কোম্পানির চাকরি ছাড়তে হবে। তবে হোস্টেস হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন।

প্রপার্টি কেনার জন্য টাকা জমাবেন। সেগুলো টোকিওর যত কাছাকাছি হবে, ততই ভালো। জমি, অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়ি—যাই লাভজনক মনে হবে তাই কিনবেন। পুরোনো হোক বা যাই হোক, খেয়াল রাখবেন যেন ১৯৮৫ সালের আগেই সব কেনা হয়ে যায়। এগুলো আপনার থাকার জন্য না।

১৯৮৬ সালে জাপানে একটি অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে। রিয়েল এস্টেটের দাম তখন হবে আকাশচুম্বী। যা যা কিনেছিলেন তা তখন লাভে বিক্রি করতে শুরু করবেন। এরপর আরও দামি কিছু কিনে সেটা আরও বেশি লাভে বিক্রি করবেন। বারবার এটাই করতে থাকবেন আর স্টকে টাকা লাগাবেন। এখানে আপনার পড়াশোনা কাজে দেবে। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত যে-কোনো বড়ো ব্র্যান্ডেই লাভ আসবে।

গলফ কোর্সে ইকুইটি মেম্বারশিপ রাখাটা আরেকটা লাভজনক পথ। যত দ্রুত কেনা যায় ততই ভালো।

SHAMAILA ADMIN

একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে: এসব বিনিয়োগ থেকে আপনি কেবল ১৯৮৯ পর্যন্তই লাভ পাবেন। ১৯৯০ থেকে সব কিছু অদ্ভুতভাবে বদলে যাবে। যদি মনেও হয় যে দাম এখনও বাড়ছে, তবুও সব কিছু লিকুইড করে নেবেন। এটা কার্ড গেমের মতো। কাল নির্ণয়ের ওপর সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। কেবল আমার ওপর আস্থা রাখুন এবং যা বলছি তাই করুন।

এরপর থেকে জাপানিজ অর্থনীতিতে মন্দা হতে শুরু করবে। তখন আর কোনো বিনিয়োগ করবেন না। এতে কোনো লাভ হবে না। টাকা দিয়ে তখন ব্যাবসা শুরু করবেন।

আপনি হয়তো এখন সন্দেহ করছেন। ভবিষ্যতে কী হবে তা আমি কীভাবে এতটা নিশ্চিতভাবে বলছি? এই লোকটা কীভাবে জাপানের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎবাণী দিচ্ছে?

দুর্ভাগ্যবশত, আমি এর কারণ আপনাকে বলতে পারব না। বললেও হয়তো বিশ্বাস করবেন না। ধরে নিন আমি একজন গণক।

যাই হোক, আমি আরও কিছু ভবিষ্যৎবাণী করে দিচ্ছি।

আমি বলেছি জাপানিজ অর্থনীতি ডুবে যাবে কিন্তু এর মানে এই না যে তখন আর স্বপ্ন পূরণ করার সুযোগ থাকবে না। তখন ব্যাবসার নতুন দুয়ার খুলে যেতে পারে।

কম্পিউটার একসময় সারা বিশ্বে দৈনন্দিন কাজে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। খুব শীঘ্রই, প্রতিটি বাসায়, প্রতিটি মানুষের কাছেই একটা করে কম্পিউটার থাকতে হবে। এইসব কম্পিউটার একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে বিশাল এক নেটওয়ার্ক গঠন করবে আর সারা বিশ্বের মানুষ সেই নেটওয়ার্ক দিয়ে যোগাযোগ করতে পারবে। সবার কাছে বহনযোগ্য ফোন থাকবে আর এই ফোন দিয়েও নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হওয়া যাবে।

SHAMALA ADMIN

এমন নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করছে এমন কোনো ইন্ডাস্ট্রির সাথে দ্রুত সংযুক্ত হয়ে যেতে হবে আপনাকে। এটা আপনার সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। সেই নেটওয়ার্ক আপনি ব্যাবসার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। অসীম সুযোগ আসবে আপনার সামনে।

আমার কথা বিশ্বাস করা বা না করা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার। কিন্তু প্রথমে যা বলেছি তা মাথায় রাখবেন। আপনাকে ফাঁদে ফেলে আমার কোনো লাভ নেই। আমি কেবল বসে আপনার সমস্যা সমাধানের একটা উপায় ভেবেছি। আর এটাই আমার

মতে সবচেয়ে ভালো সমাধান।

আপনার জন্য আরও কিছু করতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু সময় শেষ। এটাই আমাদের সর্বশেষ যোগাযোগ। আমি আর কোনো চিঠি পাবো না।

আমাকে বিশ্বাস করা বা না করা আপনার সিদ্ধান্ত, কিন্তু আমি চাই আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। মন থেকে সেটাই প্রার্থনা করছি।

—নামিয়া জেনারেল স্টোর

.

হারুমি হতবাক হলো। এমন চিঠি তার প্রত্যাশার বাইরে।

এটা একটা ভবিষ্যৎবাণী। নিশ্চিত ভবিষ্যৎবাণী।

সে এখন যে সময়ে আছে, ১৯৮০-তে, এই সময়ে জাপানের অর্থনীতি মাথা তুলে দাঁড়াবার অবস্থায় নেই। অয়েল শক (তেলের দাম বৃদ্ধি) থেকে যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা এখনও পুষিয়ে উঠেনি। আর এখন কলেজ গ্রাজুয়েটরাও সহজে চাকরি খুঁজে পায় না।

কিন্তু এই চিঠি অনুযায়ী, আর কয়েক বছরের মাঝেই এসব বদলে যাবে। উন্নয়ন শুরু হবে।

হারুমি বিশ্বাস করতে পারছে না। লোকটা নিশ্চয়ই মজা করছে।

SHAMVALA ADMIN

কিন্তু আসলেই তো, তার সাথে মজা করে মিস্টার নামিয়ার কোনো লাভ নেই।

চিঠিটা কেবল অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎবাণীই দেয়নি, বরং ভবিষ্যতের টেকনোলজিরও আভাস দিয়েছে। এখানে কোনো অনুমান বা তাত্ত্বিক জ্ঞান দেয়নি। কেবল শক্ত পোক্ত তথ্য।

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আর বহনযোগ্য টেলিফোন—এসব তার জগতে নেই। সত্যি বলতে একবিংশ শতাব্দী আসতে আর কেবল কুড়ি বছর বাকি। তখন এসব সত্যি হবে ভাবাটা অসম্ভব কিছু বলে মনে হচ্ছে না। দৈনন্দিন কাজেও হয়তো সেসবের দরকার পড়বে।

হারুমি সারাদিন ছটফট করল। রাতের বেলা ডেস্কে বসে একটা চিঠি লিখেই ফেলল সে। অবশ্যই, তা নামিয়া জেনারেল স্টোরকে উদ্দেশ্য করে লেখা। সে জানে সেপ্টেম্বর ১৩-এর পর থেকে তার সাথে আর যোগাযোগ করা যাবে না। কিন্তু মধ্যরাত এখনও হয়নি। এর আগে পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?

এই চিঠিতে সে এই ভবিষ্যৎবাণীর উৎস জানতে চাইল। যদিও বিশ্বাস করা শক্ত হবে, কিন্তু তাও সে জানতে চায়। সেটা জানার পর সে কোনো একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবে।

রাত এগারোটায়, বাড়ি থেকে চুপিচুপি বের হলো সে। যখন স্টোরে পৌঁছালো তখন ঘড়িতে দেখল ১১ টা বেজে ৫ মিনিট। সময় আছে এখনও।

কিন্তু সাইকেল থেকে নেমে দু'কদম এগুতেই থমকে গেল।

হারুমি বুঝে গেল, সব শেষ। এখন আর কোনো উপায় নেই।

স্টোরের সেই অলৌকিক বাতাবরণটা আর নেই। এখন কেবল একটা পরিত্যক্ত জেনারেল স্টোর পড়ে রয়েছে। হারুমি জানে না কেন তার এমনটা মনে হলো। কিন্তু সে নিশ্চিত, যোগাযোগের সময় ফুরিয়ে গেছে।

SHAMVALA ADMIN

চিঠিটা আর মেইল স্লটে গেল না। সাইকেলে চড়ে বাড়ি ফিরে এলো হারুমি।

.

চার মাস পর হারুমি বুঝতে পারল সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন বছরের ছুটিতে বাড়ি এসে শিযুকোর সাথে পাশের মন্দিরে গেল। শিযুকো একটা চাকরি পেয়েছে। একটা বড়োসড়ো সুপারমার্কেটে কর্পোরেট হেডকোয়ার্টারে। তার মানে এখন সে আর ফেন্সিং করবে না। শিযুকো বলল সে আর ক্রীড়ার সাথে জড়িত থাকবে না।

'কিন্তু তুমি কত কষ্ট করেছো,' হারুমি বলল।

শিযুকো হেসে মাথা নাড়ল, 'আমার জন্য ফেন্সিং যতটুকু গুরুত্ব রাখে, আমি সে পর্যন্তই গিয়েছি। মস্কোর জন্য যখন ট্রেনিং নিয়েছি তখন আমি আমার সবটা তাতে দিয়ে দিয়েছিলাম। স্বর্গে বসে থাকা সেও এটা জানে।' শিযুকো আকাশের দিকে তাকাল, 'এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবার সময় হয়েছে। আমি কোম্পানিতে ভালো করতে চাই। একবার সবকিছু ঠিকঠাকভাবে হয়ে গেলে এরপর ভালো একজন সঙ্গী খুঁজে নেবো।'

'সঙ্গী?'

'হ্যাঁ, আমি বিয়ে করে নিজের পরিবার শুরু করতে প্রস্তুত।' শিযুকো জোরে হেসে উঠল। সেই হাসিতে গত বছরে প্রিয়তমকে হারানোর বেদনা নেই।

কী সাহসী মেয়ে। হারুমি মুগ্ধ হয়।

বাসায় ফেরার সময় শিযুকো বলে, 'ওহ আচ্ছা, মনে আছে গত বছর তোমাকে একটা স্টোরের কথা বলেছিলাম? পরামর্শ দেয় যে?'

'হ্যাঁ, নামিয়া নাম সেটার, তাই না?' হারুমি সেখানে চিঠি দেওয়ার কথা কাউকে বলেনি। শিযুকোকেও না।

SHAMVALA ADMIN

‘সেটা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। লোকটা নাকি মারা গেছে, আমি একটা লোককে সেখানে ছবি তুলতে দেখেছিলাম। সেই লোকটা এই খবর বলল। সে নাকি মিস্টার নামিয়ার পুত্র।

‘তাই নাকি? কবে?’

‘অক্টোবরে। লোকটা বলল মিস্টার নামিয়া গত মাসে মারা গেছে।’

হারুমি ঢোক গিলল, ‘তার মানে সেপ্টেম্বরে?’

‘মনে হয়।’

‘কত তারিখে?’

‘সেটা বলেনি। কেন?

‘এমনি।’

‘যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন দোকান বন্ধ ছিল। কিন্তু পরামর্শ দেওয়া বন্ধ হয়নি। অদ্ভুত ব্যাপার কী জানো, আমার চিঠিই মনে হয় লোকটার শেষ চিঠি ছিল। এটা ভাবলে আমার খুব খারাপ লাগে।’

না, আমার চিঠি ছিল শেষ চিঠি। কিন্তু হারুমি সেটা মুখে বলতে পারল না। মনে হয় লোকটা ১৩ সেপ্টেম্বরে মারা গেছে। এ কারণেই হারুমিকে বলেছিল এরপর আর যোগাযোগ সম্ভব না। নিশ্চয়ই সে নিজের মৃত্যুর দিনটা বুঝতে পেরেছিল।

এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, লোকটা যদি আসলেই তার মৃত্যুর তারিখ আগে থেকে জেনে যেতে পারে, তার মানে তার অলোকদৃষ্টি সামান্য কিছু নয়।

কিন্তু তার মানে—

হারুমির চিন্তাভাবনা বিদ্যুতের গতিতে ছুটল।

চিঠিতে যা যা লেখা ছিল, সেগুলো কি আসলেই সত্যি?

৬

ডিসেম্বর ১৯৮৮

SHAMVALA ADMIN

হারুমি একটা ঘরে বসে আছে। ঘরটা তৈলচিত্রে সাজানো। সে একটা প্রপার্টি বিক্রি করার বিলে সাইন করবে। গত কয়েক বছরে অসংখ্যবার এসব করেছে সে। লাখ টাকার লেনদেন এখন আর তাকে চিন্তিত করে না। এই প্রপার্টিটা অতটা দামিও না। কিন্তু সে অপ্রত্যাশিতভাবে নার্ভাস বোধ করছে। কোনো রিয়েল এস্টেট কেনার ব্যাপারে সে কখনও এতটা আবেগী হয়ে উঠেনি।

দুই লক্ষ ইয়েন মূল্যের ডানহিল স্যুট পরা এজেন্টটা হারুমির মুখোমুখি হলো। তার চামড়া বাদামি। হারুমি অনুমান করল লোকটা হয়তো মাঝেমধ্যেই ট্যানিং সেলুনে যায়।

'যদি আর কোনো আপত্তি না থেকে থাকে তবে দয়া করে এখানে সাইন করে আপনার সিলটা দিয়ে দিন।'

তারা একটা বড়ো ব্যাংকের শিনিজুকুর শাখার অডিটোরিয়াম ভাড়া নিয়েছে, এই শাখা থেকে লোন নিত। স্যুট পরা এজেন্ট, যে মাঝেমধ্যে হারুমির মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে, সে ছাড়াও এখানে হিদেও তামুরা এবং কিমিকো ককা আছে। কিমিকো আর তার স্বামী শিগেকাযু এই প্রপার্টির মালিক। কিমিকোর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। চুলে ধূসর রং ধরা শুরু হয়ে গেছে।

হারুমি বিক্রেতাদের দিকে তাকাল। হিদেও আর কিমিকো সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। শিগেকাযু কারও দিকে তাকাতে চাইছে না। কী কাপুরুষ। ভাবল হারুমি। কোনো সমস্যা থাকলে অন্তত পক্ষে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সেটা বলার সাহস করো।

ব্যাগ থেকে একটা কলম বের করল সে, 'কোনো আপত্তি নেই।' সে সাইন করে স্ট্যাম্প বসিয়ে দিলো।

'ধন্যবাদ।' এজেন্ট বলল, 'আমাদের কাজ সম্পন্ন হলো। অভিনন্দন।' সে কাগজপত্র গুছিয়ে নিলো। নিজের কাজে বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে মনে

SHAMWALA ADMIN

হয়। হবেই না কেন? বেশ কষ্টের কাজ, কিন্তু তাতে চমৎকার বেতনও পায় সে।

দুপক্ষ তাদের কাগজপত্রের কপি নিলে শিগেকাযু উঠে দাঁড়াল। কিমিকো টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে। হারুমি একটা হাত বাড়িয়ে দিলো তার দিকে। অবাক হলো কিমিকো।

‘কাজ শেষ। হ্যান্ডশেক করা যাক।’

‘ওহ, আচ্ছা,’ কিমিকো হ্যান্ডশেক করল, ‘উম, দুঃখিত।’

‘কেন?’ হাসল হারুমি, ‘দুঃখিত হবার কিছু নেই। এতে সবারই লাভ হলো।’

‘হ্যাঁ, তা সত্যি কিন্তু কিমিকো হারুমির দিকে তাকাচ্ছিল না।

‘এই,’ শিগেকাযু খেঁকিয়ে উঠল, ‘চলো। বের হবো এখান থেকে।’

‘আচ্ছা।’ কিমিকো তার মায়ের দিকে ঘুরল। যার চোখে শূন্য দৃষ্টি।

‘আন্টির কথা ভাবতে হবে না,’ হিদেও হারুমির বড়ো খালা হলেও হারুমি সবসময়ে তাকে আন্টি বলেই ডাকে, ‘আমি তাকে বাড়ি নিয়ে যাবো।’

‘তাই? আমি নাহয় নিয়ে যেতাম। তোমার সমস্যা হবে নাতো?’

‘আমার কোনো কিছুতেই সমস্যা নেই।’ হিদেও বলল।

‘আচ্ছা তাহলে, ভালো থেকো হারুমি।’

‘তুমিও,’ বলার আগেই শিগেকাযু বেরিয়ে গেল। আর তার পিছু পিছু কিমিকো।

ব্যাংকের বাইরে এসে, হারুমি হিদেওকে নিয়ে তার বিএমডাব্লিউতে উঠে গেল। বাড়ি ফিরছে। সত্যি বলতে সেটা আর হিদেওর নেই। তামুরা হাউজ এখন হারুমির প্রপার্টি। আজকের কন্ট্রাক্টে তা লিখিত হয়ে গেল।

সেই বসন্তে তার বড়ো খালু বৃদ্ধ বয়সে মারা যান।

SHAMVALA ADMIN

বাড়িটার কী হবে? খালু অসুস্থ হবার পর থেকেই হারুমির মাথায় প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছিল।

একসময় তামুরাদের অনেক জমিজমা ছিল। কিন্তু এখন কেবল এই বাড়িটাই আছে।

তিন বছর ধরে জাপানে রিয়েল এস্টেটের দাম আকাশচুম্বী। টোকিও থেকে মাত্র দুঘণ্টার দূরত্বে থাকা তামুরা হাউজটা যদিও একটু পুরোনো, কিন্তু যথেষ্ট দামি। অর্থাৎ কিমিকো আর বিশেষত শিগেকার নজর পড়বে এর ওপরে। এই দুজন কিছু বেআইনি চুক্তিতে জড়িয়ে গিয়েছিল কিন্তু মনে হয় না সেসব লাভজনক হচ্ছে।

বড়ো খালুর বুদ্ধিস্ট সার্ভিসের (মৃত্যুর পরের একধরনের অনুষ্ঠান) পর দিন, খালু মারা যাবার উনপঞ্চাশ দিন পরে, কিমিকো তার মাকে ফোন করে। বলে যে বাড়ির মালিকানা নিয়ে জরুরি কথা আছে।

কিমিকো প্রস্তাব দিলো যে এই বাড়িটাই যেহেতু তার বাবার একমাত্র সম্পত্তি, তাহলে এটা তার ভাগাভাগি করে নেবে। বাড়িটা যেহেতু দুভাগে ভাগ করা যাচ্ছে না, তাই পুরো মালিকানাটা কিমিকোর নামে দিয়ে দেওয়া হবে। এরপর সে হিদেওকে অর্ধেক টাকা দিয়ে দেবে। যদিও এরপর থেকে এ বাসায় থাকতে হলে হিদেওকে ভাড়া দিতে হবে। সেটা সহজ করে দেওয়ার জন্য কিমিকো হিদেওর অংশ থেকে টাকা কেটে রাখবে। সহজ হিসাব।

প্রথমে শুনলে মনে হয় ন্যায়সঙ্গত একটা সমাধান কিন্তু হিদেও যখন হারুমিকে সবটা জানালো, তখন হিদেও বুঝতে পারল এখানে সমস্যা আছে। শেষমেশ দেখা যাবে কিমিকো হিদেওকে একটা পয়সাও না দিয়েই বাড়ি দখল করে নেবে। তাছাড়া কিমিকো বাড়িটা যখন-তখন বিক্রি করে দিতে পারে। হিদেও কোনো ভাড়াটে না, তার নিজের মা। তাকে ঐ বাড়ি থেকে কিমিকো সহজেই বের করতে পারবে। এমনটা

SHAMVALA ADMIN

হলে তখন হিদেওকে তার অংশের পুরো টাকা দিতে হবে। কিন্তু কিমিকো জানে তার মা তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোর্টে যাবে না।

হারুমি এটা ভাবতে চাইল না যে, হিদেওর নিজের কন্যাই তার বিরুদ্ধে এমন কুচক্রী পরিকল্পনা করছে। নিশ্চয়ই এর পেছনে শিগেকার হাত আছে।

হারুমি হিদেও আর কিমিকোকে প্রস্তাব দেয় দুজনকেই বাড়ির মালিক হয়ে বাড়িটা হারুমির কাছে বিক্রি করে দিতে। তারা টাকা ভাগ করে নেবে আর হিদেও আগের মতো সেই বাড়িতে বসবাস করতে থাকবে।

হারুমি যখন কিমিকোকে এটা জানালো তখন শিগেকাযু বলে উঠে, 'কেন? আমাদের পরিকল্পনাটা খারাপ কী?'

কিন্তু হিদেও এটা বলে, 'আমার মনে হয় হারুমি বাড়িটা কিনে নেওয়াই সবার জন্য মঙ্গলজনক।'

শিগেকাযু আর কিছু বলেনি। তার তো এখানে শুরুতেই কিছু বলার কথা না।

.

হারুমি হিদেওকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে রাতটা সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলো। সকাল সকালই আবার বেরিয়ে পড়তে হবে। শনিবারে তার কোম্পানি বন্ধ থাকে কিন্তু সামনের বড়ো প্রজেক্টটার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে তাকে। টোকিওতে একটা বড়ো পার্টিতে সভাপতিত্ব করতে হবে। ক্রিসমাসের হুল্লোড় আরকি। দু'শ টিকেট প্রায় সাথে সাথেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

ফুটনে শুয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে হারুমি। বিশ্বাস হচ্ছে না এই বাড়িটা এখন তার। অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সময়ে যেমন লাগছিল, এখনকার অনুভূতিটা তার চেয়ে আলাদা।

এটা কোনো রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ না। হিদেও মারা গেলেও সে এই বাড়িটাকে আঁকড়ে ধরে রাখবে।

SHAMVALA ADMIN

সবকিছু চমৎকার চলছে। এতটা চমৎকার যে ভয় হয়। মাঝেমধ্যে মনে হয় যেন কেউ তাকে সুরক্ষা দিচ্ছে।

সবকিছুর শুরু সেই চিঠি থেকে।

সে চোখ বন্ধ করল। চোখের সামনে শেষ চিঠির শব্দগুলো ভেসে উঠল। নামিয়া জেনারেল স্টোরের শেষ চিঠি।

প্রথম প্রথম বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হয়েছে, কিন্তু আস্তে আস্তে হারুমি চিঠির পরামর্শ মেনে চলার জন্য নিজেকে মানিয়ে ফেলে। আর কোনো প্ল্যান মাথায় আনেনি। সে বুঝতে পারে তমিওকার মতো কারও ওপর ভরসা করে চলা যাবে না আর অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করলে তার কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে না।

কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা টেকনিক্যাল কলেজে ক্লাস করা শুরু করে। বাড়তি সময়ে সে স্টক আর রিয়েল এস্টেট নিয়ে পড়াশোনা করত আর বেশ কিছু সার্টিফিকেট জমিয়ে ফেলে।

রাতে সে ক্লাবে কাজ করত। কিন্তু ঠিক করে নিলো সাত বছরের মাঝেই এখান থেকে বের হতে হবে। নিজেকে সময় দেওয়ার পর সে আরও বেশি প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। ক্লাবে বাকি মেয়েদের চেয়ে তার কাস্টমারের সংখ্যা বেড়ে যায়। এমনকি সেলও বাড়ে। তমিওকাকে প্রত্যাখ্যান করার পর সে আর ক্লাবে আসত না। কিন্তু হারুমি এই ক্ষতি সহজেই পুষিয়ে নেয়। পরে জানা যায়, অনেক ব্যাবসা দাঁড় করানোয় তার হাত থাকার দাবিটা খুব সামান্যই সত্যি। মানুষ কেবল তার কাছে মতামত চাইতো। এটুকুই তার অবদান।

১৯৮৫ সালে হারুমি আসল যুদ্ধে নেমে পড়ে। গত কয়েক বছরে সে যথেষ্ট টাকা জমিয়েছে, প্রায় ত্রিশ মিলিয়ন ইয়েন। আর এখন অবশেষে রিয়েল এস্টেট কেনার জন্য সে প্রস্তুত। ইয়োটসুয়ার পুরোনো একটা বিল্ডিং কিনল। এটা সস্তায় বিক্রি হবে না আর হারুমি জানত এর থেকে তার কোনো বড়ো লোকসানের আশঙ্কা নেই।

SHAMVA ADMIN

কয়েক মাস পরে, অর্থনীতির মোড় ঘুরতে শুরু করে। প্লাজা অ্যাকর্ডের (১৯৮৫ সালে জি-৫ ন্যাশনের মধ্যে করা ব্যাবসায়িক চুক্তি) কারণে ডলারের দাম পড়ে যায় আর ইয়েনের দাম বাড়তে থাকে। হারুমির গায়ে কাটা দেয়। জাপানিজ অর্থনীতি রপ্তানি ব্যাবসার ওপরে অনেক নির্ভর করে। যদি ইয়েন আকাশচুম্বী হতে থাকে তবে পুরো দেশই হতাশায় ডুববে।

এতদিনে হারুমি স্টকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। সে জানে বাজার কমে গেলে তার স্টকের দাম পড়ে যাবে। এমনটা কীভাবে হতে পারে? নামিয়া জেনারেল স্টোর যা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল ঠিক তার উলটো হচ্ছে কেন?

কিন্তু সব কিছু খারাপের দিকে মোড় নেয়নি। বাজার খারাপ হয়ে যাওয়ায় জাপানিজ সরকার একটি সহজ অর্থনীতি জারি করে এবং সরকারি উদ্যোগে বিনিয়োগ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৯৮৬ সালের গ্রীষ্মে সে একটি ফোন পায়। ফোনটি করেছিল সেই রিয়েল এস্টেটের অফিস থেকে যেটা তার প্রথম অ্যাপার্টমেন্টের দালালি করেছিল, 'দেখা যাচ্ছে, আপনি এখনও অ্যাপার্টমেন্টে উঠেননি।' তারা বলে, 'কিন্তু আমরা কেবল জানতে চাচ্ছি যে আপনি শীঘ্রই ওঠার পরিকল্পনা করছেন কিনা।'

হারুমি সোজা উত্তর দেয়নি। এজেন্ট তাকে জিজ্ঞাসা করল সে ওটা বিক্রি করতে চায় কিনা। এমন হলে তারা সেটা আবার কিনে নেবে।

অবশেষে, রিয়েল এস্টেট মার্কেট মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

হারুমি তাদের মানা করে দিয়ে ফোন রেখে দিলো। এরপর সোজা ব্যাংকে গিয়ে চেক করল এই অ্যাপার্টমেন্ট জামানত রেখে কত টাকা ঋণ নিতে পারবে। আর টাকার পরিমাণ দেখে খুব অবাক হয় সে। সেটা ক্রয়মূল্যের চেয়েও ৫০ শতাংশ বেশি।

SHAMVALA ADMIN

লোন নিয়ে আরও প্রপার্টি কেনা শুরু করল হারুমি। ওয়াসেডার কাছাকাছি একটা ভালো বিল্ডিং পেয়ে কিনে ফেলল। খুব অল্প সময়ের মাঝেই দাম বেড়ে গেল সেটার। রিয়েল এস্টেটের দাম এতটাই বাড়া শুরু হলো যে ইন্টারেস্ট রেট এখন আর কোনো চিন্তার বিষয়ও না।

দ্বিতীয় প্রপার্টিটা জামানত রেখে আবারও লোন নিলো। এবার লোন অফিসার তাকে একটা অফিস খোলার পরামর্শ দেয়। এতে করে তার অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা সোজা হয়ে যাবে। এরপরই সূত্রপাত হয় 'অফিস লিটল ডগ' এর।

হারুমির এখন নামিয়া জেনারেল স্টোরের ভবিষ্যৎবাণীর ওপরে পুরো আস্থা এসে গেছে।

১৯৮৭ সালের ফল আসতে আসতে হারুমির কিছু কিছু প্রপার্টির দাম প্রায় তিনগুণ বেড়ে যায়। স্টকের দামও বেড়েছে। ক্লাবের কাজ তখন সে ছেড়ে দেয় কিন্তু কিছু লোকের সাথে যোগাযোগ ছাড়েনি। ইভেন্ট প্ল্যানিংয়ের বুদ্ধি আসে তার মাথায়। তার সব কাজেই সুফল আসছিল। কাজের কোনো অভাব ছিল না।

১৯৮৮ সালে সে তার সমস্ত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করল। তার কাছে এখন বিল্ডিং, স্টক, ইকুইটি মেম্বারশিপ আছে। এসবের দামই এখন আকাশচুম্বী। বাজার এখনও খুব ভালো, কিন্তু তাও সাবধানে চলতে হবে। মিস্টার নামিয়ার কথা সে বিশ্বাস করে। বিনিয়োগ আর ক্লাব হোস্টেসের মাঝে তুলনা করে সেই সঠিক পথ দেখিয়েছে তাকে।

১৯৮৮ এর আর মাত্র কয়েক মাসই বাকি আছে। নতুন বছর কী নিয়ে আসবে? ভাবতে ভাবতে ঘুমে ঢলে পড়ল হারুমি।

৭

ক্রিসমাস ক্রুজটা চমৎকারভাবে সফল হলো। হারুমি সকাল পর্যন্ত স্টাফদের সাথে টোস্ট করেছে। কতগুলো ডম পেরিগন রোজের বোতল

SHAMVALA ADMIN

খুলেছে তার হিসাব নেই। পর দিন সকালে আয়োয়ামাতে নিজের বাসায় যখন তার ঘুম ভাঙল তখন তার প্রচন্ড মাথাব্যথা।

বিছানা থেকে উঠে টিভি ছাড়ল। খবর চলছে। একটা বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছে। উদাসভাবে টিভি দেখছিল সে কিন্তু স্ক্রিনের নিচের নামটা দেখে আঁতকে উঠে, 'মারুমিতসুয়েন অনাথাশ্রমে মারাত্মক অগ্নিকান্ড।' খবরটা শেষ হয়ে গেল। চ্যানেল বদলে দেখল হারুমি, কিন্তু আর কোথাও এই খবর নেই।

দ্রুত জামা-কাপড় বদলে নিলো নিচে নেমে পত্রিকা খোঁজার জন্য। তার বাড়ির অটোমেটিক লকগুলো বাড়তি সুরক্ষা দেয়। কিন্তু এ কারণে নিজেকেই নিচে নেমে পত্রিকা আনতে হয়

রবিবারে পত্রিকা ভারী থাকে। ফ্লায়ারে ভরা। প্রায় সবই রিয়েল এস্টেটের। পুরো পত্রিকা খুঁজেও কোথাও মারুমিতসুয়েনের খবরটা পেল না। হয়তো শহরের বাইরে বলে সেটা এই পত্রিকায় আসেনি।

হিদেওকে ফোন করল। সে হয়তো স্থানীয় পত্রিকায় খবরটা দেখে থাকবে। তার ধারণা সঠিক। হিদেও লোকাল নিউজ স্টেশনে খবরটা দেখেছে।

২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মারুমিতসুয়েনে আগুন লাগে। একজন নিহত এবং দশ জন আহত। যে মারা গেছে সে অনাথাশ্রমের কেউ না। সে নাকি ক্রিসমাস পার্টিতে গান গাইবার জন্য এসেছিল।

হারুমির ইচ্ছে করছিল সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে সেখানে ছুটে যেতে। কিন্তু নিজেকে কোনো মতে থামাল। কে জানে ওখানের এখন কেমন অবস্থা। সে হুট করে ওখানে উপস্থিত হলে যদি বাড়তি কোনো সমস্যা হয়?

হারুমি এলিমেন্টারি স্কুলের পর মারুমিতসুয়েন থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এরপর মাঝেমধ্যেই সেখানে যেত। চাকরি পাবার পরও সেখানে

SHAMVALA ADMIN

নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল। কিন্তু ক্লাবে ঢোকার পর থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখেছে।

পর দিন অফিসে বসে হিদেওর ফোন পায় হারুমি। স্থানীয় পত্রিকায় অগ্নিকান্ডের আরও বিস্তারিত খবর লিখেছে। অনাথাশ্রমের বাচ্চারা নাকি এখন আপাতত নিকটবর্তী এলিমেন্টারি স্কুলের জিমনেশিয়ামে ঠাঁই নিয়েছে।

এই শীতের ডিসেম্বরে একটা জিমনেশিয়ামে থাকা—ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিলো হারুমির

দ্রুত কাজ সেরে নিজের বিএমডাব্লিউয়ে করে ঘটনাস্থলের দিকে ছুটল। যাবার পথে ফার্মেসি থেকে ডিসপোজেবল হ্যান্ড ওয়ার্মারের বাক্স এবং ঠান্ডার ওষুধ কিনে নিলো। বাচ্চাগুলো নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুপারমার্কেট থেকে তৈরিকৃত খাবার নিয়ে নিলো অনেকগুলো। স্টাফরা রান্না ঘর ছাড়া বাচ্চাগুলোর খাবার কীভাবে তৈরি করছে কে জানে।

ব্যাগগুলো ট্র্যাংকে ভরে গাড়ি ছোটালো। রেডিয়োতে 'এভরি ওয়ানস সং (মিনা নো উটা)' চলছে। প্রাণোচ্ছল একটা গানও মন ভালো করতে পারছে না হারুমির। এই বছরটা খুব ভালো কেটেছে। কেবল শেষমেশ এসে এমন এক দুর্ঘটনা।

আসতে আসতে প্রায় দুঘণ্টা লাগল। ছোটোবেলার পরিচিত সাদা দেওয়ালগুলো পুড়ে কালো হয়ে গেছে। পুলিশ আর ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এখনও তদন্ত চালাচ্ছে। তারা হারুমিকে ভেতরে যেতে দিলো না। কিন্তু দূর থেকেই ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধ পাচ্ছে সে।

জিমটা প্রায় আধমাইল দূরে। হারুমি আসার জন্য ডিরেক্টর ইয়োশিকাযু মিনাজুকি তাকে ধন্যবাদ জানায়।

'আমাদেরকে দেখতে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আজ তোমার দেখা পাবো এটা আমার প্রত্যাশার বাইরে ছিল। চমৎকারভাবে বড়ো

SHAMALA ADMIN

হয়েছো তুমি।' মিস্টার মিনাজুকি হারুমির বিজনেস কার্ডটা দেখল, 'আত্মনির্ভরশীল এক মেয়েতে পরিণত হয়েছো।'

মিস্টার মিনাজুকি খুব শুকিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই খুব ধকল গেছে তার ওপর দিয়ে। এখন হয়তো তার বয়স সত্তরের কাছাকাছি।

হারুমির দেওয়া জিনিসগুলো সে সানন্দে গ্রহণ করল।

'আমি যদি আর কিছু করতে পারি, তাহলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আমি যথাসম্ভব সাহায্য করতে চাই।'

'ধন্যবাদ। এতটা ভরসার বাণী শুনে খুব আশ্বস্ত হলাম।' চোখ ভিজে এলো মিস্টার মিনাজুকির।

'দয়া করে ইতস্তত করবেন না। এটাই তো আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ।'

'ধন্যবাদ।'

বের হবার সময়ে ছোটোবেলার এক বন্ধুর সাথে দেখা হলো হারুমির : হিরোশি ফুজিকাওয়া। সে হারুমির সাথেই অনাথাশ্রমে থাকত। কিন্তু বয়সে হারুমির চেয়ে চার বছরের বড়ো আর মিডেল স্কুল পাশ করার পরেই বেরিয়ে যায়। এই ছেলেটাই হারুমিকে একটা কাঠের খোদাই করা কুকুর ছানা দিয়েছিল। সেটাকে হারুমি সৌভাগ্যের কবজ মনে করে নিজের সাথে সবসময় রাখে। এখান থেকেই তার অফিসের নামকরণ করেছিল: অফিস লিটল ডগ।

হিরোসি এখন পেশাদার কাঠের কর্মী। সেও হারুমির মতো অগ্নিকাণ্ডের খবর শুনে ছুটে এসেছে। সে এখনও আগের মতো স্বল্পভাষী।

বিদায় জানাবার সময়ে হারুমির মনে হলো হয়তো তাদের মতো অনাথাশ্রমের অনেক প্রাক্তনই ছুটে আসবে।

নতুন বছরের প্রথম দিনে, সম্রাট নতুন যুগের সূচনা করেন—হেইসেই যুগ। এর পরের দিনগুলো অন্যরকম হয়। টিভিতে প্রাত্যহিক

SHAMALA ADMIN

প্রোগ্রামগুলো সরিয়ে দেওয়া হয় এবং বছরের প্রথম সুমো ম্যাচ পুরো একদিনের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়।

সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এলে হারুমি আরেকবার মারুমিতসুয়েনে যায়। জিমের বাইরে একটা অফিস বসানো হয়েছে, যেখানে মিস্টার মিনাজুকির দেখা পায় হারুমি। বাচ্চাগুলো এখনও জিমেই থাকে, তবে ধ্বংসাবশেষের ওপরে নতুন ভবন তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে। সেটা শেষ হওয়া পর্যন্ত বাচ্চারা আপাতত একটা ডরমিটরিতে থাকবে, যেটার কাজ প্রায় শেষের দিকে।

পুলিশ আর ফায়ার ডিপার্টমেন্ট তদন্ত করে জানতে পারে ক্যাফেটেরিয়ার একটা অ্যান্টিক গ্যাস পাইপের লিক থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তারা বলে বাতাস এতটাই শুষ্ক ছিল যে স্টাটিক ইলেক্ট্রিসিটির জন্য আগুন ধরে যায়।

‘আমাদের আগেই এসব মেরামত করা উচিত ছিল,’ মিস্টার মিনাজুকি বিষণ্নভাবে বলে।

গায়কটার মৃত্যুতে সে বিশেষভাবে কষ্ট পেয়েছে। ছেলেটা নাকি একটা বাচ্চাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ হারায়।

‘খুব দুঃখজনক মৃত্যু,’ হারুমি মিস্টার মিনাজুকিকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে, ‘কিন্তু অন্ততপক্ষে বাচ্চাদের তো কোনো ক্ষতি হয়নি।’

‘হ্যাঁ। এটা রাতের ঘটনা। তখন সব বাচ্চা ঘুমিয়ে ছিল। খুব খারাপ অবস্থা হতে পারত। এ কারণেই আমি স্টাফদেরকে বলছিলাম, পুরোনো ডিরেক্টর স্বর্গ থেকে আমাদের দেখে রাখছেন।’

‘আমার মনে আছে তার কথা। একজন মহিলা ছিলেন, তাই না?’

ঘোলাটেভাবে মনে আছে হারুমির। হালকাপাতলা গড়নের হাসিখুশি এক মহিলা। একসময় সে চলে গেলে নিস্টার মিনাজুকি দায়িত্ব নেয় অনাথ আশ্রমের।

‘সে আমার বড়ো বোন। মারুমিতসুয়েনের প্রতিষ্ঠাতা সেই-ই।’

SHAMVALA ADMIN

‘আমি সেটা জানতাম না।’

‘তাই? অবশ্য তুমি যখন এখানে এসেছো তখন খুব ছোটো ছিলে। মনে না-ই থাকতে পারে।’

‘এটা আমি এই প্রথম শুনলাম। উনি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেন?’

‘অনেক লম্বা কাহিনি। আমাদের পরিবারের অনেক সহায় সম্পত্তি ছিল। আমার বাবা-মা মারা যাবার পর আমি আর আমার বোন সেসবের মালিক হই। আমি আমার অংশ নিয়ে একটা কোম্পানি দেই এবং আমার বোন তার অংশ দিয়ে অভাগা বাচ্চাগুলোর জন্য একটা অনাথাশ্রম বানায়। সে যুদ্ধের সময়ে শিক্ষকতা করেছিল। বাপ-মা ছাড়া বাচ্চাগুলো দেখতে তার খুব কষ্ট হতো।

‘আপনার বোনকে কখন হারিয়েছিলেন?’

‘উনিশ... না না, প্রায় বিশ বছর আগে। জন্ম থেকেই হার্ট দুর্বল ছিল তার। সবাই শেষ পর্যন্ত তার পাশে ছিল। যখন মারা যায় তখন মনে হচ্ছিল সে যেন কেবল ঘুমাচ্ছে।’

‘আমি দুঃখিত। এসব জানতাম না।’

‘না জানারই কথা। সে উইলে বলে গিয়েছিল যেন বাচ্চাদেরকে তার মৃত্যুর কথা না জানানো হয়। আমরা তাই সবাইকে বলেছিলাম সে অসুস্থ, চিকিৎসা নিতে গেছে। আমার পুত্র আমার কোম্পানির দেখাশোনা শুরু করে। আর আমি এই অনাথাশ্রমের।’

‘পুরোনো ডিরেক্টর স্বর্গ থেকে আমাদের দেখে রাখছেন—এটা বললেন কেন?’

‘মারা যাবার আগে সে আমাকে বলেছিল, ভয় পেয়ো না, আমি স্বর্গ থেকেও তোমাকে চোখে চোখে রাখব। অগ্নিকাণ্ডের সময়ে এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল আমার।’ মিস্টার মিনাজুকি দুর্বলভাবে হাসল, ‘হয়তো আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন কথাবার্তা বলছি।’

SHAMVALA ADMIN

‘না, আপনি চমৎকার গল্প বলছেন।’

‘ধন্যবাদ।’

‘আপনার বোনের সংসার ছিল?’

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ‘সে কখনও বিয়ে করেনি। আজীবন একাই ছিল। বলতে পারো জীবন বিলিয়ে দিয়েছে।’

‘বাহ, খুব দারুণ মহিলা।’

‘স্বর্গ থেকে তোমার কথা শুনলে আমি নিশ্চিত সে একমত হতো না। সে কেবল নিজের জীবন নিজের মতো করে বেঁচেছে। তোমার কথা বলো। বিয়ে-শাদির কথা ভেবেছো? পছন্দ আছে কোনো?’

‘না, নেই,’ হাত নেড়ে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলো হারুমি।

‘তাই নাকি? একটা মেয়ে কাজের দিকে এত বেশি ঝুঁকে পড়লে কিন্তু বিয়ের সুযোগ হারিয়ে ফেলে। ব্যাবসা চালাচ্ছো ভালো কথা, কিন্তু একটা ভালো সঙ্গীও তো খোঁজা দরকার।’

‘আমি হয়তো আপনার বোনের মতোই নিজের জীবন নিজের মতো করে বাঁচব।’

মিস্টার মিনাজুকি হাসল, ‘তুমি খুব শক্ত মেয়ে। কিন্তু আমার বোন কাজের কারণে বিয়ে থা করেনি, এমন না। সে একটা ছেলের প্রেমে পড়েছিল। প্রায় পালিয়েই যেতে বসেছিল তারা।’

‘তাই নাকি?’

হারুমি কৌতূহল বোধ করে।

‘ছেলেটা তার চেয়েও দশ বছরে বড়ো ছিল। শহরের একটা ছোটো ফ্যাক্টরিতে কাজ করত। একবার আমার বোনের সাইকেল ঠিক করে দেয়। সেখান থেকেই শুরু। লাঞ্চ ব্রেকের সময় হয়তো দুজনে চুপিচুপি দেখা করত। কিন্তু সেই সময়ে একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে একসাথে দেখা মানে প্রায় হট্টগোল লেগে যাওয়া।’

‘আপনার বাবা-মা রাজি হয়নি বলে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল তারা?’

SHAMVALA ADMIN

মিনাজুকি মাথা নাড়ল, 'দুটো কারণ ছিল। প্রথমত, আমার বোন তখন সবে মাত্র হাইস্কুলে। যেটা কোনো মারাত্মক সমস্যা না। তবে অন্য কারণটা মারাত্মক। আমরা বেশ স্বচ্ছল পরিবার ছিলাম। টাকার পরে মানুষ সম্মানের পেছনে ছোটে। আমার বাবা আমার বোনকে কোনো অভিজাত পরিবারে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কোনো সামান্য মেকানিকের কাছে না।'

হারুমির ভ্রু কুঁচকে গেল। ষাট বছর আগে এসব ঘটা অবাক করার মতো কিছু না।

'তারপর, পালিয়ে যাবার সময়ে কী হলো?'

'ভালো কিছু হয়নি। সে প্ল্যান করেছিল স্কুল থেকে বাসায় ফেরার সময়ে মন্দিরে গিয়ে বেশভূষা বদলে নেবে।

'কেমন বেশভূষা নেবে?'

'আমাদের বাসায় অনেক পরিচারিকা ছিল। একজন আমার বোনের বয়সি। আমার বোন তাকে কাপড় নিয়ে মন্দিরে যেতে বলেছিল। সেই পরিচারিকার কাপড় পরে নিলে সে কারও নজরে পড়ত না। ছেলেটাও ছদ্মবেশে স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। আমার বোন তার কাছে কোনোমতে পৌঁছাতে পারলেই তারা পালিয়ে যেতে পারত। প্ল্যান খুব ভালো ছিল তাদের।'

'এরপর কী হয়?'

'খুব খারাপ কিছু। আমার বোন মন্দিরে যায় ঠিকই। কিন্তু সেখানে পরিচারিকা ছিল না। বরং আমার বাবার পাঠানো দুজন লোক ছিল। সেই পরিচারিকা আমার বোনকে সাহায্য করার কথা দিয়েছিল। কিন্তু পরে ভয় পেয়ে অন্য এক বয়স্ক পরিচারিকাকে বলে দেয়। এরপর কী হয়েছে তা বুঝতেই পারো।'

হারুমি বুঝতে পারল। পরিচারিকাকে দোষ দেওয়া যায় না। সময়টাই ছিল অন্যরকম।

SHAMVALA ADMIN

‘প্রেমিকটার কী হলো?’

‘বাবা একজন লোককে একটা চিঠি দিয়ে স্টেশনে তার কাছে পাঠায়। সেখানে লেখা ছিলো: আমার অস্তিত্ব ভুলে যাও। চিঠিটায় আমার বোনের সাইন ছিল।’

‘তার হাতের লেখা নকল করেছিল কেউ?’

‘নাহ, আমার বোনকেই লিখতে হয়েছিল। আর কোনো উপায় ছিল না। বাবা ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছিল। পুলিশের সাথে বাবার ভালো হাত ছিল। সে চাইলেই ছেলেটাকে জেলে পুরে ফেলতে পারত।’

‘ছেলেটা চিঠি পড়ে কী করে?’

‘আমি যেটুকু জানি, সে শহর ছেড়ে চলে যায়। সে স্থানীয় লোক না। যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই নাকি ফিরে গিয়েছিল। কে জানে। কিন্তু তার সাথে আরও একবার দেখা হয় আমার।’

‘তাই নাকি? কীভাবে?’

‘তিন বছর পর। আমি তখন স্কুলে যাচ্ছিলাম। কেউ আমার নাম ধরে ডাকে। তাকিয়ে দেখি ত্রিশ বছর বয়েসি এক লোক। আমি আগে কখনও মেকানিককে দেখিনি। তাই চিনলাম না। সে আমাকে একটা চিঠি দিয়ে বলে, এটা আকিকোকে দিও। আকিকো আমার বোনের নাম।’

‘লোকটা জানত আপনি তার ছোটো ভাই?’

‘মনে হয় না। সে হয়তো কেবল আমার পিছু করছিল। আমি ইতস্তত করলে সে বলে, কোনো সন্দেহ থাকলে চিঠি খুলে দেখতে পারো, বা তোমার বাবা-মাকেও দেখাতে পারো। কিন্তু আকিকো পর্যন্ত পৌঁছে দিও দয়া করে, তাই আমি সেটা নিলাম। আসলে দেখতে চাইছিলাম সে কী লিখেছিল।’

‘পড়েছিলেন?’

‘অবশ্যই। ওটা সিল করাও ছিল না।’

SHAMWALA ADMIN

‘কী লেখা ছিল?’

‘হুম—’ মিনাযুকো যেন কিছু একটা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল, ‘তোমাকে দেখাচ্ছি দাঁড়াও।’

‘এখনও আছে?’

‘এক মিনিট। এখানেই কোথাও আছে।’ মিস্টার মিনাযুকো তার অফিসের বাক্সগুলো হাতড়াতে লাগল। সবগুলো বাক্সে ডিরেক্টরের অফিস লেখা।

‘আমার বাক্সগুলো কিচেন থেকে অনেক দূরে ছিল। তাই এগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি। এর মধ্যে অনেক কিছুই আমার বোনের। এই তো, পেয়ে গেছি।’

মিস্টার মিনযুকি একটা টিনের বাক্স বের করল। সেটা খুললে হারুমি দেখতে পেল অনেক নোটবুক আর ছবি। সেখান থেকে একটা খাম নিয়ে হারুমিকে দিলো মিনাজুকি। এতে ‘মিস আকিকো মিনাজুকি’ লেখা

‘আমি দেখলে সত্যি কোনো সমস্যা নেই?’

‘অবশ্যই না। সে এটা এমনভাবে লেখেনি যে আকিকো ছাড়া আর কেউ দেখলে সমস্যা হবে।’

‘দেখা যাক তাহলে।’

চিঠিটা কয়েকবার ভাঁজ করা। হাতের লেখাটা চমৎকার। হয়তো ফাউন্টেন পেনের লেখা। কোনো মেকানিকের হাতের লেখা বলে মনে হয় না।

.

অভিবাদন রইল,

এভাবে অনুপ্রবেশমূলক পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য শুরুতেই ক্ষমা চাচ্ছি। আমি ভেবেছিলাম মেইলে পাঠালে এই চিঠি পড়ার আগেই ফেলে দেওয়া হবে।

SHAMVALA ADMIN

আকিকো, তুমি কেমন আছো? আমি ইউজি। সেই ইউজি যে কুসুনোকি মিশনারিতে কাজ করত। হয়তো আমাকে ভুলে গেছ, কিন্তু তুমি এই চিঠির শেষ পর্যন্ত পড়লে আমি কৃতজ্ঞ হবো।

কেবল একটা কারণেই এই চিঠি লেখা: ক্ষমা প্রার্থনা। আমি কয়েকবারই চেষ্টা করেছি সেটা করার কিন্তু তা পারিনি। যা হয়েছে তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। আমি জানি অনেক দেরি হয়ে গেছে কিন্তু তাও আমার বোকামির জন্য আমি এখন ক্ষমা চাইছি।

তুমি তখন কেবল হাইস্কুলে পড়তে আর আমি তোমাকে আমার দিকে এগোতে উৎসাহ দিয়েছি। এখন ভাবলে মনে হয় এসব খুব খারাপ হয়েছে। তোমার মতো একটা মেয়েকে আমি তার পরিবার ফেলে আমার কাছে চলে আসতে উৎসাহ কীভাবে দিলাম? এর কোনো মাফ নেই।

সব কিছু শেষ করে দিয়ে ভালোই করেছ তুমি। মাঝেমধ্যে ভাবি, তোমার বাবা- মা তোমাকে চাপ দিয়ে এসব করায়নি তো? করিয়েও যদি থাকে, আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তুমি আমাকে খুব বড়ো একটা পাপ করা থেকে বাঁচিয়েছো।

আমি আমার নিজের শহরে ফিরে এসেছি। এখানে মাঠে কাজ করি। তোমার কথা মনে হয় না এমন একটা দিনও কাটে না আমার। আমাদের একসাথে কাটানো সময়গুলো আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের সময় ছিল। এমন কোনো দিন নেই যখন আমি আফসোস করি না। যখন মনে হয় এসব তোমার তরুণ হৃদয়ে কতটা আঘাত করেছে, তখন ঘুমুতেও পারি না।

আকিকো, আমি প্রার্থনা করি তুমি যেন চমৎকার একটা জীবন পাও। এটুকুই বলার ছিল। আশা করি তোমার যোগ্য কাউকে জীবনে খুঁজে পাবে তুমি।

—ইউজি নামিয়া

SHAMVALA ADMIN

.

হারুমি মিস্টার মিনাজুকির দিকে তাকাল।

‘পড়ে কী মনে হয়?’ মিনাজুকি জিজ্ঞাসা করল।

‘লোকটা ভালোমানুষ বলে মনে হয়।’

মিনাজুকি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে, ‘আমারও তাই মনে হয়। হয়তো সেসময়ে সে আমার বাবা-মাকে ঘৃণা করত বা আমার বোনের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তিন বছর পর সব কিছু ঠিকভাবে বুঝতে পারে। কিন্তু এটাও জানত যে কেবল বুঝতে পারাই সব না। সে মাফ না চাইলে আমার বোন কখনই শান্তি পাবে না। লোকটা বুঝে গিয়েছিল, আমার বোন তার প্রেমিককে ধোঁকা দেওয়ার অপরাধবোধ মন থেকে সরাতে পারবে না। তাই সে অবশেষে চিঠি লিখে। আমি সেটা বুঝতে পেরে চিঠিটা সোজা আমার বোনকে দেই। বাবা-মাকে জানাবার কোনো প্রয়োজন বোধ করিনি।’

হারুমি চিঠিটা খামে ভরে দেয়, ‘আপনার বোন এই চিঠিটা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল।’

‘তেমনই মনে হয়। সে মারা যাবার পর যখন তার ডেস্কে চিঠিটা পাই তখন একটা ধাক্কা খাই। বুঝতে পেরেছিলাম, সেই ছেলেটার সাথে তার মনের বন্ধনটা কখনই ভাঙেনি। একারণে আজীবন একাকী কাটিয়েছে। অন্য কোনো পুরুষকে আর ভালোবাসেনি। মারুমিতসুয়েনে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেয়। কিন্তু বলো তো, সে এখানে কেন অনাথাশ্রমটা বানালো? এই জায়গায় আমাদের পরিবারের কোনো সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু সে এখানেই কেন এটা বানালো? আমার ধারণা ছেলেটার শহর এখানে ধারেকাছেই কোথাও, তাই।’

হারুমি খুব মুগ্ধ হলো। তারা কখনও এক হতে পারেনি ভেবে কষ্ট হলো তার। কিন্তু আকিকো যেভাবে একজন পুরুষকে আজীবন অন্তহীনভাবে ভালোবাসতে পেরেছে, সেটা শুনে ঈর্ষা হলো।

SHAMVALA ADMIN

‘সে যেভাবে আমাকে বলেছিল, স্বর্গ থেকে আমাকে দেখে শুনে রাখবে, হয়তো সেই লোকটাকেও দেখেশুনে রাখছে। যদি সে বেঁচে থেকে থাকে আর কী।’ গম্ভীরভাবে বলল মিনাজুকি।

‘হয়তো।’

একটা জিনিস হারুমির খটকা লাগছে। লোকটার নাম। ইউজি নামিয়া। এখানে কয়জন নামিয়া থাকতে পারে?

মিস্টার নামিয়ার প্রথম নাম কখনও জানা হয়নি। তবে শিযুকো যা যা বলেছে তাতে মনে হয়েছে ১৯৮০ সালে লোকটার বেশ বয়স হয়ে গিয়েছিল। খুব সম্ভবত মিস্টার মিনাজুকির গল্পের লোকটার বয়সিই।

‘কিছু ভাবছ?’

‘না না, তেমন কিছু না।’

‘যাই হোক, আমার বোন যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানের জন্য মন-প্রাণ উজাড় করে দিয়েছে, তাই আমি একে আবার তৈরি করছি।’

‘এটা খুবই মহান উদ্যোগ। আমি যথাসম্ভব সহায়তা করব।’ হারুমি চিঠিটা ফিরিয়ে দিলো।

খামে লেখা আকিকো মিনাজুকি নামটা আবার দেখল সে। হাতের লেখাটা নামিয়া জেনারেল স্টোর থেকে পাওয়া চিঠির হাতের লেখার সাথে অনেক তফাৎ।

এটা নিশ্চয়ই কোনো কাকতালীয় ব্যাপার।

হারুমি এ নিয়ে আর মাথা ঘামালো না।

৮

ঘুম থেকে উঠেই জোরে হাঁচি দিলো হারুমি। সারা গায়ে কম্বল পেঁচিয়েও কাঁপছে সে। আগের রাতে এত গরম ছিল যে এয়ার কন্ডিশনে কয়েক ডিগ্রি নামিয়ে দিয়েছিল। ঘুমাবার আগে তা বাড়াতে ভুলে যায়। বালিশের ওপর বইটা পড়ে আছে। টেবিল ল্যাম্প এখনও জ্বালানো।

SHAMVALA ADMIN

ঘড়িতে দেখাচ্ছে এখনও সাতটা বাজেনি। অ্যালার্মটা তখনই বাজবে। কিন্তু বাজার প্রয়োজনও পড়ে না। হারুমি আগেই উঠে যায়।

আজও ব্যতিক্রম হয়নি। সেটাকে বন্ধ করে বিছানা ছেড়ে উঠল। পর্দার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো উঁকি দিচ্ছে। আজ মনে হয় গরম পড়বে অনেক।

বাথরুমে গিয়ে প্রাতরাশ সেরে আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেই অবাক হলো। শরীরটা কেমন অদ্ভুতরকম হালকা লাগছে, যেন তার বয়স সেই কুড়িতে আছে এখনও। কিন্তু আয়নার প্রতিবিম্বটা একান্ন বছর বয়সির। হয়তো স্বপ্নটার কারণে এমন লাগছে। স্বপ্নে দেখেছে সে আবারও যুবতী হয়ে গেছে। মারুমিতসুয়েনের ডিরেক্টর মিস্টার মিনাজুকিও ছিল সেই স্বপ্নে।

নিজের চেহারার দিকে আবার তাকাল। বয়সের ছাপ স্পষ্ট। সেটা জীবনের লাগাম দখল করেছে তার প্রমাণ। লজ্জার কিছু নেই।

চেহারা ধুয়ে মেকাপ করল। এরপর ট্যাবলেটে কিছু জিনিস চেক করে সকালের নাস্তা সারল। কাল রাতে স্যান্ডউইচ আর ভেজিটেবল জুস কিনেছিল। রান্না শেষবার কবে করেছে তা মনে নেই। বেশিরভাগ সময় বাইরেই খায়।

তৈরি হয়ে বের হয়ে গেল। তার গাড়িটা ডমেস্টিক হাইব্রিড। সহজে পরিচালনাযোগ্য। ওসব বিদেশি বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহার করতে করতে এখন বিরক্ত। গাড়ি চালিয়ে সকাল সাড়ে আটটার আগেই রোপঙ্গিতে নিজের অফিসে চলে এলো।

গাড়ি পার্ক করে এলিভেটরে উঠবে এমন সময় কেউ ডেকে উঠল, ‘মিস মুতো, মিস মুতো!’

হারুমি ঘুরে দেখল পোলো শার্ট পরা এক লোক এগিয়ে আসছে। চেনা চেনা লাগছে কিন্তু ঠিক কোথায় দেখেছে তা মনে নেই।

SHAMVALA ADMIN

‘মিস মুতো, প্লিজ, আমাদেরকে সুইটস প্যাভিলিয়নে আরেকটা সুযোগ দিন।’

‘সুইটস?—ওহ!’ এই লোক এক কনফেকশনারি কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। তারা বিশেষ মাঞ্জু বানায়, যেটা বিন পেস্টে ঠাসা এক ধরনের জাপানিজ বান।

‘একটা মাস সময় দিন। সেটা কি সম্ভব? আমরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করব।’

‘আমাদের চুক্তির কথা ভুলে গেছেন? দোকানটা যদি পরপর দুমাস সবচেয়ে খারাপ আয় করে তবে আমরা সেটা খালি করে দেওয়ার অধিকার রাখি। এটা কন্ট্রাক্টেই বলা ছিল।’

‘এজন্যই আমি আপনার সাহায্য চাচ্ছি। কেবল আর একটা মাস সময় দিন।’

‘সেটা সম্ভব না। আমরা ইতোমধ্যে অন্য ভেন্ডর দেখে ফেলেছি।’

হারুমি চলে যাচ্ছিল।

‘কিন্তু আপনি—’ লোকটা বলতে পারছিল না, ‘আমরা প্রমাণ করতে পারব। প্লিজ একটা সুযোগ দিন। এই মুহূর্তে যদি আমরা বেরিয়ে যাই তবে এই ব্যাবসাটা আর কখনও দাঁড়াবে না। প্লিজ কেবল একটা সুযোগ দিন।’

একটা গার্ড এসব দেখে এগিয়ে এলো, ‘কোনো সমস্যা?’

‘এই লোকের এখানে কোনো কাজ নেই। একে বিদায় করুন।’

গার্ডের চেহারার রং বদলে গেল, ‘বুঝতে পেরেছি।’

‘না দাঁড়ান, আমার কাজ আছে এখানে। আমরা বিজনেস পার্টনার। মিস মুতো, মিস মুতো!’

এলিভেটরে ঢোকার সময়েও লোকটার চিৎকার শুনতে পেল সে।

SHAMKALA ADMIN

অফিস লিটল ডগ বিল্ডিংটার পাঁচ ও ছয়তলা জুড়ে। শিনজুকুর পুরোনো অফিস থেকে নয় বছর আগে এখানে অফিসটা সরিয়ে আনা হয়। হারুমির অফিস ছয় তলায়।

কম্পিউটারে কিছু জিনিস চেক করে দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত হলো সে। তার ইনবক্স ভরতি অপ্রয়োজনীয় মেসেজ। স্পাম ফিল্টার নিজে নিজেই এগুলো ট্র্যাশে ফেলে দিতে পারে, কিন্তু তারপরেও অনেক অপ্রয়োজনীয় মেসেজ এখনও রয়ে গেছে।

ন'টা নাগাদ কিছু মেসেজের উত্তর দিয়ে হারুমি একটা এক্সটেনশনে ফোন করে।

'গুড মর্নিং,' এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মিস্টার সতোজিমা ফোন ধরল।

'আসতে পারবেন?'

'অবশ্যই।'

এক মিনিট পরেই সতোজিমা চলে এলো। হারুমি তাকে পার্কিং লটের ঘটনাটার কথা বলল।

'ওই বুড়ো লোকটা? সে নাকি রিসিপশনেও অনেক কথা বলেছে। ভাবিনি সে সোজা আপনার সাথেই কথা বলতে চলে আসবে।'

'মানে কী? আপনি বলেছিলেন তারা জায়গাটা ছাড়তে রাজি হয়ে গেছে।'

'আমি সেটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু মনে হয় লোকটা ছাড়তে চাইছে না। তাদের অবস্থা এখন খুবই খারাপ।'

'শুনে খারাপ লাগল কিন্তু আমরাও একটা ব্যাবসা চালাই।'

'ঠিক বলছেন। এসব আমাদের দেখার বিষয় না।' সতোজিমা শীতল কণ্ঠে বলল। দু'বছর আগে এক ডেভেলপার একটা শপিং মল রেনোভেশন নিয়ে হারুমির কোম্পানির সাথে চুক্তি করে। সেটাকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগাতে চায়।

SHAMMALA ADMIN

তারা বুদ্ধি দেয় মলটা কনফেকশনারি কোম্পানিদের ভাড়া দিতে। সেখানে নানা ধরনের শপ আর ক্যাফে থাকবে। বাকি জায়গায় সমগ্র জাপানের নানা ভেন্ডরের স্যাটেলাইট শপ দেওয়া হবে। এ থেকেই সুইটস প্যাভিলিয়নের উত্থান। এখন সেখানে প্রায় ত্রিশটা শপ আছে। এবং আরও বাড়ছে।

মহিলাদের ম্যাগাজিনে এবং টিভিতে আগ্রাসী বিজ্ঞাপনের ফলে এই প্রজেক্টটা চরম এক সাফল্য বয়ে এনেছে। এখানে যে যে শপ আছে তারা তাদের আসল লোকেশনে চমৎকার লাভের আশা করতে পারে।

কিন্তু একটা জিনিস বানিয়েই ছেড়ে দেওয়া যায় না। রদবদল না করলে লোকজন একঘেয়ে বোধ করবে। একারণে তারা প্রায়ই শপগুলোর অবস্থান অদল বদল করে। কাস্টমারদের মতামত নেয়। মাঝেমধ্যে কোনো কোনো ব্যাবসাকে এখান থেকে উঠিয়েও দেওয়া হয়। এতে সবাই সাবধানে থাকে। প্রতিটা দোকানই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

মাঞ্জুর দোকানের মালিক হারুমির নিজস্ব শহরের লোক। হারুমি তাই তাকেই প্রথমে আমন্ত্রণ করেছিল। কিন্তু তাদের বেস্ট-সেলিং প্রোডাক্ট মাঞ্জুও ইদানীং ভালো বিক্রি হচ্ছে না। দোকানটা সার্ভেতেও শেষ অবস্থানে আছে। তারা জায়গার মান কমিয়ে দিচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় করুণা কাজে আসে না। একারণে ব্যাবসা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

‘থ্রিডি এনিমে করলে কেমন হয়?’ হারুমি জিজ্ঞাসা করল, ‘সেটা ব্যবহার করা যায়?’

‘ডেমো রিল দেখেছি। টেকনিক্যালি সেই পর্যায়ে নেই। ছোটো স্মার্টফোনে ভালো দেখাবে না। তারা নাকি বেটা ভার্সন বানাচ্ছে। সেটা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখি।’

‘ধন্যবাদ। আজকের জন্য এটুকুই চলবে। আর কোনো আপডেট আছে?’

SHAHADA ADMIN

‘না, বাকি সব দেখে দিয়েছি। তবে একটা জিনিস আছে।’ সতোজিমা গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, ‘অনাথাশ্রমের ব্যাপারে।’

‘সেটা একটা স্বাধীন উদ্যোগ। কোম্পানির সাথে যুক্ত না।’

‘আমি জানি। কিন্তু আমি আপনার অধীনে কাজ করি বলে জানি। বাইরের লোক তেমনটা নাও ভাবতে পারে।’

‘কী হয়েছে?’

‘কেউ আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে। আমাদের কোম্পানি বিল্ডিংটাকে কী

করতে চায় তা জানার জন্য।’

হারুমি ভ্রু কুঁচকালো, ‘ধুর! এমনটা হলো কী করে?’

‘প্রেসিডেন্ট বলে আপনার দিকে মানুষের নজর বেশি। সাধারণ কিছু করলেও

সেটা সাধারণ মনে হয় না। এটা মাথায় রাখবেন দয়া করে।’

‘এটা কী কোনো কটাক্ষপূর্ণ উক্তি?’

‘একদমই না। আমি কেবল বাস্তবিক কথা বললাম।’

‘ঠিক আছে।’

‘আমি আসছি।’ বলে সতোজিমা বেরিয়ে গেল।

হারুমি উঠে জানালার সামনে দাঁড়ালো। কেবল ছয়তলায় দাঁড়িয়ে আছে সে। এটা খুব উঁচুতে না। আরও উঁচুতে উঠে যাওয়া উচিত তাদের। কিন্তু হারুমি যেতে চায় না। সে অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয়ী হতে চায় না। তবুও ওপর থেকে শহরটা দেখলে নিজের অবস্থানটা মনে হয়ে যায় তার।

গত বিশ বছরের সব কিছু মনে পড়ল। সে জানে সময়ের সাথে ব্যাবসা ধরে রাখাটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৯৯০ এর মার্চে রিয়েল এস্টেটের অতিরিক্ত মূল্য হ্রাস করার জন্য অর্থমন্ত্রী সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের ওপর বিধিনিষেধ জারি করে। এটি অনিবার্য ছিল। জমির দাম তখন এতটাই আকাশচুম্বী হয়ে

SHAMWALA ADMIN

গিয়েছিল যে কোনো মধ্যবিত্ত পরিবার নিজের বাড়ি বানাবার আশা করতে পারত না।

এই নিষেধাজ্ঞায় জমির দাম আদৌ নামবে কিনা তা নিয়ে কেবল হারুমির একাই সন্দেহ ছিল না। মিডিয়াও সমান তালে প্রচার করছিল যে 'এই এক ফোঁটা পদক্ষেপে' মোটেও রাতারাতি দাম নেমে যাবে না। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা অর্থনীতিকে এক জোরালো ধাক্কা দেয়।

জাপানিজ মার্কেটে স্টকের মূল্য হ্রাস পায়। তারপরে আগস্টে ইরাকের কুয়েতে আক্রমণ তেলের দাম বাড়ায় এবং মন্দা জোরদার করে।

এবং অবশেষে, সম্পত্তির দাম কমতে শুরু করে।

কিন্তু তখনও কিছু সুবর্ণ সুযোগ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। একমুখী রিয়েল এস্টেট। অনেকে ভেবেছিল অবস্থা ঘুরে দাঁড়াবে। এই বিশ্বাস ভাঙতে ভাঙতে ১৯৯২ সাল চলে আসে এবং সবাই মেনে নেয় যে কার্নিভাল অবশেষে শেষ হয়েছে।

হারুমি মিস্টার নামিয়ার চিঠি থেকে এসব আগে থেকেই জেনে গিয়েছিল এবং সেরকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। সে সময়ের আগেই জানত রিয়েল এস্টেটের রাজত্ব শেষ হতে চলেছে আর ১৯৮৯ এর মধ্যেই সে স্টক, ইকুইটি মেম্বারশিপ এবং বাকি সব থেকে বিনিয়োগ সরিয়ে নেয়। জাপানি অর্থনীতির ওঠা-নামা সত্ত্বেও সে কয়েক শ' মিলিয়ন মুনাফা অর্জন করে ফেলে।

বিশ্ব জেগে ওঠার আগেই হারুমি ইতোমধ্যে আগাম খেলায় নেমে গেছে। নামিয়া জেনারেল স্টোর এমন একটি নেটওয়ার্কের আগমনের পূর্বাভাস দিয়েছিল যা ব্যক্তিগত কম্পিউটারগুলোকে পোর্টেবল টেলিফোনের সাথে সংযুক্ত করবে। প্রতিটি পকেটে একটি সেলুলার ফোন এবং প্রতিটি বাড়িতে একটি কম্পিউটার থাকবে। মিস্টার নামিয়া যদি সঠিক কথা বলে থাকেন, তবে এই সুযোগ হারুমির ছাড়া উচিত না।

SHAMALA ADMIN

হারুমি আশা করেছিল যে কম্পিউটার সংযোগ বাড়িয়ে অভাবনীয় এক যুগের সূচনা করবে। সে অবহিত এবং আপ টু ডেট থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। ১৯৯৫ সালে, ইন্টারনেট যখন তাদের জীবনে অপরিহার্য হতে শুরু করছিল, হারুমি তার পক্ষে কাজ করার জন্য কয়েকজন প্রযুক্তিবিদকে নিয়োগ করে। সে তাদের প্রত্যেককে একটি কম্পিউটার এবং এর সাথে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। এই উদ্ভাবকরা তাদের কম্পিউটারগুলোর সামনে পুরো দিন কাটাত।

অফিস লিটল ডগ হোম পেজ ডিজাইন করার মাধ্যমে ওয়েব বিজনেসে পা দেয়। শুরুর দিকে, তারা তাদের সার্ভিসগুলোর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য নিজের জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছিল। সংবাদপত্র তাদের নিয়ে ফিচার করে এবং প্রতিক্রিয়াটি দুর্দান্ত ছিল: সংস্থা এবং ব্যক্তি—যারা নিজস্ব হোম পেজ পেতে চায় তাদের কাছ থেকে একের পর এক প্রশ্ন আসতে থাকে। এটি ইন্টারনেট সর্বজনীন এবং অবিচ্ছিন্নভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য হওয়ার কয়েক বছর আগের কথা। কিন্তু বিজ্ঞাপনের এই নতুন পদ্ধতি তখন থেকেই জনপ্রিয় হতে শুরু করে।

পরবর্তী বছরগুলোতে, অফিস লিটল ডগ সুস্পষ্টভাবে সফল হয়েছিল। ওয়েব- ভিত্তিক বিজ্ঞাপন, বিক্রয়, গেম বিতরণ—সব কিছুতেই পারদর্শী হয়ে উঠে তারা। তার স্পর্শ করা সমস্ত কিছুই সোনায় পরিণত হয়েছিল।

নতুন শতাব্দীর প্রথম দিকে, হারুমি অন্যান্য অঞ্চলে শাখা প্রশস্ত করার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে এবং একটি পরামর্শ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল একজন পরিচিত ব্যক্তি, যে একটি রেস্তোরাঁ চালাতো যা কোনোমতে চলতো, লাভের মুখ দেখতে পেত না।

হারুমি ইতোমধ্যে রাষ্ট্র স্বীকৃত ছোটো ব্যাবসা পরিচালনার একজন পরামর্শদাতা। সে এই প্রকল্পের জন্য নিবেদিত কর্মী নিযুক্ত এবং একটি

SHAMVALA ADMIN

বিশদ বিশ্লেষণ করে। তাদের উপসংহার ছিল যে নিজের বিজ্ঞাপনই যথেষ্ট হবে না; ব্যাবসাটিকে আরও কার্যকর করা হবে এবং একটি শক্তিশালী ভিত্তিতে পুনর্নির্মাণ করতে হবে। এর অর্থ একটি সম্পূর্ণ নতুন মেন্যু এবং ইন্টেরিয়র বানাতে হবে।

রেস্তোরাঁটা যখন তাদের পরামর্শগুলো বাস্তবায়িত করে এবং ব্যাবসার জন্য আবার খোলে, তখন এটি অভূতপূর্ব সাফল্য পায়। খোলার তিন মাস পরে, সেখানে এমনকি কোনো টেবিল বুক করাও কঠিন ছিল।

হারুমি নিশ্চিত হয় যে পরামর্শে ভালো লাভ আছে, তবে তাকে এটি পুরোপুরি করা দরকার। দুর্বল পারফরমেন্সের মূল কারণটি আলাদা করা সহজ। তবে ব্যাবসা কার্যকর করার জন্য তাদের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ফলস্বরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করা প্রয়োজন। হারুমি প্রতিভা খুঁজে বেড়ালো। মাঝেমধ্যে তার দল ক্লায়েন্টদের জন্য পণ্য বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল এবং অনেক সময় তারা হৃদয়হীন পরামর্শও দিতে বাধ্য হয়।

তাদের আইটি এবং পরামর্শ বিভাগের দু'টি স্তম্ভের ওপর দাঁড়ানো অফিস লিটল ডগ অনেক দ্রুত এগোতে থাকে। আর স্বভাবতই এতে হারুমির সাফল্য আসে। হারুমি 'শিল্পের স্বপ্নদর্শী' হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। এটি এক হিসেবে সত্য, তবে নামিয়া জেনারেল স্টোরের চিঠিটি ছাড়া সবকিছু এত ভালো হতো না। এ কারণেই যদি সে কখনও সুযোগ পায়, তবে এই উপকার ফিরিয়ে দেওয়ার মনোভাব রাখে।

এবং পাশাপাশি, মারুমিতসুয়েন তার জন্য যা কিছু করেছিল তা সে ভুলে যায়নি।

সে গুজব শুনেছিল যে মারুমিতসুয়েনের পরিচালনা সেই বছর বিড়ম্বনায় পড়েছিল। গুজবগুলো পরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। ২০০৩ সালে, মিস্টার মিনাজুকি মারা গেলে তার বড়ো ছেলে অনাথাশ্রমটির

SHAMVALA ADMIN

দায়িত্ব নেয়। কিন্তু যখন তার পরিবহন ব্যাবসায় লস হয়ে যায়, তখন মারুমিতসুয়েনকে চালু রাখার খুব একটা সুযোগ ছিল না।

খবরটি শুনেই হারুমি তাদের সাথে যোগাযোগ করে। দেখা গেল, মিনাজুকির বড়ো ছেলে কেবল নামেমাত্র পরিচালক; আশ্রমটি আসলে তার সহ-পরিচালক মিস্টার কারিয়া চালাচ্ছেন। হারুমি তাকে বলেছিল যে সে কিছু করতে পারে কিনা তা জানাতে এবং প্রয়োজনে বিনিয়োগেরও প্রস্তাব দেয়।

কিন্তু সে আগ্রহ দেখায়নি। এমনকি সে হারুমিকে বলেও দিয়েছিল যে সে কারও ওপর নির্ভর করতে পছন্দ করে না।

হতাশ হয়ে হারুমি মিনাজুকি পরিবারকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করেছিল তারা তাকে মারুমিতসুয়েন পরিচালনার দায়িত্ব নিতে দেবে কি না। তবে তাকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয় যে: 'কারিয়া ইতোমধ্যে এর দেখাশোনা করছে।'

হারুমি মারুমিতসুয়েন সম্পর্কে গবেষণা করে আবিষ্কার করেছিলেন যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফুল টাইম স্টাফদের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে। পরিবর্তে, সন্দেহজনক পদবিসহ অস্থায়ী স্টাফদের সংখ্যা বেশি ছিল। আরও খারাপ ব্যাপার হচ্ছে এদের মধ্যে কেউ যে আসলেই আশ্রমে কাজ করত এমন কোনো প্রমাণ হারুমি পায়নি।

সে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নেয়। মিস্টার মিনাজুকির মৃত্যুর পরে, অনাথাশ্রমটি প্রতারণামূলক কার্যকলাপে জড়িত হয়ে পড়ে। সে সন্দেহ করেছিল যে কারিয়া মূল অপরাধী। সত্যটি যেন সামনে আসতে না পারে সেজন্য তার ভবন পরিচালনায় সহায়তা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়।

এসব এড়িয়ে যাওয়া হারুমির পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাকে কিছু করতেই হয়। হারুমি নিজেকে মারুমিতসুয়েনকে বাঁচাতে পারার একমাত্র উপায় হিসাবে দেখতে শুরু করেছিল।

SHAMVALA ADMIN

৯

হারুমি প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে তথ্যটা পায়। তার নতুন আপগ্রেড হওয়া স্মার্টফোনটিতে সার্চ করতে গিয়ে সে 'নামিয়া জেনারেল স্টোর—ওয়ান-নাইট স্পেশাল' আর্টিকেলটা দেখে।

নামিয়া জেনারেল স্টোর—এই নামটা হারুমি কখনই ভুলতে পারে না। আর্টিকেলে ক্লিক করলে একটি ওয়েবসাইটে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সাইটটিতে ঘোষণা করে ১৩ সেপ্টেম্বর নামিয়া জেনারেল স্টোরের মালিকের মৃত্যুর তেত্রিশ বছর পার হওয়া উপলক্ষ্যে তার জন্য একটি মেমোরিয়াল সার্ভিস হোস্ট করা হচ্ছে। এবং তার কাছে যারা পরামর্শের জন্য চিঠি লিখেছিলেন তারা যেন আবার লিখেন এবং সেই পরামর্শ তাদের জীবনে কেমন প্রভাব ফেলেছে তা জানান। সেখানে মধ্যরাত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে মেইল স্লটে চিঠিগুলো দিতে অনুরোধ করছিল।

এটা অবিশ্বাস্য। এত বছর পরে আজ নামটি দেখার আশা সে করেনি। এবং এটি 'ওয়ান-নাইট স্পেশাল' কেন? স্পষ্টতই তার পরিবারের কেউ এই সাইটটি পরিচালনা করেছে, তবে এই ঘটনাটি বৃদ্ধ ব্যক্তির মেমোরিয়াল সার্ভিস ছাড়া আর কোনো বৃত্তান্ত বলেনি।

প্রথমদিকে, সে সন্দেহ করেছিল যে এটি অবশ্যই একটি প্র্যাংক। কিন্তু কেউ এমন কেন করবে? মানুষকে বোকা বানিয়ে লাভটা কী? এমনকি কতজন লোক পোস্টটি পড়তে পারে?

হারুমিকে যে বিষয়টি সবচেয়ে গভীরভাবে নাড়া দেয় তা হলো: ১৩ সেপ্টেম্বর সেই বৃদ্ধের মৃত্যুর তারিখ। ঠিক বত্রিশ বছর আগের ১৩ সেপ্টেম্বরে নামিয়া জেনারেল স্টোরের সাথে তার যোগাযোগ বন্ধ হয়।

এটি নিছক ঠাট্টা হতে পারে না। ঘটনাটি আসল। এবং যদি এমনটা হয়ে থাকে তবে সে বসে থাকতে পারে না। আর কেউ কিছু লিখুক বা না লিখুক, অন্তত পক্ষে তাকে একটা কৃতজ্ঞতার চিঠি লিখতেই হবে।

SHAMVALA ADMIN

তবে তাকে প্রথমে পরীক্ষা করতে হবে নামিয়া জেনারেল স্টোরটি কি এখনও আছে কি না। হারুমি কয়েক বছরে কয়েকবার তামুরাদের পুরাতন বাড়িতে ফিরেছিল। তবে দোকানটা পর্যন্ত যাবার সাহস করেনি।

সেদিন এমনিতেও তাকে মারুমিতসুয়েনে কাজ ছিল। বিল্ডিং স্থানান্তর সম্পর্কে একটি মিটিং আছে। ফেরার পথে স্টোরটায় যেতে পারবে।

প্রত্যেকবারের মতো, এই মিটিংও সহ-পরিচালক মিস্টার কারিয়ার সাথে হবে। 'মিনাজুকিরা আমাকে এ বিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়েছে। আপনি জানেন যে, আশ্রম পরিচালনার বাইরে থাকাটাই তাদের নীতি।' কথা বলার সাথে সাথে তার পাতলা ভ্রু কুঁচকে গেল।

'সেক্ষেত্রে আপনি তাদের সম্পত্তির আর্থিক অবস্থার বিষয়ে তাদের জানাতে পারেন। এটি তাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন করতে পারে।'

'ধন্যবাদ, তাদের নিয়মিত জানানো হয়। আমি যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন এটি ছিল আমাদের চুক্তির অংশ।'

'ওহ আচ্ছা। আমাকে তথ্যগুলো জানাতে আপনার আপত্তি আছে?'

'আমি আশঙ্কা করছি যে এটি সম্ভব হবে না। এটি আপনার উদ্বেগের বিষয় নয়।'

'মিস্টার কারিয়া, আমার কথা শুনুন। যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে এই বিল্ডিংটি ডুবতে বসেছে।'

'এটি আপনার চিন্তার বিষয় নয়। আমরা কোনো না কোনো উপায় বের করে নেব। সাবধানে বাসায় যাবেন।' কারিয়া বাউ করল।

হারুমি সিদ্ধান্ত নিলো আজকের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। তবে তার হাল ছেড়ে দেওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না। তাকে কেবল মিনাজুকিদের বোঝানোর একটা উপায় বের করতে হবে।

পার্কিংয়ে সে দেখতে পেল তার গাড়িতে কাদা ছোঁড়া হয়েছে। সে ঘুরে দেখল কয়েকটা বাচ্চা বেড়ার পেছনে লুকিয়ে আছে।

SHAMVALA ADMIN

ওহ, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওরা নিশ্চয়ই ভাবছে আমি খারাপ লোক। কারিয়া তাদের কিছু লম্বা গল্প বলেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

গাড়ি পরিষ্কার না করেই সে উঠে বসল। রিয়ারভিউ আয়নায় সে দেখেছিল বাচ্চারা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে 'ফিরে আসবে না' বলে চিৎকার করছে।

এই অপ্রীতিকর বিড়ম্বনা সত্ত্বেও, সে নামিয়া জেনারেল স্টোরে যাবার কথা ভোলেনি।

শীঘ্রই সে পরিচিত জায়গাটিতে ফিরে আসে। এই তিরিশটি অদ্ভুত বছরে, এটি মোটেও পরিবর্তিত হয়নি।

স্টোরটি ঠিক যেমন ছিল তেমনই আছে। সাইনটা এখন বুঝা যায় না এবং তার শাটারে মরিচা পড়ে গেছে। যেন কোনো বৃদ্ধ দাদা তার নাতনির অপেক্ষায় বসে থাকার উষ্ণতায় জড়িয়ে আছে।

১২ সেপ্টেম্বর কাজ শেষ করার পরে হারুমি বাড়ি ফিরে চিঠি লেখার জন্য ল্যাপটপ খুলে বসে। সে আরও আগেই লিখতে চেয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক দিন খুব ব্যস্ততায় কেটেছে এবং সময় পাচ্ছিল না। সেই রাতেই, তার এক ক্লায়েন্টের সাথে ডিনার করার কথা ছিল। কিন্তু ক্লায়েন্টকে বলে তার খুব জরুরি একটা কাজ পড়ে

গেছে এবং তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্মীকে তার জায়গায় পাঠিয়ে দেয়।

বারবার লিখতে লিখতে অবশেষে রাত ন'টার পরে চিঠি লেখা শেষ হয়। তার পরে, সে চিঠিটা হাতে লিখে ফেলে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাতে লেখা তার একটা ব্যক্তিগত নিয়ম।

চূড়ান্ত চিঠির ভুলগুলো পরীক্ষা করে সেটা একটি খামে ভাঁজ করে নিলো হারুমি। বিশেষত এই উপলক্ষ্যেই সে স্টেশনারি এবং খামটি কিনেছিল। প্যাকিং করতে কিছুটা সময় যায়। যখন সে বাসা থেকে বেরোচ্ছিল তখন দশটা বাজে।

SHAMVALA ADMIN

দোকানের আশেপাশে পৌঁছতে মাত্র দু'ঘণ্টা সময় লেগেছিল তার। তার পরিকল্পনা ছিল সোজা সেখানেই যাওয়ার। কিন্তু মধ্যরাতের আগে তার কিছুটা সময় বাকি ছিল এবং নিজের ব্যাগগুলো তমুরা হাউজে রেখে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে সে আজকে রাত কাটাবে।

বাড়িটি কেনার পরে, হারুমি হিদেওকে সেখানে বাস করতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত হিদেও বাঁচেননি। তার খালা মারা যাবার পর হারুমি বাসাটার কিছু কাজ করায় এবং একে দ্বিতীয় বাড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। শৈশব এই বাড়িতেই কেটেছে তার। এখানকার সবুজ শ্যামল ভাবটা সে খুব পছন্দ করে।

গত কয়েক বছরে, এক বা দুমাসে একবার এখানে আসত। রেফ্রিজারেটর খালি ছিল। খাবার-দাবার সব ফ্রিজারে সংরক্ষণ করা থাকত।

বাড়ির আশেপাশের অঞ্চলে স্ট্রিটলাইট খুব একটা ছিল না। এই গভীর রাতে তার গাড়ির হেডলাইটগুলোর আলোয় অন্ধকার দূর করা সম্ভব ছিল না। তবে চাঁদের আলোতে, সে তার পুরোনো বাড়িটি দূর থেকে দেখতে পায়।

কেউ ছিল না সেখানে। তাদের একটি গ্যারেজ আছে, তবে সে রাস্তায় পার্ক করেছে। জামাকাপড় এবং মেকাপের একটি টোটো ব্যাগ কাঁধে করে গাড়ি থেকে বের হলো। বড়ো গোল চাঁদ আকাশে ঝলমল করছে। গেট পেরিয়ে দরজা খুলল। এয়ার ফ্রেশনারের গন্ধ আসছে। গতবার এয়ার ফ্রেশনারটা রেখে গিয়েছিল সে। সেটার পাশে চাবিগুলো রাখল। দেওয়াল ধরে ধরে লাইট সুইচ খুঁজে বের করল সে। এরপর জুতো খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। স্লিপার ছিল, তবে সেগুলো খুব একটা পরে না সে। হল পেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল।

SHAMVALA ADMIN

শোবারঘরের বাতি জ্বালাবার আগেই ব্যাপারটা টের পেল সে। কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। যেন অদ্ভুত কিছু একটার গন্ধ পাচ্ছে। এমন এক ভিন্ন গন্ধ যা তার শোবার ঘরে থাকে না।

বিপদ অনুভব করে সে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু লাইট জ্বালানোর আগে কিছু তার হাত ধরে ফেলে। তার হাত মুচড়ে তার মুখের উপরে কিছু চেপে ধরে। এমনকি তার চিৎকার করার সুযোগও ছিল না।

'চুপ করে থাকুন, আমরা আপনার কোনো ক্ষতি করব না।' লোকটি তার পেছনে ছিল। হারুমি তার চেহারা দেখতে পেল না।

চিন্তাভাবনা শূন্য হয়ে এলো হারুমির। এই লোকটি তার বাড়িতে কী করছে? কেন এসেছে? কেন তার সাথে এই ঘটনা ঘটেছে? হুট করে একসাথে অনেক প্রশ্ন লাফিয়ে উঠে তার মনে

সে লড়াই করতে চাইছে কিন্তু তার শরীর নড়ছে না। যেন স্নায়ু পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়েছে।

'এই, আমি বাথরুমে কিছু তোয়ালে দেখেছি। কয়েকটা নিয়ে এসো তো।' লোকটি চিৎকার করছে, কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি। বিরক্ত হয়ে আবার বলল, 'আমার তোয়ালে দরকার! স্ট্যাট!'

অন্ধকারের মধ্যে লোকটার ছায়া কাটিয়ে অন্য একটি ছায়া অনুভব করল হারুমি। অন্য কেউও আছে এখানে।

হারুমি নাক দিয়ে প্রচন্ড নিশ্বাস ফেলল। তার হার্টবিট এখনও বেড়ে আছে, তবে ধীরে ধীরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ফিরে আসছে। সে বুঝতে পারল যে তার মুখের ওপরে কী চেপে আছে—ল্যাটেক্স-গ্লাভ পরিহিত একটি হাত।

'ইশ,' তার পেছনে পাশ থেকে আরেকজনকে ফিসফিস করে বলল।

'খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে,' হারুমিকে ধরে রাখা লোকটা বলল, 'এসো, ব্যাগটাতে খোঁজো। ওখানে সম্ভবত কোনো মানিব্যাগ বা কিছু আছে।'

SHAMVALA ADMIN

ব্যাগটি হারুমির কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কেউ তার জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করছে। 'পেয়েছি,' একটি কণ্ঠ অবশেষে বলল।

'কত?'

'কেবল বিশ, তিরিশ হাজার এবং একগুচ্ছ র‍্যান্ডম পয়েন্ট কার্ড।'

লোকটি হারুমির কানের কাছে শ্বাস ফেলল। 'এটাই? যাই হোক। শুধু নগদ নিয়ে নাও। এই কার্ডগুলো কোনো কাজে দেবে না।'

'মানিব্যাগের কী হবে? এটি ভালো ব্র্যান্ডের।'

'এটি ভেঙে গেলে আর ভালো থাকবে না। ব্যাগটি বেশ নতুন; এটা আমরা নিয়ে নেবো।'

কারও পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। 'এইটা ঠিক আছে?' নতুন কণ্ঠস্বরটি অন্যদের চেয়ে তরুণ।

'ঠিক আছে। চোখ বাঁধা যাবে। এটিকে তার মাথার পেছনে এমনভাবে বাঁধো যাতে আলগা না হয়।'

লোকটা যেন তাৎক্ষণিকভাবে দ্বিধা বোধ করল। কিন্তু তারপর এক সেকেন্ড পরেই একটি তোয়ালে দিয়ে তার চোখ বেঁধে দিলো। লন্ড্রি ডিটারজেন্টের মতো কিছুটা গন্ধ লাগল। এটি হারুমি সবসময় ব্যবহার করে।

গলায় তোয়ালেটা শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

এরপরে, তারা হারুমিকে ডাইনিং রুমের টেবিলে বসিয়ে তার উভয় কব্জি তার পেছনে ব্যাকরেস্টে বেঁধে রাখে এবং তার পায়ের গোড়ালিকে চেয়ারের পায়ে বাঁধে। পুরোটা সময়, গ্লাভস পরা হাতটি তার মুখে চেপে রইল।

'আমরা আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই,' হারুমির মুখ চেপে ধরে রাখা লোকটা, যে খুব সম্ভবত এদের লিডার, সে বলল, 'আমি আমার হাত সরিয়ে নিচ্ছি, তবে এরপর আপনি কোনো ঝামেলা তৈরি না করাই ভালো। বিশ্বাস করুন, আপনি আমাদের অস্ত্র দেখতে চাইবেন

SHAMVALA ADMIN

না। যদি আপনি চিৎকার শুরু করেন, আমরা আপনাকে হত্যা করব। তবে আমরা সেটা করতে চাই না। শান্ত কণ্ঠে কথা বলুন এবং আপনার ক্ষতি হবে না। আপনি যদি শান্ত থাকার প্রতিশ্রুতি দেন তবে মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বলুন।'

অমান্য করার কোনো কারণ নেই বলে হারুমি মাথা নাড়ল। হাত ওর মুখটা ছেড়ে দিলো।

'সুতরাং, আপনি সম্ভবত ইতোমধ্যে অনুমান করে ফেলেছেন যে আমরা ডাকাত। আমরা ভেবেছিলাম বাড়ি খালি। আশা করিনি আপনি আসবেন এবং আপনাকে এইভাবে বেঁধে রাখার পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। কিছু মনে করবেন না।'

নির্বাক, হারুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'কিছু মনে করবেন না' বলার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। এটা এখন অর্থহীন।

এবং তবুও, কেন যেন মনে হলো এই ছেলেগুলো সত্যিকারের গুন্ডা নয়।

'আমরা যা নেবার জন্য এসেছি তা পেয়ে গেলেই আমরা চলে যাবো। তবে আমরা এখনও যেতে প্রস্তুত নই, কারণ আমরা নেবার মতো কোনো কিছুই এখনও পাইনি। আমাদের আপনার মূল্যবান জিনিস দরকার। সেগুলা কোথায় রাখেন? আমরা বাছাই করি না। যে-কোনো কিছু হলেই হবে। সত্যি করে বলুন কোথায় আছে।'

হারুমি তার দম ধরল, 'এখানে কিছু নেই—'

'আমাদের বোকা বানানোর চেষ্টা করবেন না।'

'আমি সত্যি বলছি।' হারুমি মাথা নাড়লো, 'খুঁজে দেখতে পারেন। আমি প্রায়শই এখানে থাকি না। এ কারণেই এখানে কোনো টাকা বা মূল্যবান কিছু নেই।'

'আপনি এটি বলতে পারেন, তবে কিছু না কিছু তো আছে।' কণ্ঠস্বরটি কাতরাচ্ছিল। 'আরও চিন্তা করুন। কিছু না কিছু খুঁজে পাবেন। আপনি

SHAMMALA ADMIN

মনে না করা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি। আপনি তা পছন্দ করবেন না, তাই না?'

কিন্তু হারুমির কাছে তাকে বলার মতো কিছুই ছিল না। পুরো বাড়িতে মূল্যবান কিছুই নেই। হিদেওর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যা যা পেয়েছিল তার সব শহরের অ্যাপার্টমেন্টে।

'পাশের ঘরে একটি আলকোভ আছে, তাতামি ঘরের পাশের ঘরে। সেখানের বোল সেটটা একটি বিখ্যাত স্টুডিয়োর।'

'আমরা সেটি পেয়েছি। এবং এর পেছনে দেওয়ালে ক্যালিগ্রাফি স্ক্রোলও। আর কী কী আছে?'

হিদেও তাকে বলেছিল যে বোলটি আসল, তবে স্ক্রোল স্ক্রিনটি আসল না। হারুমি ভাবল সেটা তাদের না বলাই শ্রেয়।

'আপনি কি শোবার ঘরটি দেখেছেন? ছোটোটি।'

'হ্যাঁ, ভালো কিছু দেখতে পাইনি।'

'ড্রয়ারগুলো? দ্বিতীয়টির নিচে একটি ফলস বাটন আছে এবং নিচের অর্ধেকটি গহনাতে পূর্ণ। সেটা দেখেছেন?'

লোকটি তার জবাব দেয়নি। সে তার বন্ধুদের কাছে ইঙ্গিত করছে বলে মনে হয়।

'যাও দেখে এসো।' আদেশ দিলে কেউ একজন উঠে পড়ল।

ড্রেসারটি হিদেওর। সত্যিই একটা সিক্রেট ড্রয়ারে গহনা ছিল, তবে এটি হারুমির না। হিদেওর মেয়ে কিমিকো যখন অবিবাহিত ছিল তখন সে ওগুলো কিনেছিল। হারুমি কখনও সেগুলো খুলে দেখেনি কিন্তু মনে হয় সেখানে তেমন মূল্যবান কিছু নেই। যদি সেখানে থাকত, কিমিকো তার বিয়ে করার সময় সেগুলো নিয়ে যেত।

'আপনি কেন আমাকে-আমার বাড়িতে ছিনতাই করতে এলেন?' হারুমি তাদের জিজ্ঞাসা করল।

'এমনিতেই।'

SHAMVALA ADMIN

‘আপনার অবশ্যই কোনো না কোনো কারণ আছে।’

‘চুপ করুন! তাতে কিছু যায় আসে না।’

‘এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।’

‘মুখ বন্ধ করুন।’

হারুমি তার কথা শুনল। শত্রুদের উৎসাহিত করা ঠিক না।

অবাস্তব নীরবতার শেষে কেউ বলে উঠল, ‘আমি যদি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তবে কি আপনি উত্তর দেবেন?’ এটি লিডারের কণ্ঠ না। হারুমি এত ভদ্র কিছু আশা করেনি।

‘এই,’ লিডার খেঁকিয়ে উঠল, ‘তুমি কী বলছো?’

‘আহা। আমি দেখতে চাই সে কী বলে।’

‘ভুলে যাও।’

হারুমি বলল, ‘আমাকে যে-কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন।’

‘আপনি কি সত্যিই এটি একটি হোটেল বানাবেন?

‘কী করব?’

‘আমি শুনেছি আপনি মারুমিতসুয়েনকে ভেঙে লাভ হোটেল (স্বল্প সময় অবস্থানের জন্য জাপানে শুরু হওয়া এক ধরনের হোটেল। এগুলোতে অতিথিদের প্রাইভেসির ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ রাখা হয়) বানাতে যাচ্ছেন।’

এমন কিছু শোনার আশা করেনি হারুমি। নিশ্চয়ই কারিয়া এদের পাঠিয়েছে। ‘আমি এমন কিছুই করব না। আমি এই বিল্ডিংটি সংস্কার করে অনাথাশ্রমের দায়িত্ব নেবার আশা করছি।’

‘সবাই জানে এটা কেবল একটা ছদ্মবেশ,’ লিডার বাধা দিলো। ‘আপনার সংস্থা মৃত-প্রায় ব্যাবসাগুলোকে নিজের মতো করে পরিবর্তন করে টাকা কামাই করে। যেমন করে বিজনেস হোটেলকে লাভ হোটেল বানিয়ে ফেলেছেন।’

SHAMVALA ADMIN

‘আমরা সেই কাজটি নিয়েছিলাম। তবে এর সাথে সেটার কোনো যোগসূত্র নেই। আমি নিজেই মারুমিতসুয়েন প্রকল্পে অর্থায়ন করছি।’

‘মিথ্যাবাদী।’

‘মিথ্যা বলছি না। আমি সেখানে কখনও কোনো লাভ হোটেল তৈরি করবও না। কেউ সেখানে আসবে না। আমি কোনো বোকা নই। আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি অসহায়দের বন্ধু।’

‘সত্যি?’

‘ড্যুড, সে অবশ্যই মিথ্যা বলছে। তার কথা শুনবে না। অসহায়দের বন্ধু? কী ফালতু কথা। লাভ হবে না এমন কোনো কাজে এই মহিলা জড়াবে না।’

সিঁড়ি দিয়ে কেউ নামার শব্দ হলো।

‘এত দেরি করলে কেন?’

‘ফলস বাটনটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তবে আমি এটি পেয়েছি। দেখো এগুলো।’

কস্টিউম জুয়েলারির ঝংকার এলো। নিশ্চয়ই পুরো ড্রয়ারটি নামিয়ে এনেছে।

অন্য দুজন চুপচাপ ছিল। তারা সম্ভবত গণনা করে যাচ্ছিল যে ট্রাইফলসের জঞ্জাল সম্ভবত কতটা মূল্যবান হতে পারে।

‘ঠিক আছে, এটি নিয়ে নাও,’ কেউ আদেশ দিয়েছে, ‘নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। ব্যাগে রাখো।’

হারুমি জিপার খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ পায়। তারা তাদের লুটপাটের ব্যাগে জিনিসপত্র রাখছে।

‘একে আমাদের কী করা উচিত?’ যে লোক মারুমিতসুয়েন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল সে জিজ্ঞাসা করল।

লিডার বলল, ‘ডাক্ট টেপ আনো। আমরা কোনো ঝামেলা চাই না।’

SHAMVALA ADMIN

টেপ ছিঁড়তে শুনল হারুমি। তারপর অনুভব করল যে এটি তার মুখে আটকে দেওয়া হয়েছে।

'আমরা তাকে এভাবে ছেড়ে যেতে পারি না। যদি কেউ এসে তাকে খুঁজে না পায় তাহলে সে অনাহারে মারা যাবে।'

'একবার আমরা নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলে, আমরা তার কোম্পানিকে কল করব এবং বলব যে তাদের প্রেসিডেন্ট আটকে আছে। ব্যস, হয়ে গেল।'

'যদি তাকে বাথরুমে যেতে হয়?'

'ধরে রাখতে পারবে সে।'

'আপনি কি চাপ ধরে রাখতে পারবেন?' তারা হারুমিকে জিজ্ঞাসা করছিল।

সে মাথা নেড়ে বলল। প্রকৃতপক্ষে, তাকে এখন বাথরুমে যেতে হবে না। এমনকি তারা যদি তাকে বাথরুমে আনার প্রস্তাব দেয় তবে সে তা অস্বীকার করত। এরা যত দ্রুত চলে যাবে ততই মঙ্গল।

'ঠিক আছে, চলো যাই তবে।' লিডার আদেশ দিলো। 'কিছু ভুলে যেও না।' হারুমি বুঝতে পারল তিনজনই ঘর ছেড়ে চলে গেছে। তাদের পায়ের শব্দ হলো এবং সামনের দরজার বাইরে গিয়ে পড়েছে।

একটু পরে, সে আবার তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তাদের কেউ 'গাড়ির চাবি' বলছে।

হারুমির মনে পড়ল সে চাবি শু ক্যাবিনেটে রেখেছিল।

'শিট,' ঠোঁট কামড়ালো। তার হ্যান্ডব্যাগটি রাস্তায় পার্ক করা গাড়ির সামনের সিটে রাখা। গাড়ি থেকে বেরোনোর সময় সে ওটাকে টোট ব্যাগ থেকে বের করেছিল। তার টোট ব্যাগের ভেতরে মানিব্যাগটি ছিল তার ব্যাকআপ। আসল মানিব্যাগটি ছিল হ্যান্ডব্যাগে। এতে অন্তত দুই লক্ষ নগদ ইয়েন আছে। তার সমস্ত ক্রেডিট কার্ড এবং ডেবিট কার্ডও।

SHAMVALA ADMIN

কথা হলো মানিব্যাগটি নিয়ে সে চিন্তিত না। যদি তারা এই সমস্ত কিছু নেয় তবে সে খুশিই হবে। তারা হয়তো তাড়াহুড়োয় ব্যাগের ভেতরটা লক্ষ না করেই ব্যাগটা ফেলে দেবে।

আর ভেতরে দেখলে নামিয়া জেনারেল স্টোরের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিটা পাবে। সেটা তাদেরকে নিয়ে যেতে দিতে পারে না।

তবে তাতে কী আসে যায়? এমনকি তারা চিঠিটি রেখে গেলেও, খুব সম্ভবত সকাল পর্যন্ত সে আটকে থাকবে। এবং দোকানের 'ওয়ান-নাইট স্পেশাল' ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যাবে।

হারুমি কেবল ধন্যবাদ বলতে চেয়েছিল। বলতে চেয়েছিল যে আজ নামিয়া স্টোরের কারণেই সে এই পর্যায়ে আসতে পেরেছে আর তার এই উচ্চ পদমর্যাদা দিয়ে মানুষের উপকার করতে যাচ্ছে। এটাই ছিল ধন্যবাদ বলার সুযোগ।

কিন্তু তারপরেও এটি ঘটতে যাচ্ছে। কেন? সে কি কখনও ভুল করেছে? লিডারের কথাগুলো মনে হলো তার।

অসহায়দের বন্ধু? কী ফালতু কথা। লাভ হবে না এমন কোনো কাজে এই মহিলা জড়াবে না।

এটা একটা ধাক্কা ছিল। সে কখনও কি এমন কিছু করেছিল?

এর পরেই মাঞ্জু কোম্পানির সভাপতির কথা কথা মনে পড়ে গেল।

হারুমি তাকে উড়িয়ে দিয়েছে। চোখ বন্ধ করে হাসল সে।

এতদূর চেষ্টা করেছে এবং এই পর্যন্ত অর্জন করেছে। তবে সম্ভবত সে একটু বেশিই বাস্তববাদী হয়ে গিয়েছিল। এটি একটি সতর্কতা ছিল যে তার হৃদয়কে আরও একটু শিথিল করতে হবে।

হয়তো অবশেষে মাঞ্জুকে সে বাঁচাবে।

১০

বলার উপায় ছিল না, তবে ভোর মনে হচ্ছে কাছাকাছি এসে পড়েছে। আতসুয়া স্টেশনারির ফাঁকা শিটের দিকে তাকালো।

SHAMWALA ADMIN

‘তোমার কী মনে হয় এটি সত্যিই সম্ভব?’

‘কী সম্ভব?’ সোতাকে জিজ্ঞাসা করল।

‘এই বাড়িটি অতীতের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে এবং এই চিঠিগুলো এখানে কোনোভাবে চলে আসতে পারে। এবং আমরা যদি মিল্ক ক্রেটটিতে একটি চিঠি রাখি তবে এটি সময়কালে ভ্রমণ শুরু করে।’

‘তুমি এতক্ষণে বুঝলে সেটা?’ সোতার বিস্মিত লাগছিল, ‘হ্যাঁ, এটা সত্যিই ঘটছে। এছাড়া আমরা এসব মানুষের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করলাম?’

‘এটি খুব অদ্ভুত,’ কোহেই একমত পোষণ করেছেন, ‘আজ রাতে ওয়ান-নাইট স্পেশাল হওয়ার সাথে এর কোনো না কোনো সংযোগ আছে।’

‘আসছি আমি।’ হাতে কাগজটা নিয়ে উঠে পড়ল আতসুয়া।

‘কোথায় যাচ্ছো?’ সোতা ডাকল।

‘যাচাই করার জন্য। আমি একটা চেষ্টা করব।

আতসুয়া পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে দরজা শক্ত করে বন্ধ করে দেয়। স্টোরের সামনে চলে গিয়ে স্লটে কাগজটা ফেলে দিলো। গলি দিয়ে পেছনে ফিরে এসে আবারো স্লটের কাছে চলে গেল। বাক্সটা খুলে দেখল ভেতরে কিছু নেই।

‘আমি যেমন ভেবেছিলাম,’ সোতা বিজয়ীভাবে বলল, ‘যদি এখন এই মেইল স্লটে কিছু রাখো, এটি বত্রিশ বছর আগে দোকানে চলে যায়। এটিই ওয়ান-নাইট স্পেশাল-এর প্রভাব। আমরা এই সংযোগের অপর প্রান্তে আছি।’

‘এবং একবার এখানে সকালে হয়ে গেলে, বত্রিশ বছর আগে—?’ আতসুয়াকে জিজ্ঞাসা করল।

‘বুড়ো লোকটা মারা যাবে। যে লোকটি স্টোরের মালিক ছিল।’

SHAMVALA ADMIN

‘এটাই হবে।’ আতসুয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এটি সত্যিই উদ্ভট একটা ব্যাপার, তবে এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা নেই।

‘ওই মেয়েটার কী হলো?’ কোহেই জোরে জোরে বলে উঠে। আতসুয়া ও সোতা দু’জনই তার দিকে তাকিয়ে রইল, ‘ওই যে ডুবিস ডগি। কে জানে তাকে সাহায্য করতে পেরেছি কিনা।

‘কে জানে?’ আতসুয়া বলল, ‘সে সম্ভবত আমাদের বিশ্বাস করেনি।’

তৃতীয় চিঠিটি পড়ার পরে তাদের দ্রুত ভাবতে হয়েছিল। কিছু ছদ্মবেশী লোক মেয়েটার সাথে প্রতারণা করছিল, তাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছিল। এবং তারপর তারা জানতে পারল যে মেয়েটাও মারুমিতসুয়েনে বাস করত! তাকে বাঁচানোর জন্য তাদের কিছু করতেই হয়—না, কেবল তাকে বাঁচাতে নয়; তাদের এমন কিছু করতে হয়েছিল যা মেয়েটাকে সফল করে তুলবে।

তাদের তিনজন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা মেয়েটাকে ভবিষ্যৎ জানাবে। আশির দশকে জাপানের অর্থনীতি, তখন কী কী ঘটেছিল, কোথায় বিনিয়োগে লাভ হবে- সে বিষয়ে তারা তাকে পরামর্শ দিতে পারে।

তাদের স্মার্টফোনে সার্চ করে এবং ডুবিয়াস ডগিকে দেওয়ার জন্য তাদের চিঠিটি তৈরি করেছিল। এটি একটি পূর্বাভাসের মতো। ইন্টারনেট শব্দটি ব্যবহার না করা খুব শক্ত ছিল।

দুর্ঘটনা ও বিপর্যয় সম্পর্কে তাকে সতর্ক করতে হবে কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়া আরও কঠিন ছিল। কিছু বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটবে—১৯৯৫ সালে কোবে ভূমিকম্প এবং ২০১১ সালে তোহোকু ভূমিকম্প।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত, তারা তাদের সেসব উল্লেখ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঠিক যেভাবে তারা সংগ্রামী সংগীতশিল্পীকে আগুনের কথা জানায়নি। তারা জানত জীবন ও মৃত্যুর বিষয়ে ঝামেলা না করাই শ্রেয়।

‘মারুমিতসুয়েনের সাথে এসবের সংযোগ রয়েছে, অদ্ভুত না?’ সোতা মন্তব্য করল। ‘এটা কি কেবল কাকতালীয় ঘটনা?’

SHAMVA ADMIN

আতসুয়াও সে সম্পর্কে ভাবছিল। এটি একটি কাকতালীয় ব্যাপারই হবে। মারুমিতসুয়েনের কারণেই তো তারা তিনজন আজ এখানে আছে।

সোতাই তাদের এই খবরটা দিয়েছিল যে গত মাসের শুরু থেকে তাদের অনাথাশ্রমটা অত্যন্ত সঙ্কটে রয়েছে। সোতা, আতসুয়া আর কোহেই পানীয় খাচ্ছিল, তবে পাবে না। তারা অ্যালকোহলের দোকান থেকে ছাড়ে কেনা বিয়ার এবং চুহাইয়ের ক্যান, শোচু এবং কার্বনেটেড জল একসাথে মিশিয়ে পার্কে বসে খাচ্ছিল।

'আমি শুনেছি যে কোনো লেডি সিইও নাকি পেছনে পড়েছে। সে এটি সংস্কার করবে। আমি বাজি ধরছি যে সে একজন ভণ্ড।'

সোতা মারুমিতসুয়েনের কাছেই একটা কনভেনিয়েন্স স্টোরে কাজ করত। কোম্পানির অবাধে লোক ছাটাইয়ের সময়ে সে চাকরি হারায়।

'ছিঃ, আমি আশা করছিলাম আমি যদি ঘর ছাড়া হয়ে যাই তবে সেখানে থাকতে পারব।' কোহেই বলল।

সে বেকার। অটোমেকানিক সংস্থাটি যখন দেউলিয়া হয়ে যায় তখনই সে চাকরি হারায়। কোম্পানির ছাত্রাবাসে থাকে সে, তবে তাকে যে-কোনো দিনই বের করে দিতে পারে।

আতসুয়াও চাকরি করত। কয়েক মাস আগে পর্যন্ত সে একটি পার্টস কারখানায় কাজ করত। সেখানে তার সময়কালে, তারা একটি নতুন সংস্থার কাছ থেকে একটি নতুন পার্টের জন্য অর্ডার পেয়েছিল। মাত্রাগুলো অতীতে অন্য যে-কোনো অর্ডারের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। আতসুয়া ডাবল-চেক করেছে, তবে অর্ডারে যা বলা হয় সে তেমন ডিজাইনই করে। পরে জানা যায় এটি ভুল ছিল। তারা নতুন সংস্থার সাথে তার ইউনিটগুলো মিশ্রিত করেছিল। ফলাফল একটি অকেজো ব্যাচ। তারা আতসুয়াকে দায়ী করে। বলে যে সে যথেষ্ট পরিমাণে পরীক্ষা করেনি।

SHAMVALA ADMIN

এমন কিছু তাদের সাথে সবসময় ঘটে: তাদের সংস্থাগুলো মূল কোম্পানির সাথে কথা বলতে পারে না। তাদের বস তাদের ধরে রাখে না। যখনই কোনো সমস্যা হয়, তখন দোষটি আতসুয়ার মতো লোকের ওপরে চলে আসে।

রেগেমেগে চাকরি ছেড়ে দেয় সে।

তার প্রায় কোনো সঞ্চয় ছিল না। ব্যালেন্স প্রত্যাশার চেয়েও খারাপ ছিল। দুমাসের ভাড়া জমে গেছে।

এই তিনজন ছেলে মারুমিতসুয়েনকে নিয়ে যতই ভাবুক না কেন, তারা সাহায্য করার মতো অবস্থানে নেই। ভবনটি কেনার চেষ্টা করা মহিলাকে গালাগাল ও অভিশাপ দেওয়া পর্যন্তই করতে পারে তারা।

এটা কার বুদ্ধি ছিল তা আতসুয়ার মনে নেই। তার নিজেরই হবে।

হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলেছিল, 'চলো তাকে ধরা যাক। তার কাছ থেকে টাকা চুরি করলে মা মেরিও আমাদেরকে মাফ করে দেবে।'

সোতা আর কোহেইও উত্তেজিত হয়।

তারা সবাই একই বয়সি। মিডেল স্কুল আর হাইস্কুল একসাথে পেরিয়েছে। ছাত্রজীবনে কিছু খারাপ কাজ করেছিল। ছোটোখাটো চুরি-চামারি করত। তারা চুরির মতো অহিংস কাজকে সমর্থন করত। তারা এখনও ভাবে যে তারা যে কখনও ধরা পড়েনি এটি একটি অলৌকিক ঘটনা। তাদের কৌশল ছিল: কখনও একই জায়গায় দ্বিতীয়বার আঘাত না করা, সর্বদা কৌশল পরিবর্তন করা—এবং তারা নিষিদ্ধ, এমন কিছু করত না।

মাত্র একবার, একটা খালি বাড়িতে ছিনতাই করতে ঢুকেছিল। মালিক শহরে ছিল না। এটি ছিল তাদের হাইস্কুলের তৃতীয় বর্ষ। তারা চাকরির খোঁজ থামিয়ে দিয়েছিল, তবে তারা সত্যিই নতুন পোশাক চায়। তাদের টার্গেট ছিল তাদের স্কুলের সবচেয়ে ধনী বাচ্চা। ছুটির দিনে তার পরিবার চলে যায়। তিন বন্ধু কখনই ভাবেনি তারা ব্যর্থ হলে কী

SHAMVALA ADMIN

হবে। তারা প্রায় ত্রিশ হাজার ইয়েন নিয়ে এসেছিল। খুব খুশি হয় তারা। সবচেয়ে ভালো কথা, কেউ তাদের সন্দেহ করেনি। খেলাটি বেশ মজাদার লেগেছিল তাদের।

হাইস্কুল শেষে গোলযোগ বাধে। আইনের দৃষ্টিতে তারা এখন প্রাপ্তবয়স্ক। যদি তারা গ্রেপ্তার হয়, তবে তাদের নাম পত্রিকায় আসবে।

তবে এবার ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল। কেউ এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কথা বলেনি। তারা তিনজনই পরিস্থিতিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং কারও ওপর ঝাল মেটাতে চেয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কী, মারুমিতসুয়েনে কী হচ্ছে তা শুনে আতসুয়া খুব একটা ধাক্কা খায়নি। পুরাতন ডিরেক্টর ভালো মানুষ ছিলেন, তবে এই কারিয়া লোকটি ছিল একটি আস্ত শয়তান। সে দায়িত্ব নেওয়ার পরে পুরো প্রকল্পটি বিগড়ে যায়।

সোতা বাড়িটা খুঁজে বের করে।

প্রথম আলোচনার কয়েক দিন পরে যখন তারা দেখা করেছিল, তখন সোতা 'সুসংবাদ' দিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিল, 'সিইওর দ্বিতীয় বাড়ি পেয়েছি। শুনেছি যে সে মারুমিতসুয়েনে আসছে। তার পেছনে পেছনে গিয়ে তার বাড়ির ঠিকানা বের করেছিলাম। এটি অনাথাশ্রম থেকে বিশ মিনিটের দূরত্বে। সামান্য কটেজ। ঢোকা সহজই হওয়া উচিত। তার প্রতিবেশীদের মতে, সে কেবল সেখানে মাসে একবার যায়। ওহ, চিন্তা করো না। আমি পাড়ার কাউকে সামনাসামনি জিজ্ঞাসা করিনি।'

সোতা ঠিক বলে থাকলে, এটি একটি দুর্দান্ত খবর। একমাত্র সমস্যা ছিল চুরি করার মতো কিছু সেখানে আদৌ আছে কিনা।

'থাকতে হবে,' সোতা যুক্তি দিয়েছিল। 'এই মহিলা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ডিজাইনার পণ্য পরে। সেই দ্বিতীয় বাড়িটিতেও সম্ভবত দামি

SHAMVALA ADMIN

কিছু রাখে। আমি বাজি ধরছি এটি ব্যয়বহুল ফুলদানি এবং পেইন্টিংয়ে পূর্ণ।'

'ঠিক,' আতসুয়া আর কোহেই বলে।

বাস্তবে, ধনী লোকদের বাড়িতে কী আছে তা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। তারা এনিমে এবং নাটকগুলোতে দেখা অসম্ভব কোটিপতিদের আস্তানা দেখে অনুমান করেছিল।

তারা ১২ সেপ্টেম্বর কাজ করার পরিকল্পনা করে। তারিখটির কোনো তাৎপর্য ছিল না। সোতার সেদিন ছুটি ছিল, এমনিতেই সে প্রচুর বন্ধ পায়। আর এটি কাকতালীয় ঘটনা ছিল।

কোহেই একটা গেটওয়ে গাড়ি কিনেছিল।

এগারোটার একটু আগে তিন বন্ধু বাসায় প্রবেশ করল। তারা বাগানের পাশের কাচের দরজাটি ফাঁক করে এবং ল্যাচটি খোলে। এটি একটি ভালো উপায়। যদিও তারা প্রথমে ডাক্ট টেপ দিয়ে কাচের ওপর একটি বড়ো তারকা তৈরি করেছিল যাতে ভাঙা কাঁচটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে না পড়ে।

প্রত্যাশামতো কেউ বাড়িতে ছিল না। তারা সমস্ত কিছু দখল করার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাদের হাতে কিছুই লাগেনি।

ঘরের প্রতিটি কোণে খুঁজেছিল। একজন সিইওর দ্বিতীয় বাড়ির তুলনায় এই বাড়িতে তেমন কিছুই নেই। কিছু তো থাকার কথা।

কিন্তু ছিল না।

তখনই বাড়ির ঠিক বাইরে একটি গাড়ি থামতে শুনল। সাথে সাথে তারা তাদের ফ্ল্যাশলাইটগুলো বন্ধ করে দেয়। তারপরে সামনের দরজায় চাবি ঘুরাতে শুনল। পেট মুচড়ে উঠল আতসুয়ার। সেই মহিলা সিইও, আর সময় পেল না আসার। সোতাকে ধমকাতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর সময় নেই।

পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। আতসুয়া নিজেকে প্রস্তুত করল।

SHAMVALA ADMIN

১১

‘আরে, সোতা,’ আতসুয়া বলল। ‘এই ফালতু জিনিসটা কীভাবে খুঁজে পেয়েছো? তুমি বলেছিলে হাঁটতে হাঁটতে দেখা পেয়েছো এটার। ত

‘হ্যাঁ, এটি আসলে নিছক কোনো দুর্ঘটনা ছিল না।’

‘তাই না? তাহলে কী ছিল?’

‘মনে আছে আমি কীভাবে বললাম আমি স্কুটারে করে মহিলাকে অনুসরণ করেছি? পথে, সে এই স্টোরের সামনে থেমেছিল।’

‘কী জন্য?’

‘আমি কীভাবে জানব? কোনো কারণে, সাইনের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাকে বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করার পর আমি এখানে আবার ফিরে আসি। ভেবেছিলাম কখনও যদি পরিত্যক্ত জায়গাটা লুকাবার কাজে লেগে যায়।’

‘কিন্তু তোমার পরিত্যক্ত জায়গাটা একটা মারাত্মক টাইম মেশিনে পরিণত হলো।’

‘বলতে পারো।’

‘সেই মহিলা সিইওর কী হবে? তার নাম যেন কী?’

‘কী মুতো যেন। হারুকো? হারুকো মুতো?’ সোতা মনে রাখতে পারল না। আতসুয়া ব্যাগটা টেনে এনে হ্যান্ডব্যাগটা বের করে। গাড়ির সামনের সিটে রাখা হ্যান্ডব্যাগটা কিছু না ভেবেই ডাফেলে ভরে নিয়েছিল সে।

খুলে দেখল ঠিক তালির নিচে ছিল একটি সরু ওয়ালেট। নগদ কমপক্ষে দুই লক্ষ ইয়েন। সে একাই চুরিটি খালাস করেছে। ক্রেডিট আর ডেবিট কার্ডে তেমন কিছু আসে যায় না।

ড্রাইভিং লাইসেন্সে হারুমি মুতো লেখা। ছবি দেখে মনে হয় সে বেশ সুন্দরী ছিল। সোতা বলেছিল যে তার বয়স পঞ্চাশেরও বেশি। কিন্তু মহিলাকে মোটেও সেরকম লাগে না।

SHAMVALA ADMIN

সোতা আতসুয়ার দিকে তাকাচ্ছিল। তার চোখ কিছুটা লাল, সম্ভবত ঘুমের অভাব থেকেই।

‘কোনো সমস্যা?’ আতসুয়াকে জিজ্ঞাসা করল সে।

‘এটি—এটি হ্যান্ডব্যাগে ছিল।’

সোতা একটা খাম ধরে ছিল।

‘ওটা কী? কী হয়েছে?’

সোতা খামটা আতসুয়াকে দেখাল। নাম দেখে আঁতকে উঠল আতসুয়া। চিঠিটা নামিয়া জেনারেল স্টোরের উদ্দেশ্যে লেখা।

নামিয়া জেনারেল স্টোরকে,

আমি যখন ইন্টারনেটে আপনার ‘ওয়ান-নাইট স্পেশাল’ সম্পর্কে শুনেছি, তখন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না এটা সত্যি হচ্ছে কি না। তবে আমি আপনাকে এই চিঠিটি লিখছি কারণ আমি বিশ্বাস করি যে এটি আসলেই সত্য।

আপনি যদি আমাকে মনে না রাখেন তবে অবাক হবো না। আমি আপনাকে ১৯৮০ এর গ্রীষ্মে ‘ডুবিয়াস ডগি’ হিসাবে চিঠি লিখেছিলাম। তখন আমি সবেমাত্র হাইস্কুল পাশ করেছি। আপনাকে লেখা আমার চিঠিতে, বলেছিলাম যে আমি হোস্টেস জীবিকা নির্বাহ করতে যাচ্ছি, তবে কীভাবে আমার বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারকে বলব তা জানতাম না। আপনি আমাকে আমার জায়গা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি তরুণ ছিলাম এবং আপনার পরামর্শের সাথে একমত হইনি। আমি আমার লালন-পালনের পরিস্থিতি এবং আমার বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করেছি এবং জোর দিয়েছিলাম যে আমাকে উপকার ফিরিয়ে দিতে হবে, এটাই ছিল একমাত্র উপায়। এইরকম একগুঁয়ে ছোট্ট মেয়েটিকে বোঝানো নিশ্চয়ই খুব ক্লান্তিকর মনে হয়েছে আপনার।

SHAMALA ADMIN

আপনি সহজেই আমাকে এড়িয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু আপনি আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং আমাকে সঠিক দিকে চালিত করেছিলেন; কেবল কোনো সাধারণ দিকে নয়, একটা নির্দিষ্ট দিকে। আপনি আমাকে সময়মতো টস করতে বলেছিলেন। এটি কোনো স্বাভাবিক পরামর্শ ছিল না। এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

আপনি আমাকে যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি তা করেছি। সত্যি কথা বলতে কী, প্রথমে আমার সন্দেহ ছিল, কিন্তু একবার যখন দেখেছিলাম যে আপনার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে পৃথিবী পরিবর্তন হতে শুরু করে, আমি সন্দেহ ছেড়ে দেই।

এতটা দূরদৃষ্টি কীভাবে পেলেন তা ভেবে পাই না। আপনি কীভাবে জাপানি সম্পদের মূল্য ওঠা-নামা এবং আপনার নিজের মৃত্যুর পূর্বাভাস করেছিলেন? কীভাবে আপনি ইন্টারনেটের আগমনের পূর্বাভাস করেছিলেন?

তবে সম্ভবত এখনই এটি জিজ্ঞাসা করার কোনো মানে নাই। উত্তর পেলেই কোনোকিছু বদলে যাবে না।

আমার ধারণা আপনার জন্য আমার বার্তাটি খুব সহজ।

ধন্যবাদ মিস্টার নামিয়া।

আমি আপনাকে অন্তরের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাই। আমি যদি কখনও আপনার পরামর্শ না পেতাম, তবে আমি আজ যেখানে আছি আসতে পারতাম না। আমি আজীবন আপনার কাছে ঋণী থাকব। আপনার দয়া ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও উপায় না পেয়ে আমি হতাশ। তবে আমি আশা করি আপনি বিকল্প হিসাবে এই বিনয়ী চিঠিটি গ্রহণ করতে পারেন।

ওয়েবসাইট অনুসারে, এটি আপনার তেত্রিশতম মেমোরিয়াল সার্ভিস। আমি আপনার কাছ থেকে পরামর্শ নেবার পর বত্রিশ বছর কেটে

SHAMVALA ADMIN

গেছে। আমার চিঠিই হয়তো আপনার শেষ চিঠি ছিল তা ভাবতে খুব খারাপ লাগে। আমি বিশ্বাস করি এটিই ভাগ্য ছিল।

মিস্টার নামিয়া, আপনি শান্তিতে বিশ্রাম নিন।

— ডুবিয়াস ডগি

.

আতসুয়া মাথাটা নিজের হাতে চেপে ধরল। মনে যেন তার মস্তিস্ক কুঁচকে যাচ্ছে। তার মুখ থেকে কোনো কথা বের হলো না।

অন্য দুজনও হাঁটু জড়িয়ে ধরে সমানভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ে। সোতা শূন্যে তাকিয়েছিল।

এটা কীভাবে সম্ভব? কিছুক্ষণ আগেই তারা এক উচ্চাভিলাষী হোস্টেসকে ভবিষ্যতে সফল বানাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এই ঘটনাটির তেত্রিশ বছর পরে আতসুয়া এবং তার বন্ধুরা তার বাড়িতেই ডাকাতি করতে ঢোকে —

আতসুয়া বিড়বিড় করে বলল, 'কিছু একটা হয়েছে।'

সোতা ওপরের দিকে তাকালো, 'কী?'

'মানে—দেখো, অবশ্যই মারুমিতসুয়েন নামিয়া জেনারেল স্টোরের সাথে সংযুক্ত। একটি অদৃশ্য বাঁধন বা অন্য কিছু।'

সোতা সিলিংয়ের দিকে তাকাল, 'হতে পারে, হ্যাঁ।'

'আক!' কোহেই পেছনের দরজার দিকে তাকাচ্ছিল।

দরজা হাঁ করে খোলা। সকালের আলো ফুটছে। রাত শেষ।

'দেখে মনে হচ্ছে যে এই চিঠিটি আর নামিয়া জেনারেল স্টোরে পৌঁছাবে না।'

'ঠিক আছে। মানে, এটি তো আমাদের জন্য। তাই না আতসুয়া?' সোতা বলল। 'সে আমাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। সে আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমাদের, এই কলঙ্কিত চোরদের কাছে সে কৃতজ্ঞ।'

আতসুয়া তার দিকে তাকালো। চোখ ভিজে রক্ত লাল হয়ে গেছে।

SHAMVA A ADMIN

‘আমি তাকে বিশ্বাস করেছিলাম। তুমি জানো? যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বিল্ডিংটিকে ভেঙে লাভ হোটেল বানাবেন? সে না করেছিল। সে মিথ্যা বলেনি। ডুবিয়াস ডগি কখনই আমাদের কাছে মিথ্যা বলবে না।’

আতসুয়াও তাই অনুভব করল। মাথা নাড়ল সে।

‘তাহলে আমরা এখন কী করব?’ কোহেই জিজ্ঞাসা করল।

‘আমরা ফিরে যাচ্ছি।’ আতসুয়া উঠে দাঁড়ালো। ‘তার বাসায়। আমরা যা চুরি করেছি তা ফিরিয়ে দেবো।’

‘আমরা তার বাঁধন খুলে ফেলব,’ সোতা এগিয়ে গেল।

‘হ্যাঁ।’

‘তারপর? পালিয়ে যাবো?’ কোহেই জিজ্ঞাসা করল।

আতসুয়া মাথা নাড়ল, ‘না। পুলিশের জন্য অপেক্ষা করব।’

সোতা ও কোহেই প্রতিবাদের কোনো লক্ষণ দেখায়নি।

কোহেই কেবল বিড়বিড় করে বলল, ‘আমরা কারাগারে যাচ্ছি।’

সোতা বলল, ‘তারা হয়তো আমাদেরকে প্যারোল দেবে। তবে এটি কেবল শুরু। তোমার কী মনে হয়, এরপর আমরা কাজ পাবো? কী করব তখন?’

আতসুয়া আবার মাথা নাড়ল, ‘আমি জানি না। তবে আমি একটি জিনিস জানি। অন্য লোকের জিনিসপত্র চুরি করার দিন আমাদের শেষ।’

সোতা আর কোহেই চুপ করে রইল।

তারা তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে পেছনের দরজার বাইরে চলে গেল। রোদ ছিল উজ্জ্বল। চড়ুই কিচিরমিচির করছে।

মিল্ক ক্রেটটি আতসুয়ার চোখে পড়ে। সেই রাতে তারা কতবার এই জিনিসটি খুলেছে এবং বন্ধ করেছে? আর কখনও এটা করতে পারবে না ভেবে খারাপ লাগছিল।

SHAMVA_ADMIN

সে আরও একবার ঢাকনাটি খোলে। ভেতরে একটা চিঠি।
সোতা আর কোহেই গলির অর্ধেকটা চলে গেছে।
‘আরে! দেখো কী পেয়েছি!’
চিঠির সামনের অংশটি ফাউন্টেন পেনে লেখা। প্রাপক জন/জেন ডো। হাতের লেখাটা খুব সুন্দর।
ভেতরের চিঠিটা বের করল সে।

.

নিম্নলিখিত চিঠিটি যিনি আমাকে ফাঁকা চিঠিটি প্রেরণ করেছেন তার উত্তর। যদি এটি আপনার না হয়ে থাকে তবে দয়া করে এটি যেখানে পেয়েছেন সেখানে রেখে দিন।

.

আতসুয়া ঢোক গিলল। খালি চিঠি সেই ফেলেছিল। এই চিঠিটি তার জন্য। উত্তর! প্রকৃত মিস্টার নামিয়ার চিঠি।
প্রিয় জন/জেন ডো,
আপনি কেন আমাকে খালি কাগজের কাগজ পাঠালেন তা বুঝতে বেশ বেগ পেতে হলো। আমি কেবল একজন বৃদ্ধ। তবে আমি জানতাম এটি অসাধারণ কিছু একটা হবে। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি একটা ভালো উত্তর দিতে।
আমি অনেক ভেবে এই উপসংহারে এলাম যে, এই ফাঁকা পত্রক আসলে মানচিত্রের অনুপস্থিতির প্রতীক।
যে লোকেরা আমার কাছে লিখেছে তারা ছিল বিভ্রান্ত। তাদের কাছে একটি মানচিত্র রয়েছে তবে তারা এটির দিকে নজর দেয় না বা কীভাবে তাদের নিজস্ব
অবস্থান সন্ধান করতে হবে তা জানে না।
তবে আমার অনুমানটি আপনার জন্যও প্রযোজ্য নয়। আপনার মানচিত্রটি আঁকা এখনও বাকি আছে। যা আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা

SHAMVALA ADMIN

স্থির করা অসম্ভব করে তোলে। সেখানে পৌঁছানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ করে তোলে।

খালি মানচিত্র পেলে কেউ বিভ্রান্ত না হয়ে পারে? এটি যে কারও জন্য একটি ধাঁধা।

ভালো দিক চিন্তা করুন। ফাঁকা মানচিত্রের অর্থ আপনি নিজের পছন্দমতো একে পূরণ করতে পারেন। এটি সম্পূর্ণ আপনার ওপর নির্ভর করে। সবকিছু খোলা; সম্ভাবনাগুলো সীমাহীন। এটি একটি সুন্দর জিনিস। আমি কেবল আশা করতে পারি এটি আপনাকে নিজেকে বিশ্বাস করা শুরু করার ও কোনো অনুশোচনা না নিয়ে জীবনযাপন করার উপায় খুঁজে পেতে সহায়তা করে।

ভেবেছিলাম আমি আর কোনো চিঠির উত্তর দিতে পারব না। এইরকম কন্টকাকীর্ণ ধাঁধা শেষ করতে পেরে আমি খুব প্রসন্ন বোধ করছি।

—নামিয়া জেনারেল স্টোর

.

আতসুয়া কাগজের পাতা থেকে চোখ তুলল। বাকিদের চোখের দিকে তাকালো। তাদের চোখ চকচক করছে।

হয়তো চকচক করছে তার নিজের চোখও।

SHAMVALA ADMIN

***



আতসুমা, কোতা আর কোহেই—তিন বন্ধু, গভীর রাতে ডাকাতি করে ফেরার পথে বাধ্য হয় "নামিয়া জেনারেল স্টোর" নামে এক পরিত্যক্ত স্টেশনারি শপে আশ্রয় নিতে। কিন্তু সেই রাতে শপের মেইল স্লটে আসে একটি রহস্যময় চিঠি! প্রেরক নামিয়া জেনারেল স্টোরের কাছ থেকে তার ব্যক্তিগত এক সমস্যার সমাধান চাইছে।

নিতান্ত কৌতূহলের বশেই তারা চিঠির উত্তর লিখে পাঠিয়ে দেয়। শুরু হয় চিঠি আদানপ্রদানের এক অভূতপূর্ব অধ্যায়।

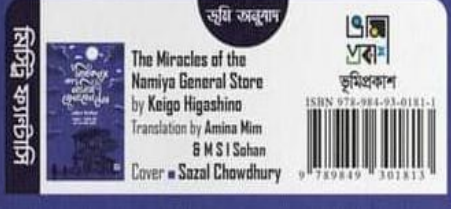
কোনো চিঠির প্রেরক আত্মদ্বন্দ্বে ভুগছে, কেউ বা সিদ্ধান্তহীনতায়, আবার কেউ হতাশায়। সবাই চায় সমাধান। আপাতদৃষ্টিতে জীবনের সমাধানগুলো স্পষ্ট মনে হলেও সেগুলো কি আসলেই খুব সহজ? কারো ছোট্ট এক প্রস্তাব হয়তো অন্য কারো জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলতে পারে, আবার কোনো এক সামান্য সিদ্ধান্তও সারাজীবনের আফসোসে রূপ নিতে পারে।

নানা ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত তিন ধরনের মানসিকতার তিন বন্ধু পারবে কি সঠিক সমাধান দিতে নাকি জন্ম দেবে আরও সমস্যার? চিঠিগুলো আসার কারণই বা কী?

প্রিয় পাঠক, আপনি নিশ্চিত থাকুন—ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, মানবিকতা, ত্যাগতিতিক্ষার অপূর্ব সংমিশ্রণের এই উপন্যাসের বাঁকগুলো আপনাকে থমকে ও চমকে দেবে...করবে আবেগাপ্লুত!

SHAMVAVA AFSAN





The Miracles of the
Namiya General Store
by Keigo Higashino
Translation by Amina Mim
S M S I Sohan
Cover ■ Sazal Chowdhury

ভূমিপ্রকাশ
ISBN 978-984-93-0181-1